ANNUAL REPORT
2011

DCCI

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

Dhaka Chamber of Commerce & Industry

The Best of Bangladesh is Business®

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
XvKv †P¤vi Ae Kgvm A¨vÛ BÛvw÷
65-66 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh
PABX: 955 2562, 955 4383 (Hunting), Fax : 880-2-956 0830, 955 0103
E-mail: info@dhakachamber.com, secretary@dhakachamber.com
Website: www.dhakachamber.com

ASIF IBRAHIM
PRESIDENT

DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

সূচীপত্র

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ	০৫
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ ২০১১	০৬
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ	১৩
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন-২০১১	১৬
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী	৫৮
ঢাকা চেম্বারের স্মরণীয় ও বরণীয়দের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৬৪
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী ২০১০-১১	৬৮
ডিসিসিআই'র বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত	৯৭
ডিসিসিআই'র স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১১ এর গ্রুপ ছবি	১১৬
বিভিন্ন কমিটি/সংস্থাসমূহে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিত্ব	১২৪
ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার	১৩৮
ঢাকা চেম্বার কর্তৃক প্রচারিত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বিজ্ঞপ্তির সংক্ষিপ্তসার	১৭২
সংবাদপত্রে ডিসিসিআই	২১১
ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)	২১৫
দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে ঢাকা চেম্বার কর্তৃক সরকারের নিকট পেশকৃত সুপারিশসমূহ	২১৮
ডিসিসিআই আয়োজিত সেমিনার/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপসমূহের সুপারিশমালা	২৩২
অডিটকৃত হিসাব বিবরণী ২০১০-২০১১	২৬১
ডিসিসিআই সচিবালয়	২৭৬

XvKv †P¤vi Ae Kgvm A¨vÛ BÛvw÷
DHAKA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
65-66 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh, PABX: 955 2562, 9554383 (Hunting)
Fax : 880-2-956 0830, 9550103, E-mail: info@dhakachamber.com, secretary@dhakachamber.com
Website: www.dhakachamber.com

ডিসিসিআই/প্রশাঃ/এজিএম/২০১১/১৫৯৯

ডিসেম্বর ০৪, ২০১১

ডাক প্রত্যায়িত

নোটিশ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর
৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ৩০, ৩১ এবং ৩৯ ধারা মোতাবেক এবং কোম্পানী আইন ও টিও রুলস এর আলোকে চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণের সদয় অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচি সম্পন্ন করার নিমিত্তে অত্র চেম্বারের ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২০ ডিসেম্বর, ২০১১ (৬ পৌষ, ১৪১৮ বাংলা) মঙ্গলবার, অপরাহ্ন ৩-০০ ঘটিকায় ডিসিসিআই অডিটোরিয়াম, "ঢাকা চেম্বার ভবন" (৬ষ্ঠ তলা), ৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্যসূচিঃ

১। গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;

২। ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;

৩। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন (Audit Report) অনুমোদন;

৪। ২০১২, ২০১৩ ও ২০১৪ সালের পরিচালক এবং ২০১২ সালের জন্য সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতি পদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;

৫। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক (Auditor) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ;

চেম্বারের সম্মানিত সদস্যগণকে এ বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

মোস্তফা মহিউদ্দীন
সচিব

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালনা পর্ষদ ২০১১

সামনের সারিতে (বাঁ থেকে) : সর্বজনাব এম আবু হোরায়রা, হোসেন এ সিকদার, আলহাজ্ব মোঃ নাসির উদ্দিন খাঁন, মোঃ সিরাজুল ইসলাম (বুলবুল), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, সহ-সভাপতি সর্বজনাব নাসির হোসেন, এম আনওয়ারুল হক, ওয়ালিউর রহমান ও কে জি করিম।

পেছনের সারিতে (বাঁ থেকে) : সর্বজনাব আবসার করিম চৌধুরী, মাহাবুব আনাম, কে এম এন মনজুরুল হক, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, ওসমান গনি, এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম ও ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী।

ছবিতে অনুপস্থিত : ইঞ্জিঃ সৈয়দ মোশাররফ হোসেন ও জনাব নিয়াজ রহিম।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ডিসিসিআই-এর পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ

২৬ জুন ২০১১ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের নেতৃত্বে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ সাক্ষাৎ করেন। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান, এম.পি., ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব ওয়ালিউর রহমান, এম আনওয়ারুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসির উদ্দিন খাঁন, ইঞ্জিঃ সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, নিয়াজ রহিম, মোঃ সিরাজুল ইসলাম (বুলবুল), হোসেন এ সিকদার, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, মাহাবুব আনাম, ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম, ওসমান গনি, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, কে এম এন মনজুরুল হক, কে জি করিম, আবসার করিম চৌধুরী এবং এম আবু হোরায়রাকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ ২০১১

আসিফ ইব্রাহীম
সভাপতি

টি আই এম নুরুল কবীর
ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি

নাসির হোসেন
সহ-সভাপতি

ওয়ালিউর রহমান
পরিচালক

এম আনওয়ারুল হক
পরিচালক

আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন
পরিচালক

ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন
পরিচালক

নিয়াজ রহিম
পরিচালক

মোঃ সিরাজুল ইসলাম (বুলবুল)
পরিচালক

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ ২০১১

হোসেন এ সিকদার
পরিচালক

এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া
পরিচালক

মাহাবুব আনাম
পরিচালক

ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী
পরিচালক

এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম
পরিচালক

ওসমান গনি
পরিচালক

খায়রুল মজিদ মাহমুদ
পরিচালক

কে এম এন মনজুরুল হক
পরিচালক

কে জি করিম
পরিচালক

আবসার করিম চৌধুরী
পরিচালক

এম আবু হোরায়রা
পরিচালক

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১০-এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১০-এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বারের ২০১২ সালের নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত নির্বাচন বোর্ড এবং নির্বাচন আপীল বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

নির্বাচন বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

এম শাহজাহান খান
চেয়ারম্যান

কামরুল ইসলাম, এফসিএ
সদস্য

এম সালেম সোলায়মান
সদস্য

নির্বাচন আপীল বোর্ডের সদস্যবৃন্দ

ড. তুহিন মালিক
চেয়ারম্যান

আহমেদ হোসেন মজুমদার
সদস্য

এম এ বাতেন
সদস্য

খসড়া বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ

১।	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই	-	আহবায়ক
২।	জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৩।	জনাব নাসির হোসেন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৪।	জনাব এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৫।	জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৬।	জনাব ওসমান গনি পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৭।	জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৮।	জনাব আবসার করিম চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৯।	জনাব এম আবু হোরায়রা পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র
প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ

জনাব সাখাওয়াৎ হোসেন (মরহুম)	১৯৫৯-৬০
জনাব আবু নাসির আহমেদ (মরহুম)	১৯৬০-৬১
জনাব ওয়াই এ বাওয়ানী (মরহুম)	১৯৬১-৬২
জনাব নূরুল হুদা (মরহুম)	১৯৬২
জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব (মরহুম)	১৯৬২-৬৩
জনাব সাখাওয়াৎ হোসেন (মরহুম)	১৯৬৩-৬৪
জনাব আহাম্মদ হোসেন (মরহুম)	১৯৬৭
জনাব কিউ জে আহম্মদ (প্রশাসক)	১৯৬৭-৬৮
জনাব এ কাশেম (মরহুম)	১৯৬৮
জনাব আখলাক আহাম্মদ (মরহুম)	১৯৬৮-৬৯
জনাব মতিউর রহমান (মরহুম)	১৯৬৯-৭২
জনাব কে এ সাত্তার (মরহুম)	১৯৭২-৭৬
মির্জা গোলাম হাফিজ (মরহুম)	১৯৭৬
চৌধুরী তানভীর আহম্মদ সিদ্দিকী	১৯৭৬-৭৯
জনাব নুরউদ্দিন আহমেদ (মরহুম)	১৯৭৯-৮২
জনাব এম এ সাত্তার	১৯৮২-৮৪
জনাব এম ইউনুস, এফসিএ (মরহুম)	১৯৮৪-৮৫
জনাব মাহবুবুর রহমান	১৯৮৫-৮৬
জনাব আবু সায়ীদ মাহমুদ (মরহুম)	১৯৮৬-৯০
জনাব মাহবুবুর রহমান	১৯৯১-৯২
জনাব এম ইউনুস, এফসিএ (মরহুম)	১৯৯২-৯৩
জনাব এ টি এম ওয়াজিউল্লাহ	১৯৯৩-৯৪
জনাব এ রব চৌধুরী	১৯৯৪-৯৫
জনাব আর মাকসুদ খান	১৯৯৫
জনাব আলী হোসেন	১৯৯৬
জনাব এ এস এম কাসেম	১৯৯৭
জনাব আর মাকসুদ খান	১৯৯৮
জনাব এম এইচ রহমান	১৯৯৯
জনাব আফতাব উল ইসলাম	২০০০
জনাব বেনজির আহমেদ	২০০১
জনাব মতিউর রহমান	২০০২-০৩
জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	২০০৪
জনাব সাইফুল ইসলাম	২০০৫
জনাব এম এ মোমেন	২০০৬
জনাব হোসেন খালেদ	২০০৭-০৮
জনাব জাফর ওসমান	২০০৯
জনাব আবুল কাসেম খান	২০১০

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র
প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতিবৃন্দ

জনাব এ সাত্তার কারাওয়াদিয়া	১৯৭০-৭২
জনাব খোরশেদ আলম	১৯৭৩
জনাব এ এম এম শামছুল আলম	১৯৭৫
জনাব এম এ হক (মরহুম)	১৯৭৬
জনাব এম এ হক (মরহুম)	১৯৭৭-৭৮
জনাব এম এ খালেক (মরহুম)	১৯৭৮-৭৯
জনাব এম রেজা (মরহুম)	১৯৭৯-৮২
জনাব শামছুজ্জোহা খান (মরহুম)	১৯৮২-৮৪
আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	১৯৮৪-৮৫
জনাব মোঃ আলী হোসেন	১৯৮৫-৮৬
জনাব এ এম মুবাশ-শার	১৯৮৬-৮৮
জনাব এ এম মুবাশ-শার	১৯৮৯-৯০
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯১-৯২
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯২-৯৩
সৈয়দ জামালুদ্দিন হায়দার	১৯৯৩-৯৪
জনাব সাজ্জাতুজ জুম্মা	১৯৯৪-৯৫
জনাব হোসেন আখতার	১৯৯৫
জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	১৯৯৬
জনাব আশরাফ ইবনে নূর	১৯৯৭
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৯৮
জনাব সাজ্জাতুজ জুম্মা	১৯৯৯
জনাব এ এম মুবাশ-শার	২০০০
জনাব মাহবুব-উজ-জামান	২০০১
জনাব সাব্বির আহমেদ খান	২০০২
জনাব জাফর ওসমান	২০০৩
জনাব এ এম মুবাশ-শার	২০০৪
জনাব মঞ্জুর উর-রহমান (রাসকিন)	২০০৫
জনাব হোসেন খালেদ	২০০৬
জনাব এম. শাহজাহান খান	২০০৭
জনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ	২০০৮
জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী	২০০৯
জনাব এম. শাহজাহান খান	২০১০

প্রাক্তন সহ-সভাপতিবৃন্দ

জনাব মুখলেছুর রহমান (মরহুম)	১৯৭০-৭২
জনাব মুখলেছুর রহমান (মরহুম)	১৯৭৩
জনাব এম এ হক (মরহুম)	১৯৭৫
জনাব এ বি সিদ্দিকী	১৯৭৬
জনাব মোশাররফ হোসেন	১৯৭৭-৭৮
জনাব এম এ রাজ্জাক মিয়া	১৯৭৮-৭৯
জনাব মজিবুর রহমান	১৯৭৯-৮২
জনাব এ এ মনিরুজ্জামান	১৯৮২-৮৪
জনাব রমিজ উদ্দিন ফকির	১৯৮৪-৮৫
জনাব সায়েদুর রহমান (মরহুম)	১৯৮৫-৮৬
জনাব মাসুদুর রহমান	১৯৮৬-৮৮
জনাব এম এ খালেক (মরহুম)	১৯৮৯-৯০
জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া	১৯৯১-৯২
জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন মিয়া	১৯৯২-৯৩
জনাব খোরশেদ আলী মোল্লা	১৯৯৩-৯৪
জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	১৯৯৪-৯৫
সৈয়দ তৌফিক আলী	১৯৯৫
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	১৯৯৬
জনাব মঞ্জুর হোসেন	১৯৯৭
জনাব জাফর ওসমান	১৯৯৮
জনাব নাসির হোসেন	১৯৯৯
জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	২০০০
জনাব আবসার করিম চৌধুরী	২০০১
জনাব হোসেন খালেদ	২০০২-২০০৩
জনাব এম আবু হোরায়রা	২০০৪
জনাব হোসেন এ সিকদার	২০০৬
আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	২০০৭
খন্দকার শহীদুল ইসলাম	২০০৮
জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	২০০৯-২০১০

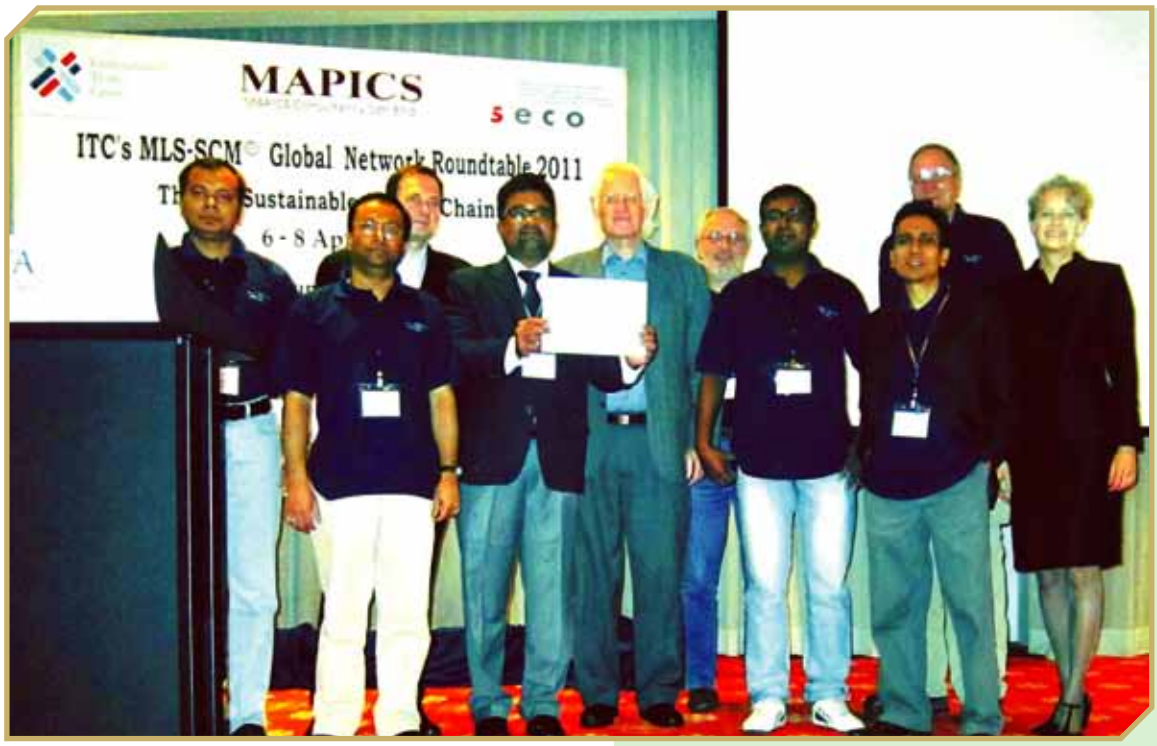

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে চতুর্থ) ০৬-০৮ এপ্রিল, ২০১১ তারিখে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত "এমএলএস-এসসিএম(পি) গ্লোবাল নেটওয়ার্ক রাউন্ডটেবিল, মালয়েশিয়া, ২০১১" শীর্ষক অনুষ্ঠানে "এমএলএস-এসসিএম(পি) বেস্ট নেটওয়ার্ক পার্টনার ইন্সটিটিউশন অ্যাওয়ার্ড ২০১০" এর সনদ গ্রহণ করছেন।

ডিসিসিআই, এমসিসিআই এবং এসএমই ফাউন্ডেশন যৌথভাবে গৃহীত বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)'র লোগো উন্মোচন করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এম.পি. (বাম থেকে তৃতীয়)। ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখ আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া (বাম থেকে চতুর্থ), বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান, এম.পি. (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ড. আতিউর রহমান (ডান থেকে চতুর্থ), এনবিআর'র চেয়ারম্যান ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বামে) এবং এফবিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন (ডানে) এবং এমসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর (বাম থেকে পঞ্চম) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন-২০১১

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ
সম্মানিত প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ
২০১১ সালের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ
ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ

আসসালামু আলাইকুম ও শুভ অপরাহ্ন,

২০১১ সালের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সকলকে আমাদের প্রিয় সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগত জানাচ্ছি। বিগত ৫৩টি বছরের মত আজও আমরা সমবেত হয়েছি ২০১১ সালের চেম্বারের কর্মকান্ড পর্যালোচনা এবং তার উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি সেবার মান উন্নয়নের জন্য চেম্বারের ভবিষৎ কর্মপরিকল্পনা রচনা ও কর্মকৌশল নির্ধারণ ও সেই সাথে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার বিষয়ে চেম্বার কি করে আরও বেশী অবদান রাখতে পারে সে ব্যাপারে আলোচনার জন্য।

আজকের এ শুভ মুহূর্তে আমি ঢাকা চেম্বারের প্রতি আপনাদের সর্বাত্মক সমর্থন ও অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের এ সহযোগিতার মাধ্যমেই ডিসিসিআই দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশী সময়ের এ যাত্রা পূর্ণ আস্থা সহকারে অতিক্রম করতে পেরেছে। আপনাদের গতিময় কর্মকান্ড এবং অধ্যবসায় আজ আমাদের একত্রিত করেছে যাতে করে আমরা চেম্বারকে এমন এক স্থানে নিয়ে যেতে পারি যেখানে ডিসিসিআইর সুখ্যাতি দেশে ও বিদেশে গর্বের সাথে উচ্চারিত হবে। আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা, প্রাজ্ঞ দিক্ নির্দেশনা ও দৃঢ়তায় আজ ডিসিসিআই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সম্পন্ন বাংলাদেশের বেসরকারী খাতের অন্যতম প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

ডিসিসিআই ২০১১ সালে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি)-আংটাড (UNCTAD)/ডব্লিউটিও, জেনেভার পক্ষ থেকে এমএলএস-এসসিএম[পি] বেস্ট নেটওয়ার্ক পার্টনার ইন্সটিটিউট পুরস্কার ২০১০ অর্জন করেছে এবং ২০১১ ওয়ার্ল্ড চেম্বার অব কমার্স প্রতিযোগিতায় বেস্ট আনকনভেনশনাল প্রজেক্ট ক্যাটাগরিতে ফাইনালিস্ট হিসেবে বাছাইকৃত হয়েছে বিশেষ করে ঢাকা কাস্টমস হাউস অটোমেশন প্রজেক্ট বাস্তবায়নে সফলতার জন্য। এসব কিছু অর্জন সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতায়।

২০১১ সালের এ ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে এ বৎসরের চেম্বারের সভাপতি হিসেবে আমার মেয়াদকাল আজ শেষ হবে। সুতরাং আজ আমি আপনাদের সামনে বিগত এক বছরের চেম্বারের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরবো যা আমার পর্ষদের সহকর্মীবৃন্দ, সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও চেম্বার সচিবালয়ের সহযোগিতায় সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি।

সম্মানিত সহকর্মী ও সদস্যবৃন্দ,

এ বছরটি দেশ ও ডিসিসিআই এর জন্য বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জিং ছিল কারণ এ বছর আমাদের অনেক উত্থান-পতনের সম্মুখিন হতে হয়েছে পাশাপাশি জাতীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে বেশকিছু মাইলফলকও অর্জিত হয়েছে।

বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের ৪৩তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ (GDP at PPP; source: CIA & IMF, 2010) এবং ধীরে ধীরে আরও সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। ডিসিসিআই কর্তৃক একটি কৌশল পত্র ২০১০ সালে প্রণয়ন করা হয় যাতে দেখানো হয়েছে যে বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ এর মৌলিক দিকগুলোকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের ৩০ তম বৃহৎ অর্থনীতির একটি দেশে পরিণত হতে পারে যদি সঠিক নীতিমালা, পদক্ষেপ এবং কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। উক্ত কৌশলপত্র অবলম্বনে আমার পূর্ববর্তী প্রাক্তন সভাপতি মহোদয়ের অবদানের মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রয়াসকে লক্ষ অর্জনের নিমিত্তে অব্যাহত রেখেছি এবং এজন্য বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মকান্ড গ্রহণ করছি। লক্ষ অর্জন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এ প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। এ যাত্রা এত সহজ নয়, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যদি সকলে একত্রে কাজ করি তাহলে আমরা আমাদের ইপ্সিত লক্ষে অবশ্যই পৌছাতে পারবো।

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Annual Report of the Board of Directors for the Year 2011

Bismillahir Rahmanir Rahim

Distinguished Members of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)
Respected Past Presidents and Business leaders
My dear colleagues in the Board of Directors of 2011
Respected Members
Ladies & Gentlemen

Assalamu Alaikum

On behalf of the Members of the Board of Directors of 2011 and on my own behalf I would like to take the privilege of welcoming you all to the 50th Annual General Meeting (AGM) of our favorite organization DCCI. Today as had been done in the last 53 years, we have all assembled here to review our activities of the year 2011 so that based on our self analysis we may plan future strategies for delivering better services to the esteemed members as well as business community and at the same time contributing for the economic development of the country.

At this important occasion, I would like to thank you all for your kind cooperation, without your support DCCI could not have come across such a long journey of more than five decades with full confidence of the private sector. Your spirit of work and perseverance have teamed up together to help the Chamber to reach an ultimate position of fame where DCCI has been named autonomously with pride at home and abroad. Your sincere support and guidance, and grit have led DCCI to achieve a position of a dynamic as well as a prominent Chamber in the country with recognition from the international community.

DCCI in 2011 has won the "MLS-SCM (P) Best Network Partner Institution Award 2010" of International Trade Centre (ITC) - UNCTAD/WTO, Geneva and selected as the finalist at the 2011 World Chambers Competition in the Best Unconventional Project Category for its Dhaka Customs House Automation Project. All these have been possible to be achieved because of all of your whole- hearted support and cooperation.

With this 50th AGM my tenure as the President of this prominent Chamber for the year 2011 will come to an end today. So I would like to present before you a summary of activities we have accomplished during the last one year with the assistance of my respected colleagues in the board, distinguished members of the Chamber and support of the strong Secretariat of DCCI.

My Distinguished Colleagues and Members of the DCCI

The year 2011 was very challenging for both DCCI and for the country as we had to face a lot of ups and downs while at the same time there were a lot of milestones in different aspects of our national economy and social issues.

Bangladesh is now ranked as the world's 43th largest economic power(GDP at PPP; source: CIA and IMF, 2010) and rising fast to overtake others. DCCI presented a Country Strategy Paper namely Bangladesh 2030: Strategy for Growth in 2010 which envisaged that by exploiting the fundamentals of the Vision 2021 announced by the present Government, Bangladesh can attain the status of one of the thirtieth largest economies of the word by the year 2030 if necessary policies, steps and actions are implemented successfully. Taking cue from the strategy and contribution of the former President we have continued our works towards achieving the targets and initiated several programmes and projects In the year 2011. We would like to continue these efforts till we achieve our desired goal. The journey is not so smooth but I believe if we all work together, we can reach the destination of our pilgrimage.

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন একটি সংকটকাল অতিক্রম করছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু খাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধির কারণে কিছু কিছু অর্থনৈতিক নির্দেশক ও ব্যালেন্স অব পেমেন্ট এর অবস্থা কিছুটা অস্থিতিশীল। বিশ্ব ব্যাংকের কস্ট অব ডুইং বিজনেস রিপোর্ট ২০১২ তে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থান ১১৮তম থেকে ১২২তম অবস্থানে পৌঁছেছে। শুধুমাত্র অসামর্থতা সমাধান (Resolving Insolvency) করা ছাড়া দশটি ব্যবসা সহায়ক নির্দেশকের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান বিগত বছরের তুলনায় অবনমন হয়েছে। বিদ্যুৎ প্রাপ্যতার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অবস্থান গত বছরের তুলনায় চৌদ্দ পয়েন্ট অবনমন হয়েছে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, তীব্র বিদুৎ ঘাটতি দেশের বিনিয়োগ ও ব্যবসার পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলছে। এতে আরও বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো নির্দেশিকার ক্ষেত্রে নেতিবাচক ধারা লক্ষ করা যায়। বেসরকারী খাতের অন্যতম থিংক ট্যাংক হিসেবে ডিসিসিআই এ সকল বিষয়গুলোকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে এ অবস্থার উত্তরণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারকে সব ধরণের সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী।

এ বছরটি অন্যান্য আরও কিছু ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জিং। বাংলাদেশ বর্তমানে দুই অংকের মুদ্রাস্ফীত চলছে এবং খাদ্য-মূল্যস্ফীতি যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি। শেয়ার বাজারের অচলাবস্থা, ট্রেড একাউন্ট এর অসামঞ্জস্যতা, সরকারী ঋণ গ্রহণ বৃদ্ধিতে ক্রমবর্ধমান ঘাটতি, বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নানা জটিলতা সে সাথে টাকার অবমূল্যায়ন সামগ্রিক অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেছে।

ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকি পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১ এবং বাড়তি জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও স্থিতিশীল সামষ্ঠিক অর্থনীতির উপর ভর করে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের ৩০তম বৃহৎ অর্থনীতির একটি দেশে পরিণত হওয়ার ডিসিসিআই'র এ আত্মবিশ্বাস অর্জিত হবেনা যদি অর্থনীতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়। আর এ জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি, প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন, বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন ব্যবসায় প্রসারের ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতকে আরও সুযোগ প্রদান জরুরী।

সরকার ও বেসরকারী খাত উভয় পক্ষই কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন নীতিমালা সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু এটা এখনও অস্থিতিশীল বিশেষ করে বিগত ২০০৮ সালের চাইতেও অধিকতর গভীর রিসেসনের আশংকা, ইউতে শুরু হওয়া সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সমস্যা আমাদের অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে আঘাত করতে পারে। বিপুল জনসংখ্যার ভার এবং সীমিত সম্পদের উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের জন্য আগামী ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭% জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা খুবই কষ্টসাধ্য হবে যদি না রপ্তানি প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল, রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও বেসরকারী খাতের গতিশীলতা ধরে রাখা না যায়। জাতীয় গ্রীডে আরও বিদুৎ যোগ করার নিমিত্তে সরকারের কঠোর পরিশ্রমের ফলে আশা করা যায় বিদুৎ ব্যবস্থার আশু উন্নয়ন ঘটবে। তাছাড়াও পিপিপিকে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে শেয়ার বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে বলেও আশা করা যায়। সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান ইকোনমিক সামিট এ জলবিদ্যুতের মাধ্যমে বিদুৎ সমস্যা সমাধানে দক্ষিণ এশিয়ার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে সকলে একমত পোষণ করেন। পাশাপাশি বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশে কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুপারিশ করেন। এ সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করে follow-up কার্যক্রম গ্রহণ বিশেষভাবে জরুরী।

উপরোল্লেখিত আলোচনার আলোকে, আমরা মনে করি সরকারকে নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা করায় ডিসিসিআই'র প্রয়াসকে আরও সবল করতে হবে যাতে করে সরকার নতুন নতুন ব্যবসার দার উন্মোচন এবং অধিক হারে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়।

ভদ্র মহিলা ও মহোদয়বৃন্দ,

পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পেশের পূর্বে আমি সেই সমস্ত আত্মার মাগফেরাত কামনা করতে চাই যাদের আমারা বিগত বছর হারিয়েছি।

প্রথমেই আমি স্মরণ করতে চাই জাপানে ঘটে যাওয়া স্মরনকালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহত ব্যক্তিদের। এ ভূমিকম্প শুধু প্রাণঘাতিই ছিলনা, এতে জাপানের অর্থনীতিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ডিসিসিআই এ ঘটনায় একটি শোকবার্তা বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূতকে প্রেরণ করেছে। জাপানে ঘটে যাওয়া ৯ মাত্রার ভয়াবহ এ সুনামি আমাদের জন্য একটি সতর্কবার্তা যা ১১ মার্চ, ২০১১ তারিখে জাপানের দূরবর্তী সমুদ্রের তলদেশে উৎপত্তি হয়। এটা স্মরণকালের সবচেয়ে শক্তিশালী ও পৃথিবীর ৫ম সর্বোচ্চ ভূমিকম্প। বিশ্ব ব্যাংক বলেছে যে, জাপানের এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য প্রায় ৫ বছর সময় লাগতে পারে ও প্রায় ৭৫ বিলিয়ন ইউরো থেকে ১৪৫ বিলিয়ন ইউরো প্রয়োজন যা কিনা জাপানের জিডিপির প্রায় ৪%। এ প্রাকৃতিক দুর্যোগে উত্তর-পূর্ব জাপানে প্রায় ৪৪ লক্ষ গৃহস্থালি বিদুৎ শূন্য এবং ১৫ লক্ষ ঘরবাড়ি খাবার পানি শূন্য হয়।

Bangladesh economy is now passing through a critical juncture. Some of the economic indicators and balance of payment situation are at a stake because of increase of state expenditure in some important sectors. As per World Bank Cost of Doing Business report 2012 Bangladesh's overall ranking shifted to 122nd from 118th in respect of ease of doing business. In all ten doing business indicators Bangladesh position dropped from the previous year 2010 except one in resolving insolvency. In terms of getting electricity, Bangladesh's ranking dropped 14 point from the previous year. The report said that acute power crisis has weighed heavily on the country's overall investment and business climate. It also stated that Bangladesh showed negative trend in almost all the areas, excepting enforcing contacts. As one of the private sector think tank DCCI has also taken up these issues seriously and would like to take steps so that situation improves in future.

The year 2011 was challenging for Bangladesh in some other aspects also. The country presently having bites of about double digit inflation and in case of food-inflation it is almost all-time high, inertia in the stock market, trade account imbalances, growing deficit because of public borrowing and difficulties in foreign financing along with taka depreciation and difficulties in foreign financing have made the situation a bit critical.

The targets of six five year plan, vision 2021 objectives and DCCI's belief of being the 30th largest economy by 2030 based on the strong economic fundamentals of the macro economic stabilities and high GDP growth could not be achieved unless required precautionary measures are taken to redirect the economy towards the right path by creating an enabling environment and policies for attracting FDI, encouraging investment and allow private sector to generate more and more new businesses for employment.

Both government and the private sector are working hard and have been undergoing several policy reforms for unearthing the problems but it is still unstable specially if the ensuing deeper depression originated in EU hits back our economy. As a very small economy with tremendous population burden it would be very difficult for Bangladesh to sustain 7% GDP growth in the fiscal 2012-13 if export growth can not be sustained and diversified and fresh momentum in the private sector is not visible. It is hoped that the energy situation would be changing as the government is trying hard to add more power to the grid and announcing encouraging PPP policies for investors while re-energizing the stock markets. In a recent South Asian Economic Summit held in Dhaka there was a common understanding to exploit South Asian potentials in the hydro-electricity for resolving energy problems in South Asia while experts suggested for use of coal as a substitute of energy resources in Bangladesh to produce electricity. We should sincerely follow up these issues to address energy problems.

In view of all the above, we think DCCI should invigorate its efforts to add more strength to support the government in providing policy inputs and contribute more to attract new investment and businesses.

Ladies and Gentlemen,

Before I go into the details of the Report let me pay my homage to the departed souls who have left us during the last one year.

We mourn loss of lives due to the devastation of earthquake in Japan which caused a serious loss to their economy while hundreds died and several others were critically injured. DCCI sent condolence message to the Ambassador of Embassy of Japan to Bangladesh. Tsunami in Japan was a learning for all of us, it was a magnitude of 9.0 (Mw) under sea-a mega thrust earthquake off the coast of Japan that occurred on Friday, 11 March 2011. It was the most powerful known earthquake ever to have hit Japan, and one of the five most powerful earthquakes in the world. World Bank said it could take Japan five years, and cost between £75bn and £145bn – equivalent to 4% of Japan's GDP to overcome the catastrophe. Around 4.4 million households in northeastern Japan were left without electricity and 1.5 million without water.

ডিসিসিআই, আইটিসি'র নির্বাহী পরিচালক ড. পেট্রিসিয়া ফ্রান্সিস এর স্বামীর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত এবং এজন্য একটি শোকবার্তাও প্রেরণ করা হয়েছে। আরও শোকবার্তা প্রেরণ করা হয় জনাব এম এস রেজা ও ডিসিসিআই'র ব্র্যান্ডিং, পিআর অ্যান্ড পাবলিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সহ-আহবায়ক জনাব খালেকুজ্জামান-জামান এর মৃত্যুতে। এসকল মূল্যবান ও পরিশ্রমী প্রাণের অকাল প্রয়াণে ডিসিসিআই প্রেরিত শোকবার্তার মাধ্যমে তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে।

আমরা আরও গভীরভাবে শোকাহত ডিসিসিআই'র সচিবালয়ে কর্মরত উচ্চমান সহকারী জনাব সফিকুল ইসলামের অকাল মৃত্যুতে। ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে তাঁর পরিবারের সাহায্যার্থে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সম্প্রতি জুলাই মাসের শেষ থেকে প্রায় দুই মাস ব্যাপি থাইল্যান্ডে ঘটে যায় এক ভয়াবহ বন্যা। এ বন্যায় ১৮ অক্টোবর, ২০১১ পর্যন্ত প্রায় ৩০৭ জন নিহত, ২৩ লক্ষ লোক আক্রান্ত, ১৫৬.৭ বিলিয়ন বাথ (৫.১ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার) এর সমপরিমান ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। এ বন্যা ৫৮টি প্রদেশে প্রায় ৬ লক্ষ হেক্টর জমি প্লাবিত করেছে যার মধ্যে প্রায় ৩ লক্ষ জমি ফসলি জমি। প্রাকৃতিক এ বিপর্যয়ে জর্জরিত সকলের জন্য আমরা মহান আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া প্রার্থনা করি যাতে তাঁরা দ্রুত এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পায়।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে ঘটে যাওয়া বিগত ১ দশকের মধ্যে ৭.২ মাত্রার সর্বোচ্চ শক্তিশালী ভুমিকম্পে তুরস্ক এখন এক কঠিন সময় অতিক্রম করছে। এ ভূমিকম্পে প্রায় ২৬৪ জন নিহত হন, ৫৮২ জনেরও অধিক আহত হন। তুরস্কের লেক ভেন অঞ্চলে প্রায় ২২০০ ঘর-বাড়ি একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। আমরা সকলের সাথে এ ঘটনায় গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

যদিও আমাদের দেশ ও বিশ্বকে এ বছর অনেক পরিবর্তনের মোকাবিলা করতে হয়েছে, ডিসিসিআই তার একাগ্র এবং পরিকল্পিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বেসরকারী খাতের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়েছে। এমতাবস্থায়, বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার পূর্বে আমি ঢাকা চেম্বারের কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জনের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

২০১১ সালে ডিসিসিআই'র অর্জন ঃ

আগেই বলেছি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) "এমএলএস-এসসিএম(পি) বেষ্ট নেটওয়ার্ক পার্টনার ইন্সটিটিউশন অ্যাওয়ার্ড ২০১০" অর্জন করেছে। আমরা মনে করি এটি ডিসিসিআই'র জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) এ বছর ০৬-০৮ এপ্রিল, ২০১১ তারিখে ১২০ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে এ পদক অর্জন করে। এ পদকটি "এমএলএস-এসসিএম(পি) বেষ্ট নেটওয়ার্ক পার্টনার ইন্সটিটিউশন অ্যাওয়ার্ড ২০১০" নামে পরিচিত। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি)-আংটার্ড/ডব্লিটিও, জেনেভা মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত এমএলএস-এসসিএম(পি) গ্লোবাল নেটওয়ার্ক রাউন্ডটেবিলের পাশাপাশি এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

"এমএলএস-এসসিএম(পি) বেষ্ট নেটওয়ার্ক পার্টনার ইন্সটিটিউশন অ্যাওয়ার্ড ২০১০" এর সনদ গ্রহণ করছেন ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম

বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যাতে প্রতিযোগিতায় সার্বিক সাফল্য অর্জন করতে পারে, সেজন্য আইটিসি প্রখ্যাত কনসালটেন্টের সাহায্যে এমএলএস-এসসিএম(পি) এর ১৮টি মডিউল প্রণয়ন করেছে। এখানে সূচক(পি) এই প্রোগ্রামের মূল চালিকা-শক্তি 'ক্রয়' কে নির্দেশ করে। ব্যয় সংকোচন, লিড টাইম হ্রাসকরণ ও ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের এই কোর্সটি একটি পরীক্ষিত ও কার্যকরী কোর্স। এই প্রোগ্রামটি পরিচালনার জন্য ডিসিসিআই প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর বিশেষ উন্নতি সাধন করেছে এবং 'ToT' কর্মশালা পরিচালনার মাধ্যমে একদল বিশেষ অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক তৈরি করেছে। এর মধ্যে এ কোর্সটি বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বিপুল সাড়া পাওয়া গেছে। ২০১০ সালে এ কোর্সে ৮৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করে।

DCCI also condoled the death of husband of Dr Patricia Francis, Executive Director, ITC and sent condolence messages. Also similar messages were sent to Mrs. Reza condoling the death of Mr. M S Reza, and to the family members of Mr Khalequzzaman, Co-Convenor of DCCI S/C on Branding, PR and Publication etc. These valuable lives were taken away and some energetic life who were beloved among their family were lost, DCCI through this condolences expressed its solidarity with them and tried to stand beside them.

We were shocked and grieved at the sad demises of a secretariat staff Mr. Shafiqul Islam for his untimely death and from Chamber we have taken all necessary measures for helping his family.

Recently Thailand's Flood is another natural calamities which began in late July and continued for over two months. The floods have caused 307 reported deaths, affected over 2.3 million people, and caused damages that went up to 156.7 billion baht (5.1 billion USD) as of 18 October, 2011. The flooding has inundated about six million hectares of land, over 300,000 hectares of which is farmland, in 58 provinces. We have all our feelings for those who are in suffering and pray to God so that they may soon overcome this disaster.

Turkey is now passing a very hard time because of its most-powerful earthquake in more than a decade that occurred on 23rd September, 2011 which the U.S. Geological Survey said had a magnitude of 7.2. About 264 people were killed and more than 582 were injured in the quake. 2200 buildings were collapsed in the earth quake of Lake Van of Turkey. We shared this shocking news with the concerned affected people.

Distinguished Members,

Even though the world and the country witnessed a lot of changes in 2011, DCCI through its sincere and concerted efforts have been able to add a lot towards ensuring private sector development. Now before going to the details of our activities we would like to share some of the achievements of the Chamber in 2011.

Achievements of the DCCI during 2011

As has been mentioned earlier DCCI wins the "MLS-SCM(P) Best Network Partner Institution Award 2010" of International Trade Centre (ITC) - UNCTAD/WTO, Geneva We consider it as one of the important achievements of DCCI. DCCI Business Institute (DBI) win the Best (MLS-SCM(p) Institute Award, 2010 among one hundred twenty (120) Institutes all over the world, during April 2011. The title of the award is MLS-SCM(P) Best Network Partner Institution Award 2010.The competition was organized by International Trade Centre (ITC) – UNCTAD/ WTO, Geneva at the Global Roundtable on Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM(p), held in Malaysia.

In the picture DCCI President is seen with Award along with other distinguished persons present in the programme.

ITC has developed 18 modules of MLS-SCM (P) to help companies achieve excellence in the supply chain. The symbol (P) signifies the power of purchasing which is the key element of the programme. DCCI has developed an excellent infrastructure and a pool of experienced trainers through ToT (Training for the Trainers) Workshops for conducting Certificate/Diploma course in Supply Chain Management. This is a unique, proven and powerful management system to cut cost, reduce lead time and become competitive in the Global Market.

The MLS-SCM (P) of DBI has become popular in Bangladesh and participants from Business, Govt. and Non-Govt. organizations are coming up in a large numbers. In 2010, eighty four(84) participants have been admitted for the course.

প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট (পিএসডি) পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটি টু সার্পোট বিজনেস কমিউনিটি

২০১১ সালের জুন মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সাথে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই বাংলাদেশে স্বাধীন ও নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার লক্ষ্যে প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট (পিএসডি) পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠনের প্রস্তাব পেশ করে। ১২ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ১৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই'র সভাপতি ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে

এ কমিটি যে সব কাজ করবে সেগুলো হলো ঃ

- দেশের প্রাইভেট সেক্টরের উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ এবং এগুলোর বাস্তবায়নের জন্য সকল পক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন।
- দেশের প্রাইভেট সেক্টরের উন্নয়নের জন্য ব্যাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন।
- প্রাইভেট সেক্টরের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করা এবং এ সব সমস্যা সমাধানে কার্যকর সুপারিশ প্রণয়ন।
- পাবলিক-প্রাইভেট সহায়ক পরিবেশ তৈরি এবং তা উন্নয়নে সুপারিশমালা প্রণয়ন।

এ কমিটি প্রতি ৩ মাসে একটি সভা আহবান করবে। কমিটি ইচ্ছা করলে এক বা তার অধিক সদস্য কো-অপট করতে পারবে। কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পলিসি কো-অর্ডিনেশন ইউনিটি স্থাপন করা হবে।

এ গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে ডিসিসিআই সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। চেম্বার বিশ্বাস করে এ কমিটি পাবলিক-প্রাইভেট ফোরাম হিসাবে কাজ করবে এবং বিনিয়োগ ও বাণিজ্য উন্নয়ন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে পারবে।

ঢাকা কাস্টমস হাউস আটোমেন প্রকল্পের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের উদ্বোধন

এ বছর ডিসিসিআই'র আরো একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো ঢাকা কাস্টমস হাউস আটোমেশন প্রকল্পের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের উদ্বোধন সম্পন্ন করা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), আইএফসি-বিআইসিএফ এবং ডিসিসিআই যৌথভাবে ডাটা সফট এর সহযোগিতায় ঢাকা কাস্টমস হাউস আটোমেশন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করেছে।

অটোমেশন প্রযুক্তির আওতায় SITA, Airline Agent Feeder, Airline Operator, Airline Express, C&F Agents, Airport Custom (Import/Export Section, AIR Section, Speed Treasury, Airport), Custom Intelligence, Bond Commission, Bangladesh Biman, Dhaka ICD, PSI, DEPZ, NBR, Sonali Bank, Freight Forwarders এবং এর সাথে সকল পক্ষই স্বতশ্চলন (Automation) সেবা প্রদান করবে।

ঢাকা অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপোও এ অটোমেশন এর আওতায় চলে আসবে। এ নতুন ব্যবস্থা কাস্টম পদ্ধতিতে বর্তমানে বিদ্যমান ৩১ ধাপ কে কমিয়ে ৬ ধাপে নিয়ে আসবে। গবেষণায় দেখা গেছে, এ প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে ব্যবসায়ী সমাজ সময় এবং অর্থ দুটোরই সাশ্রয় করতে পারবে।

২০০৯ সালে এ প্রকল্পটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও নানাবিধ সমস্যার কারণে তা বাস্তবায়িত করা যায়নি। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধান করা সম্ভব হয়েছে এবং প্রকল্পটি বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে কার্যক্রম শুরু করেছে।

নেপালের বাণিজ্য প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের এ প্রকল্পটি দেখে নেপাল কাস্টমস্ হাউসে অনুরূপ একটি প্রকল্প চালু করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোতে এধরণের প্রকল্পের বাস্তবায়নের বিষয়ে আমরা আশাবাদী।

Private Sector Development (PSD) Policy Co-ordination Committee to Support Business Community

During a meeting of DCCI with the Hon'ble Prime Minister in June 2011, DCCI requested to establish a private sector development policy co-ordination committee to support business community for flourishing their businesses freely and smoothly and to allow a forum for private-public dialogue. The 13-Member committee was formed and gazetted by the PMO on 12th September 2011. The Committee will work for the following:

DCCI Board Members along with the President DCCI is seen in the picture at a meeting with the Hon'ble Prime Minister.

* Analyze activities taken up for the private sector development and recommend for coordination of all these activities for smooth implementation.
* Discuss and suggest for enabling business and investment environment of the private sector and recommend for improvement.
* Identify barriers for development of private sector and recommend measures to address these problems.
* Propose measures for developing a public-private friendly environment and recommend necessary prescriptions for improvment.

The committee will arrange a meeting once in an every 3 months. In case if needed, the committee can co-opt one or more member. A Policy Co-ordination Unit(PCU) will be established at PM office to provide secretarial services to the PSD Coordination Committee.

DCCI as a member of the high-powerd commitee believes that this Committee will act as a Public Private Discussion Forum and help institutionalizing a mechanism for resolving some important business related issues across the table.

Launching of Commercial Operation of Dhaka Customs House Automation (DCHA) Project

Another remarkable achievements of DCCI is Launching of Commercial Operation of Dhaka Customs House Automation (DCHA)- the latest success in Public Private Project(PPP) initiative. The Dhaka Customs House Automation (DCHA) Project was taken up by National Board of Revenue(NBR), IFC-BICF of World Bank and DCCI in cooperation with DataSoft. Under the automation system, SITA, Airline Agent Feeder, Airline Operator, Airline Express, C&F Agents, Airport Custom (Import/Export Section, AIR Section, Speed Treasury, Airport), Custom Intelligence, Bond Commission, Bangladesh Biman, Dhaka ICD, PSI, DEPZ, NBR, Sonali Bank, Freight Forwarders and all other related stakeholders will provide fully automated services. Dhaka Inland Container Depot will also be covered with the automaton programme. The new system will help cut down the customs procedures to six steps, in place of the existing 31. The businesses can save both time and money by around 80 per cent after the DCH is fully automated, according to a study.

The project even though initiated in 2009 could not be completed because of several mis- understanding and related problem but eventually because of concerted efforts of all parties all these have been resolved and the project started in its full swing now.

Nepali Business Delegates have shown their interest to take such a type of project at Nepal Customs House following the model of Bangladesh. We would be happy to see such a services replication in the South Asian region.

বিল্ড - বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট - একটি সরকারী বেসরকারী পার্টনারশিপ প্রকল্প

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) যৌথভাবে ২০১১-২০১৩ সময়ে বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (BUILD) নামক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। বিল্ড হলো পাবলিক-প্রাইভেট ডায়লগের একটি প্রক্রিয়া যা গত ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করণে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক এক জাতীয় কনফারেন্সে উদ্বোধন করেন। দুদিনের এ জাতীয় কনফারেন্সে একটি ওয়ার্কিং সেশনের আয়োজন করা হয় যেখানে উপস্থিত সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রতিনিধিবৃন্দ এ বিষয়ে নিজেদের মতামত উপস্থাপন করেন। বিল্ড এর লোগো উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রী মহোদয়ের বাণী সম্বলিত ক্রোড়পত্র দেশের দুটি বাংলা দৈনিক এবং একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রণীত একটি Theme song উপস্থিত সকলের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে এবং প্রকল্পটির পরিচিতি তুলে ধরতে সহায়ক হয়।

বর্তমান সরকার ঘোষিত ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাইভেট সেক্টরের অধিকতর উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী ফ্রেমওয়ার্ক তৈরিতে এ প্রকল্পটি কাজ করবে।

বিল্ডের মূল উদ্দেশ্য হলো বস্তুনিষ্ঠ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কার্যকর ও ফলপ্রসূ সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে আলোচনা, সুনির্দিষ্ট বাণিজ্যিক নীতিমালা সংস্কারে এবং বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী ভিশন বাস্তবায়ন করা। এটি গবেষণা ও এ্যাডভোকেসির ভিত্তিতে পাবলিক-প্রাইভেট ডায়লগের মাধ্যমে এ সমস্ত রিফমর্স এর সুপারিশ করবে যার মাধ্যমে ব্যবসায় ব্যয় হ্রাস এবং বেসরকারী খাত কে আরো শক্তিশালী করবে যা কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। বিল্ড সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী সংগঠনগুলোর মধ্যে মতামত বিনিময়ের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে যার মাধ্যমে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য ঐক্যমত্য পৌঁছানো সম্ভব হবে। তাছাড়া এটি একটি গতিশীল বেসরকারী খাতের জন্য বিনিয়োগ পরিবেশ পুনঃগঠনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে। এ প্রকল্পে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, আর্থিক কর্মকান্ড, এসএমই উন্নয়ন এবং ট্যাক্স ও অন্যান্য বিষয়ক চারটি ওয়ার্কিং গ্রুপ থাকবে। প্রতিটি ওয়ার্কি গ্রুপে পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরের অভিজ্ঞ একজন করে ব্যক্তি কো-চেয়ারের দায়িত্ব পালন করবেন।

বিল্ডের এ ওয়ার্কিং কমিটির মাধ্যমে ব্যবসা এবং বিনিয়োগ সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক, অফিস এবং বিজনেস এসোসিয়েশনের মধ্যে গভীর সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হবে যার মাধ্যমে বেসরকারী খাতের জন্য আরও ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবে।

বিল্ড একটি স্বাধীন ফোরাম এবং কার্যকর পদ্ধতি হিসাবে কাজ করবে যার মাধ্যমে সরকারের সাথে কার্যকর যোগাযোগ নিশ্চিত করা যাবে এবং দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট আইনগুলোর সংস্কার করা সম্ভব হবে। বিল্ড Constituency Gap কমাতে সাহায্য করবে যার ফলে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে রিফর্ম প্রস্তাব তৈরি করা যাবে।

DCCI's Netherlands Trust Fund II (NTF II) প্রকল্প

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ সফটওয়ার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস), ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) এবং সেন্টার ফর দি প্রমোশন অফ ইমপোর্ট ফ্রম ডেভেলপিং কান্ট্রিজ (সিবিআই) The Netherlands Trust Fund II (NTF II) নামক একটি প্রকল্পে স্বাক্ষর করেছে। ডিসিসিআই, বেসিস, আইটিসি এবং সিবিআই গত ৩০ জুন ২০১১ ইং তারিখে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের বার্ষিক জয়েন্ট এ্যাডভাইজরি গ্রুপ মিটিং-এ NTF II প্রকল্প বিষয়ক দলিলে স্বাক্ষর করে।

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে দ্বিতীয়) The Netherlands Trust Fund II (NTF II) প্রকল্প দলিলে স্বাক্ষর করছেন।

BUILD- Business Initiative Leading Development-a Public Private Partnership Project

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) in cooperation with IFC-BICF and in partnership with Metropolitan Chamber of Commerce & Industry (MCCI) and SME Foundation is going to implement Business Initiative Leading Development(BUILD) project during 2011-2013. BUILD- a mechanism for Public-Private Dialogue(PPD) was launched by Mr. M A Muhit, M.P, Hon'ble Finance Minister on October 17, 2011 at a National Conference on **Public Private Partnership for Rapid Economic Growth** at the Hotel Rupashi Bangladesh. The 2-Day Conference had one working session to get views from different government and private representatives in shaping up the operational mechanism of BUILD. A supplement commemorating the launching of BUILD was published in two leading dailies one in bangla and another in english highlighting on BUILD including messages from different relevant Ministers extending their supports for this noble initiative. A Theme Song was also prepared to give enough publicity of the programme and express determination to move forward jointly.

The project will be able to help us to suggest a framework for further development of private sector for achieving targets of Vision 2021 announced by the present Government.

The main objective of the project is to conduct effective dialogue, research and policy advocacy to promote an improved and enabling business environment in Bangladesh, which will sustain for a long time vision. It will also help suggesting business reforms through public private dialogue (PPD) backed by research and advocacy which we believe will eventually help reducing cost of doing business and make private sector more competitive. BUILD will act as a platform to work in partnership with concerned public and private business facilitating organizations so as to reach a common goal of economic prosperity. The project which will act as a strong facilitator for investment climate reforms as a dynamic Private Sector Wing for which Four Working Groups on Trade and Investment, Financial Matters, SME Development and Tax and Related Issues will work initially. Each Working Group will be Co-Chaired by a professionals each one from Public and Private sector.

Through the concerned Committee/Working Group Members BUILD will be able to form a Strong Network of institutions, offices and business associations to provide a platform to actively engage in the development of the private sector enabling environment as a whole.

BUILD will also act as an Independent Forum(IF) and will work as an effective mechanism for lobbying with the government for reforms and ensure enabling environment for both local and foreign investors. BUILD will initiate PPDs which will facilitate, accelerate and help cementing on-going initiatives, ones which without the boost of stakeholder pressure would falter or fail. It will try to bridge the Constituency Gap so that reform proposals can be prepared with sufficient inputs from all related stakeholders and Opinion Leaders of all Representative Bodies. While BUILD will follow replicable strategies for ensuring success it will primarily consider the likely needed reforms exceptionally suitable for the country.

The Netherlands Trust Fund II Project

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), along with Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS), and International Trade Center (ITC) and Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) Netherlands has signed "Netherlands Trust Fund II (NTF II)" project. DCCI, BASIS, ITC and CBI Netherlands joined in the signing of the NTF II project during the UN body Annual Joint Advisory Group(JAG) meeting held in Geneva, Switzerland on June 30th, 2011.

DCCI President Mr. Asif Ibrahim is seen along with others signing the Project.

নেদারল্যান্ডস ট্রাস্ট ফান্ড টু (NTF II) কর্তৃক অর্থায়িত এ প্রকল্প বাংলাদেশের আইটি এবং আইটি এনেবেল সার্ভিসেস সেক্টরের দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাজ করবে। এ প্রকল্প বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের রপ্তানী সম্ভাবনা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। যা IT ও ITES খাতের উন্নতি এবং একটি cross-cutting সেক্টর হিসেবে কাজ করে আগামীতে বাংলাদেশের জন্য প্রাক্কলিত বার্ষিক ১০% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনেও বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

যৌথ উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য স্বাক্ষরিত -এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে IT এবং ITES আউটসোর্সিং এর জন্য বিশেষ উপযুক্ত স্থান হিসেবে বহির্বিশ্বে পরিচিতির মাধ্যমে বাংলাদশের ইমেজ বৃদ্ধি করা এবং এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান অর্থ্যাৎ Trade Supporting Organization গুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এর ফলে এ খাতে কার্যকরী সেবা প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে।

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউটে কর্তৃক বিবিএ কোর্স চালু

দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদোক্তাদের সুবিধার্থে ডিসিসিআই নিজস্ব ভবনে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) চালু করে। এ বৎসর ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউটের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো ডিবিআই কলেজের মাধ্যমে বিবিএ কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম শুরু করা। এ কলেজ থেকে প্রদেয় সার্টিফিকেট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদনকৃত হবে। বর্তমানে ডিবিআই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যদিও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষিত মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে ডিবিআই কে আরো বেশি মনোযোগী হতে হবে যা কিনা আমাদের দেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। গত জানুয়ারি থেকে ৪-বছর মেয়াদী বিবিএ কোর্স চালু করার বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমোদন পাওয়া যায় কিন্তু প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে তা চালু করা যায়নি। তবে আমরা আশাবাদী যে এ বছর থেকে সেটা শুরু করা যাবে।

এত সংক্ষিপ্ত সময়ে ডিসিসিআই'র সকল অর্জন বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়, তারপর ও আপনাদের সদয় অবগতির জন্য আমি কিছু অর্জনের সংক্ষিপ্ত সার উপস্থাপন করলাম।

সম্মানিত বন্ধুগণ,

আপনারা অবগত আছেন যে, চেম্বারের এ সীমিত সম্পদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ সকল সেবা প্রদান করা সম্ভব নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিসিসিআই দাতা সংস্থাগুলো সহায়তায় সম্মানিত সদস্যবৃন্দদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান করে থাকে। এ ধরনের প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে চেম্বার অত্যন্ত ভালো মানের বিশেষায়িত সেবা প্রদান করছে। নীচে কিছু প্রকল্পের সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করা হলো যার কিছুটা ডিসিসিআই'র এ বৎসরের অর্জনের মধ্যে ইতোমধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

ডিসিসিআইতে চলমান প্রকল্পসমূহ ঃ

1. The Netherlands Trust Fund II (NTF II)

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ সফটওয়ার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস), ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) এবং সেন্টার ফর দি প্রমোশন অফ ইমপোর্ট ফ্রম ডেভেলপিং কান্ট্রিজ (সিবিআই), নেদারল্যান্ডস এর সহায়তায় আগামী তিন বছরের (২০১০-২০১৩) মধ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। ইতোমধ্যেই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে এবং প্রকল্পটির Country Project Coordinator (CPC) এর কার্যালয় এ চেম্বারে স্থাপন করা হয়েছে।

নেদারল্যান্ডস ট্রাস্ট ফান্ড টু (NTF II) কর্তৃক অর্থায়িত এ প্রকল্পটির কাজ হলো বাংলাদেশের আইটি এবং আইটি এনেবেল সার্ভিসেস সেক্টরের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো হলোঃ

- বাংলাদেশের সাপ্লাইয়ার এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্রেতাদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ তৈরি;
- চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে TSI এর দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আইটি এবং আইটিইএস খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য বিজনেস টু বিজনেস (B 2 B) লিংকেজ স্থাপন;
- সুনির্দিষ্ট বাজারগুলোর জন্য বাংলাদেশের জন্য একটি ভালো ব্রান্ডিং তৈরি করা।

The project, financed by the Netherlands Trust Fund II (NTFII), will work towards creating export competitiveness in the IT and IT-enabled services (ITES) sector in Bangladesh.

The project would be conducive to increase the export potential of SMEs (Small and Medium Enterprise) in Bangladesh and would help increasing competitiveness of other sector contributing as cross-cutting sector which would help in achieving the estimated 10 per cent annual growth rate as has been targeted in Vision 2021.

The joint project aims at improving the image of Bangladesh as a destination for IT and ITES outsourcing and build the capacity of Trade Support Institutions(TSIs) to provide customized and effective services, to increase exports from this promising sector.

DBI Started BBA Course

In order to meet the growing demand of the business community with a special emphasis on Small and Medium Enterprises (SMEs), the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) established the DCCI Business Institute (DBI) at its own premise.

One of the main achievements of DCCI Business Institute is to start enrolling students for BBA Course very soon through DBI College. The Certificate of the College will be officially endorsed and accepted by the National University. Currently DBI provides its services through a wide range of professional methods of delivery. The DBI College will add more professionalism towards skill development and creating knowledgeable manpower which is one of the needs for the country. The 4-year BBA Course under National University was supposed to be started from the last January but it could not be done due to lack of required infrastructure. It is hoped that from this year full-fledged BBA course will be started.

It is not possible to elaborate all these achievements of the Chamber is such a short space, I have tried to explain some major achievements for your information only.

Distinguished Friends

You are aware that with the limited resources of the Chamber it is not possible to conduct all necessary specialized services. In some cases DCCI takes help from the donor organization to run important services for the members. All these projects helped the Chamber to initiate several high-profile technical activities which was almost beyond the capacities of DCCI individually. Some of them are very briefly mentioned below:

Projects of the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)

1. Netherlands Trust Fund II (NTFII)

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), along with Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS), and International Trade Center (ITC) and Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) Netherlands will implement 3-years project (2010-2013). The project has already started its activities and the office of the Country Project Coordinator (CPC) has already established in the Chamber.

The overall objective of the project is to build a sustainable exporter competitiveness in the IT & IT-enabled services (ITES) Sector in Bangladesh. Expected results (Ways to address the issues/problems) are as follows:

- Output 1: Viable commercial relationships between Bangladeshi suppliers and EU buyers are established;
- Output 2: Capacities of TSIs enhanced to provide a demand-driven and sustainable Business to Business (B2B) linkage service to SMEs in the IT and ITES sectors;
- Output 3: Bangladesh is better branded and marketed within specific segments in selected target markets.

এ বিষয়ক কর্মকান্ডের আন্তর্জাতিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সঠিক মান বজায় রাখার লক্ষ্যে ডিসিসিআই আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত নিয়ম এবং মান বজায় রাখবে। এ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে আইটিসি মূল্যায়ন ইউনিট সহায়তা প্রদান করবে। মূল্যায়নের প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য গুলো হলোঃ

- প্রকল্পটির নকশা প্রস্তুত এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- প্রজেক্ট ডকুমেন্টের টার্গেট আউটলাইন নিশ্চিত করা।
- প্রতিষ্ঠানিক জ্ঞান বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা।
- দ্রততার সাথে NTF II প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা।

NTF II প্রকল্পের ম্যানেজমেন্ট টিম এবং সকল স্টেক হোল্ডারদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মূল্যায়নের কার্য পরিধি নির্ধারণ করা হবে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত দেশগুলোর মধ্যে ম্যাচ-মেকিং সভা, আইটি এবং আইটিইএস খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে নিযুক্ত কমার্শিয়াল এটাচিদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক অনুষ্ঠান সফল ভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। বেসরকারী খাতের দক্ষতা উন্নয়ন এ প্রকল্পের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড।

ডিসিসিআই এবং বেসিস, বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় ১-৩ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে e-ASiA2011 আয়োজন করেছে। NTF II প্রকল্প এ সম্মেলনটি সফল ভাবে সম্পন্ন করার জন্য সহায়তার প্রদান করেছে। e-ASiA2011 প্রধান ৫ টি লক্ষ্য হলো ঃ দক্ষতা বৃদ্ধি, মানুষের সাথে যোগাযোগ তৈরি, নাগরিকদের সেবা প্রদান, অর্থনীতির অগ্রগতি নিশ্চিত করা এবং এ খাতে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান করা। এ অনুষ্ঠানে সারা বিশ্বের সামনে বাংলাদেশের আইটি এবং আইটিইএস খাতের সম্ভাবনা তুলে ধরা হবে।

২। বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)

বর্তমান সরকার ঘোষিত ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ জোরদার করনে এ প্রকল্পটি আমাদের সাহায্য করবে। এ প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো ঃ কার্যকর ডায়লগের আয়োজন, বাংলাদেশের বাণিজ্য পরিবেশ উন্নতকরনের লক্ষ্যে গবেষণা ও এ্যাডভোকেসি পরিচালনা।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম.পি. বিল্ড-এর লোগো উদ্বোধন করছেন।

বিল্ড বেসরকারী খাতের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাটেজিক পার্টনার হিসাবে কাজ করবে। এটি সরকার ও বেসরকারী খাতের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করবে যার মাধ্যমে দুপক্ষই বিদ্যমান প্রতিবন্ধতাসমূহ চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে যা কিনা বেসরকারী খাতের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতি ব্যাহত করছে। এটি বেসরকারী খাতের কণ্ঠস্বর হিসাবে কাজ করবে এবং এর মাধ্যমে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এ প্রকল্পটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনে সুনিদিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

এটি গবেষণা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবসায়িক সংস্কার নিশ্চিত করতে সরকার কে সহায়তা করবে। বিল্ড বিনিয়োগ বিষয়ক সমস্যার সমাধান এবং প্রাসঙ্গিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নিজের কাজের মূল্যায়ন করবে।

বিল্ড এমন একটি প্রকল্প যার ধারাবাহিকতা (continuity) বজায় থাকবে এবং একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে সরকার ও বেসরকারী খাত পাশাপাশি কাজ করে সমাজ ও অর্থনীতিতে ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারবে।

DCCI will manage an external evaluation in due respect of internationally-recognized Norms and Standards for conducting evaluation. This process will be supported by the ITC Evaluation Unit at each step of the evaluation process. The purposes of the evaluation will be to:

- Play a critical and credible role in supporting accountability in the design and the mplementation of the project;
- Ensure targets outlined in the project document;
- Contribute to building knowledge and organizational learning and
- Promote the work carried out by the NTF II project.

The terms of reference of the evaluation will be consulted with all NTF II stakeholders including the NTF II Management Team and approved by the ITC Evaluation Unit. So far a number of matchmaking meetings in the selected countries, training for Commercial Attaches staying in different countries of EU for supporting private sector to promote IT and ITES activities, Trade Fair programmes were successfully organized by the project. Capacity building of the private sector is one of the important activities of the project.

e-ASiA2011, a joint initiative of the government of Bangladesh with DCCI and BASIS will be organized in Dhaka during 1-3 December, 2011 at the Bangabandhu International Conference Centre, NTFII is extending supports for this mega event. The 5-themes of the e-ASiA 2011 are Building Capacity, Connecting people, Serving Citizens, Driving Economy, Breaking Barriers. The event will be able to highlight potentials of IT and ITES to the global community.

2. Business Initiative Leading Development (BUILD)

The project will be able to help us to suggest a framework for further development of private sector for achieving targets of Vision 2021 announced by the present Government. The main objective of the project is to conduct effective dialogue, research and advocacy to promote an improved and enabling business environment in Bangladesh.

Hon'ble Finance Minister along with Hon'ble Industries Minister, Commerce Minister and Governor Bangladesh Bank, Chairman NBR, FBCCI Acting President is seen unveiling the plaque of BUILD.

BUILD will act as a key strategic partner of the government in the private sector development to provide the government and the private sector a platform through which both sides can work together and address the key constraints that are impeding the growth of the private sector and the nation's ambitious growth targets. It ill be the voice of the private sector and will interface with the government to address the issues that impede the private sector, and thereby ensure an environment that is conducive for business growth. The Project will focus in making concrete changes to help Bangladesh to grow.

It will do this by ensuring that the Government undertakes the most effective business reforms, as demonstrated by intensive research and analysis. The project will continuously measure the development impacts of its work, by studying the investment unlocked and the jobs created through relevant interventions.

BUILD is not a temporary initiative – this platform will be a continual process to focus on long-term sustainability so that it can work with the government, the private sector in making a positive change to happen.

বিল্ড কি ভাবে উপকারে আসবে ঃ

- বিল্ডে বেসরকারী খাতের উন্নয়নের সাথে জড়িত এমন অগ্রগন্য চিন্তাবিদদের প্রবেশাধিকারের এবং বেসরকারী খাত সম্পর্কিত সাম্প্রতিক তথ্য এবং বিশ্লেষণের সুযোগ থাকবে।
- বিল্ডে চিন্তাবিদ-শিক্ষাবিদ, চেম্বার এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে একসাথে কাজ করার সুযোগ থাকবে। বিল্ড ব্যাণিজ্য বিষয়ক সংস্কার নিয়ে কথা বলার একটি সামষ্টিক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ভূমিকা পালন করবে।
- বিল্ডে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়ন, বাণিজ্য দ্রুততর ও সহজীকরণ এবং ব্যবসায় ব্যয় হ্রাসের বিষয়ে রিফর্মস নিয়ে এ্যাডভোকেসি করবে।
- বিল্ডের দক্ষ সবিচালয় থাকবে এবং বাংলাদেশে বেসরকারী খাত সর্ম্পকিত তথ্য-উপাত্ত প্রদান, গবেষণা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ওয়ান-স্টপ সেবা প্রদান করবে।
- এটি সুনির্দিষ্ট ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে বেসরকারী খাতকে সহায়তা করবে।
- ইতিবাচক বাণিজ্য সংস্কারের জন্য পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে সমন্বয়ের একটি প্লাটফর্ম হিসাবে কাজ করবে।

৩। ইইউ সুইচ এশিয়াঃ রি-টাই বাংলাদেশ প্রকল্পঃ

UNIDO এবং SEQUA gGmbH এর সহযোগিতায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে ডিসিসিআই, বিএফএলএলএইএ এবং বিটিএ যৌথভাবে এ প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করছে। ২০১০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি এ প্রজেক্ট'র কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ প্রজেক্টে'র মূল উদ্দেশ্য হলো ঃ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোতে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ-বান্ধব চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিএমওদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা। ঢাকার অদূরে অবস্থিত টেনারি শিল্পের সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত লোকজন এ প্রজেক্টের মাধ্যমে উপকৃত হবে। এ প্রজেক্টটি ডিসিসিআইকে আইএসও সার্টিফিকেট পেতে টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদান করেছে যা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় ট্যানারি শিল্পের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ট্রেনিং কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে। ইউনিডো টেনারিগুলোতে পানি স্বল্প পরিমাণে ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করার লক্ষ্যে ওয়াটার মিটার এবং ওয়াটার মিক্সিং সিস্টেম স্থাপন করবে। তাছাড়া এ প্রকল্প চামড়া শুকানো প্রক্রিয়ায় সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি সঞ্চয়ে সহযোগিতা করবে। নতুন পণ্য তৈরি, পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি, নিরাপদ ট্রেনিং এবং বাংলাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের উদ্যোক্তাদের জন্য রপ্তানি বৃদ্ধি বিষয়ক নীতিমালা তৈরিও এ প্রকল্পের কাজ। এছাড়াও Tannery Estate Dhaka, Savar Management, Tannery Bench Marking, Maintenance of Machines ইত্যাদি এ প্রকল্পের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ প্রকল্পের আওতায় ফোকাস গ্রুপ আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে যার মাধ্যমে এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং উন্নত সেবা প্রদান সর্ম্পকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

৪। ডিসিসিআই-জিআইজেড **(GIZ)** সিএসআর প্রোগ্রাম ঃ

ডিসিসিআই, জিআইজেড এর সহযোগিতায় অনেকগুলো প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ বছর সিএসআর বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ডিসিসিআই এবং জিআইজেড এর যৌথ উদ্যোগে সিএসআর সম্পর্কিত বিষয়ে বেশ কিছু প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে। ডিসিসিআই ২০১২ সালে এ বিষয়ে আরো বৃহৎ কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

As a platform BUILD can benefit in various ways:

- Provide an access to the premier private sector development **thought leader**, with access to the most recent and relevant data, information and analysis on the private sector.
- Feature **strong and effective partnerships** with other think-tanks, academics, chambers and experts. By working together, BUILD will provide a united voice on business reforms.
- **Advocate for business reforms** in Bangladesh. BUILD will pursue business reforms that are of interest for business development, and making it easier, faster and cheaper for to do business in Bangladesh.
- Equipped with a **strong secretariat, will work as** an one-stop-shop for data, information, research and analysis on the private sector of Bangladesh.
- Allow concerned to participate in making **concrete and positive changes**, which we will quantify through our extensive focus on monitoring and evaluating the impact of our work.
- Act as a Platform to maintain **coordination and continuity** between public and private sector understanding for better policy reforms.

3. EU Switch Asia Re Tie Bangladesh:

Reduction of Environmental Threats and Increase of Exportability of Bangladeshi Leather Products(ReTie) is a project jointly undertaken by SEWQUA, gGmbH, Germany, United Nations industrial Development Organization (UNIDO), Bavarian Employees Association (bfz gGmbH), DCCI, Bangladesh Finished Leather Goods and Foot wear Exporters Association (BFLLFEA) and Bangladesh Tanners Association (BTA). The project activities started on 5th February 2009.

The final beneficiaries of the project are to have an improved environmental standards of the people of the tannery and leather processing areas of Dhaka and employment generation. The project has also extended technical assistance to DCCI in getting ISO 9001:2008 certificate.

Under the project, several training programmes for capacity building of the entrepreneurs engaged in the leather sector is being conducted. UNIDO will install water meters and automatic water mixing system to raise awareness towards less water consumption. Not only this, the project is trying to reduce energy consumption by using Solar Panel for dying process due to gas crisis. Develop new Products, Cleaner Production Technology, Occupational Health and Safety Training, preparation of an Export Promotion guide for Bangladesh/EU business are some other important activities of the project. Interaction with Tannery Estate Dhaka, Savar Management, Tannery Bench Marking, Maintenance of Machines are some other activities of the project. Under this project FOCUS Group Discussion(FGD) have been organized to assist people engaged in leather sector in such way so that they can now understand their problems and deliver better services. FGDs help them to discuss problems among themselves and request for the solutions form the project..

4. DCCI-GIZ CSR Programmes

DCCI has been implementing several programs in cooperation with GIZ. This year GIZ and DCCI organized some CSR and other compliance related activities. Some more comprehensive programs will be initiated by the DCCI in the year 2012.

৫। ঢাকা কাস্টমস হাউস আধুনিকায়ন ঃ

মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখে ঢাকা কাস্টমস হাউস অটোমেন প্রক্রিয়ার বাণিজ্য কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। এ প্রকল্প কাস্টম ব্যবস্থায় বিদ্যমান ধাপগুলোকে হ্রাস করে মালামাল ছাড়করণ প্রক্রিয়াকে সহজতর করবে। গবেষণায় দেখা গেছে এ প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে ব্যবসায়ী সমাজ সময় এবং টাকা দুটোরই ৮০ ভাগ সাশ্রয় করতে পারবে।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম.পি. ঢাকা কাস্টমস হাউস অটোমেশন প্রকল্পের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের উদ্বোধন করছেন।

৬। ডিসিসিআই লাইব্রেরীর আধুনিকায়ন ঃ

ডিসিসিআই লাইব্রেরীকে ডিবিআই লাইব্রেরী হিসেবে পুনঃবিন্যাস করা হয়েছে। এটি ডিসিসিআই ভবনের ১০ম তলায় অবস্থিত এবং বিবিএ ক্লাস পরিচালনা করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী বই ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে লাইব্রেরীতে বিবিএ কোর্সের জন্য ১৫০০ বই সহ মোট প্রায় ৪০০০ বই রয়েছে। ১৯৭১ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের গেজেট সহ প্রায় ১৫০০ গবেষণালব্ধ মুল্যবান পুস্তকের একটি আর্কাইভ সেকশনও লাইব্রেরীতে সমন্বয় করা হয়েছে। ডিসিসিআই এর সদস্যবৃন্দ বিশেষ করে আন্তর্জাতিক দরপত্র এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ডিরেক্টরি বিষয়ে এ লাইব্রেরী ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া লাইব্রেরীর সদস্যদেরকে দূরালাপনীর মাধ্যমেও ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ডিসিসিআই লাইব্রেরীতে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় ১০৭৫টি ফাইল সংরক্ষণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ঃ

ডিসিসিআই'র সভাপতির নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করেন। এ সভায় ডিসিসিআই সভাপতি তুরস্ক কর্তৃক সেদেশের তৈরি পোষাক খাতের নিরাপত্তা ব্যবস্থার (safeguard measures) কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের প্রাইমারী টেক্সটাইল খাতের জন্য compensatory protection গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়াও প্যাকেজিং এর ক্ষেত্রে পাটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা, স্থানীয় পর্যায়ে এলপিজি এর ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সহায়ক নীতিমালা গ্রহণ, অর্থনীতির সকল খাতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো, পিপিপি'র নীতিমালা ঘোষণা, ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মূখ্য সচিবের নেতৃত্বে পাবলিক সেক্টর ডেভলপমেন্ট কমিটি গঠন ইত্যাদির ব্যাপারে সুপারিশ করেন। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে পিএসডি সমন্বয় বিষয়ক বিশেষ কমিটি গঠনের জন্য ডিসিসিআই সরকারের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

ডিসিসিআই'র সভাপতির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শেয়ার বাজার বিষয়ে কিছু সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন। পুঁজিবাজারের সরবরাহের দিক থেকে বিদ্যমান সমস্যা সমাধান এবং রাষ্ট্রীয় মালাকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি এয়ারটেল, রবি এবং বাংলালিংক এর মত বৃহৎ মোবাইল কোম্পানী গুলোকে পুঁজিবাজারে নিয়ে আসার সুপারিশ করা হয়। ডিসিসিআই ভ্যাট এ্যাক্ট ২০১১ এবং ডাইরেক্ট ট্যাক্স এ্যাক্ট ২০১১ বিষয়ক সুপারিশমালা উপস্থাপন করে। তাছাড়া ডিসিসিআই সময়মত আয়কর প্রদান এবং সারচার্জ প্রদানে অপারগতার শাস্তি হ্রাস ও প্রয়োজনে মওকুফ, রেকর্ড সংরক্ষণে সময় হ্রাসের উপর গুরত্ব আরোপ করে।

মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাকালে ডিসিসিআই শিল্পখাতে বিদ্যমান প্রধান সমস্যাগুলো তুলে ধরে, যার কারণে দেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ধীর গতি বিদ্যমান বলে ডিসিসিআই মনে করে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ঃ ট্যাক্স কাঠামোতে বিদ্যামন বৈপরীত্য, আমদানিকৃত কাঁচামালের চেয়ে তৈরী পণ্যের অধিক কর হার, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকটের কারণে শিল্পখাতে অচলাবস্থা, নীতিমালার ধারাবাহিকতা বজায় না রাখা এবং স্থাপিত শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে দূর্বল রেগুলেটরি ফের্মওয়ার্ক, যোগাযোগ সমস্যা, ঋণের সুদের উচ্চ হার, যথাযথ প্রযুক্তি ও নো-হাউ (Know-how) এর অভাব এবং সেক্টর-ভিত্তিক তথ্যের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি।

ডিসিসিআই উপরে উল্লেখিত সমস্যাগুলো সমাধানের উপায়গুলোও সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করে।

5. Dhaka Custom House Automation

DCHA is one of the successful project of the Chamber, as has been mentioned earlier, commercial operation of the project was launched by the Hon'ble Finance Minister on October 17, 2011. The new system will help cut down the customs procedures to six steps, in place of the existing 31. The businesses can save both time and money by around 80 per cent with the full implementation of the project.

Hon'ble Finance Minister is seen clicking the switch of the commercial operation of DCHA.

6. Renovation of DCCI Library

DCCI library in now at 10th Floor of DCCI building and new books were purchased as per requirements of National University to start BBA Class. In total the Library has about 4500 books including 1500 books related to BBA course. It has an archive section with about 1500 rare collections including Important Bangladesh Gazettes from 1971 up to current year, research based publications and others.

It's used by DCCI Research Cell and DBI for various purposes. DCCI members also use it particularly for International tenders and consulting International Trade Directories. About 10-15 members use the library everyday. Moreover, DBI Library gives on-line and off-line trade information services to members and non-members.

Meeting with Hon'ble Prime Minister and other Ministers

A DCCI delegation led by the President met Hon'ble Prime Minister at her office and raised several pertinent trade related policy issues, they recall about the recent safeguard measures imposed by Turkey on RMG and requested for compensatory protection for the primary textile sector, implementation of mandatory use of jute for packaging, favourable policies for encouraging use of LPG at the domestic level, encourage IT as a cross-cutting issue in all segments of the economy, announcement of PPP rules, raised the importance of a special Taskforce for facilitating business and recommended for a Private Sector Development Committee under the chairmanship of Principle Secretary of the PMO.

DCCI is thankful that an important PSD Coordination Committee has already been formed in the PMO in September, 2011.

A DCCI delegation headed by its President called on Hon'ble Finance Minister - Mr. Abul Mal Abdul Muhit and recommended several measures for economic development and share market. In regards to increasing the supply side constraints and encouraging State-owned enterprises, DCCI requested that large telecommunication like Airtel, Robi, Banglalink may come to the capital market. DCCI also presented a set of recommendations for VAT Act 2011 and Direct Tax Act 2011. DCCI requested for lowering the penalty for failure of filing returns and imprisonment, reducing default surcharge and penalties and reducing record keeping time etc.

Meeting with Hon'ble Industries Minister - Mr. Dilip Barua: DCCI highlighted main problems of Industrial sector and identified following for the slow Industrial growth :

- Anomaly in tax structure- duties on imported finished products are less than raw materials;
- Industries are seriously suffering from energy and power crisis;
- Inconsistent policies and weak regulatory frame work to support manufacturing sector;
- Transportation problems;
- High rate of interest and charges;
- Absence of technology and know-how;
- Lack of updated sectoral information etc.

চেম্বারের একটি প্রতিনিধিদল মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করে। সাক্ষাৎকালে ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, আমরা অবগতি আছি যে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ১৫-১৭ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে জেনেভায় অনুষ্ঠিত অষ্টম ডব্লিটিও মিনিস্ট্রিরিয়াল মিটিং এর প্রস্তুতি গ্রহণের কাজে ব্যস্ত রয়েছে। আমরা আশা করি এ বৈঠকে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ডিউটি ফ্রি কোটা ফ্রি সুবিধা পাওয়ার ব্যাপারে জোর দাবী জানাবে, কারণ বিষয়টি বাংলাদেশের তৈরি পোষাকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ LDC কো-অর্ডিনেটর হিসেবে এ মিনিস্ট্রিয়ালে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে মনে করা যায়। ডিসিসিআই মনে করে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী তার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ডেলিগেশন কে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারবে।

দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী মহোদয়বৃন্দ ঢাকা চেম্বার কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনার, ডায়লগ ও আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। বেসরকারী খাতের প্রতিনিধি হিসাবে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে মন্ত্রণালয় কে সকল ধরণের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করা হয়।

ডিসিসিআই আয়োজিত "ডিজিটাল বাংলাদেশ ঃ কানেকটিভিটি অ্যান্ড দি গ্রোথ অফ ইকোনোমি" বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংস্থাপন বিষয়ক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম। তিনি বলেন, দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন, অবকাঠামো তৈরী, ব্যাংকিং ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদানের পাশাপাশি সরকার সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করবে। তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরির জন্য দেশের তরুন প্রজন্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তথ্য ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে টেলিকমের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, গত ৫-১০ বছর যাবত বাংলাদেশে টেলিকম খাতের ব্যাপক উন্নয়ন আমাদেরকে আত্মবিশ্বাস প্রদান করছে এবং আমারা আশাবাদী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। টেলিকম একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত এবং এটি শক্তিশালী গ্রোথ ড্রাইভার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। টেলিকম খাত পরিবর্তনের একটি অন্যতম হাতিয়ার যার মাধ্যমে দেশীয় দক্ষতা বৃদ্ধি, বিনিয়োগ সহায়ক যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে বাজার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া দেশে এফডিআই-এর ক্ষেত্রে টেলিকম সর্ব বৃহৎ বিনিয়োগ ও কর প্রদানকারী খাত হিসাবে বিবেচিত। টেলিকম দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানে এনেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। ডিসিসিআই এ সেমিনারের মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদান, বাংলাদেশ ব্রান্ডিং, রেগুলেটরি রিফমর্স এবং অবকাঠামো বিষয়ে কতিপয় সুপারিশমালা পেশ করেছে।

ডিসিসিআই'র প্রতিনিধিদল অন্যান্য মন্ত্রী মহোদয়দের সাথে সাক্ষাৎ করেছে এবং ডিসিসিআই আয়েজিত সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং আগেই বলেছি এ সমস্ত অনুষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মন্ত্রীরা হলেন ; মাননীয় বিজ্ঞান এবং তথ্য-প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান; মাননীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেন; মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান; মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, এম.পি.; মাননীয় খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মন্ত্রী ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, এম.পি.; মাননীয় বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী জি এম কাদের, এম.পি.; মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এম.পি. এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্ণর ড. আতিউর রহমান প্রমূখ।

২০১১ সালের সেমিনার ও ওয়ার্কশপ ঃ

আপনারা অবগত আছেন যে, সেমিনার, আলোচনা সভা এবং ব্রেইন স্টর্মিং সেশন আয়োজন করা ঢাকা চেম্বারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড। এ সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডিসিসিআই বেসরকারী খাতের বিকাশের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি ও বিদ্যমান পরিস্থিতি উন্নয়নে সুপারিশ পেশ করে থাকে। আমি উল্লেখ করতে চাই, বিভিন্ন সেমিনারে ডিসিসিআই কর্তৃক প্রণীত বেশ কিছু সুপারিশমালা ইতোমধ্যে সরকার গ্রহণ করেছেন। ডিসিসিআই আয়োজিত একটি সেমিনারে টেলিকম খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর 2G এবং 3G নেটওয়ার্ক লাইসেন্স ফি না বাড়ানোর বিষয়টি সরকার সম্মাতি প্রদান করেছে। সরকার ইতোমধ্যে সকল ধরনের নবায়ন ফি কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ইন্টারনেট সেবা প্রদানে চার্জ কমানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

DCCI suggested several remedial measures during the meeting which may be helpful for addressing the above.

A delegation from DCCI met Hon'ble Comemrce Minister - Mr. Muhammad Faruk Khan,M.P. and submitted a set of recommendations for reducing hassles for business. DCCI President said, "We understand and believe Ministry has already in the process of taking preparation for the 8th WTO Ministerial Meeting to be held in Geneva during 15-17 December. We are hopeful that in the up coming Ministerial Meeting Bangladesh will raise its voice to get the benefit of Duty Free Quota Free (DFQF) Access to the market of USA which is a very important destination of RMG export along with other important issues. Bangladesh already enjoys quota-free duty-free access to the EU market for most of its exports, from January changed Rules of Origin has given better opportunities to Bangladesh". He further said, Bangladesh will act as the LDC Coordinator, so the role of Bangladesh is very important in the Next Ministerial Meeting, and requested Hon'ble Minister to guide the Bangladesh Delegation from his long experience of dealing with these issues. On behalf of the private sector he assured for all cooperation.

Hon'ble Advisor to the Prime Minister - Mr. H.T. Imam attended as the Chief Guest of the DCCI seminar on Digital Bangladesh: Connectivity and the Growth of Economy. He said the Government as a facilitator will provide all necessary policy, infrastructural, banking and financial support for the cause of this particular IT sector development, at the same time he emphasized on the role of young visionaries who are the main drivers to make Digital Bangladesh successful.

DCCI President highlighted several points including the importance of Telecom sector in several meeting with the concerned Ministers. The exponential growth in the Telecom sector in Bangladesh in the last 5-10 years has given us the confidence to lead the country towards achieving our goal to a MIC by 2021 through our Vision target. Telecom is one of the priority sectors and can emerge as a powerful growth driver. Telecom as an instrument of change can enhance indigenous capacity, help developing investment linkage and market promotion both domestically and internationally. As well as being the largest contributor to Foreign Direct Investment(FDI) and tax revenues, the catalytic effect of rapid mobile penetration on increasing the quality of life of tens of millions of people has been significant. DCCI suggested several policy related issues including Licensing issues, Branding Bangladesh, administrative issues, Regulatory reforms and infrastructure related issues in there meetings.

DCCI Delegation also called other Ministers and almost all important Ministers attended DCCI seminars, Workshops and other Programmes through out the whole year. Some of them were Hon'ble State Minister for Science and ICT - Architect Yeafesh Osman; Hon'ble Minister for Labour and Employment Eng. - Khandaker Mosharraf Hossain; Hon'ble Advisor to the Hon'ble Prime Minister on Economic Affairs - Dr. Moshiur Rahman Hon'ble State Minister for land - Advocate Mustafizur Rahman, M.P. Hon'ble State Minister for Housing and Public Works - Advocate Abdul Mannan Khan, M.P.; Hon'ble Minister, Ministry of Food and Disaster Management - Dr. Muhammad Abdur Razzaque, M.P; Hon'ble Minister for Civil Aviation and Tourism Mr G M Quader, M.P; Advocate Shahara Khatun, M.P., Hon'ble Minister, Ministry of Home Affairs, GoB and many more. Dr Atiur Rahman, Governor Bangladesh Bank also attended several programs organized by the DCCI in 2011.

Seminar and Workshops organized by DCCI in 2011

You are aware that organizing seminars, discussion meetings, brain-storming sessions are some of the prime activities of the Chamber. Through these seminars DCCI proposes for several private-sector friendly measures to improve businesses in favour of private sector. I would like to mention some of the important DCCI, proposal emerged out of these seminars eventually accepted by the government. Through a seminar by DCCI the Chamber proposed for reducing exorbitant amount of license renewal fees for mobile operator for 2G and 3G network was accepted by the Government. Government has already announced for reducing all renewal fees to encourage them and reduce price at internet services.

ঢাকা চেম্বার থেকে আইসিটি ব্রান্ডিং বিষয়ক ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার ফলে বাংলাদেশকে তথ্য-প্রযুক্তি খাতের কেন্দ্রস্থল হিসাবে সরাবিশ্বের নিকট পরিচিত করা যাবে। ডিসিসিআই দেশের পুঁজিবাজারের সংস্কার ও উন্নয়ন এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (এসইসি) প্রশাসনিক পর্যায়ে পরিবর্তনের জন্য ২৬-দফা বিশিষ্ট একটি সুপারিশমালা পেশ করে। এর মধ্যে এসইসিতে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ই-পেমেন্ট এবং এ বিষয়ক আইনগত ফ্রেমওয়ার্ক সংস্কারের জন্য ১৬-দফা একটি সুপারিশমালা তৈরি করা হয়। এই সুপারিশমালার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ই-পেমেন্ট ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে।

সিএসআর বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্যে বেশ কিছু ট্রেনিং ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। সরকার ঘোষিত ২০১১-২০১২ অর্থবছরের বাজেটে বেশ কিছু খাতকে সিএসআর এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুক্তিযুদ্ধের স্মারক হিসাবে জাতীয় পর্যায়ে জাদুঘর স্থাপন এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ফান্ড তৈরি। শিল্পমন্ত্রণালয় কর্তৃক সিএসআর 26000 এর জন্য গাইড লাইন তৈরীর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং এ বিষয়ে ডিসিসিআই কিছু সুপারিশমালা প্রদান করেছে।

ডিসিসিআই গবেষণা সেল, আইএফসি'র সহযোগিতায় সার্ভিস সেক্টর এবং ম্যানুফেকচারিং সেক্টর বিষয়ে দুটো ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করে। এ আলোচনা অনুষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে আইএফসি বেসরকারীখাতের উন্নয়নের জন্য সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করেছে।

ডিসিসিআই'র গবেষণা সেল জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৩টি ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। অক্সফাম জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকারক প্রভাব এবং এটি ব্যবসায়ী সমাজকে কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করবে সে বিষয়ে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে ডিসিসিআই'র সাথে কাজ করতে আগ্রহী। এ ওয়ার্কশপগুলোতে ব্যবসা পরিচালনা ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রতি যত্নবান হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ওয়াইপো এবং কপিরাইট অফিসের সহযোগিতায় ডিসিসিআই কালেকটিভট ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন (সিএমও) বিষয়ক ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। ওয়ার্কশপে যোগদানকারী ব্যক্তিদেরকে বাংলাদেশে কপিরাইট আইন সম্পর্কে ধরাণা প্রদান করা হয় এবং বিদ্যমান আইন থেকে বিভিন্ন আইপি মালিকরা কি ধরনের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে, সে বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এর পক্ষে Key Stone Business Support Company Limited এবং ডিসিসিআই যৌথভাবে প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক কনসালটেশন সভার আয়োজন করে। এ আলোচনা সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল ঃ

- বাংলাদেশে প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট (পিএসডি) এবং প্রাইভেট সেক্টর অপারেশন (পিএসও) এর জন্য মাইক্রোইকোনোমি বিষয়ক নীতিমালা চিহ্নিতকরন ;
- বেসরকারী খাত নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে গিয়ে যে সব নীতিমালা ও অন্যান্য আইনগত কারণে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলো চিহ্নিত করা ;
- নীতিমালা এবং প্রতিষ্ঠানিক সংস্কার ইত্যাদি ;

ডিসিসিআই'র গবেষণা সেল, অক্সফার্ম জিবি, বাংলাদেশ এবং ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনএ্যাবল রুরাল লাইভলিহোড (সিএসআরএল) যৌথভাবে ক্লিন ডেভেলপমেন্ট ম্যাকানিজম বিষয়ক ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। এ ওয়ার্কশপের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সিডিএম প্রজেক্ট ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট গুলোতে সচেতনতা সৃষ্টি করা, সিডিএম এর মাধ্যমে কিভাবে পরিবেশগত ঝুঁকি কমানো যায় এবং বাংলাদেশে সিডিএম এর সম্ভাবনা বিষয়ে ধারনা প্রদান করা হয়।

The Chamber also proposed for establishing a framework for ICT Branding with continuity and consistency so that image of the country as a hub of ICT can be established. DCCI presented 26 recommendations for Capital Market Development and suggested to bring changes at the administration of Securities and Exchange Commission(SEC) and required rules and regulations, accordingly there are some changes in the administration of SEC and at the same time several reforms in the Capital Market have been under taken and the process is continuing.

We submitted 16 recommendations for e-payment in Bangladesh and for improvement of legal framework and operationalizing the system, accordingly the Central Bank has taken several policies to improve e-payment system and strengthening Mobile Banking system in Bangladesh. Now Mobile Banking facilities are available at the rural areas.

Also we organized several programs for creating awareness about CSR and some CSR Training Programs, accordingly Bangladesh Government has expanded the areas to be included under CSR. In the Budget 2011-12 Government has taken some decision to include some more areas to come under the purview of CSR including National Level Museum set-up in the memory of Liberation War and Prime Minister's higher education fund. A Guide line for CSR 26000 is under process for which Ministry of Industries has sough DCCI's comments.

DCCI Research Cell in cooperation with IFC organized 2 Focus Group Discussion (FGD) in Service Sector and Manufacturing Sector, By using the findings of FGD of different Manufacturing & Service Sector, IFC will suggest several policy reforms for the benefit of the private sector.

Three Climate Change awareness Workshops were also organized for which DCCI Research Cell prepared a report. OXFAM is now interested to do some more work with DCCI to train business community members to face the adverse impact of Climate Change and at the same time taking care of the environment how they can expand their businesses.

DCCI RC in cooperation with Ministry of Industries organized a discussion meeting on World Accreditation Day 2011. The discussion meeting helped to create awareness about the need of Accreditation and preparedness of Bangladesh in this respect.

DCCI in cooperation with WIPO and Copyright office organized two day Workshop on Collective Management Organization (CMO) to take benefit of Copyright law. The Workshop helped the participants to know about the Copyright Law in Bangladesh and how different IP owners can take benefit from the existing Copyright law of Bangladesh.

A Consultation Meeting on Private Sector Assessment (PSA) study was organized jointly by DCCI and Keystone Business Support Company Ltd., Keystone Business Support Company Ltd. is conducting the study on behalf of the Asian Development Bank (ADB). The objectives of the meeting were to:

- Identify the overall macroeconomic policy for Private Sector Development (PSD) and Private Sector Operation (PSO) in Bangladesh.
- Identify the policy and institutional deficiencies and constraints that private sector faces while dealing with the regulatory and legal environment.
- Recommend those that will actually address the causes of policy and organizational deficiency.

DCCI RC, OXFAM GB, Bangladesh and Campaign for Sustainable Rural Livelihood (CSRL) jointly organized a workshop on Clean Development Mechanism (CDM) and prepared a report. The objectives of these programmes were to create awareness among owners of industrial units about benefit of having CDM projects, disseminate information about CDM strategies to know in details on how CDM can reduce environmental impact of industrial wastes and identify potential CDM sectors in Bangladesh.

নিম্নলিখিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার, ওয়ার্কশপ আলোচনা সভার তালিকা দেয়া হলো ঃ

১। কনজুমার রাইটস অ্যান্ড রেসপনসিবিলিটি শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান;

২। চায়না ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কমোডিটি ফেয়ার বিষয়ক প্রমোশনাল সেমিনার;

৩। বিজনেস লিংকেজ ফর এক্সপ্লোরিং আউটসোসিং আই অ্যান্ড আইটিইএস বিষয়ক সেমিনার;

৪। ক্লাইমেট চেইঞ্জ অ্যান্ড প্রাইভেট সেক্টর পার্সপেক্টিভ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ;

৫। ক্লাইমেট চেইঞ্জ ইমপেক্ট অন বাংলাদেশ ইকোনোমি বিষয়ক ওয়ার্কশপ;

৬। ক্লিন ডেভেলপমেন্ট ম্যাকানিজম বিষয়ক ওয়ার্কশপ;

৭। ডিজিটাল বাংলাদেশ : কানেকটিভিটি অ্যান্ড দি গ্রোথ অফ ইকোনেমি বিষয়ক সেমিনারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংস্থাপন বিষয়ক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম প্রধান অতিথি এবং মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রকৌশলী ইয়াফেস ওসমান বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন;

৮। ইউকে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইন বাংলাদেশ বিষয়ক গোল টেবিল আলোচনা সভা;

৯। শিল্পায়নের পূর্বশর্ত ঃ শ্রমিক মালিক সুসম্পর্ক বিষয়ক সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শ্রম মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন;

১০। "বাংলাদেশে ই-পেমেন্ট ঃ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ" বিষয়ক পাবলিক-প্রাইভেট ডায়লগে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্ণর ড. আতিউর রহমান;

১১। Introducing World Class CSR বিয়ষক ট্রেনিং ওয়ার্কশপ;

১২। CSR for Exporters and Service Sector Companies বিষয়ক ট্রেনিং ওয়ার্কশপ;

১৩। CSR for Engineers and Manufacturers বিষয়ক ট্রেনিং ওয়ার্কশপ;

১৪। Corporate Social Responsibilities (CSR) : CSR Master Class – CSR for Experts' বিষয়ক ট্রেনিং ওয়ার্কশপ;

১৫। Capital Market Reforms in Bangladesh : Demand and Supply side Constrains বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ মশিউর রহমান;

১৬। "How to Do Business with the United Nations Procurement Division (UNPD) & Vendor Registration" বিষয়ক ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান;

১৭। ডিসিসিআই এবং রাস আল খাইমা ইনভেস্টমেন্ট অথরিটি (রাকিয়া) "বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য প্রসার বৃদ্ধি" বিষয়ক বাণিজ্য আালোচনা সভা;

Some of the important Seminars and Discussion Meetings are mentioned below:

1. Consumers' Rights and Responsibilities;
2. Promotional Seminar on the 109th Session of China Import and Export Fair jointly organized by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and China Foreign Trade Centre (CFTC) and Embassy of China in Bangladesh;
3. Business Linkages for Exploring Outsourcing IT and ITES to EU jointly organized by DCCI and BASIS at the Bangabandha International Conference Centre(BICC);
4. Dialogue/Orientation Workshop on Climate Change and Private Sector Perspectives was jointly organized by Dhaka Chamber of Commerce & Industry and OXFAM – Bangladesh
5. Orientation Workshop on Climate Change Impact on Bangladesh Economy and Need for Possible Response jointly organized by DCCI and OXFAM GB;.
6. Workshop on Clean Development Mechanism (CDM) jointly organized by DCCI and OXFAM GB, Bangladesh;
7. Digital Bangladesh: Connectivity and the Growth of Economy. Mr. H.T. Imam, Hon'ble Advisor to the Prime Minister was present as the Chief Guest and Architect Yeafesh Osman, Hon'ble State Minister for Science and ICT were present as the Special Guest;
8. Round Table Discussion on UK Trade and Investment to discuss several possibilities about investment from UK in Bangladesh;
9. Pre-condition of Industrialization: Labour-Owner Good Relation. Hon'ble Minister for Labour and Employment Eng. Khandaker Mosharraf Hossain were present as the Chief Guest The was seminar organized in commemoration of May Day and discussed about the labour issues and how the policies can be reformed towards growth of industrialization;
10. Electronic Payment in Bangladesh: Opportunities and Challenges organized jointly with Bangladesh Bank with support from and IFC. The seminar disseminated information about the government policies and preparation of Bangladesh Bank for embracing electronic payment system in Bangladesh. An Outcome Declaration was circulated to the concerned and also handed over to Hon'ble Prime Minister;
11. Introducing World Class CSR organized by DCCI in collaboration with GIZ and Reed Consulting BD Ltd. The Training was very useful for the corporate community and a large number of senior level executive attended the programme;
12. CSR for Exporters and Service Sector Companies jointly organized by DCCI in collaboration with GIZ and Reed Consulting BD Ltd was held at DCCI BBA College premise to give ideas to the participants about the different dimension of CSR in business.
13. CSR for Engineers and Manufacturers was organized by DCCI in collaboration with GIZ and Reed Consulting BD Ltd;
14. Training Workshop on Corporate Social Responsibilities (CSR) :CSR Master Class – CSR for Experts' Organized by DCCI in collaboration with GIZ and Reed Consulting BD Ltd;.

১৮। Collective Management Organization (CMO) বিষয়ক ওয়ার্কশপ;

১৯। Collective Management Organization (CMO) বিষয়ক দ্বিতীয় ওয়ার্কশপ;

২০। "বাংলাদেশে মেধা সম্পদ নকলের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা এবং জাতীয় অর্থনীতি ও ভোক্তা অধিকারের ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব" বিষয়ক গোলটেবিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া;

২১। "জাপানে বাংলাদেশী রপ্তানিজাত পণ্য বহুমুখীকরণ" বিষয়ক ডায়লগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মান্যবর তামাতসো সিনোতসুকা বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন;

২২। "বিশ্ব এ্যাক্রিডিটেশন ২০১১" এ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা;

২৩। জাতীয় বাজেট ২০১১ উপর ডিসিসিআই'র আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া প্রস্তুত বিষয়ক প্রস্তুতিমূলক সভা;

২৪। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের বাজেট প্রস্তাবনা ২০১১ এর মূল্যায়ন বিষয়ক আলোচনা সভা;

২৫। রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং পণ্যের গুণগতমান অক্ষুন্ন রেখে সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এলাকাভিত্তিক ও বিশেষায়িত ব্যবসায়ী সমিতিগুলোর সাথে মতিবিনিময় সভা;

২৬। "ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের (এসএমই) জন্য বিকল্প অর্থায়ন" বিষয়ক সেমিনার;

২৭। "যাকাত : অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি" বিষয়ক আলোচনা সভা;

২৮। "নতুন অর্থনৈতিক জোন ব্যবস্থা ঃ বাংলাদেশী ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ" বিষয়ক আলোচনা সভা;

২৯। কৃষি খাত ঃ বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার;

৩০। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এম.পি. প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন;

৩১। ডিসিসিআই এবং এনবিআরের কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রাক-বাজেট আলোচনা অনুষ্ঠান;

৩২। ডিসিসিআই এবং আইএফসি বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনায় রেগুলেটরি বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিত বিষয়ক প্রথম ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভা;

৩৩। ডিসিসিআই এবং আইএফসি বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনায় রেগুলেটরি বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিত বিষয়ক দ্বিতীয় ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভা;

৩৪। ডিসিসিআই এবং Key Stone Business Support Company Limited যৌথভাবে প্রাইভেট সেক্টর এ্যাসেসমেন্ট বিষয়ক আলোচনা সভা;

৩৫। Effective Interaction between Business and Scientists বিষয়ক ডায়লগে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৩৬। ভ্যাট এ্যাক্ট ২০১১ এর উপর আলোচনা সভা; ইত্যাদি।

এসব গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার, ওয়ার্কশপ, আলোচনা সভা গুলো বেসরকারী খাতের মতামতসমূহ তুলে ধরতে সহায়তা করে।

15. Day long conference on Capital Market Reforms in Bangladesh: Demand and Supply Side Constraints was organized by DCCI. Dr. Moshiur Rahman, Hon'ble Advisor to the Hon'ble Prime Minister on Economic Affairs were attended the conference as the Chief Guest. An outcome declaration of the Conference was handed over to the Hon'ble Prime Minister during a meeting at her office;

16. Day-long Workshop on Doing Business with the United Nations and Vendor Registration System organized by DCCI. Mr. Muhammad Faruq Khan, M.P. Hon'ble Commerce Minister was present as the Chief Guest. The Workshop gave a detailed idea to the business community of Bangladesh about the procurement policies of UN;

17. A Presentation/Discussion Meeting with RAK Investment Authority from Ras Al Khaimah, UAE on investment opportunity held at DCCI auditorium;

18. A Workshop on Collective Management Organization (CMO) jointly by WIPO & Copyright office in cooperation with DCCI.

19. Second Workshop on Collective Management Organization (CMO) was also jointly organized by WIPO & Copyright office in cooperation with DCCI;

20. Roundtable Discussion (RTD) organized by DCCI and Intellectual Property Association of Bangladesh (IPAB) on 'Growing Trend of Counterfeit in Bangladesh and its effects on the growth of national economy and consumer rights' held at DCCI. Hon'ble Minister for Industries Mr. Dilip Barua was present as the Chief Guest.

21. Dialogue on 'Diversification of Exports of Bangladesh to Japan' organized by DCCI. Mr. Muhammad Faruk Khan M.P. ,Hon'ble Minister of Commerce attended the function as Chief Guest and H.E. Mr. Tamotsu Shinotsuka, Ambassador of Japan in Bangladesh attended as Special Guest .

22. Discussion Meeting on World Accreditation Day 2011 jointly organized by Ministry of Industries and DCCI held at DCCI auditorium. .

23. Discussion meeting on National Budget 2011 held at DCCI Board room to make initial reaction of DCCI after budget declaration in the Parliament;

24. Co-ordination Meeting of Board of Directors to Review Budget Proposal-2011 of DCCI;

25. An Exchange of Views Meeting on the issue of keeping price of commodities within limit and abundant supply of goods during the month of Ramadan was held in presence of Hon'ble Minister, Ministry of Commerce Mr. Muhammad Faruq Khan, M.P.

26. Seminar on 'Alternative Sources of Finace for Small and medium Enterprises' jointly organized by DCC and SEAF Venture Management LLC;.

27. A Discussion Meeting on Zakat: an economic tool for bringing prosperity jointly organized by DCCI and Center for Zakat Management;

28. Roundtable Discussion on Opportunities for Bangladeshi Business: New Economic Zone Regime organized by DCCI with support of Bangladesh Investment Climate fund (BICF);

29. Seminar on Agriculture Sector: Present Status and Future Prospect organized by DCCI;

30. Seminar on Improvement of Law and Order Situation for Better Business;

31. A Pre-budget Discussion Meeting held at NBR between DCCI and NBR officials;

এছাড়াও ডিসিসিআই'র বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ সরকার ও বেসরকারী পর্যায়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাছাড়া ডিসিসিআই'র প্রস্তাবনা সমূহ দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সেমিনারে তুলে ধরা হয়।

ডিসিসিআই সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর সাথে শিল্প ভবনে তাঁর কার্যালয়ে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে সচিবালয়ে বেশ করেকবার সাক্ষাৎ করেন।

ডিসিসিআই'র প্রতিনিধিবৃন্দ মূখ্য সচিব, বাণিজ্য সচিব, অর্থ সচিব, পরিকল্পনা সচিব এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি এবং ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে ডিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিতব্য রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা বিষয়ক মতবিনিময় সভা এবং জাপানে রপ্তানী বৃদ্ধিতে বাংলাদেশী পণ্যের বহুমুখীকরণ বিষয়ক সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানান এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা করেন। পরবর্তীতে এ সভার মাধ্যমে প্রণীত এক প্রস্থ সুপাশিমালা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

ডিসিসিআই সভাপতি এবং সচিব মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত বিষয়ক মন্ত্রীর সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন এবং ডিসিসিআই'র অফিস ভবন নিয়ে আলোচনা করেন।

এ ছাড়াও সভাপতি বাংলাদেশ ইনটিলেকচুয়্যাল প্রপার্টি এসোসিয়েশন কর্তৃক হোটেল র‍্যাডিসনে আয়োজিত International Organization in building IP capacities in Bangladesh পাবলিক-প্রাইভেট ডায়লগে গেস্ট অফ অনার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বাণিজ্য সচিব প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশস্থ সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের ডেপুটি হেড অফ মিশন গেস্ট অফ অনার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি বাংলাদেশ ইনটিলেকচুয়্যাল প্রপার্টি এসোসিয়েশন কর্তৃক সোনাগরগাঁও হোটেলে আয়োজিত The Role of DPDT office in promotion and protection of IPR in the pursuit of economic growth of Bangladesh বিষয়ক ওয়ার্কশপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ওয়ার্কশপে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী প্রধান অতিথি এবং শিল্প সচিব বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। চেম্বারের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা ও প্রকাশনা) মূখ্য আলোচক হিসেবে IP সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রেক্ষিত তুলে ধরেন।

ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সভা

সারা বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সাথে মিলিন হন এবং বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ সর্ম্পকে তথ্যাদি জানতে চান। ডিসিসিআই তাদেরকে প্রয়োজনীয় সেবা দিয়ে সহায়তা প্রদান করেন এবং তাদের সাথে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপনে চেষ্টা চালায়। এ ধরনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠানের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

ওয়াইপোর প্রতিনিধি এন্ড্রু সিজিকোওয়াসকি, এস্টন বিশ্ববিদ্যালয়; বামিংহাম, ইউকে এর প্রতিনিধি ড. আতিউর রহমান বেলাল; বাংলাদেশে নিযুক্ত মালদ্বীপের হাইকমিশনার আহমেদ সারিয়ার; জাইকা-এর কনসালটেন্ট টসহিহিসা লিড এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিপাইনের রাষ্ট্রদূত বাহনারিম এ গুইনমাল এর সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

32. Focus Group Discussion (FGD) Session organized by DCCI and IFC on Identifying most burdensome regulatory process facing manufacturing business in Bangladesh;

33. Second Focus Group Discussion (FGD) Session organized by DCCI and IFC on Identifying most burdensome regulatory process facing services business in Bangladesh held at DCCI Auditorium;

34. Discussion Meeting on Private Sector Assessment organized by DCCI and Keystone Business Support Co. Ltd. held at DCCI Auditorium..

35. DCCI in cooperation with BCSIR organized a joint seminar on Effective Interaction Between Business and Scientists. An exposition of BCSIR products were also done to create awareness and commercialization of domestic products innovated by scientists of Bangladesh.

36. Discussion Meeting on VAT Act 2011 was also held in DCCI to compile DCCI's points of views on the new Act.

DCCI functionaries met several dignitaries to lobby for DCCI issues and attended several meetings for presenting papers at different seminars both at home and abroad and raised DCCI priorities.

President and board of Directors of DCCI called on Hon'ble Industries Minister, Mr. Dilip Barua at his office at Shilpa Bhaban. Met Hon'ble Finance Minister at Ministry of Finance, Hon'ble Comemrce Minister, Mr. Muhammad Faruk Khan,M.P., at Ministry of Commerce at several occasion.

DCCI also had meeting with Principal Secretary and Secretary, Ministry of Commerce, Ministry of Finance, Ministry of Planning and Executive, Director of Bangladesh Bank. President, Senior Vice President, Vice President and Former Presidents were present in the meeting.

President and Senior Vice President called on Hon'ble Commerce Minister in order to invite him to remain present as Chief Guest to an Exchange of Views Meeting on Price Situation during the month of Ramadan and to a dialogue of DCCI on 'Diversification of Exports of Bangladesh to Japan' .

President along with Secretary of DCCI, called on Hon'ble State Minister for Housing and Public Works Advocate Abdul Mannan Khan, M.P. at his Secretariat Office in connection with DCCI office building.

President DCCI attended as Guest of Honour in a programme of Intellectual Property Association of Bangladesh on Public-Private Dialogue: The Role of Int'l Organization in building IP capacities in Bangladesh held Radission Hotel. In this programme Secretary Ministry of Commerce were present as Chief Guest and Deputy Head of Mission of Switzerland in Dhaka were also present as Guest of Honour.

Senior Vice President attended a workshop on the Role of DPDT office in promotion and protection if IPR in the pursuit of economic growth of Bangladesh as Key Note Speaker organized by Intellectual Property Association of Bangladesh in Sonargaon Hotel. In this Programme Hon,bl Minister of Industries was present as the Chief Guest and Secretary Minister of Industries was present as the Special Guest. Additional Secretary (R&P), DCCI highlighted several important points as main discussent.

Other Important Meetings at DCCI

Important Call on Meeting were held through out the year with important personalities coming from different countries willing to know about the trade and business environment of the country. DCCI tried to entertain them with different information and almost all of them were willing to establish relation with DCCI. Some of the important meetings of such type are furnished below.

Meetings were held with WIPO Representative Mr Andrew Czijkowski, Dr. Ataur Rahman Belal of Aston University, Birmingham,UK; High Commissioner of Maldives to Bangladesh H.E. Mr. Ahmed Sareer; Mr. Toshihisa Lida, a Consultant for JICA; Ambassador of Philippines in Dhaka H.E. Mr. Bahnarim A. Guinomla.

তাছাড়া ভারতের নয়াদিল্লীতে অবস্থিত নাইজেরিয়ার ইকোনোমিক মিনিস্টার মোহাম্মদ হোসেইনি, সেকেন্ড সেক্রেটারি আবদুল্লাহ মাটাবি; বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাজ্যের দূতাবাসের ডিরেক্টর অফ ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কেভিন রিংহাম; বাংলাদেশ নিযুক্ত শ্রীলংকার রাষ্ট্রদূত ডব্লিউ এ হেরাত কে ওয়ারাগোডা, মিনিস্টার কাউন্সিলর এ জি আবেসেকরা; কাউন্সিলর ফর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অ্যান্ড ইকোনোমিক এফেয়ার্স মাসাউকি টাগা; বাংলাদেশস্থ জাপান দূতাবাসের ইকোনোমিক অর্থনীতি বিষয়ক গবেষক মিকি ইয়ামোটো; পাম্প এর বাংলাদেশ ও নেপালের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফ্রেন্স সিসেরিক এর সাথে আলোচনা সভা ঢাকা চেম্বার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

ডিসিসিআই কর্তৃপক্ষের সাথে সফররত নেদারল্যান্ডের সিবিআই প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশ পাবলিক-প্রাইভেট খাতের প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানী বৃদ্ধি বিষয়ে আলোচনা করেন। ওয়েলস-বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্সের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল ডিসিসিআই'র সাথে বাণিজ্য আলোচনায় মিলিত হন এবং বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

২০১১ সালের গুরুত্বপূর্ণ বিজনেস মিটিং

১। ডিসিসিআই সভাপতির সাথে ভারতস্থ তাইপে ইকোনোমিক অ্যান্ড কালচারাল সেন্টারের ডিরেক্টর ডেভিড হোস এবং ইকোনোমিক ডিভিশনের কমার্শিয়াল সেক্রেটারি ফিলিপ ফ্যান সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ সভাপতি এবং পরিচালকবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২। ডিসিসিআই সভাপতির সাথে সিয়াফ ভেঞ্চারর্স ম্যানেজমেন্ট এলএলসি এর ২-সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

৩। ডিসিসিআই সভাপতির সাথে ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট এ্যাডভাইজরি সার্ভিসেস এর সিনিয়র ইনভেস্টমেন্ট পলিসি অফিসার আমিনুর রহমান সাক্ষাৎ করেন।

৪। ডিসিসিআই সভাপতি আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বাংলাদেশস্থ অস্ট্রেলিয়ার দূতাবাসের ডেপুটি ট্রেড কমিশনার ও কমিশনার মার্ক হাস সাক্ষাৎ করেন।

৫। ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতির সাথে আইএফসির কনসালটেন্ড জিসা সারওয়ার সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৬। ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাথে ইরাকের আলওয়াসিট কোম্পানীর প্রতিনিধি খালিদ আবু আলটিমান সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই পরিচালক এবং ভারপ্রাপ্ত সচিব এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৭। ডিসিসিআই সভাপতির সাথে মালয়েশিয়ার ভারতে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার কনস্যুল জেনারেল মোঃ জয়নুদ্দিন এ আলি সাক্ষাৎ করেন। এ সময় দুদেশের বাণিজ্য সহ সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

৮। ডিসিসিআই সভাপতি এবং আবুধাবির টিডিআই গ্রুপ লিমিটেড এর ডিরেক্টর সিমন ফক্সেল এর মধ্যকার আলোচনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন।

৯। ডিসিসিআই সভাপতির সাথে দি বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি সন্দীপ চক্রবর্তী, ডিরেক্টর জেনারেল পি রয় সাক্ষাৎ করেন।

১০। ডিসিসিআই সভাপতি এবং বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ফান্ড (বিআইসিএফ) এর ৩ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের মধ্যকার "বাংলাদেশ বিজনেস এনভায়রনমেন্ট রিফম ইনিশিয়েটিভ" বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

১১। চেম্বারের সভাপতির সাথে বিআইসিএফ এর প্রতিনিধিবৃন্দ ইকোনোমিক জোনসমূহে নতুন ব্যবসার সুযোগ বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বিআইসিএফ এর পোগ্রাম ম্যানাজার মার্টিন নরমেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

Meeting were also held with Economic Minister of Nigerian High Commissioner in New Delhi Mr. Mohammad Hossaini, Second Secretary Mr. Abdullah Matabi; Mr.Kevin Ringham, Director of Trade and Investment of British High Commission; High Commissioner of Srilanka in Bangladesh H.E. Mr. W.A. Sarath K. Weragoda and Mr. A.G. Abeysekera, Minister Counsellor; Mr. Masayuki TAGA, Counsellor for Development Cooperation and Economic Affairs and Ms. Miki Yamamot, Economic Researcher of Japan Embassy; Mr. Frans.Schiereck, Country Director-Bangladesh and Nepal of PUM, Netherlands and Chief Executive Officer of PUM etc.

DCCI functionaries also had Meetings with visiting CBI Mission from Netherlands on the issue of Public and Private Organizations in Bangladesh and discussed possible cooperation in export promotion to the EU. A high-profile delegation of Wales-Bangladesh Chamber of Commerce also met DCCI functionaries and expressed their interest to invest in different sectors of Bangladesh.

A large number of Business and Discussion Meetings were held in 2011 on different aspects of trade and business of the country, some of these were as follows:

1. Meeting held at DCCI with Mr David Hsu, Director Mr. Philip Fan, Commercial Secreatry, Economic Division, Taipei Economic and Cultural Centre, Delhi and Mr. Woody Wang, Director, Taipei World Trade Center, Dhaka. President, Senior Vice President, Vice President and Directors were present in the meeting;
2. A 2-Member team from SEAF ventures Management LLC on SME funding called on President at DCCI and Directors;
3. Meeting held with Mr. Aminur Rahman Senior Investment Policy Officer, Investment Climate Advisory Services, IFC. President, Directors and Acting Secretary at DCCI were present at the meeting..
4. Meeting held with Mr, Markus Haas, Deputy Austrian Trade Commissioner and commercial Attache for Bangladesh, Austrian Embassy at New Delhi.
5. Meeting held with IFC Consultant Ms. Jisa Sarwar at DCCI. Acting President and Acting Secretary were present.
6. Mr. Khaled Abu Altiman of Alwaseet Company from Iraq called on Acting President at DCCI. Director and Acting Secretary were also present
7. Meeting held at DCCI with Mr. Md. Zainuddin A. Ali, Consult, Consulate of Malaysian in Chennai, India and Mr. Abu Bakar Koyakutty, Director, Malaysian External Trade Development Corporation;.
8. A meeting held at DCCI in between President, DCCI and Mr. Simon Foxel, Director, TDI group ltd., Dublin, Ireland at DCCI on forth coming EC-funded project.
9. Mr. Sandipan Chakravortty, President, and Mr. P. Roy, Director General, The Bengal Chamber of Commerce & Industry, Kolkata, India called on President at DCCI.
10. A meeting held between President and 3-member Team of Bangladesh Investment Climate fund (BICF) at DCCI to discuss on Bangladesh Business Environment Reform initiatives.
11. Meeting held with BICF Officials to discuss new business opportunities in economic zone. Mr. Martin Norman, Programme manager, BICF, Mr. Rober Whyte, Investment Climate Advisory Service of World Bank Group, Washington were present.

১২। ডিসিসিআই সভাপতি জাতীয় প্রেসক্লাবে টিআইবি আয়োজিত স্যাডো ইকোনোমি অফ বাংলাদেশ বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১৩। ডিসিসিআই এর সাথে ড. রিচার্ড সাইকেস ফ্রাসা, আইটিসি'র কনসালটেন্ট চারলেস পিটার গিলসন এবং Netherlands Trust Fund (NTF II) এর ন্যাশনাল কনসালটেন্ট এর বাংলাদেশ আসরাফ কাইসারের আলোচনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

১৪। ডিসিসিআই এবং ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূতের সাথে বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠিত। ব্রাজিল বাংলাদেশ থেকে একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয় যার মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ সম্ভব হবে।

বিদেশী ডেলিগেশনের সাথে আলোচনা

১। ডিসিসিআই সভাপতির সাথে বিশ্বব্যাংকের Observance of Standards and Codes (ROSC) on Bangladesh's Insolvency and Creditor/Debtor Regimes প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেন।

২। ডিসিসিআই সভাপতির বাংলাদেশ সফররত ২০-সদস্য বিশিষ্ট রওয়ালপিন্ডি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি এবং পরিচালকবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৩। ডিসিসিআইতে উন্ডমিল এডুকেশন সার্ভিসেস লিমিটেড এবং আইএফি কর্মকর্তাবৃন্দ Business Edge Management Solutions for SME's and Organizational Capacity Building আলোচনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন।

৪। ডিসিসিআই সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে ৭-সদস্য বিশিষ্ট জাপানের প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

৫। ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাথে ১৭-সদস্য বিশিষ্ট থাই বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন।

৬। ডিসিসিআই সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবের সাথে বাংলাদেশস্থ ভূটান দূতাবাসের কনসুলর (ট্রেড) দর্জি রিনচেন এর নেতৃত্বে ৪-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

৭। ডিসিসিআই সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের সাথে আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স, ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৮। ডিসিসিআই সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবের সাথে ৬-সদস্য বিশিষ্ট মিয়ানমারের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

৯। ডিসিসিআই সভাপতি এবং ২-সদস্য বিশিষ্ট ইয়ং কনসালটেন্ট এর প্রতিনিধির মধ্যকার আলোচনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন।

১০। ডিসিসিআই সভাপতি এবং পরিচালনা পর্ষদেসর সাথে চীনের ইউনান প্রদেশের ৫-সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।

১১। ডিসিসিআই এবং মালয়েশিয়ান বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠিত।

১২। ডিসিসিআই এবং ওয়লস চেম্বার অফ কমার্স, ইউকে এর ৩০-সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠিত।

এ ছাড়া এ বৎসর চেম্বার বিভিন্ন দেশে ডেলিগেশন প্রেরণ করে যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এ সমস্ত দেশের সাথে ব্যবসা এবং বিনিয়োগ সম্প্রসারণ।

12. President attended a discussion meeting on Shadow Economy of Bangladesh organized Transparency Int'l Bangladesh (TIB) at National Press Club.

13. A discussion meeting was held at DCCI with Dr. Richard Sykes FRSA, an Int'l Consultant from U.K .Mr. Mr. Charles Peter Gilson, Int'l Consultant from ITC, Ashraf Kaiser, National Consultant, Bangladesh, Netherlands Trust Fund (NTF II).

14. A discussion meeting was held at DCCI with Brazilian Ambassador and his two colleagues in the Embassy to discuss prospects of bilateral trade between Brazil and Bangladesh. It was decided that a Trade Delegation from Bangladesh will visit Brazil as a private sector initiative to expand our market other than EU and USA.

Meeting with Foreign Delegation

1. Meeting held with visiting World Bank Mission on the Observance of Standards and Codes (ROSC) on Bangladesh's Insolvency and Creditor/Debtor Regimes. President, Secretary and Additional Secretary of DCCI were present in the meeting.

2. A Discussion Meeting was held with visiting 20-member delegation of Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry (RCCI) at DCCI Board Room. President, Vice President, Directors were present in the meeting.

3. Meeting held at DCCI with a Team of Windmill Education Services Ltd. And IFC officials on Business Edge Management Solutions for SME's and Organizational Capacity Building.

4. Meeting with 7-member Japanese Business Delegation was held at DCCI in presence of President, Vice President and Directors.

5. A meeting of DCCI and Thai Chamber of Commerce and Industry held at DCCI.

6. A 4 member businessmen team from Bhutan and Counselor (Trade) Mr. Dorji Rinchen of Royal Bhutan Embassy in Dhaka visited DCCI. A meeting held with the delegation at DCCI auditorium. President, Senior Vice President, Directors were present in the meeting

7. Meeting with the Business Delegation from American Chamber, India held at DCCI Board Room. President, Senior Vice President, Vice President, Directors and Acting Secretary were present in the meeting .

8. Luncheon meeting was held with 6-member Myanmar Business delegation at DCCI Board Room. President, Past President, Senior Vice President, Vice President, Directors and Acting Secretary were present in the meeting.

9. Meeting was held between President and 2-member delegation from Young consultants;

10. A 5 -member Chinese delegation from Department of Commerce of Yunan Province visited DCCI and a meeting held with them regarding forthcoming South Asian Countries Trade Fair taking place on 1st Week of June 2011 at Kunming.

11. An interactive meeting between the members of DCCI and the Malaysian Business Delegation held at DCCI Auditorium.

12. A 30-Member delegation from Wales Chamber of Commerce, UK was held meeting with the DCCI .

ডিসিসিআই'র সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ডিসিসিআই এবং ওয়েলস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা শেষে দুপক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিসিআই) এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক যথাক্রমে ১৩ অক্টোবর এবং ১৮ অক্টোবর ২০১১ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশে বেসরকারী খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে সহায়ক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে BUILD প্রকল্পের আওতায় একযোগে কাজ করবে।

ডিসিসিআই এবং SEAF Venture Management LLC এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সমঝোতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে অর্থ্যায়নের ক্ষেত্রে কিছু Alternative Financing বিষয়ক সুবিধাদি সম্পর্কে চেম্বার কাজ করবে।

আরো কিছু চেম্বারের সাথে ডিসিসিআই'র সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলন

ডিসিসিআই আয়োজিত Bangaldesh 2030: Strategy for Growth কনফারেন্স উত্তর সংবাদ সম্মেলন ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত।

ডিসিসিআইতে গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়, এতে এ বৎসরের চেম্বারের কর্মপরিকল্পনার ব্যাপারে গণমাধ্যকে অবহিত করা হয়।

ডিসিসিআইতে বাজেট ২০১১-২০১২ বিষয়ক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যার মাধ্যমে ডিসিসিআই এবং বাজেট প্রস্তাবনার উপর জনমত তৈরির প্রচেষ্টা নেয়া হয়।

এ ছাড়াও ডিসিসিআই সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম এফবিসিসিআইতে আয়োজিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এর আগমন উপলক্ষ্যে ৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন।

ন্যাশনাল পলিসিতে ডিসিসিআই'র সুপারিশমালা ঃ

ডিসিসিআই সরকারের জাতীয় নীতিমালা তৈরির ক্ষেত্রে সুপারিশ পেশ করে থাকে। এ বছর ডিসিসিআই জাতীয় বাজেট ২০১১-২০১২, ভ্যাট এ্যাক্ট ২০১১, ডাইরেক্ট ট্যাক্স ২০১১ এবং বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া এফটিএ টেম্পপ্লেট ইত্যাদি নীতিমালা তৈরিতে নিজেদের প্রস্তাবনা তুলে ধরেছে। এ ছাড়াও আরো কিছু সুপারিশমালা ইতোমধ্যে তেরী করা হয়েছে। ডিসিসিআই'র গবেষণা শাখা নিয়মিতভাবে এ বিষয়ের উপর কাজ করে যাচ্ছে।

ডিসিসিআই নতুন কোম্পানী এ্যাক্ট এবং ট্রেড পলিসি রিভিউ ২০১২ এর ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করছে যা বাংলাদেশ সরকার ও ডব্লিউটিও যৌথভাবে প্রস্তুত করছে।

২০১১ সালে প্রকাশনা সমূহ ঃ

ডিসিসিআই'র গবেষণা শাখা অন্যান্য শাখার সহযোগিতায় এ বছর বেশ কিছু প্রকাশনা বের করেছে। এগুলো হলো ঃ

1. Tax Guide 2011-12.
2. Introducing DCCI
3. Seminars, Workshops and Study Reports(14)
4. Capital Market Brochure
5. Economic Indicators
6. Monthly Review
7. DCCI Research cell helped EEPC, India to prepare a Research Study on Economic Corridors and Pro Poor Private Sector Development in South Asia
8. Annual Report etc.

Signing of Memorandum of Understanding (MOU)

Business meeting held at DCCI auditorium followed by signing of MOU with visiting delegation of Wales-Bangladesh Chamber of Commerce, UK on 25th September 2011. The main objectives of the MOU is to increases bilateral business relation between Bangladesh and UK.

DCCI signed an MOU with SEAF Ventures Management LLC(SEAF NM) for working jointly for exploring alternative sources of funding for SMEs.

Another MOU was signed with Metropolitan Chamber of Commerce & Industry on October 18, 2011 at the same time another addendum MOU was signed between DCCI and SME Foundation on October 13, 2011 to work under the same umbrella of BUILD to create an enabling environment for private sector development.

Some more MOUs to be signed between different Chambers is under negotiation.

Press Conference

Post Conference Press briefing on DCCI Conference titled Bangladesh 2030 Strategy for Growth held at DCCI Auditorium.

Press conference of DCCI President on various activities of DCCI and Chamber's stand on important national issue of trade and commerce of the country held at DCCI auditorium.

Meet the Media on National Budget 2011-2012 held at DCCI Auditorium. In this press conference DCCI tried to give a good exposure of its recommendations submitted to the government for incorporation in the Budget.

President attended a Press Conference at FBCCI on trade relations between Bangladesh and India in the context of the forthcoming visit of Prime Minister of India and Chief Ministers of four states of India.

DCCI's Recommendations on several National Policies

DCCI usually sends recommendations to the government on behalf of its constituencies to incorporate in the policies. Budget 2011-12 is one of the important one, the Chamber also sent recommendations on VAT Act-2011, Direct Tax Act-2011 and Bangladesh-Malaysia FTA Templet. A number policies and Acts are waiting for inputs from the Chamber. DCCI research Cell is working on these issues on a continuous basis.

DCCI is also working with New Companies Act and as Focal point of Trade Policy Review 2012 to be prepared by WTO and Bangladesh Government.

Publications in the year 2011

A large number of **Publications have been prepared by the DCCI Research Cell through out the year, some of these are as follows:**

1. Tax Guide 2011-12.
2. Introducing DCCI
3. Seminars, Workshops and Study Reports
4. Capital Market Brochure
5. Economic Indicators
6. Monthly Review
7. DCCI Research cell helped EEPC, India to prepare a Research Study on Economic Corridors and Pro Poor Private Sector Development in South Asia
8. Annual Report etc.

ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের বিদেশ গমন ঃ

২০১১ সালে ডিসিসিআই বেশকিছু বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দলের বিদেশ সফরে নেতৃত্ব দিয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যে প্রতিনিধি দলের বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

Sl	Name of the Delegation	Duration	Led by
1.	21st Tripura Trade and Industry Fair	January 28, 2011	Syed Habibur Rahman Co-Convenor, Trade Delegation and Trade Fair Standing Committee, DCCI
2.	Presentation at the MLS-SCM(P) Best Network Partner Institution Award ceremony	April 2011	Mr. Asif Ibrahim President DCCI
3.	19th Kunming Import and Export Commodities Fair, Kunming, China	June 6-10, 2011	Mr. M. Shahjahan Khan former Sr. Vice President DCCI led a 32-Member Delegation to China
4.	Entourage of Hon'ble Prime Minister	16th January 2011	President, DCCI Mr. Asif Ibrahim visited Abu Dhabi as an entourage of the Hon'ble Prime Minister
5.	President DCCI attended JAG Meeting in Geneva for signing NTF II Project	June 30, 2011	Mr. Asif Ibrahim President DCCI
6.	2011 World Chamber Congress in Mexico	June 9, 2011 Mexico	Mr. Nessar M Khan, former Director Presented DCCI Project on Dhaka Customs House Automation *–an unconventional project implemented by DCCI*
7.	Seminar on Trade and Business Opportunities with Bangladesh Organized By High Commission for the People's Republic of Bangladesh in Singapore.	March 3, 2011 in Singapore	Presentation on Business Opportunities for Private Sector & Options for PPP by Mr. Asif Ibrahim, President, DCCI
8.	Attended a meeting to discuss and prepare Bangladesh Position Paper on WIPO high level forum at LDC conference in Turkey.	03.05.2011 in Turkey	Mr. T.I.M Nurul Kabir Senior Vice President, DCCI
9.	Switch Asia Networking Meeting for South-Asia organized by Delegation of the European Union to Sri Lanka and funded by the organizer	07.06.2011 Sri Lanka	Mr. Mustafa Mohiuddin Secretary, DCCI
10.	Global Workshop on PPD for Competitive Economics	13-17 June, 2011 Austria, Viena	Mr. T.I.M. Nurul Kabir Senior Vice President, DCCI
11.	8th Asia-Pacific Business Forum held under ESCAP	24.07.2011 Thailand	Mr. Asif Ibrahim President, DCCI

DCCI Trade Delegation abroad

In the year 2011 several delegation were led by the DCCI. Some of the important delegation are mentioned below:

Sl	Name of the Delegation	Duration	Led by
1.	21st Tripura Trade and Industry Fair	January 28, 2011	Syed Habibur Rahman Co-Convenor, Trade Delegation and Trade Fair Standing Committee, DCCI
2.	Presentation at the MLS-SCM(P) Best Network Partner Institution Award ceremony	April 2011	Mr. Asif Ibrahim President DCCI
3.	19th Kunming Import and Export Commodities Fair, Kunming, China	June 6-10, 2011	Mr. M. Shahjahan Khan former Sr. Vice President DCCI led a 32-Member Delegation to China
4.	Entourage of Hon'ble Prime Minister	16th January 2011	President, DCCI Mr. Asif Ibrahim visited Abu Dhabi as an entourage of the Hon'ble Prime Minister
5.	President DCCI attended JAG Meeting in Geneva for signing NTF II Project	June 30, 2011	Mr. Asif Ibrahim President DCCI
6.	2011 World Chamber Congress in Mexico	June 9, 2011 Mexico	Mr. Nessar M Khan, former Director Presented DCCI Project on Dhaka Customs House Automation *–an unconventional project implemented by DCCI*
7.	Seminar on Trade and Business Opportunities with Bangladesh Organized By High Commission for the People's Republic of Bangladesh in Singapore.	March 3, 2011 in Singapore	Presentation on Business Opportunities for Private Sector & Options for PPP by Mr. Asif Ibrahim, President, DCCI
8.	Attended a meeting to discuss and prepare Bangladesh Position Paper on WIPO high level forum at LDC conference in Turkey.	03.05.2011 in Turkey	Mr. T.I.M Nurul Kabir Senior Vice President, DCCI
9.	Switch Asia Networking Meeting for South-Asia organized by Delegation of the European Union to Sri Lanka and funded by the organizer	07.06.2011 Sri Lanka	Mr. Mustafa Mohiuddin Secretary, DCCI
10.	Global Workshop on PPD for Competitive Economics	13-17 June, 2011 Austria, Viena	Mr. T.I.M. Nurul Kabir Senior Vice President, DCCI
11.	8th Asia-Pacific Business Forum held under ESCAP	24.07.2011 Thailand	Mr. Asif Ibrahim President, DCCI

Sl	Name of the Delegation	Duration	Led by
12.	Workshop on IT & ITES for Trade Counselor and Attaches around Bangladesh Embassies in 10 European countries held in the Netherlands organized by CBI & ITC, partner organization of DCCI and BASIS under NTF II Project.	September 20-21, 2011, The Netherlands	Mr. T.I.M. Nurul Kabir Senior Vice President, DCCI
13.	A study tour of DCCI under Switch Asia re-Tie Programme.	September 23-30, 2011 Germany and Belgium	Mr. Hossain A. Sikder, Mr. M. Abu Horaira, Director, DCCI and Mr. Humayun Kabir Fakir Deputy Secretary, DCCI
14.	Entourage of the Hon'ble Prime Minister	December 5-7, 2011 Myanmer	Mr. Asif Ibrahim President, DCCI
15.	8th Ministerial Meeting in Geneva	December 16, 2011	Mr. Asif Ibrahim President, DCCI

ঢাকা চেম্বারের সম্মানিত সদস্যদের উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নুতন কার্যক্রম গ্রহণ

ঢাকা চেম্বারের কার্যক্রম গুলোতে গতিশীলতা আনায়নের ক্ষেত্রে সম্মানিত সদস্যবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এবছর সদস্যদের উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কিছু কার্যকর পদক্ষেপ ও নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে। ডিসিসিআই হলোগ্রাম যুক্ত নতুন সার্টিফিকেট প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এর ফলে যেসব সুবিধা পাওয়া যাবে সে গুলো হলো ঃ

- It can not be copied
- Ultra Violate
- Security Micro Line
- Foil embossed
- Security detector

পূর্বের বছরগুলোতে ডিসিসিআই'র সার্টিফিকেটের পিছনের পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর ও সীল প্রদানের মাধ্যমে তা নাবায়ন করা হতো। এ বছর পাসবুক নামক একটি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে যার ফলে সার্টিফিকেটের সৌন্দর্য বিঘ্নিত হবে না। এর ফলে একজন সদস্য এটি অনেক বছর যাবত সংরক্ষণ করতে পারবে।

২০১১ সালে ডিসিসিআইতে চারশত এর অধিক নতুন সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন। দেশে বিরাজমান ব্যবসা মন্দার কারণে Membership নিবন্ধন কিছুটা হ্রাস পেয়েছে বলে লক্ষ্য করা যায়। ব্যবসায়ী সমাজের মধ্যে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে আমাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রম

ডিসিসিআই এর ২৪ টি স্ট্যান্ডিং এক একজন পরিচালকের নেতৃত্বে এ বছর কাজ করেছে। ২০১১ সালে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো প্রায় ৬০ টি বৈঠক করে এবং এ সব বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ গৃহীত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটির নতুন আহবায়ক ও সহ-আহবায়কদের অংশগ্রহণে একটি বিশেষ বৈঠকও ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হয়। স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর কার্যাবলী এ রিপোর্ট এর এক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। কমিটিগুলোর সমন্বয়কারী পরিচালক, আহবায়ক এবং সহ-আহবায়কগণকে তাদের অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ডিসিসিআইতে এ বছর চৌদ্দ (১৪) টি বোর্ড সভা ও ২ টি জরুরী সভাসহ বিশেষ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয় ছাড়াও ডিসিসিআইকে আরো সুন্দর ভাবে পরিচালনা করাই ছিল এ সভাগুলোর আলোচ্য বিষয়। উক্ত সভাগুলো ডিসিসিআই এর প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও সুশৃংখল কার্যক্রম পরিচালনায় সাহায্য করেছে।

Sl	Name of the Delegation	Duration	Led by
12.	Workshop on IT & ITES for Trade Counselor and Attaches around Bangladesh Embassies in 10 European countries held in the Netherlands organized by CBI & ITC, partner organization of DCCI and BASIS under NTF II Project.	September 20-21, 2011, The Netherlands	Mr. T.I.M. Nurul Kabir Senior Vice President, DCCI
13.	A study tour of DCCI under Switch Asia re-Tie Programme.	September 23-30, 2011 Germany and Belgium	Mr. Hossain A. Sikder, Mr. M. Abu Horaira, Director, DCCI and Mr. Humayun Kabir Fakir Deputy Secretary, DCCI
14.	Entourage of the Hon'ble Prime Minister	December 5-7, 2011 Myanmer	Mr. Asif Ibrahim President, DCCI
15.	8th Ministerial Meeting in Geneva	December 16, 2011	Mr. Asif Ibrahim President, DCCI

New phase in the Membership Development Services of the Chamber

Members of the DCCI play the pivotal role for bringing dynamism of the activities of the Chamber. This year several effective steps and policies were undertaken to improve membership service delivery. DCCI introduced new Hologram-based Certificate which will have following characteristics:

- It can not be copied
- Ultra Violate
- Security Micro Line
- Foil embossed
- Security detector

In the past every year certificates were renewed by putting seal and signature at the back page of the Certificates. This year a Passbook system was introduced so that beauty of the certificate will not be lost. By this way members will be able to protect their Membership Certificate for a long time.

In the year 2011 about four hundred members were enrolled. With the depression of business, membership enthusiasm has been at stake. We need to take some new strategies to regain business momentum among the community.

Standing Committee activities:

Twenty Four Standing Committee each headed by a Director named as Co-ordinating Director worked through out the year. In the year 2011 about sixty (60) meetings of these Standing Committees were recorded from where quite a lot of important suggestions were adopted. Exclusive meetings with newly assigned convener and co-conveners were also held. A separate chapter of the Report has included activities of the Committees. I would take the privilege to thank Coordinating Directors, Conveners, Co-Conveners for their whole –hearted cooperation through out the year.

Fourteen Meetings (14) Board Meetings, two emergency meetings along with a special meeting were held in the Chamber to discuss managerial, financial issues and suggest policy issues to run the Chamber efficiently. It also helped to take administrative decision to streamline disciplinary activities of the Chamber.

সামাজ উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ

ডিসিসিআই সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত। এ বছর ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের সিএসআর কর্মকান্ডের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ শিশু কল্যান পরিষদকে ৪ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করেছে। ডিসিসিআই কর্তৃক একটি নার্সিং ইন্সটিটিউট স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া ডিসিসিআই একটি টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট স্থাপনের জন্য পছন্দমত জায়গা খুঁজছে।

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে রাজধানীর একটি পাঁচতারা হোটেলে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম.পি.; মাননীয় শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া, মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান, এম.পি.; বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গর্ভনর ড. আতিউর রহমান এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআইকে একটি ই-চেম্বারে পরিণত করতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ঃ

ঢাকা চেম্বারকে বাংলাদেশের প্রথম ই-চেম্বারে পরিণত করার লক্ষ্যে কিছু কার্যকর ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত সফল ভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নীচে কিছু কার্যক্রম উল্লেখ করা হলো ঃ

- Implementation of Touch Screen Kiosk
- Implementation of Electronic Display system
- Implementation of structured LAN system
- Implementation of Software Applications:
    a. HR Management, Payroll, PF, Leave Management, Staff Income Tax
    b. Member Database & Membership services System. A Membership Directory will be prepared from this database. The database will be posted in the DCCI newly prepared website.
    c. Inventory Management System
    d. Fixed Asset Management System
    e. New Website of DCCI with an objective to go for B2B web portal

DCCI Touch Screen Kiosk

তাছাড়া ডিসিসিআইকে ই-চেম্বারে পরিণত করার লক্ষ্যে কিছু আইটি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পও হাতে নেওয়া হয়েছে। এ বছর চেম্বারে কিছু সংস্কারমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এগুলো হলো- চেম্বার ভবনের ভিতরের অংশের সংস্কার, বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) এর সচিবালয় এবং NTF II প্রকল্পের অফিস স্থাপন ইত্যাদি।

ডিসিসিআই এর আর্থিক অবস্থার হিসাব ঃ

আমার দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করার আগে আমি ডিসিসিআই এর আর্থিক বিষয়ের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরতে চাই। এ বছর চেম্বারের আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টাঃ ৮,৮৪,৮৮,৬১১ যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে টাঃ ৪,৪৬,৯০,৬৯৩।

এ বার্ষিক রিপোর্টে অর্ন্তভুক্ত অডিটরস রিপোর্ট হতে দেখা যায় যে, ২০১১ সালে ব্যয় এর চেয়ে অধিক আয় হয়েছে টাঃ ৪,৩৭,৯৭,৯১৮ যা গত বছরে ছিল টাঃ ৩,২৭,০৬,৬৬৩। চেম্বারে মোট সঞ্চয় টাঃ ২০,৮৩,৪০,৭৮৫ হতে টাঃ ৪,৯০,৮৩,০৫৪ বৃদ্ধি পেয়ে টাঃ ২৫,৭৪,২৩,৮৩৯ তে দাঁড়িয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ২০১১ সালে চেম্বারের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

Social Welfare Activities

DCCI was involved in several social welfare activities. This year a donation of taka four lacs were given to Bangladesh Shisu Kallyan Porishad through DCCI Foundation-A CSR initiative of the Chamber. Establishment of the proposed Nursing Institute of the DCCI is in the pipe line. The Chamber is looking for a suitable plot for this technical institution.

Besides, Milad Mahfil on the occasion of Eid-E- Miladunnabi and Ifter Mahfil in the month of Holy Ramadan were organized in an appropriate manner in a local 5-star hotel where a number of DCCI members were present. Hon'ble Finance Minister, Mr Abul Mal Abdul Muhit, M.P., Hon'ble Industries Minister Mr Dilip Barua, Hon'ble Commerce Minister Mr Md Faruk Khan, M.P., and Governor, Bangladesh Bank Dr Atiur Rahman and other distinguished Secretaries were present in this party.

Developmental activities of the Chamber to Transform DCCI as an E-Chamber

One of the targets of the Chamber is to convert the Chamber as one of the E-Chambers in Bangladesh, accordingly a number of effective activities were planned, some of them were implemented successfully, these were:

1. Implementation of Touch Screen Kiosk
2. Implementation of Electronic Display system
3. Implementation of structured LAN system
4. Implementation of Software Applications:
    a. HR Management, Payroll, PF, Leave Management, Staff Income Tax
    b. Member Database & Membership services System. A Membership Directory will be prepared from this database. The database will be posted in the DCCI newly prepared website.
    c. Inventory Management System
    d. Fixed Asset Management System
    e. New Website of DCCI with an objective go for B2B web portal etc.

There are some on-going IT related project are in hand of DCCI towards implementing an E-Chamber.

DCCI Touch Screen Kiosk

Some renovation activities were done also in this year among which, renovation of internal buildings of the Chamber. For housing office of the Business Initiative Leading Development(BUILD) Secretariat, NTFII Project office, some re-organizing is in process. Besides, a suitable pay-scale for DCCI secretariat is under consideration of DCCI management for which some exercises are going on.

DCCI Accounts

Before concluding my speech, I would like to highlight some salient features of the financial activities of the Chamber. The income of this year was Taka 8,84,88,611 against expenditure of Taka 4,46,90,693 during the same year.

The Auditor's Report incorporated in this Annual Report reveals that the excess of income over expenditure during the year 2011 was Tk. 4,37,97,918 which was Tk. 3,27,06,663 in the previous year. The income has accrued due to all out efforts for rent collection of building, higher income from membership subscription and other sources. Above all, cost savings to a considerable extent by avoiding unnecessary expenses also contributed to this surplus. The overall savings of the Chamber in the form of cash at Bank, cash in hand and fixed deposit increased to Tk. 25,74,23,839 from Tk. 20,83,40,785 reflecting an increase of Tk. 4,90,83,054. It is evident from the above statistics that the financial condition of the Chamber has improved substantially in 2011.

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,

২০১১ সাল আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এ বছর আমরা সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা গুলোর সাথে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। পূর্বের অন্যান্য সভাপতিবৃন্দের মত আমাকে নিজের কার্যক্ষেত্রের পাশাপাশি ডিসিসিআই এর কাজে সমন্বয় সাধন করতে প্রচন্ড বেগ পেতে হয়েছে। নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি চেম্বারের কর্মকান্ডে সমন্বয় সাধনের জন্য আমি সর্বাত্নক চেষ্টা করেছি। আমি আমার পূর্বসূরীদের নিকট থেকে চেম্বারকে গতিশীল ও কার্যকর রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পেয়েছি। যদিও আমি আমার গুরু দায়িত্ব থেকে এ বৎসরের জন্য অবসর নিচ্ছি কিন্তু যেহেতু আগামী ২০১২ সালের জন্যও আপনারা আমাকে নির্বাচিত করেছেন তাই ডিসিসিআই এর কার্যক্রমের সাথে সভাপতি হিসেবে আমার সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এবং বেসরকারী খাতের উন্নয়নের জন্য আমি সবসময় সচেষ্ট থাকব। আমার মেয়াদে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নে যদি কোন পেরে থাকি, তার কৃতিত্ব আপনাদের সকলের। আমাদের এ দীর্ঘ চলার পথে অবশ্যই অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়েছে। আমি মনে করি আপনারা তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

আমি ডিসিসিআই সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ধন্যবাদ জানাই। কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নিজ নিজ স্থানে দায়িত্বশীলতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে ডিসিসিআই এর ভাবমুর্তি উজ্জ্বল করছেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করেছেন।

আমার বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আমি ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ ও ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার বিশ্বাস তারা ডিসিসিআই এর কাজে তাদের যোগ্যতার ছাপ রাখবেন এবং চেম্বারের জন্য সম্মান বয়ে আনবেন এবং এ বৎসরের মত আগামী বৎসরে আমাকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।

কর্ম ব্যস্ততার মাঝে উন্নত ও উন্নয়নশীল বেশ কয়েকটি দেশের চেম্বারের কার্যক্রমের সাথে আমার যোগাযোগের সুযোগ হয়েছিল এবং আমি তাদের উন্নত কর্মকান্ড দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আমি আমার সময়কালে দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চেম্বারের ভাবমূর্তি এবং মূখ্য ভূমিকা তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি।

আমাদেরকে তাদের পর্যায়ে পৌঁছতে হলে অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। কেবল সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করলে চলবে না, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর আস্থা অর্জন করতে হলে আরো নিরলস পরিশ্রম করতে হবে।

আমার দায়িত্ব পালনে অকুণ্ঠ সমর্থন ও অকৃত্রিম সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি আমার পূর্বসূরীগণকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের প্রাজ্ঞ নির্দেশনা সকল সংকটে আমাদের কে সঠিক পথ নির্দেশনা প্রদান করেছে।

বর্তমানে বিশ্ব বাণিজ্যের মন্দা অবস্থা আরো অধিকতর অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং এটার আগাম বার্তা আমরা ইউরো জোনের দিকে তাকালেই উপলব্ধি করতে পারছি। আটলান্টিকের অপর পাড়ে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির অবস্থা সন্তোষজনক নয়। অনেকেই মনে করে চীনা মুদ্রার অবমূল্যায়নের কারণে এশিয়াতে চীন নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্যে একটা ভালো অবস্থানে রয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতি মন্দাভাব মোকাবেলা করছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির ৫০% এর বেশি অংশ বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে জড়িত এবং এ দেশের রপ্তানী পণ্যের বড় বাজার হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র। আমরা আমাদের পণ্য ও বাজারের বহুমুখীকরণ করতে পারিনি তাই সামনের দিনগুলোতে আমাদের অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে যখন আমরা বাংলাদেশ কে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার স্বপ্ন দেখছি।

বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি চলমান পর্যবেক্ষক হিসেবে আমাদের উচিত বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তনের উপর আরো বেশি সজাগ দৃষ্টি রাখা। আমি বিশ্বাস করি, নব নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদ ব্যবসা-বাণিজ্যে পরিবর্তিত পরিবেশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে দেশের অর্থনীতি সচল রাখতে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং চেম্বারের ভূমিকাকে অক্ষুণ্ন রাখবেন।

আমি আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই এবং আশা করি বিগত বৎসরগুলোর মত আগামী বৎসরেও এ চেম্বারের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

আমি আপনাদের সকলকে ধৈর্য্যের সাথে আমার বক্তৃতা শোনার জন্য আবার ধন্যবাদ জানাই।

আল্লাহ হাফেজ।

আসিফ ইব্রাহীম
সভাপতি, ডিসিসিআই

ডিসেম্বর ২০, ২০১১।

Respected Members,

The year 2011 was very much interesting because in this year DCCI has been able to establish more closer relationship with the government and related organizations, like all other President I had to pass a very hard time to adjust my personal business and related activities assigned by the Chamber. I tried my best to accommodate DCCI activities with my own working style so that two-way traffic can be run smoothly, it is very difficult but manageable. I took lessons from my predecessors in keeping Chamber activities more vibrant and meaningful.

I would like to send the message to you that even though this is my last day as the President of DCCI for the year 2011, I shall remain with the Chamber as the re-elected President for the year 2012. I am very happy that DCCI has confidence on me and elected me for the second time. I will try to extend my all out support for the cause of the private sector development during this journey as I had done in the previous year. If I have been able to contribute anything for the development of business and economy, the credit must rightfully go to you all.

I also acknowledge with thanks the hard work and sincerity of all officials of the Secretariat in performing their duties to uphold the image of the Chamber, maintain continuity of the activities and managing relationship with other national and international organizations.

Before I finish my speech I wish to congratulate the newly elected Board, Senior Vice President, Vice President and Directors who I believe will make more effort than me in 2012 to the success of the Chamber.

I have availed of the opportunities of having experiences of different activities along with the challenges while I have to come to across to the activities of several successful Chambers of developing and developed countries. I had the opportunities to present papers at several occasion to highlight DCCI issues not at home, also in different parts of the world.

I understand and believe that we will have to go a long way to reach their level, we should not be complacent to see the increasing number of members joining DCCI, we would need to work hard to be confident to the private sector, government, national and international organizations. Very challenging time has come where private sector needs to strive hard to sustain.

Before conclude I would extend my heartfelt thanks to all of my predecessors and successors with my commitment for the sake of the Chamber activities to see its consecutive development.

Present global business scenario is likely going to face another deeper depression for which we are getting the signals already because of struggles in the Euro zone. Across the Atlantic the economic performance of the US economy is not satisfactory. In Asia, China is sustaining with surplus trade, as some says because of its undervalued currencies, have been creating imbalances since the past few years. The world economy have faced these slow down and pauses in several time but those were short lived. Bangladesh' s economy is more than 50% integrated with the global world, export of the country is highly concentrated into two markets, these are EU and USA. We have not been able to diversify our markets and products so the emerging situation is very much critical for the coming days of Bangladesh when we are dreaming for graduation to a Middle Income country from the present level Least Developed Country.

DCCI-as an important watchdog of the economy should have to be more concerned about the changes of the world business arena. New management of the DCCI, I believe will be more pro-active to take proper attention about the changing environment of the trade and business scenario of international economy and at the same time will try to take timely steps on how to address its implication to the national economy.

On behalf of all of you, I extend my heartfelt thanks and congratulations to the newly elected Board of DCCI and its functionaries with an expectation of their all success. I would like to express my commitment for continual efforts and would expect your whole-hearted support for the cause of the private sector development.

I thank you all once again for giving me a patient hearing.

Allah Hafez
Asif Ibrahim
President, DCCI

Date: December 20, 2011

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা বিগত ২৩ ডিসেম্বর, ২০১০ রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ০৩ঃ০০ ঘটিকায় চেম্বার অডিটরিয়ামে (৬ষ্ঠ তলায়) "ঢাকা চেম্বার ভবন", ৬৫-৬৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ক্রঃ নং	প্রতিনিধির নাম		প্রতিষ্ঠানের নাম
১।	জনাব নান্না মিয়া	-	মেসার্স নীপা ইন্টারন্যাশনাল
২।	মিসেস শামসুন নাহার	-	মেসার্স আব্দুর রহমান
৩।	জনাব এ এম এইচ সরদার	-	মেসার্স এম এন্ড এইচ টেলিকম লিঃ
৪।	আলহাজ্ব মোহাম্মদ ওয়াহিউল্লাহ	-	মেসার্স মোহাম্মদ ওয়াহিউল্লাহ এন্ড কোং
৫।	মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ)	-	মেসার্স ইয়াদ লিমিটেড
৬।	জনাব আবসার করিম চৌধুরী	-	মেসার্স ফজল ওয়্যার এন্ড মেটাল ইন্ডাষ্ট্রিজ
৭।	জনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার	-	মেসার্স পারভীন ট্রেডিং কর্পোরেশন
৮।	জনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	-	মেসার্স হাজী আব্দুল হালিম এন্ড সন্স
৯।	ইঞ্জিঃ সৈয়দ মোশাররফ হোসেন	-	মেসার্স দি কনক্রিট বিল্ডার্স লিঃ
১০।	জনাব এম.এ.বাতেন	-	মেসার্স সি. এন. আর. ফ্যাশন
১১।	জনাব নাসির হোসেন	-	মেসার্স এ মালেক এন্ড কোং
১২।	জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	-	মেসার্স ক্যাপিটাল প্লাষ্টিক এন্ড রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ
১৩।	জনাব হোসেন খালেদ	-	মেসার্স আনোয়ার জুট স্পিনিং মিলস লিঃ
১৪।	জনাব আবুল কাসেম খান	-	মেসার্স ইনফোকম লিঃ
১৫।	জনাব আসিফ ইব্রাহীম	-	মেসার্স নিউয়েজ গার্মেন্টস লিমিটেড
১৬।	জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী	-	মেসার্স নাসকম (প্রাঃ) লিমিটেড
১৭।	জনাব রাশেদ মাকসুদ খান	-	মেসার্স বেঙ্গল ফাইন সিরামিকস লিঃ
১৮।	জনাব রমিজ উদ্দিন ফকির	-	মেসার্স লাকী ট্রেডিং এজেন্সী
১৯।	জনাব কে জি করিম	-	মেসার্স করিম এন্ড সন্স
২০।	জনাব টি আই এম নূরুল কবীর	-	মেসার্স স্পিনোভেশন লিঃ
২১।	খন্দকার শহীদুল ইসলাম	-	মেসার্স মাহাবুবা খন্দকার
২২।	জনাব নেসার মাকসুদ খান	-	মেসার্স রুমনি ট্রেডার্স
২৩।	জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম	-	মেসার্স গ্রীন পার্ক হাউজিং লিঃ
২৪।	জনাব সালাহ্উদ্দিন আবদুল্লাহ্	-	মেসার্স রেমফ্রি এন্ড সন লিঃ
২৫।	জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ	-	মেসার্স আমান নিটিংস লিমিটেড
২৬।	জনাব ওসমান গনি	-	মেসার্স আগামী প্রকাশনী
২৭।	মির্জা জহির আলী	-	মেসার্স পেগাসাস ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোং
২৮।	বাবু প্রাণতোষ চন্দ্র সরকার	-	মেসার্স বিজয় ট্রেডিং কর্পোরেশন
২৯।	জনাব এম সাদেক আলী	-	মেসার্স সাকো ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
৩০।	জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী	-	মেসার্স টিসিবিএল গ্রুপ
৩১।	জনাব মোতাহার হোসেন	-	মেসার্স ডাই টেক্স ইন্টারন্যাশনাল
৩২।	জনাব মোঃ আবু ইউসুফ	-	মেসার্স কায়সার মেটাল প্রোডাক্ট
৩৩।	জনাব সাইফুল ইসলাম	-	মেসার্স টিউলিপ গার্মেন্টস লিঃ
৩৪।	জনাব মোঃ সাখায়েত উল্লাহ	-	মেসার্স রিলায়েবল কর্পোরেশন
৩৫।	জনাব মোঃ রফিক	-	মেসার্স এ-ওয়ান ট্রেডিং
৩৬।	আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সরকার	-	মেসার্স আরি-আরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
৩৭।	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম	-	মেসার্স আনোয়ার ল্যান্ডমার্ক লিঃ
৩৮।	জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া	-	মেসার্স শ্যাডো ইন্টারন্যাশনাল

৩৯।	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন	-	মেসার্স জেনারেল মটরস্
৪০।	জনাব মোঃ মজিবউল্লাহ ভূঁইয়া	-	মেসার্স মডার্ন ডায়গনষ্টিক সেন্টার লিঃ
৪১।	জনাব মাহাবুব আনাম	-	মেসার্স ট্রেড এন্ড কমার্স বাংলাদেশ লিমিটেড
৪২।	জনাব মোঃ ময়নুল আহসান	-	মেসার্স আহসান এন্ড কোং
৪৩।	জনাব মোঃ হাসান ইমাম	-	মেসার্স নসীন এন্টারপ্রাইজ
৪৪।	ড. আজিজ আহম্মদ	-	মেসার্স সান এশিয়া লিমিটেড
৪৫।	জনাব এম. এ. রাজ্জাক	-	মেসার্স মুন এন্টারপ্রাইজ
৪৬।	খন্দকার আহমেদ সেলিম	-	মেসার্স মনির ট্রেডিং কর্পোরেশন
৪৭।	জনাব মোঃ মোকাররম হোসেন	-	মেসার্স ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিঃ
৪৮।	জনাব খালেকুজ্জামান-জামান	-	মেসার্স ঢাকা অনুবাদ
৪৯।	জনাব মোহাম্মদ গোলাম হোসেন	-	মেসার্স জি আর এস ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
৫০।	খন্দকার রাশিদুল হক	-	মেসার্স গেটকো লিমিটেড
৫১।	জনাব মোঃ শাহাজাহান সিদ্দিকী	-	মেসার্স বাংলা কেমিক্যাল
৫২।	জনাব সেলিম জাহাঙ্গীর চৌধুরী		মেসার্স মার্স ইন্টারন্যাশনাল
৫৩।	জনাব আনোয়ারুল ইসলাম	-	মেসার্স টি কে ইন্টারন্যাশনাল
৫৪।	জনাব মোঃ আহমেদুল হক	-	মেসার্স রেজাউল হক
৫৫।	জনাব রেজাউল হক	-	মেসার্স হক এন্ড কোম্পানী লিঃ
৫৬।	জনাব মোঃ বিলাল হোসেন	-	মেসার্স টি কে ডি এন্টারপ্রাইজ অব বিডি
৫৭।	জনাব মোঃ আবুল বাশার	-	মেসার্স এডভান্স ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
৫৮।	জনাব জামাল উদ্দীন	-	মেসার্স ইব্রাহীম অটোমোবাইলস
৫৯।	ইঞ্জিঃ এম এ হক	-	মেসার্স ট্রান্সমেড লিঃ
৬০।	জনাব এহ্তেশামুল হক	-	মেসার্স হক ব্রাদার্স (ইন্ডাস্ট্রিজ) লিঃ
৬১।	জনাব মামুন আকবর	-	মেসার্স এ এম এ মেডিক্যাল লিঃ
৬২।	জনাব এ কে এম শহীদুল হক	-	মেসার্স ইয়ুথ কমার্শিয়াল সার্ভিস
৬৩।	জনাব মুক্তার হোসেন চৌধুরী	-	মেসার্স ইউনি-গ্লোব ট্রাভেলস
৬৪।	জনাব মোঃ কবির হোসেন	-	মেসার্স বে ফিস ইন্টারন্যাশনাল
৬৫।	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান	-	মেসার্স আদিল ওভারসীজ
৬৬।	জনাব এনামুল হক পাটোয়ারী	-	মেসার্স জুট এন্ড ব্যাগস এক্সপোর্ট কর্পোরেশন
৬৭।	জনাব এম এ সাত্তার	-	মেসার্স আনোয়ার সিমেন্ট লিঃ
৬৮।	আলহাজ্ব মোঃ নাসির উদ্দিন খাঁন	-	মেসার্স মহিউদ্দীন অটো হাউস
৬৯।	আলহাজ্ব মোঃ এহ্ছানুল হক	-	মেসার্স আপন টেড ইন্টারন্যাশনাল
৭০।	জনাব এস এম ইউসুফ	-	মেসার্স ব্রাদার্স কেমিক্যালস লিঃ
৭১।	সৈয়দ হাবিবুর রহমান	-	মেসার্স ফয়সাল কনট্রাকটিং কর্পোরেশন
৭২।	জনাব বদিউজ্জামান	-	মেসার্স মক্কা ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস
৭৩।	আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	-	মেসার্স এভিন্স গার্মেন্টস
৭৪।	জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন মালিক	-	মেসার্স ইম্পেরিয়াল প্লাষ্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ
৭৫।	জনাব মোঃ রমজান আলী	-	মেসার্স হক প্লাস্টিক সেন্টার
৭৬।	ডক্টর তুহিন মালিক	-	মেসার্স হোসেন ডাইং এন্ড প্রিন্টিং মিলস লিঃ
৭৭।	জনাব খায়ের এম খান	-	মেসার্স খায়ের এন্টারপ্রাইজ
৭৮।	জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ	-	মেসার্স কল্ডওয়েল ডেভেলপমেন্ট লিঃ
৭৯।	জনাব কে এম এন মনজুরুল হক	-	মেসার্স ওয়াইড লিংক ইন্টারন্যাশনাল
৮০।	জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী	-	মেসার্স এস এস ভিশন লিমিটেড
৮১।	জনাব আবুল হোসেন	-	মেসার্স ফজিলা কর্পোরেশন
৮২।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মণ্ডল	-	মেসার্স কোয়ালিটি ইন্টারন্যাশনাল (বিডি)
৮৩।	জনাব হোসেন মেহমুদ	-	মেসার্স মেহমুদ ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাইভেট) লিঃ
৮৪।	জনাব আতিউর রহমান	-	মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার্স
৮৫।	জনাব শাহাজাহান খান	-	মেসার্স বিশ্বাস বিল্ডার্স লিঃ

৮৬।	জনাব এম এম খান	-	মেসার্স খান ট্রেডার্স
৮৭।	জনাব মোঃ শাহিন হোসেন	-	মেসার্স এ জি অটোমোবাইলস লিঃ
৮৮।	জনাব এ এফ এম নাজমুল হক	-	মেসার্স ষ্টীম ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
৮৯।	জনাব এ এস এম কাসেম	-	মেসার্স নিউয়েজ ফ্যাশন ওয়্যার লিঃ
৯০।	জনাব জাফর ওসমান	-	মেসার্স টিফিনিস ওয়্যার লিঃ
৯১।	জনাব কে এম জহির উদ্দিন	-	মেসার্স এ ওয়ান পলিমার লিঃ
৯২।	জনাব ডি বড়ুয়া	-	মেসার্স সুপারসাইন ইন্ডাস্ট্রিজ (ইলেকট্রিক্যাল) লিঃ
৯৩।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	-	মেসার্স এস আর সিন্ডিকেট
৯৪।	জনাব এ কে এম জাবেদ হোসেন	-	মেসার্স হার্ট কুয়েক লিঃ
৯৫।	জনাব এম আবু হোরায়রা	-	মেসার্স সালমান রেফ্রিজারেশন
৯৬।	জনাব মোঃ ফজলুল মমিন	-	মেসার্স মমিন এন্টারপ্রাইজ
৯৭।	মিসেস পারভীন হোসেন	-	মেসার্স অবনী এন্টারপ্রাইজ
৯৮।	জনাব সাঈদ-উজ-জামান	-	মেসার্স মাহাবুব এজেন্সিস
৯৯।	জনাব মোঃ শাহজাহান	-	মেসার্স জালাল আহমেদ স্পিনিং মিলস লিঃ
১০০।	জনাব হোসেন এ সিকদার	-	মেসার্স কোহিনুর লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড
১০১।	হাজী আলতাফ হোসেন	-	মেসার্স আনোয়ার ইস্পাত লিঃ
১০২।	জনাব মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম	-	মেসার্স ক্রাউন কনফিডেনসিয়াল
১০৩।	জনাব জহিরুল ইসলাম	-	মেসার্স ট্রেড কর্পোরেশন
১০৪।	জনাব দীন মোহাম্মদ	-	মেসার্স দীন মোহাম্মদ
১০৫।	জনাব কে এম এইচ শহীদুল হক	-	মেসার্স দি সেভিয়র
১০৬।	জনাব এম আনওয়ারুল হক	-	মেসার্স টিপারা আয়রন এন্ড টিন ফ্যাক্টরী লিঃ
১০৭।	জনাব মাহবুবুর রহমান		মেসার্স ইটিবিএল হোল্ডিংস লিমিটেড
১০৮।	জনাব ফজলে আর এম হাসান, এফসিএ	-	মেসার্স এলাইড এন্টারপ্রাইজ
১০৯।	জনাব আন্দালিব হাসান	-	মেসার্স নর্থ বেঙ্গল সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ
১১০।	জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ	-	মেসার্স মাসনুনস লিঃ
১১১।	জনাব সিরাজুল ইসলাম বুলবুল	-	মেসার্স এক্সপোপ্যাক পলিমার্স
১১২।	জনাব আফতাব উল ইসলাম	-	মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল অফিস ইকুইপমেন্ট
১১৩।	জনাব এস এম জিল্লুর রহমান	-	মেসার্স রহমান ওভারসীজ
১১৪।	খন্দকার রাশেদুল আহসান	-	মেসার্স পিসেস কর্পোরেশন লিঃ
১১৫।	জনাব আনোয়ার হোসেন	-	মেসার্স আনোয়ার সিল্ক মিলস লিঃ
১১৬।	জনাব মোঃ ইফতেখার উদ্দীন	-	মেসার্স ইন উইন এন্টারপ্রাইজ
১১৭।	জনাব মঞ্জুর-উর-রহমান (রাসকিন)	-	মেসার্স রাসকিন ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল
১১৮।	জনাব এম সালেম সোলায়মান	-	মেসার্স মসকো ইন্টারন্যাশনাল
১১৯।	মিসেস বার্থা গীতি বাড়ই	-	মেসার্স কোর দি জুট ওয়ার্কস
১২০।	জনাব দাতা মাগফুর	-	মেসার্স দাতা এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
১২১।	জনাব এ টি এম ওয়াজিউল্লাহ	-	মেসার্স কোবেদা ওভারসিজ লিঃ
১২২।	জনাব এম গোলাম মোস্তফা	-	মেসার্স এস এস ট্রেড লিংক ইন্টারন্যাশনাল (প্রাইভেট) লিঃ
১২৩।	জনাব মোঃ সাঈদ-উর-রহমান	-	মেসার্স ইওন এ্যানিমেল হেলথ প্রোডাক্ট লিঃ
১২৪।	জনাব মোঃ সবুর খান	-	মেসার্স ড্যাফোডিল কম্পিউটারস্ লিঃ
১২৫।	জনাব মোঃ মোনায়েম খান	-	মেসার্স রাজা এন্ড ব্রাদার্স
১২৬।	জনাব নিয়াজ রহিম	-	মেসার্স রহিম আফরোজ সুপার স্টোরস্ লিমিটেড
১২৭।	জনাব মোহাম্মদ ইজাজ গাফ্ফার	-	মেসার্স হেয়ারওয়ে ইন্টারন্যাশনাল
১২৮।	সৈয়দ আবু জাফর মোঃ ইকবাল	-	মেসার্স তিয়াস ফ্যাশন

ঢাকা চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে এবং সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি ও পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যগণকে আসন গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানান। সকলের আসন গ্রহণের পর পবিত্র কালাম-ই-পাক থেকে তেলওয়াত করেন ডিসিসিআই এর ইমাম জনাব মোঃ সাবের আহমেদ।

অতঃপর ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান এর সভাপতিত্বে ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভার শুরুতে চেম্বারের ভারপ্রাপ্ত সচিব বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠ করে শোনান। এ পর্যায়ে তিনি গত এক বছরে বিভিন্ন বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ যারা ইন্তেকাল করেছেন তাঁদের মধ্যে ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সহ সভাপতি জনাব মোখলেছুর রহমান; ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন পরিচালক জনাব ওমর ফারুক; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী জনাব মীর শওকত আলী, বীর উত্তম; বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব লুৎফুল হাই সাচ্চু এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী; ঢাকা চেম্বারের পরিচালক জনাব টি আই এম নুরুল কবীর এর বড় ভাই জনাব টি আই এম নুরুল আবছার; ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি এবং শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব সাজ্জাতুজ জুম্মার ছেলে জনাব তানজিম ফাহিম জুম্মা; ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন পরিচালক জনাব নেসার মাকসুদ খান এর ছোট চাচা জনাব রাশেদ মাশরুর খান; এবং ঢাকা চেম্বারের কর্মচারী জনাব সফিকুর রহমান প্রমূখ এর নাম উল্লেখ করেন, সেই সাথে ঢাকার নিমতলীতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদেরসহ সকল মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দোয়ায় নিমতলীতে আহত ব্যক্তিবর্গের প্রতিও সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়।

আলোচ্যসূচি-১ঃ গত ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ডিসিসিআই এর ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সভায় উপস্থাপন করেন। কার্যবিবরণীর উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে এ কার্যবিবরণী পঠিত বলে গণ্য করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ঃ ২০১০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন;

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ২০১০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন এবং বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখিত পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন পাঠ করে শোনান। শুরুতে তাঁর বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন পরিচালক ও শিল্পপতিসহ দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুতে গভীর শোক জ্ঞাপন করা হয়। প্রতিবেদনের বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার পূর্বে তিনি চেম্বার কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যবসায়ী এবং ব্যক্তি বর্গের মধ্যে যাঁরা ইন্তেকাল করেছেন তাঁদেরকে গভীরভাবে স্মরণ করেন।

অতঃপর সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান দেশের অন্যতম ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রধান প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।

বার্ষিক প্রতিবেদনে তিনি ২০১০ সালে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কতিপয় কর্মকাণ্ড এবং অর্জনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। এর মধ্যে বাংলাদেশে প্রথম চেম্বার হিসেবে ডিসিসিআই এর ISO 9001:2008 সনদ লাভ, প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে "Bangladesh 2030: Strategy for Growth" শীর্ষক কনফারেন্স আয়োজন, Confederation of Asia-Pacific Chambers of Commerce & Industry (CACCI) কর্তৃক শ্রেষ্ঠ লোকাল চেম্বার হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন, ২০১০ সালে ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউটকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত বিজনেস কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন, আইসিসি-বাংলাদেশ, ডিসিসিআই এবং এমসিসিআই কর্তৃক যৌথভাবে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার স্থাপন, ব্যবসায় ব্যয় কমানো এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যবসায় হয়রানি রোধের লক্ষ্যে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) এর আওতায় ঢাকা কাস্টমস হাউস অটোমেশন প্রকল্পের বিশেষ অগ্রগতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে তুলে ধরেন।

ডিসিসিআই সভাপতি বলেন যে, ISO সনদ লাভের ফলে দেশে ও বিদেশে চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, ISO সনদ প্রাপ্তির ফলে প্রতিবছরই এ চেম্বার কর্তৃক প্রদেয় সেবার মান মূল্যায়নের জন্য নিরীক্ষা করা হবে। ফলে চেম্বারের সেবার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

অতঃপর তিনি ঢাকা চেম্বার কর্তৃক আয়োজিত "বাংলাদেশ ২০৩০: স্ট্রাটেজী ফর গ্রোথ" শীর্ষক কনফারেন্স এর সফলতা এবং এর পটভূমি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত এ কনফারেন্সে ঢাকা চেম্বার কর্তৃক একটি গবেষণা ভিত্তিক স্ট্রাটেজী পেপার উপস্থাপন করা হয়। এ গবেষণা পত্রে দেখা যায় বাংলাদেশের ব্যাষ্টিক অর্থনীতির ম্যাক্রো অর্থনৈতিক ইতিবাচক সূচকসমূহ এবং ভিশন ২০২১ এর বাস্তবায়নের পথ ধরে আগামী ২০৩০ সালে বাংলাদেশকে বিশ্বের ৩০তম দেশের অন্যতম একটি বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত করা সম্ভব। এবং এতে আরো আশা করা হয় যে, ২০৩০ সালের মধ্য বাংলাদেশের জিডিপির পরিমাণ প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলার এবং মাথাপিছু আয় প্রায় ৬০০০ ডলারে উন্নীত করা সম্ভব, তবে এ পর্যায়ে যেতে হলে নতুন নতুন গ্রোথ ড্রাইভারস অন্বেষণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষির বাণিজ্যিকিকরণ এবং মানব সম্পদ খাতে বিনিয়োগ বিশেষভাবে প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, Strategy 2030 প্রণয়ন পর্যায়ে বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ গ্রহণে DCCI Young Visionaries Award 2010 আয়োজন করা হয়। এ Award প্রবর্তন সকল মহলে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়।

প্রসংগত তিনি উল্লেখ করেন, ঢাকা চেম্বারের এ প্রচেষ্টা একটি চলমান প্রক্রিয়া, ভবিষ্যতে যেসমস্ত সভাপতিবৃন্দ চেম্বারের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তারা ক্রমান্বয়ে এ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন মূল লক্ষ্য অর্জনের দিকে।

এছাড়াও সভাপতি মহোদয় আরও উল্লেখ করেন যে, ঢাকা চেম্বার কর্তৃক ২০১০-২০১১ অর্থবছরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালার উপর সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়, এর মধ্য বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশমালা, অবকাঠামো উন্নয়ন, পোর্ট শিপিং, অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশনসহ বিভিন্ন নীতিমালা সংক্রান্ত সুপারিশমালা সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ডিসিসিআই কর্তৃক প্রণীত প্রস্তাবের মধ্যে বিশেষ করে করদাতাদের কর প্রদানে উৎসাহিতকরণের জন্য ট্যাক্স কার্ড প্রদানের বিষয়টি সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, চেম্বার কর্তৃক প্রণীত ট্যাক্স কার্ড বিষয়ক কনসেপ্ট পেপারে উল্লেখ করা হয় যে, ট্যাক্স কার্ড করদাতাগণকে নানামূখী সুবিধা প্রদান করবে এবং এর ফলে করপ্রদানে করদাতাদের আগ্রহ বাড়বে ও আয়কর প্রক্রিয়ায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। তিনি আরও বলেন, এ সুপারিশমালা প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সমাজে যারা কর প্রদান করেন তাদের প্রতি সম্মান বৃদ্ধি, করদাতা এবং অকরদাতাদের মধ্যে পার্থক্য তৈরি এবং করদাতাকে সামাজিকভাবে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা এবং Tax Card ধারী ব্যক্তিকে সমাজে বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রাপ্তিতে সুবিধা প্রদানের সুপারিশ করা। সরকার কর্তৃক ট্যাক্স কার্ডের বিষয়টি অনুমোদন করে স্বল্পপরিসরে তা চালুকরণের জন্য সরকারকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

বার্ষিক প্রতিবেদনে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, এবছর ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং দেশে বিরাজমান ব্যবসায় পরিবেশ ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানের লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এছাড়াও চেম্বারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়বৃন্দ আমন্ত্রিত হয়ে চেম্বারে আসেন এবং মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

সভাপতি মহোদয় এ পর্যায়ে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি হিসেবে এ গুরুদায়িত্ব পালনে চেম্বার নেতৃবৃন্দের সঠিক দিক্ নির্দেশনা এবং পরামর্শের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন এবং এ জন্য আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এছাড়া পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দের এবং চেম্বার সচিবালয়ের সর্বাত্নক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি আগামীতে চেম্বারের কার্যক্রমে আরও সম্পৃক্ত থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন নব নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদ তাঁদের দক্ষতা ও প্রজ্ঞা দ্বারা চেম্বারকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করার পর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে জনাব আবুল হোসেন, মেসার্স ফজিলা কর্পোরেশন চেম্বারের ২০১০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদনের প্রস্তাব করেন এবং জনাব আনোয়ার হোসেন মন্ডল, মেসার্স কোয়ালিটি কর্পোরেশন এ প্রস্তাব সমর্থন করেন।

অতঃপর সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে ২০১০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন গৃহীত ও অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৩ঃ ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন (Audit Report) অনুমোদন;

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে ভারপ্রাপ্ত সচিব ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। এ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর বিস্তারিত আলোচনার পর চেম্বারের সদস্য জনাব খায়ের এম খান, মেসার্স খায়ের এন্টারপ্রাইজেস ২০০৯-১০ অর্থ বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি অনুমোদনের প্রস্তাব করেন। চেম্বারের সদস্য মিসেস সামসুন নাহার, মেসার্স আব্দুর রহমান এ প্রস্তাব সমর্থন করেন।

অতঃপর সর্ব সম্মতিক্রমে ২০০৯-১০ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদন বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্যসূচি-৪ঃ ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালের পরিচালক এবং ২০১১ সালের জন্য সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ সভাপতি ও সহ সভাপতি পদে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা;

সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধে নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব সালাহ্উদ্দিন আব্দুল্লাহ্ ২০১১, ২০১২, ২০১৩ সালের জন্য নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দের নাম ঘোষণা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, জেনারেল শ্রেণী থেকে ১। জনাব এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম; ২। জনাব ওসমান গণি; ৩। জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ; ৪। জনাব কে এম এন মন্জুরুল হক এবং এসোসিয়েট শ্রেণী থেকে ১। জনাব আবসার করিম চৌধুরী ও ২। জনাব এম আবু হোরায়রা নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান আরো জানান যে, টাউন এসোসিয়েশন ও ট্রেড গ্রুপের কোন প্রার্থী না থাকায় পদ দু'টিতে এ বছর নির্বাচন হয়নি।

এ পর্যায়ে নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান ২০১১ সালের জন্য নির্বাচিত সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতির নাম ঘোষণা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ২০১১ সালের জন্য সভাপতি পদে জনাব আসিফ ইব্রাহীম, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি পদে জনাব টি আই এম নূরুল কবীর এবং সহ-সভাপতি পদে জনাব নাসির হোসেন নির্বাচিত হয়েছেন। উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ করতালির মাধ্যমে নবনির্বাচিত পর্ষদ সদস্যবৃন্দ এবং সভাপতি, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও সহ-সভাপতিকে অভিনন্দন জানান।

নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, নির্বাচন বিধিমালা ও নির্বাচন তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। সুষ্ঠুভাবে এবং হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় আন্তরিক সহযোগিতার জন্য নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং চেম্বারের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একনিষ্ঠ ও নিরলস দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান এবং সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভাপতি মহোদয় নির্বাচন বোর্ড এবং নির্বাচন আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পুষ্পস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর বিধি মোতাবেক নির্বাচন বোর্ড ও নির্বাচন আপীল বোর্ডের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আলোচ্যসূচি-৫ঃ ২০১০ - ২০১১ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক (Auditor) নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ;

এ আলোচ্যসূচীতে ভারপ্রাপ্ত সচিব কর্তৃক ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ বিষয়ে ২টি আবেদনপত্র পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেন। তারা হচ্ছেন যথাক্রমে মেসার্স এ কাসেম এন্ড কোম্পানী এবং মেসার্স এম এম রহমান এন্ড কোম্পানী। ভারপ্রাপ্ত সচিব উল্লেখ করেন মেসার্স এ কাসেম এন্ড কোম্পানী বিগত ২০০৮-২০১০ সময়কালীন ঢাকা চেম্বারের নিরীক্ষক হিসেবে সন্তোষজনকভাবে কাজ করে আসছে। বিগত বছর এ কাসেম এন্ড কোম্পানীর পারিশ্রমিক ছিল ৪০,০০০/- টাকা এবং ১৫% ভ্যাটসহ ৪১,৮০০/- টাকা। বিস্তারিত আলোচনান্তে মেসার্স এ কাসেম এন্ড কোম্পানীকে ৫০,০০০/- টাকা পারিশ্রমিক ধার্য্য করে ২০১০-২০১১ সালের নিরীক্ষক নিয়োগের জন্য প্রস্তাব করেন অ্যাডভোকেট আবদুল আজিজ সরকার, সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অতঃপর নির্ধারিত আলোচ্যসূচি আলোচনা শেষে সদ্য প্রাক্তন সভাপতির অনুরোধে নব নির্বাচিত সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বিগত ২০১০ সালের চেম্বারের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খানের নেতৃত্বে ২০১০ সালে ঢাকা চেম্বার অনেকগুলো মাইলফলক অর্জন করেছে; তার মধ্যে ২০১০ সালে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে বেস্ট লোকাল চেম্বারের পুরষ্কার পেয়ে একটি প্রগতিশীল চেম্বার হিসেবে পরিচিতি লাভ অন্যতম। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আমরা বাংলাদেশে প্রথম আইএসও সার্টিফাইড চেম্বার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছি এবং সরকার আমাদের প্রস্তাবিত ট্যাক্স কার্ড বাস্তবায়িত করেছে। তিনি আরও বলেন আমরা সবাই আমাদের এই চেম্বারের সাফল্যের অংশীদার। আমাদের এবং আমাদের পূর্বসরীগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সকলের সমন্বিত মেধায় ঢাকা চেম্বার বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ চেম্বারে পরিণত হয়েছে। চেম্বারের ৫০ বছর পূর্তি সময়কালে আমাদের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হয়েছে এবং আমরা একটি আন্তর্জাতিক চেম্বার হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছি বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

তিনি বক্তব্য প্রদানকালে বলেন, আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, আজকে এই চেম্বারের মতামতকে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়। নব নির্বাচিত সভাপতি বলেন ডিসিসিআই এর বিভিন্ন পাবলিকেশনস, পলিসি পেপার, কনফারেন্স ও আউটকাম ডকুমেন্টস ইত্যাদি থেকে তথ্য ও মতামত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর রেফারেন্স হিসেবে নিচ্ছেন এবং বিভিন্ন ফোরামে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোতে ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের সাথে বিভিন্ন মিটিং-এ ডিসিসিআই এর রেফারেন্সগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান এ সাফল্যকে ধরে রাখা এবং ডিসিসিআই এর কার্যক্রম আরো গতিশীল করে সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নে এ চেম্বার যাতে আরও নিরবচ্ছিন্নভাবে সরকারের অঙ্গ হিসেবে কাজ করতে পারে সে ব্যাপারে তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, ডিসিসিআই ইতোমধ্যে জাতির কাছে ২০৩০ সালের মধ্য অর্জনযোগ্য কিছু কিছু অর্থনৈতিক নির্দেশিকা প্রদান করেছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশদাকারে প্রতিটি সেক্টরের বাৎসরিক টার্গেট ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে প্রত্যেক বছরের শেষে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের উপর ডিসিসিআই মতামত তুলে ধরার বিষয়ে কাজ করবে বলে তিনি আশা করেন। এ লক্ষ্যে খাত-ভিত্তিক গবেষণা করে সরকারকে সহযোগিতা করার দৃঢ় প্রত্যয়ও তিনি ব্যক্ত করেন। চেম্বারের নিজস্ব মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সদস্যদের আরো উন্নতমানের সেবা প্রদানে সক্ষম হবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, অনেক উদ্যোক্তা আছেন যারা তাঁদের তৈরিকৃত পণ্য বাজারজাত করতে কোন সহায়তা পাচ্ছেন না। এমনকি একটি ব্যাংকে একাউন্ট খুলতেও তাদের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ চেম্বার হিসেবে ডিসিসিআই যাতে উদ্যোক্তাদের সব ধরনের সহায়ক সেবা প্রদান করতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখবেন বলে নবনির্বাচিত সভাপতি আশ্বাস প্রদান করেন।

নব নির্বাচিত সভাপতি ঢাকা চেম্বারের নিজস্ব ভবনটিকে একটি বহুতল বিশিষ্ট আধুনিক পরিবেশ-বান্ধব ভবন হিসেবে তৈরি করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এ লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গড়ে তোলার আহবান জানান। তিনি বলেন ব্যবসায়ী হিসেবে আমাদের কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। ঢাকা চেম্বারের আওতায় ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন নামে একটি সংগঠন করা হয়েছে। এ ফাউন্ডেশন থেকে সদস্যদের সেবা প্রদানের আওতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। ডিসিসিআই ফাউন্ডেশন অনেক ভাল কাজ করছে। এর মধ্যে স্কিল ডেভেলপমেন্টের আওতায় একটি নার্সিং স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রামগুলোকে সম্পূর্ণভাবে সহায়তা দেয়ার আশ্বাস প্রদান করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত যেকোন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সভাপতি হিসেবে তাঁর সাথে আলোচনা এবং ডিসিসিআই এর পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে যোগাযোগের জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

পরিশেষে চেম্বারের সার্বিক উন্নতি কামনা করে ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলকে আপ্যায়নে আমন্ত্রণের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ফেরদৌস আরা বেগম
ভারপ্রাপ্ত সচিব

আবুল কাসেম খান
সভাপতি, ডিসিসিআই

ঢাকা চেম্বারের সেবা প্রদানের অগ্রদূত হিসেবে স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পর্ষদ-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বার্ষিক প্রতিবেদনে ঢাকা চেম্বারের সেবা প্রদানের অগ্রদূত হিসেবে যাদের নাম স্মরণীয় এবং বরণীয় তাদের সম্মানার্থে সংক্ষিপ্ত জীবনী উপস্থাপন করা হলো। এতে যদি কোনো তথ্য বা উপাত্ত বাদ পড়ে থাকে তা আগামী বার্ষিক প্রতিবেদনে সংশোধিত আকারে ধারবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে।

মরহুম আলহাজ্ব হাফেজ মনির হোসেন

আলহাজ্ব হাফেজ মনির হোসেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি চেম্বারের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত চেম্বারের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্পবাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ, দেশদরদী, সমাজসেবক ও গরীবের বন্ধু। তিনি বিভিন্ন সময়ে চেম্বারের পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পের উন্নয়নে আজীবন কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম উদ্যোক্তা, যিনি চীনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করেন। ১৩ এপ্রিল, ১৯৯১ সালে ৭৮ বৎসর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে... রাজিউন)।

মরহুম আলহাজ্ব নাজির হোসেন

আলহাজ্ব নাজির হোসেন পুরাতন ঢাকার লালবাগে ১৯৩০ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। লালবাগ বস্ত্রবিতান, লালবাগ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইত্যাদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ১৯৭৩ সাল থেকে ঢাকা চেম্বারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত থেকে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯৬ সালে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক ছিলেন। মূলতঃ জনাব নাজির হোসেন ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজসেবক। তিনি আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ রেডক্রস-এর আজীবন সদস্য, ফিরোজা বারী পঙ্গু শিশু হাসপাতালের চেয়ারম্যানসহ বাংলাদেশ শিশু ওয়েলফেয়ার পরিষদ, সরকারী শিশু সদন ইত্যাদি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি শুধু সমাজ সেবাই নয়, একজন সু-সাহিত্যিক হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর বইগুলোর মধ্যে কিংবদন্তির ঢাকা, দেশ দেশান্তর, সমবায় সংগ্রাম সাধনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মরহুম ফজলুল করিম চৌধুরী

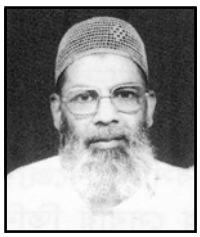

জনাব ফজলুল করিম চৌধুরী ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি পুরাতন ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। বিভিন্ন সময় তিনি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মরহুম এফ কে চৌধুরী দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও শিল্পোন্নয়নের বিশেষ অবদান রেখেছেন। ঢাকা চেম্বারের অগ্রযাত্রায় এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডে মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্ম প্রচেষ্টা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্বরণ করবে। জনাব ফজলুল করিম চৌধুরী ২১ মে, ১৯৯৮ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর।

মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ

জনাব নুরউদ্দিন আহমেদ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ঢাকা ক্লাবের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের শীর্ষ স্থানীয় বেসরকারী সংগঠনসমূহের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে এক অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জল ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণসহ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে এক বিশাল অবদান রেখে গেছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ছিলেন একাধারে একজন বিশিষ্ট সংবাদিক, চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক। ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষাবিস্তারে অবদানসহ দুস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি

বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নুরউদ্দিন আহমেদ অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। বর্তমান সময়ের বিশ্বায়নের নিত্য নব-প্রযুক্তি উদ্ভাবনের নতুন প্রজন্মের মেধা, ধীশক্তি ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন তিনি অনুধাবন করেছিলেন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃত্বে বিভিন্ন শ্রোতধারা থেকে প্রতিশ্রুতিশীল এবং সম্ভাবনাময় নতুন নেতৃশ্রেণী তৈরি করে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। মরহুম নুরউদ্দিন আহমেদ ঢাকা চেম্বারের মাসিক প্রকাশনা ডিসিসিআই রিভিউ-এর এডভাইজারী বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। মরহুমের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও কর্মপ্রচেষ্টা সকলেই শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। নুরউদ্দিন আহমেদ ২৩ মে, ২০০০ সালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে...রাজিউন) মৃত্যকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

মরহুম আবু নাসের আহম্মদ

জনাব আবু নাসের আহম্মদ ঢাকা চেম্বারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণের অন্যতম। তিনি ঢাকা শহরের এক আদি ও প্রসিদ্ধ মুসলিম (সরদার) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ ও পরবর্তীকালে শিল্প- বাণিজ্যে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৬০-৬১ কার্যকালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ঢাকা চেম্বারের নেতৃমণ্ডলীর অনুরোধে দেশের ব্যবসা- বাণিজ্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য আশির দশকেও আবারো ঢাকা চেম্বারের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মেসার্স ক্রীন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর লিঃ এর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং চলচ্চিত্র প্রযোজনা পরিবেশনা ও প্রদর্শক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। মরহুম আবু নাসের আহম্মদ ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি বহুবিধ জনহিতকর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধমীয় ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি চেম্বারের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যক উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। জনাব আবু নাসের আহম্মদ ১৫ জুন, ১৯৮৬ সালে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লহে... রজিউন)। মৃত্যকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসর।

মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ

জনাব এম, ইউনুস, এফসিএ ১৯৩৮ সালের ১৪ মে, কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার পাহাড়পুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৪ ও ১৯৯৩ সালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি এফবিসিসিআই এর পরিচালকের দায়িত্ব পালনসহ এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট চার্টার্ড একউন্ট্যান্ট এবং ইউনুস এন্ড কোম্পানীর ফাউন্ডার পার্টনার। তিনি দি ইন্সটিউট চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট অব বাংলাদেশ (আই সি এ বি) এবং দি সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব একউন্ট্যান্টস (সাফা) এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা- বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নের অনবদ্য অবদান রাখেন।

মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ ছিলেন একজন চিন্তাবিদ, ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক। ব্যবসা- বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক- সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন অবদানসহ দুস্থ মানবতার সেবায় তিনি সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। ঢাকা চেম্বারের বর্তমান ব্যাপ্তি, বহুমুখী কার্যক্রম ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা প্রদানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন এবং সর্বোপরি চেম্বারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে মরহুম এম ইউনুস, এফসিএ আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এম ইউনুস এফসিএ ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। আমরা তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী

জনাব ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯২৫ সালের ১৬ জুলাই বর্তমান মিয়ানমারের (পূর্বতন বার্মা) রেঙ্গুনে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১৯৬১-৬২ সাল মেয়াদে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন সংগঠনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নয়নে অনবদ্য অবদান রেখেছেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ব্যবসা বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক ও শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখেছেন। তিনি আল বাওয়ানী ফাউন্ডেশন, ঢাকা রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ফিন্যান্স কর্পোরেশন এবং লালবাগ মাদ্রাসা এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মরহুম ওয়াই এ বাওয়ানী লতিফ বাওয়ানী জুট মিল, আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলসহ অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বায়তুল মোকাররম মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক। আহমেদ বাওয়ানী একাডেমী এবং ঢাকায় বাওয়ানী উচ্চ বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেন। মরহুমের এই অবদান ঢাকা চেম্বারের সকল সদস্যবৃন্দ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। মরহুম ইয়াহিয়া আহমেদ বাওয়ানী ১২ জানুয়ারি, ২০০৯ সালে পাকিস্তানের করাচিতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রজিউন) মৃত্যকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

মরহুম আলহাজ্ব মুখলেছুর রহমান

জনাব মুখলেছুর রহমান ১৯২৪ সালের ১৮ এপ্রিল নরসিংদির এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলভী আশরাফ আলী ১৯১৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক এবং পরবর্তীতে তৎকালীন সরকারের শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদে আশীন ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ১৯৫২ সালে তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাগেরহাট কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। অতঃপর দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম চেম্বারে সেক্রেটারী হিসেবে কর্মরত থেকে চেম্বারের প্রভূত উন্নয়ন সাধনে ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে ব্যবসার জগতে প্রবেশ করেন। তিনি দেশের ব্যবসা বাণিজ্য খাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক ভূমিকা রাখতে শুরু করেন।

জনাব মুখলেছুর রহমান ১৯৭০ হতে ১৯৭৪ পর্যন্ত ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি এবং ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা চেম্বারের অন্যতম কনসালটেন্ট বা পরমর্শক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। চেম্বারের দিক-নির্দেশনামূলক কর্মকাণ্ডে ও সুযোগ্য নেতৃত্ব তৈরিতে বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য তিনি Leader হিসেবে বিবেচিত হতেন। ঢাকা চেম্বারের প্রথম প্রকল্প 'সার্ভিস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম' তিনিই চালূ করেন, যা গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। জনাব মুখলেছুর রহমান ছিলেন একজন সৎ, নির্ভিক ও বিশিষ্ট সংগঠক। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন সু-সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও জ্ঞানপিপাসু দার্শনিক। তিনি একাধিক সামাজিক ও মানব কল্যাণমূলক সংগঠনের সফল প্রতিষ্ঠাতা। শ্রদ্ধেয় জনাব মুখলেছুর রহমান গত ১৬ এপ্রিল, ২০১০ সালে ৮৬ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। আমরা তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

মরহুম ওমর ফারুক

জনাব ওমর ফারুক ১৯৩৯ সালে ২রা ফেব্রুয়ারি যশোর জেলায় একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যশোর জেলা স্কুল হতে ম্যাট্রিকুলেশন ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত (এম. এম) কলেজ, যশোর হতে ইন্টারমিডিয়েট ডিগ্রী লাভের পর ঢাকা কলেজ হতে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে লন্ডল স্কুল অফ ইকনোমিক ও গোল্ডস্মিথ কলেজে ব্যবসা শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। লেখাপড়া শেষ করে ১৯৬৭ সালে তিনি দেশে ফেরত আসেন এবং পারিবারিক ব্যবসায় জড়িত হন। টেক্সটাইল খাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালী বংশভূত মালিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন পথিকৃত। তার প্রতিষ্ঠিত যশোরস্থ রাজ টেক্সটাইলস লিঃ এদেশের অন্যতম ও প্রথম স্পিনিং মিল। কার্পিহোপ হার্ড সেন্টার যা বাংলাদেশের বেসরকারী খাতে প্রথম হার্ট হাসপাতাল। জনতা মেশিন টুলস ও কোকো ফাইবার কয়ের মিলস তাদের অন্যতম।

মরহুম ওমর ফারুক বিভিন্ন ব্যবসায়িক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, বাংলাদেশ টেক্সটাইলস মিলস এসোসিয়েশেন, বাংলাদেশ এগ্রিকালচারার মেশিনারী ম্যানুফেকচারার এসোসিয়েশন, ধানমন্ডি নোটারী ক্লাব, এ্যাপেক্স ক্লাব ও এ্যাপেক্স ফাউন্ডেশনসহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত হন। তিনি ঢাকা ক্লাবের আজীবন সদস্য ছিলেন। ১৯৮০ সালে বস্ত্রখাতে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি ২০০৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখ ৭০ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)।

মরহুম মোহাম্মদ সাখী মিঞা

জনাব মোহাম্মদ সাখী মিঞা পুরান ঢাকার প্রবীন ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিক, বিশিষ্ঠ ব্যাবসায়ী ও সমাজসেবক। জনাব মোহাম্মদ সাখী মিঞা ১৯২১ সাল ঢাকার এক সম্ভান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইস্ট বেঙ্গল ইনস্টিটিউশন থেকে কৃতিত্বের সাথে এনট্রান্স এবং ঢাকা কলেজ থেকে আইএ পাশ করেন ও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি পাকিস্তান আমলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকুরীর মাধ্যমে ক্যারিয়ার শুরু করেন। অতঃপর চাকুরী ছেড়ে তিনি লুব্রিকেন্টিং-এর ব্যবসায় নিয়োজিত হন। তিনি লুব্রিকেন্ট ব্যবসায় বাঙালীদের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান নিশাত ট্রেডিং এ ব্যবসায় এখনও জড়িত। তিনি ছিলেন বিনয়ী, দানশীল, ধর্মপ্রাণ ও মানবদরদী। তিনি ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটির (বর্তমান ঢাকা সিটি করপোরেশন) কমিশনার এবং পরবর্তীতে চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ পাবলিকেশনস লিমিটেডের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। তিনি ঢাকার ইতিহাস ও ইসলামী মূল্যবোধের উপর বেশ কয়েকটি অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক বিষয়ে লেখালেখি করতেন। তিনি তৎকালীন ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তিনি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তনের প্রথম সারির একজন দিক্‌নির্দেশক। তিনি বর্তমান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জড়িত ছিলেন। সর্বজনশ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তিত্ব ৮৭ বছর বয়সে ২০০৮ সালের ১লা জুলাই ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন।

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন

আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন ১৯৭৬-৭৮, মেয়াদকালে প্রথমবারের মতো ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৫ এবং ১৯৮৯-৯০ মেয়াদকালে ঢাকা চেম্বারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর চেয়ারম্যান। তিনি গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানীর চেয়ারম্যান ছাড়াও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক এবং প্রাক্তন ডিআইটির ট্রাস্টি ছিলেন।

একজন সফল উদ্যোক্তা আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, তার প্রচণ্ড ধী-শক্তি, মেধা, সুদূর প্রসারী ভবিষ্যত দৃষ্টির ক্ষমতাবলে বাংলাদেশের শিল্পায়নে খাতওয়ারী অসামঞ্জস্যতা দূর করার জন্য এবং দেশকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন ঃ গৃহায়ন, শিক্ষা, বয়ন, নির্মাণ এবং প্রযুক্তি (আইটি) খাতে বিনিয়োগ করেছেন এবং আগামী প্রজন্মের জন্য দিক দিশারীর ভূমিকা পালন করেছেন।

তিনি বহু সমাজকল্যাণ কাজের অগ্রদূত এবং প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত: যেমন ঃ উদয়ন বিদ্যালয়, জামিলা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়, রহিমবক্স মেমোরিয়াল আই ক্লিনিকস, জামিলা খাতুন রেড ক্রিসেন্ট প্রসুতি এবং শিশু সেবা কেন্দ্র, আনোয়ার হোসেন ফ্রি মেডিক্যাল সেন্টার, আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেনস শহিদ নগর ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রভৃতি।

তিনি ঢাকা চেম্বারের বহুমুখী কার্যক্রমের অন্যতম উপদেষ্টা এবং ব্যবসা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত। তিনি সামাজিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সমভাবে অগ্রগন্য। সময়ের প্রয়োজনে এবং এলাকার উন্নয়নকল্পে তিনি নব্বই-এর দশকে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে অমূল্য অবদান রাখেন এবং ঢাকাবাসীর প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন। এছাড়াও আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন লালবাগ ক্রিকেট ক্লাব, আজাদ মুসলিম ওয়েলফেয়ার কমপ্লেক্স-এর আজীবন সদস্য।

জনাব এম এ সাত্তার

জনাব এম এ সাত্তার ১৯৮২-৮৪ সালে ঢাকা চেম্বারের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট পদ অলংকৃত করেন। তিনি এফবিসিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ব্যবসায়ী মহলের যে কোনো জটিল মুহূর্তে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে তার জুড়ি নেই। আর নেই বলেই ব্যবসায়ী মহলে যেকোন কঠিন বাস্তবতায় সঠিক পথ-প্রদর্শক হিসেবে আজও দিক-নিদের্শনা দিয়ে যাচ্ছেন। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন। ঐতিহাসিক ঢাকা ক্লাবের সভাপতি হিসেবে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন এবং নব্বই-এর দশকে বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব মাহবুবুর রহমান

জনাব মাহবুবুর রহমান ১০ জুলাই, ১৯৪২ সালে কুমিল্লার প্রসিদ্ধ চৌদ্দগ্রাম থানার অর্ন্তগত জগন্নাথদিঘী ইউনিয়নে জন্ম গ্রহণ করেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষ করে ৬০-এর দশকে একজন সফল ব্যাংকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। অতঃপর ১৯৭৪-৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে শ্রীলন্কার কান্ট্রি প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি মেসার্স ইস্টার্ন ট্রেডিং (বাংলাদেশ) লিঃসহ বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

তিনি বর্তমানে ইটিবিএল হোল্ডিং এর চেয়ারম্যান, যার অনেকগুলো অঙ্গ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ১৯৮০ জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল এ ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট অব বাংলাদেশ নির্বাচিত হন। ১৯৮৫-৮৬ সালে ঢাকা চেম্বারের প্রেসিডেন্ট;১৯৯২-১৯৯৪ সালে এফবিসিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট; এবং ১৯৯৪ সাল থেকে বর্তমান সময় অবধি আইসিসি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ১৯৯৩-৯৫ ইসলামিক চেম্বার অব কমার্স-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট; ১৯৮৭-১৯৮৮ সালে লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা-এর প্রেসিডেন্ট, এবং এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

জনাব মাহবুবুর রহমান আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বায়ন সম্পর্কিত বহু প্রতিষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি তার অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যবসায়ীদের বর্তমানে প্রয়োজন; ব্যবসা-বাণিজ্যের বাধা বিপত্তি এবং সর্বোপরি অন্তরায় দূর করার জন্য একনিষ্ঠভাবে সরকারী ও ব্যবসায়ী মহলে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দিক-নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। সময় উপযোগী একটি ট্রেড অর্গানাইজেশন রুলস্ প্রণয়নে তিনি সরকারকে সক্রিয় সাহায্য করে ব্যবসায়ী ও সরকারী মহলে অভিনন্দিত হয়েছেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর উল্লেখযোগ্য ঘটনাপঞ্জী ২০১০-১১

৭ ডিসেম্বর ২০১০	ঃ	ডিসিসিআই আয়োজিত Bangaldesh 2030: Strategy for Growth কনফারেন্সে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া, বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনর ডঃ আতিউর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
১৩ ডিসেম্বর ২০১০	ঃ	ডিসিসিআই আয়োজিত Bangaldesh 2030: Strategy for Growth কনফারেন্স উত্তর সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত।
২৩ ডিসেম্বর ২০১০	ঃ	ডিসিসিআই'র ৪৯ তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত।
২৬ ডিসেম্বর ২০১০	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে মরিশাসের কনসুল জেনারেল জনাব আব্দুল রেজ্জাক মোহাম্মদ সাক্ষাৎ করেন।
১ জানুয়ারি ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০১১-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই রিভিউ অ্যাডভাইজরি বোর্ডের ১২ তম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ঢাকা কাস্টমস হাউস অটোমেশন বিষয়ে ডিসিসিআই এবং ডাটাসফটের মধ্যকার আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এবং ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
২ জানুয়ারি ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত চিনি এবং ভোজ্যতেল বিতরণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৩ জানুয়ারি ২০১১	ঃ	ঢাকার কুর্মিটোলায় অনুষ্ঠিত ঢাকা কাস্টমস হাউস অটোমেশন বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর যোগদান করেন।
৪ জানুয়ারি ২০১১	ঃ	ডিসিসিআইতে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়ার সাথে সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার, জনাব নিয়াজ রহিম, জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, জনাব ওসমান গনি, জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ, জনাব কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, জনাব এম আনওয়ারুল হক, জনাব এম আবু হোরায়রা এবং ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত চিনি এবং ভোজ্যতেল বিতরণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৫ জানুয়ারি ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ মাননীয় শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়ার সাথে শিল্প ভবনে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, জনাব হোসেন এ সিকদার, জনাব নিয়াজ রহিম, জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ, জনাব কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, সর্বজনাব এম আনওয়ারুল হক, আবসার করিম চৌধুরী, এম আবু হোরায়রা, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম এবং ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম বিএটিআইতে অনুষ্ঠিত ডিউটি ফ্রি কোটা ফ্রি মার্কেট এক্সসেস টু ইউএসএ বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে অনুষ্ঠিত মুক্ত আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

৬ জানুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই এবং আইএফসি যৌথভাবে আয়োজিত বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে এস্টন বিশ্ববিদ্যালয়, বার্মিংহাম, ইউকে এর প্রতিনিধি ডঃ আতিউর রহমান বেলাল সাক্ষাৎ করেন।

৮ জানুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই এবং থাই চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠিত।

৯ জানুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত সেডো ইকোনোমি অফ বাংলাদেশ বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন ডিসিসিআই'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আনওয়ারুল হক পাট বহুমুখীকরণ সেন্টারে আয়োজিত আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১০ জানুয়ারি ২০১১ ঃ বাংলাদেশের নিযুক্ত মালদ্বীপের হাইকমিশনার জনাব আহমেদ সারির ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব এম আবু হোরায়রা, কে এম এন মনজুরুল হক, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, ওসমান গনি এবং ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ঢাকা কাস্টমস্ হাউসে অনুষ্ঠিত ঢাকা কাস্টমস্ হাউস অটোমেশনের সমন্বয় বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১২ জানুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এর সাথে জাইকার কনসালটেন্ট টসহিসিয়া লিডা সাক্ষাৎ করেন।

১৩ জানুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে আর অ্যান্ড ডি বাংলাদেশ এবং আইএফসি প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, প্রাক্তন সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান, জনাব হোসেন খালেদ এবং ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ নবগঠিত ডিসিসিআই'র ফিনান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন্স অ্যান্ড সার্ভিসেস স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১১ এর জরুরী সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব জনাব এম ফজলুল করিম এফবিসিসিআইতে আয়োজিত দেশের বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) সৈয়দ হাবিবুল হক বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে আয়োজিত বৈঠকে যোগদান করেন।

১৫ জানুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে ভূটানের ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, পরিচালক জনাব আবসার করিম চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, সর্বজনাব এম আনওয়ারুল হক, হোসেন এ সিকদার, ওসমান গনি, কে এম এন মনজুরুল হক, মাহাবুব আনাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৬ জানুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হিসেবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে যান।

১৭ জানুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ঢাকা কাস্টমস্ হাউসে অনুষ্ঠিত ঢাকা কাস্টমস্ হাউস অটোমেশনের সমন্বয় বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৮ জানুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীরের সাথে আইএফসি'র কনসালটেন্ট জিসা সারওয়ার সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীরের সাথে ইরাকের আলওয়াসিত কোম্পানীর প্রতিনিধি জনাব খালিদ আবু আলটিমান সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ এবং ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) সৈয়দ হাবিবুল হক বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউটে আয়োজিত বৈঠকে যোগদান করেন।

১৯ জানুয়ারি ২০১১ ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী এবং ডিসিসিআই ব্রান্ড, পিআর অ্যান্ড পাবলিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির আহবায়ক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে আয়োজিত বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া বিশ্ব ব্যাংক আয়োজিত সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সহকারী সচিব (গবেষণা) সৈয়দ হাবিবুল হক বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত সাফটা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২০ জানুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১১ এর সহ-আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান ইপিবিতে আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজিশন ২০১২ বিষয়ক বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব জনাব এম ফজলুল করিম শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এমএটিটি-২ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৩ জানুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিপাইনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত বাহনারিম এ গুনিমুলা সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, ওসমান গনি, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, কে এম এন মনজুরুল হক, এম আনওয়ারুল হক, আবসার করিম চৌধুরী, এম আবু হোরায়রা এবং ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ এস্টাবলিসমেন্ট, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, হিউমেন রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মেম্বারশিপ বিশেষ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১১ এর সহ-আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান ইপিবিতে আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজিশন ২০১২ বিষয়ক বৈঠকে যোগদান করেন।

২৪ জানুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এটিএন নিউজ লিমিটেডের সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বাংলাদেশে অবস্থিত চীনা দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই এফডিআই ক্যাপিটাল মার্কেট অ্যান্ড পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম বৈঠক অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই'র ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটির সহ-আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান ইপিবিতে আয়োজিত ডিআইটিএফ-২০১১ এর রিভিউ কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব হুমায়ুন কবীর ঢাকা কাস্টমস্ হাউস অটোমেশন বিষয়ে জয়েন্ট স্টক কমিশনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যোগদান করেন।

২৫ জানুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে ভারতে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার কনস্যুল জেনারেল জনাব মোঃ জয়নুদ্দিন এ আলি সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, সর্বজনাব ওসমান গনি, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, এম আনওয়ারুল হক, মাহাবুব আনাম এবং ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআইতে গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

২৬ জানুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর পরিকল্পনা কমিশনে আয়োজিত ৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা ডিবিআইতে অনুষ্ঠিত ইফেকটিভ সেলিং স্কিলস বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ইন্টারন্যাশনাল কাস্টমস্ ডে উপলক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

২৭ জানুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে ভারতের নয়াদিল্লীতে নিযুক্ত নাইজেরিয়ার ইকোনোমিক মিনিস্টার জনাব মোহাম্মদ হোসাইনী সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৮ জানুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই'র ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল ভারতের আগরতলায় অনুষ্ঠিত ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্স ফেয়ার ২০১১ এ যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন ডিবিআইতে অনুষ্ঠিত এমএলএস-এসসিএম সার্টিফিকেট কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

২৯ জানুয়ারি ২০১১ ঃ পুঁজিবাজারের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই'র নির্বাচিত সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং পরিচালকবৃন্দের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদ ২০১১ এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

৩১ জানুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম মাল্টি স্টেকহোল্ডার ফোরাম বাংলাদেশ আয়োজিত আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আনওয়ারুল হক ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন আয়োজিত টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন ট্রেনিং বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আবসার করিম চৌধুরী ইউনিডো আয়োজিত আইএসও ৯০০১ বাস্তবায়ন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ঃ এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনট্যানেন্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ অ্যান্ড কর্পোরেট স্যোশাল রেসপনসিবিলিটি ফর স্যোশাল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক সেমিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

২ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই এবং বেসিস যৌথভাবে আয়োজিত বিজনেস লিংকেজ ফর এক্সপ্লোরিং আউটসোর্সিং আইটি অ্যান্ড আইটিইএস বিষয়ক সেমিনার বিআইসিসিতে অনুষ্ঠিত।

৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর বেসিস আয়োজিত আইটি আউটসোর্সিং এ প্রথম ৩০ টি দেশে বাংলাদেশের আবস্থান বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই উপসচিব (গবেষণা) জনাব হুমায়ুন কবীর ট্যারিফ কমিশনে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল প্রাইস অবজারভেশন অ্যান্ড সিলেকশন বিষয়ক আলোচনায় যোগদান করেন।

৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ঃ ঢাকার অদূরে পদ্মা রিজোর্টে ডিসিসিআই'র ঈদ পুনর্মিলনী ও বনভোজন ২০১১ অনুষ্ঠিত।

৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিতের সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, মাহাবুব আনাম, ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, কে এম এন মনজুরুল হক, এম আনওয়ারুল হক, আবসার করিম চৌধুরী, এম আবু হোরায়রা এবং ডিসিসিআই'র অতিরিক্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট, ডিবিআই, রিসার্চ, লাইব্রেরী অ্যান্ড নলেজ সেন্টার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ কাস্টমস, ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল বাংলাদেশঃ রুল অফ আইটিসি বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনায় যোগদান করেন।

৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খানের সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, মাহাবুব আনাম, ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম, ওসমান গনি, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, এম আনওয়ারুল হক, আবসার করিম চৌধুরী, এম আবু হোরায়রা এবং মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই এবং আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স, ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিদলের সাথে বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, মাহাবুব আনাম, কে এম এন মনজুরুল হক এবং ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১০ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত কনজুমার রাইটস অ্যান্ড রেসপনসিবিলিটি বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান।

ঃ এইচ আর পলিসি বিষয়ে ডিসিসিআই'র সাথে ই জোনের বৈঠক অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এবং ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই'র পরিচালক জনাব এম আনওয়ারুল হক বিএসটিআই এর গভর্নিং বোর্ডের সভায় যোগদান করেন।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এফবিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অফ চেম্বার প্রেসিডেন্ট'স এর বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত এক্সিকিউটিভ কোর গ্রুপ এর স্টাডি ট্যুরে যোগদান করেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ঃ ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সার্ভিস লিমিডেট এর অডিট কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই ব্র্যান্ডিং, পিআর অ্যান্ড পাবলিকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির আহবায়ক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ এবং ডিবিআই'র নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের বৈঠকে যোগদান করেন।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত ১০৯তম চায়না ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কমোডিটি ফেয়ার বিষয়ক প্রমোশনাল সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশস্থ চীনা রাষ্ট্রদূত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বিএসএল এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ঃ ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, পরিচালক জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, মাহাবুব আনাম, ওসমান গনি, ডিসিসিআই'র আহবায়ক জনাব মুক্তার হোসেন চৌধুরী এবং ডিসিসিআই'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ঃ কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ বিষয়ক বিশেষ কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এবং সহকারী সচিব মিসেস রেহানা আক্তার রুমা ক্লিন টেকনোলোজি বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে ৬ সদস্য বিশিষ্ট মিয়ানমারের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, ওসমান গনি, কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, এম আনওয়ারুল হক, কে জি করিম, আবসার করিম চৌধুরী, এম আবু হোরায়রা এবং ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ	ডিবিআইতে অনুষ্ঠিত প্রপার এল/সি প্রসিডিউর বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিসিসিআই'র পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা।
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বিএসএল এর বোর্ড মিটিং এ যোগদান করেন।
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১	ঃ	এসএমই এন্টারপ্রিনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	সিএসআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ইস্যু বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই'র ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটির সহ-আহবায়ক ও প্রাক্তন পরিচালক সৈয়দ হাবিবুর রহমান ইপিবিতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজিশন ২০১১ এর প্রস্তুতিমূলক সভায় যোগদান করেন।
১ মার্চ ২০১১	ঃ	এক্সপোর্ট পলিসি, প্রমোশন, ডাইর্ভাসিফিকেশন, মাল্টি-লেটারেল অ্যান্ড বাইলেটারেল ট্রেড এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	এইচ আর ডি অ্যান্ড ওভারসিস এপ্লয়মেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
২ মার্চ ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত ট্রেড অ্যান্ড বিজনেস অপরচুনিটি ইন বাংলাদেশ বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
৩ মার্চ ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব রফিকুল ইসলাম, এফসিএ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সিআইপি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৫ মার্চ ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই এবং রাকিয়া ইনভেস্টমেন্ট অথরিটি এর সাথে বিনিয়োগ বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	কনজুমার রাইটস, এসেনশিয়াল কমুডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
৬ মার্চ ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর এবং নব নিযুক্ত ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন ডিসিসিআই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল প্রাইস অবজারভেশন অ্যান্ড ডিসিশন মেকিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।
৭ মার্চ ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই এবং অক্সফাম যৌথভাবে আয়োজিত "ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড প্রাইভেট সেক্টর পার্সপেক্টিভ" বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

৮ মার্চ ২০১১

ঃ ডিসিসিআই নতুন ভবন প্রজেক্ট কমিটির ১ম বৈঠক অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব হুমায়ুন রশিদ এবং সহ-আহবায়ক জনাব ফয়সাল খান বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে অনুষ্ঠিত পাবলিক হিয়ারিং এ যোগদান করেন।

৯ মার্চ ২০১১

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বাংলাদেশ বৃটিশ হাইকমিশনের ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট বিভাগের পরিচালক মি. কেভিন রিংহাম সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন এবং ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ এস্টাবলিস্টমেন্ট, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড হিউমেন রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় বৈঠক অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রধান হিসাব রক্ষক জনাব মোহাম্মদ জাফরউল্লাহ, এফসিএ আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফিন্যান্স কেইস-এনালাইসিস অ্যান্ড সলিউশন বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম লিবারালাইজেশন অন পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ইন বাংলাদেশ বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

১০ মার্চ ২০১১

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে সিক্যুয়ার কনসালটেন্ট মি. রামেস হার্ভি সাক্ষাৎ করেন।

১২ মার্চ ২০১১

ঃ ডিসিসিআই এবং অক্সফাম যৌথভাবে আয়োজিত "ক্লাইমেট চেঞ্জ ইমপেক্ট অন বাংলাদেশ ইকোনোমি" বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।

ঃ ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি স্মাগলিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ এগ্রো বেইজ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৪ মার্চ ২০১১

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এটিএন নিউজে বিজনেস অন কারেন্ট ইস্যুজ বিষয়ক টক শোতে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

১৫ মার্চ ২০১১

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

১৬ মার্চ ২০১১

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আনওয়ারুল হক বিএসটিআইতে আয়োজিত ওয়ার্কশপে যোগাদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ব্রান্ডিং পিআর অ্যান্ড পাবলিকেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ কাস্টমস, ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ বাংলাদেশে নিযুক্ত শ্রীলংকার মান্যবর হাইকমিশনার মি. ডব্লিউ এ সারাথ কে ওয়ারেগোডা ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, এম আনওয়ারুল হক, কে জি করিম এবং আবসার করিম চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড এর অডিট কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।

১৮ মার্চ ২০১১

ঃ ডিবিআইতে এমএলএস-এসসিএম(পি) কোর্সের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।

২০ মার্চ ২০১১

ঃ ডিসিসিআই এবং অক্সফাম যৌথভাবে আয়োজিত "ক্লিন ডেভেলপমেন্ট ম্যাকানিজম" বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে চীনের ইউনান প্রদেশের পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, এম আনওয়ারুল হক এবং জনাব আবসার করিম চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২১ মার্চ ২০১১

ঃ সিভিল এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম সার্ভিসেস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম বৈঠক অনুষ্ঠিত।

২৩ মার্চ ২০১১

ঃ ডিসিসিআই আয়োজিত "ডিজিটাল বাংলাদেশ: কানেকটিভিটি অ্যান্ড দি গ্রোথ অফ ইকোনোমি" বিষয়ক সেমিনারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংস্থাপন বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব এইচ টি ইমাম প্রধান অতিথি এবং মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

২৪ মার্চ ২০১১

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর বোর্ড মিটিং এ যোগদান করেন।

২৬ মার্চ ২০১১

ঃ ডিসিসিআই কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় স্মৃতি সৌধে পুষ্প স্তবক অর্পণ করেন।

২৭ মার্চ ২০১১

ঃ ডিসিসিআইতে ইউকে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইন বাংলাদেশ বিষয়ক গোল টেবিল আলোচনা সম্পন্ন।

ঃ এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় বৈঠক অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আনওয়ারুল হক বিএসটিআইতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন।

২৮ মার্চ ২০১১

ঃ কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ বিষয়ক বিশেষ কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড এর বোর্ড মিটিং এ যোগদান করেন।

২৯ মার্চ ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব আবুল হোসেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত ন্যাশনাল এক্সপোর্ট ট্রফি ২০০৬ এর সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই নতুন ভবন সাব কমিটির ১ম বৈঠক অনুষ্ঠিত।
৩০ মার্চ ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত।
৩ এপ্রিল ২০১১	ঃ	ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত এমএলএস-এসসিএম গ্লোবাল নেটওয়ার্ক রাউন্ডটেবিলে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই এবং মালয়েশিয়ান বিজনেস ডেলিগেশনের মধ্যকার বাণিজ্য আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর।
৫ এপ্রিল ২০১১	ঃ	প্রজেক্টস, ডেভেলপমেন্ট, ডিবিআই, রিসার্চ, লাইব্রেরী অ্যান্ড নলেজ সেন্টার বিষয়ক স্টান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ন্যাশনাল কমিউনিকেশন, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
৬ এপ্রিল ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত ডব্লিউটিও সম্পর্কিত ওয়ার্কিং গ্রুপ-৪ এর বৈঠকে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব অবসার করিম চৌধুরী ট্যারিফ কমিশনের বৈঠকে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম ট্যারিফ কমিশনের বৈঠকে যোগদান করেন।
৭ এপ্রিল ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর সুইচ এশিয়া রি-টাই বাংলাদেশ প্রজেক্ট এর স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব হুমায়ুন রশিদ, সহ-আহ্বায়ক জনাব ফয়সাল খান এবং ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী বাংলাদেশ এনার্জি কমিশনের বৈঠকে যোগদান করেন।
৯ এপ্রিল ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
	ঃ	জাতীয় বাজেট ২০১১-২০১২ এর জন্য ডিসিসিআই'র প্রস্তাবনা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, ওসমান গনি, এম আনওয়ারুল হক, আবসার করিম চৌধুরী, এম আবু হোরায়রা, প্রাক্তন পরিচালক রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ এবং সহ-আহ্বায়ক মোহাম্মদ শাহজাহান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
১০ এপ্রিল ২০১১	ঃ	ডিসিসিআইতে "ডিজিটাল বাংলাদেশঃ কানেকটিভিটি অ্যান্ড দি গ্রোথ অব ইকোনোমি" শীর্ষক সেমিনার উত্তর সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ এবং আহ্বায়ক জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান এনবিআরে আয়োজিত প্রস্তাবিত ভ্যাটের উপর আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

	ঃ ইমপোর্ট পলিসি, ইমপোর্ট ইনডেনটিং, ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর বোর্ড মিটিং এ যোগদান করেন।
১১ এপ্রিল ২০১১	ঃ ডিসিসিআই এবং তুরস্কের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাথে বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠিত।
১২ এপ্রিল ২০১১	ঃ ডিসিসিআই এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর মধ্যকার বাজেট পূর্ব আলোচনা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব ওসমান গনি, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, এম আনওয়ারুল হক, আবসার করিম চৌধুরী, এম আবু হোরায়রা এবং প্রাক্তন পরিচালক জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার এফবিসিসিআইতে আয়োজিত কৃষিখাতে অর্থায়ন বিষয়ক গোল টেবিল আলোচনায় যোগদান করেন।
১৩ এপ্রিল ২০১১	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।
১৬ এপ্রিল ২০১১	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম আইসিসি-বাংলাদেশ এর ১৬তম বার্ষিক কাউন্সিলে যোগদান করেন।
	ঃ ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।
১৭ এপ্রিল ২০১১	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে দি বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি জনাব সন্দীপ চক্রবর্তী, ডিরেক্টর জেনারেল মি. পি রয় সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তাফা মহিউদ্দীন, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ এফডিআই, ক্যাপিটাল মার্কেট অ্যান্ড পোর্টফলিও ইনভেস্টমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় বৈঠক অনুষ্ঠিত।
১৮ এপ্রিল ২০১১	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ওয়ার্ল্ড ইনটেলেকচুয়্যাল প্রোপার্টি অর্গানাইজেশন এবং ইনটেলেকচুয়্যাল প্রপার্টি রাইটস প্রজেক্ট আয়োজিত গোল টেবিল আলোচনায় যোগদান করেন।
১৯ এপ্রিল ২০১১	ঃ ঢাকা সিটি ট্রাফিক অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
২০ এপ্রিল ২০১১	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম প্রবাসী কল্যান এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ফোর্থ মিনিস্টিরিয়েল কনসালটেশনস অন ওভারসিস এমপ্লয়মেন্ট বিষয়ক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার, জনাব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম এবং প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ আব্দুস সালাম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা থেকে অবৈধ ক্যামিকেলের গোডাউন স্থানান্তর বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ প্রজেক্টস ডেভেলপমেন্ট, ডিবিআই, রিসার্চ, লাইব্রেরী অ্যান্ড নলেজ সেন্টার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

	ঃ ডিসিসিআই-এর প্রাক্তন পরিচালক জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ এনবিআরে আয়োজিত ভ্যাট রেগুলেশন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন হাউ টু এস্টাবলিস নিউ বিজনেস বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সদনপত্র বিতরন করেন।
২১ এপ্রিল ২০১১	ঃ এস্টাবলিসমেন্ট, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড হিউমেন রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক বিশেষ কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
২৩ এপ্রিল ২০১১	ঃ ডিসিসিআই নিউ বিল্ডিং প্রজেক্ট উপ কমিটির দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআইতে বাংলা নববর্ষ ১৪১৮ উদযাপন উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত।
২৫ এপ্রিল ২০১১	ঃ ডিসিসিআইতে প্রাইভেট সেক্টর এ্যাসেসমেন্ট বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন।
	ঃ কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশিপ বিষয়ক বিশেষ কমিটির ৪র্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আনওয়ারুল হক শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আনওয়ারুল হক এবং ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন বিজনেস এথিকস বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বাংলাদেশস্থ জাপান দূতাবাসের কনসুলার মাসাইউকি টাগা এবং ইকোনোমিক রিসার্চার মিকি ইয়ামামট সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, মাহাবুব আনাম, ওসমান গনি, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন এবং ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাস গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা বিজনেস এথিকস বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই আয়োজিত ক্যাপিটাল মার্কেট বিষয়ক সেমিনারের জন্য আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, আহ্বায়ক জনাব রিজওয়ান রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
২৮ এপ্রিল ২০১১	ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই নিউ বিল্ডিং প্রজেক্ট সাব কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।
৩ মে ২০০১	ঃ ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরল কবীর তুরস্কে অনুষ্ঠিত ওয়াইপো'র এলডিসি কনফারেন্সে যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-মিয়ানমার দ্বিপাক্ষিক অর্থনীতি ও বাণিজ্য সম্পর্ক বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব হোসেন আলী শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব অসিফ ইব্রাহীম ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে'র জরুরী বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

৪ মে ২০১১	ঃ	জাতীয় বাজেট ২০১১-২০১২ বিষয়ক সংবাদ সম্মেলন ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব হুমায়ুন কবির ফকির বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ডব্লিউটিও বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
৫ মে ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বোর্ড মিটিং এ যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) ফেরদৌস আরা বেগম শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত সিআইপি নির্বাচন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৭ মে ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই তে আয়োজিত "শিল্পায়নের পূর্বশর্ত ঃ শ্রমিক মালিক সুসম্পর্ক" বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শ্রম ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন।
	ঃ	ডিসিসিআই নিউ বিল্ডিং প্রজেক্ট কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত।
৮ মে ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের চতুর্থ সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে রবি'র মার্কেট ডিভিশন বিভাগের প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর এনবিআরে অনুষ্ঠিত কাস্টমস অটোমেশন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৯ মে ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাস গ্যাস ট্যান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।
১০ মে ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব হুমায়ুন কবীর ফকির এসএমই ফাউন্ডেশনে আয়োজিত এসএমই বিজনেস প্ল্যান বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বাংলাদেশ-নেপাল পাম্প নেদারল্যান্ড প্রজেক্টের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফ্রান্সেস সিসরেক সাক্ষাৎ করেন।
১৪ মে ২০১১	ঃ	বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার আয়োজিত এডিআর বিষয়ক ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।
	ঃ	প্রটেকশন অফ কনজুমার রাইটস, এসেনশিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	এফডিআই, ক্যাপিটাল মার্কেট অ্যান্ড পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ফিন্যান্স অ্যান্ড এ্যকাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।
১৫ মে ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা বিসিএসআইআর'র প্রজেক্ট নির্বাচন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১৬ মে ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এনবিআর আয়োজিত অলটারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা এনপিও এবং এপিও আয়োজিত প্রডাক্টিভ মেইনটেন্যান্স অ্যাপ্লিকেশন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফেসিলিটিজ ফর প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব জনাব এম ফজলুল করিম ঢাকা কাস্টমস হাউস অটোমেশন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৮ মে ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এফবিসিসিআই এবং সার্ক চেম্বার যৌথভাবে আয়োজিত ইকোনোমিক ফ্রিডম অ্যান্ড বিজনেস এনভারয়মেন্ট ইন সাউথ এশিয়া বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই, জিআইজেড এবং রীড কনসালটেন্ট যৌথভাবে আয়োজিত সিএসআর বিয়ষক ট্রেনিং ওয়ার্কশপের আয়োজন করে।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে আয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৯ মে ২০১১ ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব জনাব এম ফজলুল করিম ডব্লিউপিও আয়োজিত কালেকটিভ ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আনওয়ারুল হক শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত বিএসটিআই বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২০ মে ২০১১ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আনওয়ারুল হক বিএসটিআই আয়োজিত ওয়ার্ল্ড মেট্রোলোজি ডে এর আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

২১ মে ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ইন্ডিয়া ইনভেস্ট ২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম দৈনিক প্রথম আলো আয়োজিত জাতীয় বাজেট ২০১১-২০১২ বিষয়ক গোল টেবিল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

২২ মে ২০১১ ঃ ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া এফটিএ বিষয়ক বৈঠকে যোগদান করেন।

২৩ মে ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ডেইলি সান পত্রিকার প্রতিনিধির সাথে বাজেট ২০১১-২০১২ বিষয়ে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ঢাকা কাস্টমস হাউস অটোমেশন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৫ মে ২০১১ ঃ এস্টাবলিসমেন্ট, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড হিউমেন রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এবং কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ বিষয়ক কমিটির যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টারের বৈঠকে যোগদান করেন।

২৬ মে ২০১১ ঃ ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর আইসিডি অটোমেশন বিষয়ক বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন এমসিসিআইতে অনুষ্ঠিত এশিয়া ২০৫০ বিষয়ক আলোচনা বৈঠকে যোগদান করেন।

২৮ মে ২০১১ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) Capital Market Reforms in Bangladesh : Demand and Supply Side Constraints বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ মশিউর রহমান সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর এম খায়রুল হাসান, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সভাপতি জনাব শাকিল রিজভী এবং চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সভাপতি জনাব ফখর উদ্দিন আলী আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

২৯ মে ২০১১ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আবসার করিম চৌধুরী পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সিডিএম প্রজেক্ট বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় আয়োজিত গ্লোবাল এসেসমেন্ট রিপোর্ট এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

৩০ মে ২০১১ ঃ ডিসিসিআই এবং স্কলারসস বাংলাদেশ যৌথভাবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ইউএনপিডি'র সহায়তায় "How to Do Business with the United Nations Procurement Division (UNPD) & Vendor Registration" বিষয়ক ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্কশপে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত ডঃ আব্দুল মোমেন এবং এফবিসিসিআই'র সভাপতি জনাব এ কে আজাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৩১ মে ২০১১ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৫ম বৈঠক অনুষ্ঠিত।

১ জুন ২০১১ ঃ ডিসিসিআই বর্তমান অর্গানোগ্রাম এবং পে স্কেল পুনর্বিন্যাস ও সংশোধনী বিষয়ক বিশেষ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ডিএসই'র বোর্ড মিটিং এ যোগদান করেন।

২ জুন ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এফবিসিসিআই'র প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) জনাব ফেরদৌস আরা বেগম শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জিওগ্রাফিকাল এ্যাক্ট ২০১১ এর ইংরেজি ভার্সন চুড়ান্তকরন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৩ জুন ২০১১ ঃ ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর এফবিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত হরতাল প্রত্যাহার বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন।

৪ জুন ২০১১ ঃ ডিসিসিআই এবং বাংলাদেশ ব্যাংক যৌথভাবে আয়োজিত "ই-পেমেন্ট ইন বাংলাদেশ ঃ সুবিধা ও সম্ভাবনা" বিষয়ক পাবলিক-প্রাইভেট ডায়লগ রাজধানীর রূপসী বাংলা হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ডঃ আতিউর রহমান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই'র প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এম শাহজাহান খানের নেতৃত্বে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট ডিসিসিআই'র প্রতিনিধিদলের চীনের অনুষ্ঠিত ১৯তম চায়না ইমপোর্ট অ্যান্ড এক্সপোর্ট কমোডিটি ফেয়ারে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ।

৬ জুন ২০১১ ঃ ডিসিসিআই নতুন ভবন প্রজেক্ট উপ-কমিটির চতুর্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) এম ফজলুল করিম কাস্টমস হাউস অটোমেশন বিষয়ক সমন্বয় সভায় যোগদান করেন।

৭ জুন ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এ্যামচেমের মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এবং বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ফান্ড (বিআইসিএফ) এর ৩ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের মধ্যকার "বাংলাদেশ বিজনেস এনভায়রনমেন্ট রিফর্ম ইনিশিয়েটিভ" বিষয়ক আলোচনা সভা ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আয়োজিত ন্যাশনাল কনসালটেশন ইন ইয়ুথ এমপ্লয়মেন্ট বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত সুইচ-এশিয়া নেটওয়ার্কের বৈঠকে যোগদান করেন।

৮ জুন ২০১১ ঃ শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিসিসিআইতে আয়োজিত "বিশ্ব এ্যাক্রিডিটেশন ২০১১" এর সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া। এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব এ কে আজাদ এবং ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক্সসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত পাবলিক সার্ভিস মার্কেটিং বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৯ জুন ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে ৭ সদস্য বিশিষ্ট জাপানের প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, কে জি করিম, আবসার করিম চৌধুরী এবং এম আবু হোরায়রা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত বাজেট বক্তৃতা ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ প্রত্যক্ষ করেন। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, সহ-সভাপতি সর্বজনাব নাসির হোসেন, হোসেন এ সিকদার, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, কে জি করিম, আবসার করিম চৌধুরী, এম আবু হোরায়রা এবং প্রাক্তন পরিচালক কে এম এইচ শহীদুল হক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম, আহ্বায়ক হুমায়ুন রশিদ, ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক মোঃ হোসেন আলী বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ নাসির হোসেন ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত জেলা ক্রয় কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।

১১ জুন ২০১১ ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।

১২ জুন ২০১১ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আনওয়ারুল হক বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউটের ২৬তম কাউন্সিল বৈঠকে যোগদান করেন।

১৩ জুন ২০১১

ঃ ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত পিপিডি ফর কম্পিটিটিভ ইকোনোমিকস এর গ্লোবাল ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম বশিরউল্লাহ ভূঁইয়া বাংলাদেশ চিনি এবং খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন আয়োজিত বৈঠকে যোগদান করেন।

১৪ জুন ২০১১

ঃ ডিসিসিআইতে বাজেট ২০১১-২০১২ এর উপর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব আর এম খান, এম এইচ রহমান, এম এ মোমেন, বেনজীর আহমেদ, মতিউর রহমান, হোসেন খালেদ, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, ওসমান গনি, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, কে জি করিম, আবসার করিম চৌধুরী এবং এম আবু হোরায়রা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৫ জুন ২০১১

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বাংলাদেশ সফররত ২০ সদস্য বিশিষ্ট রওয়ালপিন্ডি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, এম আবু হোরায়রা, কে জি করিম, আবসার করিম চৌধুরী এবং আলহাজ্ব মোঃ নাসির উদ্দিন খাঁন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব হুমায়ুন কবির ফকির বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট আয়োজিত ডব্লিউটিও অ্যান্ড ডাটাবেইজ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৬ জুন ২০১১

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আনওয়ারুল হক বিটাকের বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল এক্সপোর্ট ট্রফি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআইতে জাতীয় বাজেট ২০১১-২০১২ উত্তর সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৮ জুন ২০১১

ঃ ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম সিপিডি আয়োজিত বাজেট পর্যালোচনা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৯ জুন ২০১১

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ডিএসই'র বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ওয়াইপো এবং কপিরাইট অফিস যৌথভাবে ডিসিসিআই'র সহযোগিতায় কালেকটিভ ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশন বিষয়ক ওয়ার্কশপ ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত।

২০ জুন ২০১১

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এমএলএম (ডাইরেক্ট সেল) আইন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম আইএফসি অনুষ্ঠিত ম্যাক্সিমাইজিং অপরচুনিটিজ ফর গ্রোথ অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইন বাংলাদেশ বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

২১ জুন ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সাথে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট থাই বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠিত।
২২ জুন ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট আয়োজিত ট্রেড ফেসিলিটেশন ইনিশিয়েটিভ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	ডিবিআইতে ইমপোর্ট অ্যান্ড ইনটেন্ডিং প্রসিডিউর বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।
২৩ জুন ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ-৪ ডব্লিউটিও এর বৈঠকে যোগদান করেন।
২৫ জুন ২০১১	ঃ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য সচিব, বাণিজ্য সচিব, অর্থ সচিব, পরিকল্পনা সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক, ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, জনাব আবুল কাসেম খান রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে অনুষ্ঠিত আর অ্যান্ড ডি বিষয়ক ব্রেইন স্ট্রর্মিং সভায় যোগদান করেন।
	ঃ	এক্সপোর্ট পলিসি, প্রমোশন, ডাইভারসিফিকেশন, মাল্টি অ্যান্ড বাইলেটারেল ট্রেড এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।
২৬ জুন ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের নেতৃত্বে পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।
২৭ জুন ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম ধর্ম মন্ত্রণালয় আয়োজিত হালাল খাদ্যের সনদ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২৯ জুন ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত কেমিক্যাল ভিলেজের ফ্ল্যাট বরাদ্দ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৪ জুলাই ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব হুমায়ুন কবির ঢাকা কাস্টমস হাউসে অনুষ্ঠিত কাস্টমস হাউস অটোমেশন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
৫ জুলাই ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব হুমায়ুন কবির ট্যারিফ কমিশনের বৈঠকে যোগদান করেন।
৯ জুলাই ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত তেল, চিনিসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ডিলার/ডিস্ট্রিবিউটর এর মাধ্যমে বাজারজাতকরণ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১০ জুলাই ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, ঊধ্বর্তন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ডমেস্টিমক নেটওয়ার্কের সমন্বয় বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১১ জুলাই ২০১১

ঃ ডিসিসিআই আয়োজিত রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং পণ্যের গুণগতমান অক্ষুন্ন রেখে সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এলাকাভিত্তিক ও বিশেষায়িত ব্যবসায়ী সমিতিগুলোর সাথে মতবিনিময় সভায় মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান প্রধান অতিথি হিসেবে এবং এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব এ কে আজাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কেমিক্যাল ভিলেজের জন্য জায়গা বরাদ্দ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ প্রটেকশন অফ কনজুমার রাইটস, এসেনশিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০১১ এর তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত।

১২ জুলাই ২০১১

ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ষষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-মায়ানমার দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য উন্নয়ন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার বিএসসিআইসি আয়োজিত এসএমইদের প্লট বরাদ্দ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৩ জুলাই ২০১১

ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং ইনটেলেকচ্যুয়াল প্রোপার্টি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইপিএবি) যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশে মেধা সম্পদ নকলের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা এবং জাতীয় অর্থনীতি ও ভোক্তা অধিকারের ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং শিল্প সচিব জনাব কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত দ্রব্যমূল্য পর্যবেক্ষণ জাতীয় কমিটির সভায় যোগদান করেন।

১৪ জুলাই ২০১১

ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত "জাপানে বাংলাদেশী রপ্তানিজাত পণ্য বহুমুখীকরণ" বিষয়ক ডায়লগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত তামাতসো সিনোতসুকা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

১৬ জুলাই ২০১১

ঃ ডিসিসিআই ব্রান্ডিং, পিআর অ্যান্ড পাবলিকেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৭ জুলাই ২০১১

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, আইটিসি'র কনসালটেন্ট চার্লস পিটার গিলন, নেদারল্যান্ড ট্রাস্ট ফান্ড'র বাংলাদেশের কনসালটেন্ট আশরাফ কায়সার এবং ড. রিচার্ড সাইকেস এর মধ্যকার আলোচনা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আবসার করিম চৌধুরী এবং ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া এফটিএ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৯ জুলাই ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম, আহ্বায়ক জনাব হুমায়ুন রশিদ এবং ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে অনুষ্ঠিত ১২তম টেকনিক্যাল সভায় যোগদান করেন।
২০ জুলাই ২০১১	ঃ	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং সিয়াফ ভেঞ্চারর্স ম্যানেজমেন্ট এলএলসি যৌথভাবে আয়োজিত "ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের (এসএমই) জন্য বিকল্প অর্থায়ন" শীর্ষক সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আনওয়ারুল হক বিএসটিআই আয়োজিত ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেট এর দ্বিতীয় সভায় যোগদান করেন।
২১ জুলাই ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে আয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২৪ জুলাই ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের এসকাপের ৮ম এশিয়া-প্যাসিফিক বিজনেস ফোরামে যোগদানের জন্য থাইল্যান্ডে গমন করেন।
২৫ জুলাই ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই এগ্রো বেইজ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত।
২৬ জুলাই ২০১১	ঃ	ন্যাশনাল কমিউনিকেশন, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রকাচার ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি-স্মাগলিং ইনেশিয়েটিভ স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
২৭ জুলাই ২০১১	ঃ	ঢাকা সিটি ট্রাফিক অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	টেলিকম, আইসিটি অ্যান্ড ইনটিলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই উপ-সচিব জনাব গোলাম হোসেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত বৈঠকে যোগদান করেন।
	ঃ	ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ডিবিআই আয়োজিত রুলস অ্যান্ড প্রসিডিউর অফ ভ্যাট অ্যান্ড ইনকাম ট্যাক্স এবং স্টোর অ্যান্ড ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক ট্রেনিং কোর্সের সমাপণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
২৮ জুলাই ২০১১	ঃ	কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ এফেয়ার্স বিশেষ কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	কুনমিং ফেয়ার ২০১১ এর মূল্যায়ন বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত।
৩০ জুলাই ২০১১	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সপ্তম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থার বৈঠকে যোগদান করেন।
৩১ জুলাই ২০১১	ঃ	কাস্টমস, ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	সিভিল এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম সার্ভিসেস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ	এইচআরডি অ্যান্ড ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

১ আগস্ট ২০১১	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ডিএসই'র গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে যোগদান করেন।
	ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আয়োজিত এনার্জি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক সেমিনারে যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে অনুষ্ঠিত ভারতে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্ক সুবিধা প্রদান বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
২ আগস্ট ২০১১	ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনে অনুষ্ঠিত সেকেন্ডারী কোয়ালিটি কালার কয়েল বিষয়ক বৈঠকে যোগদান করেন।
৩ আগস্ট ২০১১	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম আইসিসি-বাংলাদেশ আয়োজিত প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠন ২০১১ এর আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাঃ) সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত খসড়া সোসাইটিজ রুলস ২০১১ এর উপর আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
	ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।
৬ আগস্ট ২০১১	ঃ সিভিল এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম সার্ভিসেস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এফবিসিসিআই আয়োজিত দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।
৭ আগস্ট ২০১১	ঃ ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ফিরোজাবাড়ী পঙ্গু শিশু হাসপাতালকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের অনুষ্ঠান ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত।
	ঃ ডিসিসিআই এবং যাকাত ম্যানেজমেন্ট ফাউন্ডেশন যৌথভাবে "যাকাত: অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি" বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
৯ আগস্ট ২০১১	ঃ ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত ডব্লিউটিও সেল-২ আয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী পণ্যের ডিউটি ফ্রি কোটা ফ্রি এক্সেসেস বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।
১০ আগসট ২০১১	ঃ রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠন আইন ২০১১ এর কোর কমিটির বৈঠক ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত।
১১ আগস্ট ২০১১	ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বিআইসিএফ এর প্রতিনিধিবৃন্দ ইকোনোমিক জোনসমূহে নতুন ব্যবসার সুযোগ বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম, বিআইসিএফ এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার মার্টিন নরমেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।
১৩ আগস্ট ২০১১	ঃ ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।
	ঃ সিভিল এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম সার্ভিসেস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চতুর্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ ফজলুল করিম ঢাকা কাস্টমস হাউসে অনুষ্ঠিত অটোমেশন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৬ আগস্ট ২০১১ ঃ ডিসিসিআই আয়োজিত দোয়া ও ইফতার মাহফিল ২০১১ রূপসী বাংলা হোটেলের উইন্টার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত।

১৭ আগস্ট ২০১১ ঃ সিএসআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ইস্যুজ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত।

২০ আগস্ট ২০১১ ঃ প্রস্তাবিত বাণিজ্য সংগঠন আইন ২০১১ এর কোর কমিটির তৃতীয় বৈঠক ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত।

২১ আগস্ট ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন ইপিবিতে অনুষ্ঠিত ডিআইটিএফ এর স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।

২২ আগস্ট ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম আইএফসি-বিআইসিএফ এর প্রতিনিধিদের সাথে ঢাকার আইএফসি'র কার্যালয়ে বৈঠকে মিলিত হন।

২৩ আগস্ট ২০১১ ঃ কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ বিষয়ক বিশেষ কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আয়োজিত কোয়ালিটি সার্ভিস অফ সিএনজি স্টেশন অ্যান্ড কনভার্শন বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাঃ) সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন বাণিজ্য সংগঠন ২০১১ এর বৈঠকে যোগদান করেন।

২৪ আগস্ট ২০১১ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন এফবিসিসিআই আয়োজিত পাবলিক প্রাইভেট ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

২৫ আগস্ট ২০১১ ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর ট্যারিফ কমিশনের বৈঠকে যোগদান করেন।

২৭ আগস্ট ২০১১ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।

৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষ্যে এফবিসিসিআইতে আয়োজিত বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার বাণিজ্য সম্পর্ক বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন।

৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর বাংলাদেশ সফররত ভারতের চার মূখ্যমন্ত্রীর সম্মানে এফবিসিসিআই আয়োজিত সোনারগাঁও হোটেলের মধ্যাহ্ন ভোজ সভায় যোগদান করেন।

৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত চিনি ও ভোজ্যতেলের আমদানী ও দাম নির্ধারন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১০ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঃ ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটির তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত।

১১ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১২ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম বিনিয়োগ বোর্ডে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশে বিনিয়োগে সুবিধা বৃদ্ধি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম, আহ্বায়ক জনাব হুমায়ুন রশিদ, ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক মোঃ হোসেন আলী বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের বৈঠকে যোগদান করেন।

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সার্ভিস লিমিটেড এর অডিট কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম গৃহায়ন ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান, এম.পি এর সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বিশ্ব ব্যাংকের পর্যবেক্ষক গ্রুপের প্রতিনিধিবৃন্দ সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আনওয়ারুল হক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ইউনিভার্স এক্সপোজিশন ২০১৫ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই উপ-সচিব জনাব মোঃ শামসুদ্দিন আজাদ ইপিবি আয়োজিত মায়ানমারে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের একক বাণিজ্য মেলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই এস্টেট, কন্সট্রাকশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত হংকং ট্রেড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল অ্যান্ড বিজনেস অর্গানাইজেশন ইন বাংলাদেশ বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঃ ডিবিআইতে এমএলএস-এসসিএম এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঃ প্রটেকশন অফ কনজুমার রাইটস, এসেনশিয়াল কমুডিটিস অ্যান্ড মার্কেটিং মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৮ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম গুলশান ক্লাবে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-থাই চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন এবং অতিরিক্ত সচিব (প্রশাঃ) সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন এফবিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য সংগঠন আইন ২০১১ কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ফান্ড (বিআইসিএফ)'র সহযোগিতায় "নতুন অর্থনৈতিক জোন ব্যবস্থা ঃ বাংলাদেশী ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ" বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া প্রধান অতিথি এবং প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মহাপরিচালক-১ জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাঃ) সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন এফবিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য সংগঠন আইন ২০১১ কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পিএফ ট্রাস্ট্রি বোর্ডের তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত।

২০ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে সফররত সিবিআই প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেন এবং প্রতিনিধিদল ইউরোপে বাংলাদেশী রপ্তানী বৃদ্ধি বিষয়ে আলোচনা করেন। ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, এম আবু হোরায়রা, আবসার করিম চৌধুরী, ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ এগ্রোবেইজড ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত।

২৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সহ-সভাপতি নাসির হোসেনের নেতৃত্বে ডিসিসিআই পরিচালক হোসেন এ সিকদার, এম আবু হোরায়রা এবং উপ-সচিব হুমায়ুন কবির ফকির সমন্বিত ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্টাডি টিম জার্মানি ও বেলজিয়ামের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে।

২৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই আয়োজিত কৃষি খাত ঃ বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, এম.পি.।

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ইনটেলেকচুয়্যাল প্রপার্টি এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (আইপিএবি) আয়োজিত রুল অফ ডিপিডিটি বিষয়ক ওয়ার্কশপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া ও শিল্প সচিব জনাব এ কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বাংলাদেশ সফররত ওয়েলস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের চেয়ারম্যান জনাব দিলাবর এ হোসেনের নেতৃত্বে ২৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ডিসিসিআইতে সাক্ষাৎ করেন।

ঃ বাংলাদেশ সফররত ওয়েলস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদলের সম্মানে ডিসিসিআই ঢাকা ক্লাবে নৈশ ভোজের আয়োজন করে।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম জয়েন্ট কমিশনারের কার্যালয়ে অটোমেশন প্রক্রিয়া বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ ইনটেলেকচুয়্যাল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন আয়োজিত পাবলিক-প্রাইভেট ডায়লগে গেস্ট অব অনার হিসেবে যোগদান করেন। বাণিজ্য সচিব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম সিপিডি আয়োজিত সাউথ এশিয়া ইকোনোমিক সামিট বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম কাস্টমস হাউসে অনুষ্ঠিত ঢাকা কাস্টমস হাউস অটোশেন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম আইএফসি'র সাথে আর অ্যান্ড ডি-বাংলাদেশ বিষয়ক ব্রান্ডিং প্রোগ্রোম বিষয়ক বৈঠকে মিলিত হন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঃ প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট, ডিবিআই, রিসার্চ, লাইব্রেরী অ্যান্ড নলেজ সেন্টার স্ট্যান্ডিং কমিটির তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) এ্যাক্রেডিটিশন বোর্ড আয়োজিত মেডিকেল ল্যাবরেটরি এ্যাক্রেডিটিশন অ্যান্ড আইএসও ১৫৮৯ বিষয়ক ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

১ আক্টোবর ২০১১ ঃ ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত "খসড়া প্রতিযোগিতামূলক আইন" বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া সেমিনারে প্রধান অতিথি এবং শিল্প সচিব জনাব কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

২ অক্টোবর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর শিল্প মন্ত্রণালয় আয়েজিত "প্রডাক্টিভিটি মুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ ঃ স্ট্রাটেজি ফর ২০২১" বিষয়ক কনফারেন্সে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ইটিভিতে সরাসরি সম্প্রচারিত বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড'র বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

৩ অক্টোবর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব জনাব এম ফজলুল করিম ঢাকা কাস্টমস হাউসে অনুষ্ঠিত কাস্টমস হাউস অটোমেশন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৪ অক্টোবর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ফান্ড (বিআইসিএফ) এর সহযোগিতায় "খসড়া নতুন কোম্পানী আইন" বিষয়ক আলোচনার আয়োজন করে।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সার্ভিস লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

৫ অক্টোবর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই'র প্লট বরাদ্দ বিষয়ক বিশেষ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত সেলস অ্যাক্ট ২০১১ এর আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম, আহ্বায়ক জনাব হুমায়ুন রশিদ এবং ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আয়োজিত বৈঠকে যোগদান করেন।

৮ অক্টোবর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই নির্বাচন বোর্ডের দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই আয়োজিত "পর্যটন খাতের উন্নয়ন: সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এম.পি.।

৯ অক্টোবর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন এবং পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

১০ অক্টোবর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম.পি. এবং বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান, এম.পি. এর সাথে সচিবালয়ে তাঁদের কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন এবং মন্ত্রী মহোদয়দের ডিসিসিআই আয়োজিতব্য "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করণে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক জাতীয় কনফারেন্সে প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রন জানান।

১১ অক্টোবর ২০১১ ঃ ঢাকা সিটি ট্রাফিক অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত।

১২ অক্টোবর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত।

১৫ অক্টোবর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ১০ম সভা অনুষ্ঠিত।

১৬ অক্টোবর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই আয়োজিতব্য "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করণে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক জাতীয় কনফারেন্সে আয়োজন বিষয়ে আলোচনার জন্য ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের জরুরী সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বেলজিয়াম ভিত্তিক দি ফরেস্ট ট্রাস্ট এর পরিচালক হিলারি থমসন সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা, সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম, উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব হুমায়ুন কবির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

১৭ অক্টোবর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই, এমসিসিআই এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) এর সহযোগিতায় "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করণে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক এক জাতীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম.পি. অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া, বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান, এম.পি. এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ড. আতিউর রহমান কনফারেন্সে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর চেয়ারম্যান ড. নাসিরউদ্দিন আহমেদ এবং এফবিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন অনুষ্ঠানে গেস্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১৮ অক্টোবর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই, এমসিসিআই এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) এর সহযোগিতায় "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করণে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক জাতীয় কনফারেন্সের ওয়ার্কিং সেশন হোটেল রূপসী বাংলায় অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মুখ্য সচিব জনাব এম এ করিম সেশন চেয়ারপার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। নির্ধারিত আলোচনায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব মর্তুজা রেজা চৌধুরী, বিনিয়োগ বোর্ডের (সদস্য) জনাব খায়রুল আনাম, পরিকল্পনা কমিশনের জিইডি প্রধান জনাব ফখরুল আহসান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, এসএমই ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ রেজওয়ানুল কবির, পিপিপি কার্যালয়ের ডেপুটি ম্যানেজার জনাব উত্তম কুমার কর্মকার এবং এমসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর অংশগ্রহণ করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আনওয়ারুল হক বিআইটিসি'র ৪৯ তম গর্ভনিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।

২০ অক্টোবর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম, আহ্বায়ক জনাব হুমায়ুন রশিদ এবং ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক মোঃ হোসেন আলী বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আয়োজিত বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আবসার করিম চৌধুরী ইপিবিতে অনুষ্ঠিত ডিআইটিএফ -২০১২ এর ফাইন্যান্স সাব-কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা ধর্ম মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত নিত্য প্রয়োজনীয় হালাল পণ্যের সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

২২ অক্টোবর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই এস্টাবলিস্টমেন্ট, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড হিউমেন রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এবং কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশিপ-২০১১ কমিটির ৩য় যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিবিআই বিবিএ কলেজের অ্যাডহক কমিটির গভর্নিং বডির বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত।

২৩ অক্টোবর ২০১১ ঃ ইমপোর্ট পলিসি, ইমপোর্ট, ইনটেন্ডিং, ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির দ্বিতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত।

ঃ ফিনান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন্স অ্যান্ড সার্ভিসেস স্ট্যান্ডিং কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এফবিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বাণিজ্য পলিসি পর্যালোচনা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৪ অক্টোবর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বাণিজ্য পলিসি পর্যালোচনা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম, আহ্বায়ক জনাব হুমায়ুন রশিদ এবং ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব এম ফজলুল করিম ঢাকা কাস্টমস হাউসে অনুষ্ঠিত ঢাকা কাস্টমস হাউস অটোমেশন বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

২৫ অক্টোবর ২০১১ ঃ পোর্ট, শিপিং অ্যান্ড আইসিডি/ইপিজেড-এসইজেড স্ট্যান্ডিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত।

২৬ অক্টোবর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

২৭ অক্টোবর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টারে আয়োজিত TAC এর তৃতীয় সভায় যোগদান করেন।

২৯ অক্টোবর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এফবিসিসিআই এবং এনবিআর যৌথ ভাবে আয়োজিত "খসড়া নতুন ভ্যাট আইন-২০১১" শীর্ষক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ডের ৯ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১০ম সভা অনুষ্ঠিত।

৩০ অক্টোবর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই আয়োজিত "ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এম.পি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১ নভেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বাংলাদেশস্থ ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত মান্যবর রিকার্ডো এল ভিয়ানা ডি কার্ভালহো সাক্ষাৎ করেন। ডেপুটি হেড অফ মিশন মি. ফেলিলি ক্রুজ এবং ভাইস কনসুল মি. ডিবরাইর এল. ডা সিলভা এবং ডিসিসিআই'র পরিচালকবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা বিসিএসআইআর'র রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

৩ নভেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই নির্বাচন বোর্ডের ষষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত।

১০ নভেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম, আহবায়ক জনাব হুমায়ুন রশিদ এবং ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী বাংলাদেশ রেগুলেটরি এনার্জি কমিশনের পাবলিক হেয়ারিং-এ যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৩ নভেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম, আহবায়ক জনাব হুমায়ুন রশিদ এবং ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী বাংলাদেশ রেগুলেটরি এনার্জি কমিশনের অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

১৪ নভেম্বর ২০১১ ঃ বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) প্রকল্পের প্রথম সভা ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই নির্বাচন বোর্ডের সপ্তম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১ বিষয়ে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই যুগ্ম-সচিব জনাব এম ফজলুল করিম ঢাকা কাস্টমস হাউসে অনুষ্ঠিত সমন্বয় বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৫ নভেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই সভাপতি এবং ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

১৬ নভেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই ফিন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস স্ট্যান্ডিং কমিটির ১১ তম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পিএফ ট্রাস্ট্রি বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত।

১৭ নভেম্বর ২০১১ ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম, আহবায়ক জনাব হুমায়ুন রশিদ এবং ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী বাংলাদেশ রেগুলেটরি এনার্জি কমিশনের পাবলিক হিয়ারিং-এ যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব এস এম জিল্লুর রহমান পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ঢাকা মেট্রো আরটিসি বিষয়ক সভায় যোগদান করেন।

১৯ নভেম্বর ২০১১

ঃ ডিসিসিআই ক্রয় কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

২০ নভেম্বর ২০১১

ঃ ডিসিসিআই এবং বাংলাদেশ কাউন্সিল অফ সাইন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (বিসিএসআইআর) যৌথভাবে "উদ্যোক্তা এবং বিজ্ঞানীদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ" বিষয়ক পাবলিক-প্রাইভেট ডায়লগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান প্রধান অতিথি এবং বিসিএসআইআর'র চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ আহমেদ ইসলামী মোস্তফা গেস্ট অফ অনার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

২১ নভেম্বর ২০১১

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, সচিব মোস্তফা মহিউদ্দীন এসএমই ফাউন্ডেশনে অনুষ্ঠিত বিল্ড প্রকল্পের বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ডিএসই'র বোর্ড সভায় যোগদান করেন।

২২ নভেম্বর ২০১১

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম আমেরিকারন চেম্বার অফ কমার্স ইন বাংলাদেশ (এ্যামচ্যাম)'র বৈঠকে যোগদান করেন।

ঃ ডিসিসিআইতে আইএফসি এবং এনবিআর যৌথভাবে আয়োজিত অলটারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশন বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, প্রাক্তন পরিচালক জনাব হায়দার আহমেদ খান, এফসিএ, জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ, পরিচালক আবসার করিম চৌধুরী এবং সহ-আহবায়ক জনাব মোঃ শাহজাহান এবং ডিসিসিআই সচিব মোস্তফা মহিউদ্দীন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ কন্সটিটিউশন অ্যান্ড মেম্বারশীপ বিশেষ কমিটির ৭ম সভা অনুষ্ঠিত।

ঃ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম, আহবায়ক জনাব হুমায়ুন রশিদ এবং ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী বাংলাদেশ রেগুলেটরি এনার্জি কমিশনের অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর সভায় যোগদান করেন।

২৪ নভেম্বর ২০১১

ঃ ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বাংলাদেশস্থ জাপানের রাষ্ট্রদূত ম্যানবর শিরো সাদোসিমা সাক্ষাৎ করেন। ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশস্থ জাপান দূতাবাসের কাউন্সেলর মাসাউকি টাগা এবং ফার্স্ট সেক্রেটারি ইয়াসোহারু সিন্টো এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঃ ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ এবং উপ-সচিব (গবেষণা) জনাব হুমায়ুন কবীর ফকির রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত আইএফসি ও এনবিআর আয়োজিত অলটারনেটিভ ডিসপিউট রেজুলেশন বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগদান করেন।

২৬ নভেম্বর ২০১১

ঃ ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের ১১ তম সভা অনুষ্ঠিত।

২৭ নভেম্বর ২০১১

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর ইজিএম ও এজিম এ যোগদান করেন।

২৯ নভেম্বর ২০১১

ঃ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানী লিমিটেড এর বোর্ড মিটিং এ যোগদান করেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ২৬ জুন ২০১১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (ডানে), সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

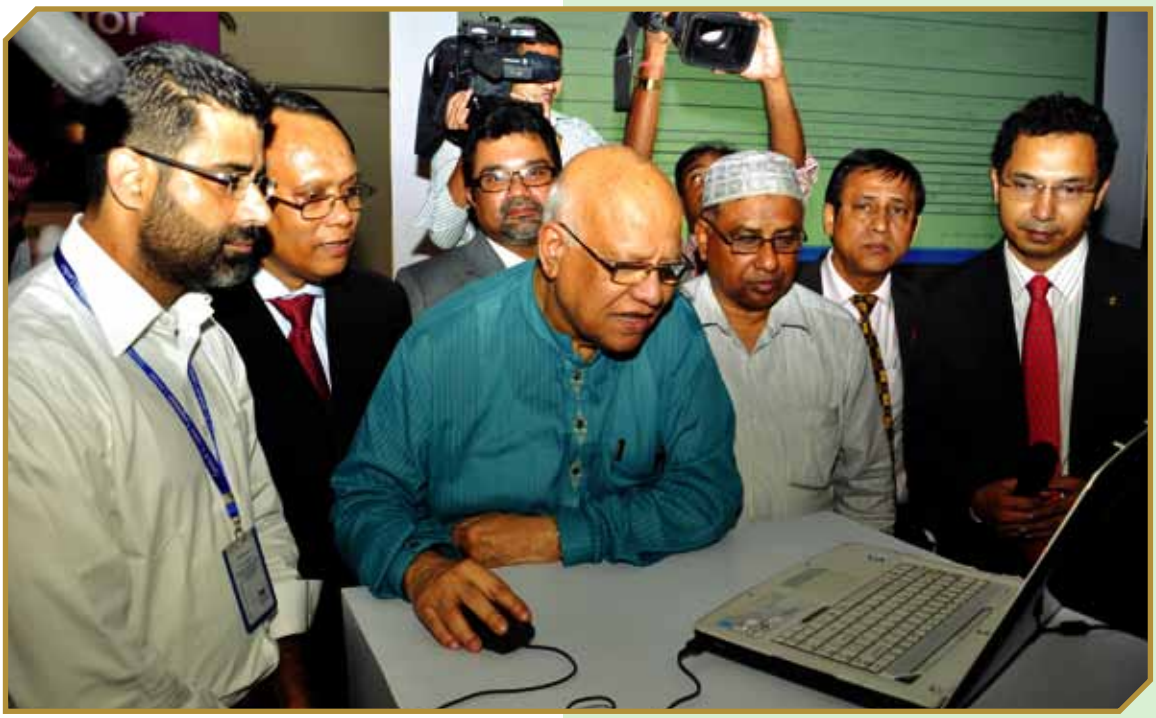

ঢাকা কাস্টমস হাউস অটোমেশন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এম.পি. (বাম থেকে চতুর্থ)। ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখ আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়), এনবিআর'র চেয়ারম্যান ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই'র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত (বসা, বাম থেকে তৃতীয়) এবং ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বসা, বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (বসা, ডানে), সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (বসা, বামে) এবং পরিচালকবৃন্দকে ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখ মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কার্যালয়ে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের (ডান থেকে পঞ্চম) নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া (ডান থেকে ষষ্ঠ) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ৫ জানুয়ারি ২০১১ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (ডান থেকে চতুর্থ), সহ সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়), শিল্প সচিব জনাব কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী (ডান থেকে সপ্তম) এবং ডিসিসিআই'র পরিচালকবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে অষ্টম) এর নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খানের (ডান থেকে অষ্টম) সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ সচিবালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (বাম থেকে সপ্তম), সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (বাম থেকে ষষ্ঠ), বাণিজ্য সচিব জনাব মোঃ গোলাম হোসেন (ডান থেকে ষষ্ঠ), এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই, এমসিসিআই এবং এসএমই ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় আয়োজিত "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করণে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক জাতীয় কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম.পি.। ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখ আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া (বাম থেকে চতুর্থ), বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান, এম.পি. (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে পঞ্চম), বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ড. আতিউর রহমান (ডান থেকে চতুর্থ), এনবিআর'র চেয়ারম্যান ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (বামে), এমসিসিআই সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং এফবিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

এমসিসিআই এবং এসএমই ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখ ডিসিসিআই আয়োজিত "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিতকরণে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক জাতীয় কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডানে)।

এমসিসিআই এবং এসএমই ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় ডিসিসিআই আয়োজিত "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করণে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক জাতীয় কনফারেন্সের ওয়ার্কিং সেশনে সঞ্চালন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মুখ্য সচিব জনাব এম এ করিম (বাম থেকে চতুর্থ)। ১৮ অক্টোবর ২০১১ তারিখ আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে পঞ্চম), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মর্তুজা রেজা চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়), বিনিয়োগ বোর্ডের (সদস্য) জনাব খায়রুল আনাম (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিকল্পনা কমিশনের জিইডি প্রধান জনাব ফখরুল আহসান (ডান থেকে চতুর্থ), অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী (ডানে), এসএমই ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ রেজওয়ানুল কবির (ডান থেকে তৃতীয়), পিপিপি কার্যালয়ের ডেপুটি ম্যানেজার জনাব উত্তম কুমার কর্মকার (বামে) এবং এমএমসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর (বাম থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই আয়োজিত "ডিজিটাল বাংলাদেশ: কানেক্টিভিটি অ্যান্ড দি গ্রোথ অফ ইকোনোমি" বিষয়ক সেমিনারের বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ২৩ মার্চ ২০১১ তারিখ অনুষ্ঠিত সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংস্থাপন বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব এইচ টি ইমাম (মাঝে), বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডানে) এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব জনাব সুনীল কান্তি বোস (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই আয়োজিত Capital Market Reforms in Bangladesh : Demand and Supply Side Constrains বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম। ২৮ মে ২০১১ তারিখ আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ মশিউর রহমান (বাম থেকে তৃতীয়), সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর এম খাইরুল হাসান (বাম থেকে দ্বিতীয়), ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সভাপতি জনাব শাকিল রিজভী (বামে), চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সভাপতি জনাব ফখর উদ্দিন আলী আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়) এবং ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ডিসিসিআই যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশে ই-পেমেন্ট ঃ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ" বিষয়ক পাবলিক-প্রাইভেট ডায়লগ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ডঃ আতিউর রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ৪ জুন ২০১১ তারিখ আয়োজিত সেমিনারে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব দাশগুপ্ত অসীম কুমার (বামে), আইএফসি'র প্রোগ্রাম ম্যানাজার ডঃ মাশরুর রিয়াজ (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই আয়োজিত "ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এম. পি. (ডান থেকে তৃতীয়)। ৩০ অক্টোবর ২০১১ তারিখ আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে চতুর্থ), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়), প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ (ডানে), পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খান (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং জনাব হোসেন এ সিকদার (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই আয়োজিত "খসড়া প্রতিযোগিতামূলক আইন" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া (ডান থেকে তৃতীয়)। ১ অক্টোবর ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে চতুর্থ), শিল্প সচিব জনাব কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), জনাব ওয়ালিউর রহমান (বামে) এবং এমসিসিআই সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "পর্যটন খাতের উন্নয়ন: সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এম.পি. (ডান থেকে তৃতীয়)। ৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে দ্বিতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (বামে) এবং ট্যুর অপারেটর্স এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (টোয়াব)'র সভাপতি জনাব হাসান মনসুর (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই আয়োজিত "কৃষি খাত ঃ বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, এম.পি. (ডান থেকে তৃতীয়)। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়) পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম (বামে), বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যাবস্থাপক জনাব সুকোমল সিংহ চৌধুরী (বাম থেকে দ্বিতীয়), কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম নূরুল আলম (ডানে) এবং ডিসিসিআই আহ্বায়ক মোঃ শোয়েব চৌধুরী (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ফান্ড (বিআইসিএফ)'র সহযোগিতায় "নতুন অর্থনৈতিক জোন ব্যবস্থা ঃ বাংলাদেশী ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ" বিষয়ক গোল টেবিল আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডানে)। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া (বসা, ডান থেকে তৃতীয়), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক-১ জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ (বাম থেকে চতুর্থ), ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান (বাম থেকে দ্বিতীয়), বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপ, বাংলাদেশ এর ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব জাফরুল ইসলাম (বাম থেকে তৃতীয়), আইএফসি'র রিজিওন্যাল বিজনেস লাইন লিডার জনাব পারমিতা দাসগুপ্তা (বসা, ডান থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ফান্ড (বিআইসিএফ)'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মি. মার্টিন নরম্যান (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং পণ্যের গুণগতমান অক্ষুণ্ন রেখে সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান (ডান থেকে চতুর্থ)। ১১ জুলাই ২০১১ তারিখের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম (ডান থেকে তৃতীয়), ওয়ালিউর রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং প্রাক্তন সভাপতি জনাব এম এ মোমেন (ডান থেকে দ্বিতীয়) প্রাক্তন পরিচালক মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই এবং সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) যৌথভাবে আয়োজিত "যাকাত: অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি" বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ৭ আগস্ট ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (ডানে), সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই, স্কলারস্ বাংলাদেশ যৌথভাবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ইউএনপিডি'র সহায়তায় আয়োজিত "How to Do Business with the United Nations Procurement Division (UNPD) & Vendor Registration" বিষয়ক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ৩০ মে ২০১১ তারিখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (ডানে) এবং সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "শিল্পায়নের পূর্বশর্ত ঃ শ্রমিক মালিক সুসম্পর্ক" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ৭ মে, ২০১১ তারিখ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে চতুর্থ), প্রাক্তন সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান (বাম থেকে তৃতীয়), বিজিএমইএ'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব আনোয়ার উল আলম চৌধুরী (ডানে), ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (বামে) কে উক্ত অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই এবং সিয়াফ ভেঞ্চারর্স ম্যানেজমেন্ট এলএলসি যৌথভাবে আয়োজিত "ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের (এসএমই) জন্য বিকল্প অর্থায়ন" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান (ডান থেকে তৃতীয়)। ২০ জুলাই ২০১১ তারিখ আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (বাম থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (বামে), সিয়াফ ভেঞ্চারর্স ম্যানেজমেন্ট এলএলসি এর ম্যানেজিং পার্টনার ড. জিয়া আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং জনাব ফাহিম আহমেদ (ডানে) উপস্থিত রয়েছেন।

ডিসিসিআই এবং থাইল্যান্ডের বাণিজ্য প্রতিনিধিদের সাথে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে তৃতীয়)। ২১ জুন ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ছবিতে থাইল্যান্ডের বিনিয়োগে বোর্ডের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল মি. সুংসাক লিমবানিয়ান (ডান থেকে দ্বিতীয়), থাই-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সেলের সভাপতি মি. মিংপ্যান্ট চায়া (বাম থেকে তৃতীয়), বাংলাদেশ-থাই চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি ও ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব এম এ মোমেন (ডানে), ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বসা বাম থেকে তৃতীয়) এবং ওয়েলস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের চেয়ারম্যান জনাব দিলাবর এ হোসেন (বসা ডান থেকে পঞ্চম) নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করছেন। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং ওয়েলস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে দ্বিতীয়) জাতীয় বাজেট ২০১১-২০১২ এর জন্য ডিসিসিআই'র সুপারিশমালা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর নিকট উপস্থাপন বিষয়ক সভায় বক্তব্য রাখছেন। ১২ এপ্রিল ২০১১ তারিখ এনবিআর কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ নাসিরউদ্দিন আহমেদ (বামে), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন (ডানে) রয়েছেন।

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন অফ বাংলাদেশ টু জাপান" বিষয়ক ডায়লগে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান (মাঝে)। ১৪ জুলাই ২০১১ তারিখের অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মি. তামাতসো সিনোতসুকা (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (ডানে) এবং জেট্রো-বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি মি. তাকাসি সুজুকি (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই'তে অনুষ্ঠিত "ইউকে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইন বাংলাদেশ" বিষয়ক এক বাণিজ্য আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম (মাঝে)। ২৭ মার্চ ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশস্থ বৃটিশ দূতাবাসের মান্যবর হাইকমিশনার মি. স্টিফেন ইভান্স (ডান থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (ডানে), সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (বামে) এবং ইউকে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট বিভাগের প্রধান মি. কেভিন রিংহাম (বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই'র সিএসআর কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব নুরুল করিম চৌধুরী জিন্নাহ'র (বাম থেকে চতুর্থ) নিকট চেক হস্তান্তর করছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে ষষ্ঠ)। ৭ আগস্ট ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই বিসনেজ ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০ এপ্রিল, ২০১১ তারিখ আয়োজিত 'হাউ টু ইস্ট্যাবলিশ অ্যা নিউ বিজনেস' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (বসা, বাম থেকে তৃতীয়), ডিবিআই নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী (বসা, ডান থেকে তৃতীয়) এবং উপ সচিব ও কোর্স সমন্বয়কারী জনাব মোঃ শামসুদ্দিন আজাদ (বসা, বাম থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

চায়না কাউন্সিল ফর দি প্রোমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (সিসিপিআইটি) এর আমন্ত্রণে ১৯তম চায়না ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কমোডিটিস ফেয়ার ২০১১, কুনমিং এ অংশগ্রহণের জন্য ডিসিসিআই'র ৩২ সদস্যের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সাথে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (সবা, ডান থেকে পঞ্চম) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে চতুর্থ), বাংলাদেশে নিযুক্ত শ্রীলংকার হাইকমিশনার মি. এস কে ওয়েরাগোদা (বাম থেকে চতুর্থ) কে ফুল উপহার দিচ্ছেন। ১৬ মার্চ, ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রীলংকার ডেপুটি হাই কমিশনার মি. এইচ এম টি ডি হেরাথ (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), জনাব কে জি করিম (ডানে), আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন (বামে) জনাব হোসেন এ সিকদার (ডান থেকে চতুর্থ), জনাব এম বশির উল্লাহ ভুঁইয়া (বাম থেকে ষষ্ঠ) জনাব আবসার করিম চৌধুরী (বাম থেকে চতুর্থ) এবং জনাব কে এম এন মনজুরুল হক (বাম থেকে তৃতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে পঞ্চম), বাংলাদেশস্থ ফিলিপিনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মি. বাহনারিম আবু গুইনমলা (বাম থেকে চতুর্থ) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন। ২৩ জানুয়ারি ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (ডান থেকে চতুর্থ), পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), জনাব ওসমান গনি (বাম থেকে তৃতীয়), জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ (ডান থেকে তৃতীয়), জনাব এম আনওয়ারুল হক (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই'র অতিরিক্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে পঞ্চম) বাংলাদেশস্থ মালদ্বীপের মান্যবর হাইকমিশনার মি. আহমেদ সারির (ডান থেকে চতুর্থ) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন। ১০ জানুয়ারি ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (ডান থেকে পঞ্চম), সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (বাম থেকে চতুর্থ), পরিচালক জনাব কে এম এন মনজুরুল হক (বামে), জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া (বাম থেকে দ্বিতীয়), জনাব এম আবু হোরায়রা (বাম থেকে তৃতীয়), জনাব ওসমান গনি (ডান থেকে দ্বিতীয়) এবং ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই'র পরিচালক জনাব মাহাবুব আনাম এর নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন।

ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীরের নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র পরিচালনাপর্ষদ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওসমান গনি, জনাব মাহাবুব আনাম, জনাব এম বশির উল্লাহ ভূইয়া কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে দ্বিতীয়) ৩০ জুন ২০১১ তারিখ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের বার্ষিক জয়েন্ট এ্যাডভাইজরি গ্রুপ মিটিং-এ NTF II প্রকল্প বিষয়ক দলিলে স্বাক্ষর করছেন।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই এবং বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) যৌথভাবে বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত "Accreditation: Supporting the work of regulators" বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া। ৮ জুন ২০১১ তারিখ আয়োজিত অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব এ কে আজাদ (বসা, ডানে), ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়), শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী (বসা, ডান থেকে দ্বিতীয়), বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট মইনুদ্দিন মিয়াজী (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবু আব্দুল্লাহ (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার আয়োজিত "কনজুমার রাইটস্ অ্যান্ড রেসপনসিবিলিটিস" বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান (ডান থেকে তৃতীয়)। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে অনুষ্ঠিত সেমিনারের ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে চতুর্থ), উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম (ডানে), জনাব এম আবু হোরায়রা (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই, অক্সফাম বাংলাদেশ এবং ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল লাইভলিহুড (সিএসআরএল) যৌথভাবে আয়োজিত "জলবায়ু পরিবর্তন এবং বেসরকারী খাতের প্রেক্ষিত" শীর্ষক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়)। ৭ মার্চ ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডঃ কাজী খালিকুজ্জামান আহমেদ (ডান থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে তৃতীয়) সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন। ২৫ জানুয়ারি ২০১০ তারিখ ডিসিসিআইতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (বাম থেকে তৃতীয়), পরিচালক জনাব ওসমান গনি (ডানে), আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন (ডান থেকে দ্বিতীয়), জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং জনাব কে এম এন মনজুরুল হক (বামে) দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত "জাতীয় বাজেট ২০১১-২০১২" বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (মাঝে)। ৪ মে ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (ডান থেকে দ্বিতীয়), সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব হোসেন এ শিকদার (বামে) এবং জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

১৬ জুন ২০১১ তারিখ ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (মাঝে) বাজেট উত্তর সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন। ডিসিসিআইতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), প্রাক্তন সভাপতি জনাব বেনজির আহমেদ (ডান থেকে দ্বিতীয়), জনাব হোসেন খালেদ (ডানে) এবং পরিচালক জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই ২০১২ সালের জন্য নবনির্বাচিত সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম-এর সাথে ডিসিসিআই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন, ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব জাফর ওসমান, জনাব হোসেন খালেদ, ডিসিসিআই'র বিদায়ী পরিচালকবৃন্দ এবং নবনির্বাচিত পরিচালকবৃন্দ কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই এবং বাংলাদেশ কাউন্সিল অফ সাইন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (বিসিএসআইআর) যৌথভাবে "উদ্যোক্তা এবং বিজ্ঞানীদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ" বিষয়ক পাবলিক-প্রাইভেট ডায়লগে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ২০ নভেম্বর ২০১১ তারিখ আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে তৃতীয়), ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (ডানে), বিসিএসআইআর চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ আহমেদ ইসমাইল মোস্তফা (বাম থেকে দ্বিতীয়) এবং ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে পঞ্চম), বাংলাদেশস্থ জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মি. শিরো সাদোসিমা (বাম থেকে চতুর্থ) কে ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছেন। ২৪ নভেম্বর, ২০১১ তারিখ ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (ডান থেকে ষষ্ঠ) এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই-এর বর্ষব্যাপী কিছু উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত

ডিসিসিআই, অক্সফাম বাংলাদেশ এবং ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল লাইভলিহোড (সিএসআরএল) যৌথভাবে আয়োজিত "বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এর সম্ভাব্য প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা" বিষয়ক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডঃ আইনুন নিশাত (বাম থেকে তৃতীয়)। ১২ মার্চ ২০১১ তারিখ ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে তৃতীয়), সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (বাম থেকে দ্বিতীয়), পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার (বামে), ডিসিসিআই'র সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন (ডান থেকে দ্বিতীয়), সেন্টার ফর গ্লোবাল চেঞ্জ (সিজিসি) এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আহসান উদ্দিন আহমেদ (ডানে) কে দেখা যাচ্ছে।

ডিসিসিআই, অক্সফাম বাংলাদেশ এবং ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল লাইভলিহুড (সিএসআরএল) যৌথভাবে আয়োজিত "ক্লিন ডেভেলপমেন্ট ম্যাকানিজম (সিডিএম)" বিষয়ক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ বাংলাদেশ (সিডিআরবি) এর চেয়ারম্যান ডঃ মিজানুর রহমান শেলী (বাম থেকে দ্বিতীয়)। ২০ মার্চ ২০১১ তারিখ অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (বাম থেকে তৃতীয়), ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (ডান থেকে তৃতীয়), পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ শিকদার (বামে) এবং এম বশির উল্লাহ ভূইয়া (ডান থেকে দ্বিতীয়) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার এবং তুরস্কের বাণিজ্য প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম (ডান থেকে দ্বিতীয়)। ১১ এপ্রিল ২০১১ তারিখ অনুষ্ঠানে তুরস্ক-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি মি. ফ্রিকরেট চিচেক (বাম থেকে দ্বিতীয়), ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর (ডানে), সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন (বামে) কে দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর বাংলা নববর্ষ-১৪১৮ উদ্‌যাপন

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর ইফ্তার মাহ্ফিল অনুষ্ঠান

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর বার্ষিক বনভোজন-২০১১

ডিসিসিআই'র স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১১ এর গ্রুপ ছবি

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এগ্রোবেইজড ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-২০১১

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন সিভিল এভিয়েশন, ট্যুরিজম অ্যান্ড সার্ভিসেস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট-২০১১

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন সিএসআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ইস্যুস-২০১১

ডিসিসিআই'র স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১১ এর গ্রুপ ছবি

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন কাস্টমস, ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সেশন-২০১১

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিসিসিআই ব্র্যান্ডিং, পিআর অ্যান্ড পাবলিকেশনস-২০১১

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স-২০১১

ডিসিসিআই'র স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১১ এর গ্রুপ ছবি

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস-২০১১

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ঢাকা সিটি ট্রাফিক এন্ড ট্রান্সপোর্টেশন-২০১১

Environment Global Warming, Renewable Energy, Carbon Trading and Pollution Control Standing Committee-2011

ডিসিসিআই'র স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১১ এর গ্রুপ ছবি

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এক্সপোর্ট পলিসি, এক্সপোর্ট প্রোমোশন, ডাইভারসিফিকেশন, মাল্টি লেটার‍্যাল অ্যান্ড বাই লেটার‍্যাল ট্রেড এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি (Including Privatization of SOEs)-২০১১

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এফ ডি আই, ক্যাপিট্যাল মার্কেট এ্যান্ড পোর্টফলিও ইনভেস্টমেন্ট-২০১১

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ফিন্যান্সসিয়াল ইনস্টিটিউসন্স অ্যান্ড সার্ভিসেস-২০১১

ডিসিসিআই'র স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১১ এর গ্রুপ ছবি

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট-২০১১

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট-২০১১

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ইমপোর্ট পলিসি, ইমপোর্ট, ইন্ডেন্টিং ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন-২০১১

ডিসিসিআই'র স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১১ এর গ্রুপ ছবি

Standing Committee on Infrastructure Facilities (Power & Energy) for Private Sector Development-2011

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি-স্মাগলিং ইনিসিয়েটিভ-২০১১

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ন্যাশনাল কমিউনিকেশন, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট-২০১১

ডিসিসিআই'র স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১১ এর গ্রুপ ছবি

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন পোর্ট, শিপিং অ্যান্ড
আইসিডি/ইপিজেড/এসইজেড-২০১১

Standing Committee on "Projects Development, DBI, Research, Library and Knowledge Centre - 2011"

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স
এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং-২০১১

ডিসিসিআই'র স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১১ এর গ্রুপ ছবি

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এসএমই এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন-২০১১

Standing Committee on Telecom, ICT and Intellectual Property Rights Standing Committee -2011

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার-২০১১

দি ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর জেনারেল বডিতে ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ মেয়াদকালে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিবৃন্দ

০১। জনাব আবুল কাসেম খান
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই।

০২। জনাব এম শাহজাহান খান
প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই।

০৩। জনাব এটিএম ওয়াজিউল্লাহ
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই।

০৪। জনাব এ এস এম কাসেম
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই।

০৫। জনাব হোসেন খালেদ
প্রাক্তন সভাপতি, ডিসিসিআই।

০৬। জনাব নেসার মাকসুদ খান
প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই।

মন্ত্রণালয় ও সরকারী-আধাসরকারী সংস্থার বিভিন্ন কমিটিতে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র প্রতিনিধিবৃন্দ- ২০১১

ক্র. নং	ফাইল, অফিস, সংস্থা, বিষয়বস্তু	প্রতিনিধি/বিকল্প প্রতিনিধি
০১	পি এস/ডিসি/ বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই), কাউন্সিল সভা	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
০২	পি এস/ডিসি/ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পরামর্শ দাতা কমিটি	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
০৩	পি এস/ডিসি/ রপ্তানী উন্নয়ন পরিষদ (ইপিবি), কাউন্সিল সভা	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
০৪	পি এস/ডিসি/ বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড (বিএসএল)	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
০৫	পি এস/ডিসি/ ঢাকা ওয়াসা, কাউন্সিল সভা	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
০৬	পি এস/ডিসি/ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, কাউন্সিল সভা	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
০৭	পি এস/ডিসি/ বাংলাদেশ তিতাস গ্যাস, বোর্ড সভা	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
০৮	পি এস/ডিসি/ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, কমিশন সভা	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
০৯	পি এস/ডিসি/ বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানী লিমিটেড	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
১০	পি এস/ডিসি/ এসএমই এ্যাডভাইজরি কমিটি	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
১১	অর্থ মন্ত্রণালয়/ইআরডি/হাই লেভেল এশিয়া প্যাসিফিক পলিসি ডায়লগ	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই
১২	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ঃ প্রাইভেট সেক্টর ডেভেলপমেন্ট পলিসি কো-অর্ডিনেশন কমিটি	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ইপিবি/ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত সভাসমূহ

WTO/FTA/TRIPS/BIMESTEC/Multilateral etc.

১৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতির পর্যালোচনা বিষয়ক কমিটিতে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম আবু হোরায়রা পরিচালক, ডিসিসিআই
১৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশে ডাম্বকৃত সূতা আমদানী হচ্ছে মর্মে অভিযোগের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম আবু হোরায়রা পরিচালক, ডিসিসিআই
১৫	Ministry of Commerce: WTO: Workshop on the Agreement on Sanitary and Phyto-Sanitary (SPS): DCCI Representative	Mr. Mohd. Iftekharuddin (Naushad) Convenor, CSR S/C, DCCI
১৬	Ministry of Commerce: WTO: Current Negotiation Status of WTO Issues: DCCI Representative	Mr. S. Rumi Saifullah Convenor, DCCI Brading, PR & Publication S/C
১৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া এফটিএ সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন সচিব, ডিসিসিআই
১৮	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা এফটিএ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন সচিব, ডিসিসিআই
১৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ট্রেড ইন সার্ভিসেস (TRIPS) সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
২০	Working Group 4: WTO: TBT Committee: TRIPS: সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
২১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ-ভারত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ট্রেড বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন সচিব, ডিসিসিআই
২২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়া যৌথ কমিশন এর সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
২৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/SAFTA Framework Agreement on Trade in Services of Core Group	জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন সচিব, ডিসিসিআই
২৪	ডব্লিউটিও গ্রুপ # ০১ঃ নন-এগ্রিকালচার মার্কেটিং একসেসঃ (নামা) সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
২৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ-মায়ানমার (বার্মা) দ্বি-পাক্ষিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য উন্নয়নে জয়েন্ট ট্রেড কমিশন বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
২৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকারে USITC বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এফবিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত ৪র্থ ট্রেড পলিসি রিভিউ সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই

২৮	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বিমসটেক/এফটিএ চুক্তির আওতায় TNC Meeting সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ সংশোধিত ট্যারিফ সিডিউল চুড়ান্তকরণের নিমিত্তে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
২৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/কৃষিজাত পণ্যের ট্যারিফ প্রেফারেন্স সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ-নেপাল এর মধ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির উপ সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৩০	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ইপিবিঃ WTO Agreement on TRIPS শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির উপ সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৩১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ভুটানের নিকট শুল্কমুক্ত সুবিধা চাওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় রপ্তানীযোগ্য পণ্য তালিকা চুড়ান্তকরণের নিমিত্তে অনুষ্ঠিত সভায় প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির উপ সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৩২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/SAFTA এর আওতায় বাংলাদেশী সেনসেটিভ লিষ্ট চুড়ান্তকরণ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সিনিয়র অফিসার, (গবেষণা), ডিসিসিআই

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ইপিবি আয়োজিত নীতি, আইন, মেলা সংক্রান্ত সভাসমূহ

৩৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/কোরিয়ান মেলা-২০১২/ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজিশন, ইয়োসু, কোরিয়া-২০১২ এ অংশগ্রহণ সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটির সভা	জনাব টি আই এম নূরুল কবীর উর্ধ্বতন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই
৩৪	ইপিবি, ডিআইটিএফ-২০১১ এ স্থাপিত প্যাভিলিয়ন/স্টল এর মূল্যায়ন সংক্রান্ত কমিটিতে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব নাসির হোসেন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই
৩৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/বিপিসি/ফিশারী প্রডাক্ট বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব নাসির হোসেন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই
৩৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/বিপিসি/লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব কে জি করিম পরিচালক, ডিসিসিআই
৩৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/জেলা প্রশাসক-বাণিজ্য শাখা/অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ সংক্রান্ত জেলা কমিটিতে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব নিয়াজ রহিম পরিচালক, ডিসিসিআই
৩৮	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/চিনি ও ভোজ্যতেল বিপণনের ক্ষেত্রে ডিলারশীপ/পরিবেশক পদ্ধতি প্রবর্তনের নিমিত্তে খসড়া নীতিমালা চুড়ান্তকরণের বিষয় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব নিয়াজ রহিম পরিচালক, ডিসিসিআই
৩৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ইপিবি/ রপ্তানী নীতি ২০০৯-২০১২ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন বিষয়ক সভা	জনাব এম বশির উল্লাহ ভুঁইয়া পরিচালক, ডিসিসিআই
৪০	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ভোজ্যতেল, চিনি সরবরাহ এবং আমদানীকারক, পরিশোধক ও উৎপাদকদের সাথে মূল্য পরিস্থিতি বিষয় আলোচনা	জনাব এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম পরিচালক, ডিসিসিআই
৪১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ইপিবি/ডিআইটিএফ-২০১২ঃ অর্থ উপ কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আবসার করিম চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
৪২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ইপিবি/ডিআইটিএফ-২০১২ঃ অংশগ্রহণকারী ও পণ্য নির্বাচন উপ কমিটিতে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম বশির উল্লাহ ভুঁইয়া পরিচালক, ডিসিসিআই

৪৩	বিপিসি/এগ্রো প্রডাক্ট বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এর নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং সাধারণ সদস্য হিসেবে ডিসিসিআই এর মনোনিত প্রতিনিধি	জনাব নিয়াজ রহিম পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব শোয়েব চৌধুরী আহবায়ক, এগ্রোবেইজড ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডিং কমিটি, ডিসিসিআই
৪৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/Universal Exposition – 2015, Milan, Italy শীর্ষক এক্সপোতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম আনওয়ারুল হক পরিচালক, ডিসিসিআই
৪৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/জাতীয় রপ্তানী ট্রফি প্রদানের লক্ষ্যে ট্রফি নির্বাচন বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই
৪৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত মিশন ভিত্তিক রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটিতে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব ওসামা তাসির আহবায়ক, রপ্তানী পলিসি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ইপিবি/ ২০১১-২০১২ রপ্তানী হ্রাস, কৌশল নির্ধারণ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আবুল হোসেন আহবায়ক, এইচআরডি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি
৪৮	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় রপ্তানী ট্রফি নীতিমালা ২০০৬ সংশোধন সংক্রান্ত অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন সচিব, ডিসিসিআই
৪৯	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ সোসাইটিজ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১১ সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	সৈয়দ দেলোয়ার হোসেন অতিরিক্ত সচিব (প্রাশাঃ), ডিসিসিআই
৫০	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ডাইরেক্ট সেল (এম এল এম) আইন ২০১১ এর খসড়া প্রণয়ন সম্পর্কিত অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
৫১	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ কোম্পানী আইন ১৯৯৪ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির উপ সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৫২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ খসড়া প্রতিযোগিতামূলক আইন বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির উপ সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৫৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত অত্যাবশকীয় পণ্য বিপণন, ভোজ্যতেল ও চিনির আমদানী এবং বাজার মূল্য পরিস্থিতি সম্পর্কিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
৫৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ইপিবি কর্তৃক আয়োজিত ইয়াংগুন, মায়ানমারে Bangladesh Single Country Trade Fair আয়োজনের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোঃ শামসুদ্দিন আজাদ উপ সচিব (প্রশাসন) ডিসিসিআই
৫৫	বিএফটিআই (BFTI) এর বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির উপ সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৫৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ঃ ইপিবিঃ Paper and Paper Products: Exports: Problems & Solution: সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মনির হোসেন সিনিয়র অফিসার (গবেষণা), ডিসিসিআই
৫৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ইপিবি আয়োজিত রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর এক্সপোর্ট ডাইরেক্টরী ডাটাবেইজ হাল নাগাদ করণ সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মনির হোসেন সিনিয়র অফিসার (গবেষণা), ডিসিসিআই
৫৮	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ইপিবিঃ Agro-processed product diversification and selection for export market শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আজিজুর রহমান সিনিয়র অফিসার (গবেষণা), ডিসিসিআই

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত সভাসমূহ

৫৯	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আয়োজিত ঔষধ শিল্পের উপর TRIPS Agreement এ প্রদত্ত ছাড়পত্রের মেয়াদ ২০১৬ বৃদ্ধি সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আবসার করিম চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
৬০	ট্যারিফ কমিশন/বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত Study on Problems of Trade Facilitation: Way Forward বিষয়ক সভা	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির উপ সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৬১	ট্যারিফ কমিশন/বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সেকেন্ডারী কোয়ালিটি কালার কয়েল এর শুল্ক হ্রাস বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির উপ সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৬২	ট্যারিফ কমিশন/বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ভারতের নিকট ৬১টি পণ্যের শুল্ক অপসারণের জন্য প্রণীত তালিকা বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির উপ সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৬৩	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন উৎপাদিত কাঁচা রাবারের উপর শুল্ক প্রত্যাহার বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির উপ সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৬৪	ট্যারিফ কমিশন/বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত মূল্য সংযোজন কর (মূসক) এর আওতায় বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির উপ সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৬৫	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশের সেনসিটিভ তালিকা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে India, Pakistan, Nepal and Sri Lanka এর অনুরোধ তালিকা পূর্ণবিবেচনার জন্য অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির উপ সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৬৬	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ভারতের নিকট প্রেরিত বাংলাদেশের ৬১টি পণ্যের শুল্ক অপসারণের জন্য প্রণীত তালিকা পূণঃবিন্যাসকরণ সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির উপ সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৬৭	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশের সেনসেটিভ তালিকা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে India, Pakistan, Nepal and Sri Lanka এর অনুরোধ তালিকা পূর্ণ বিবেচনার জন্য অনুষ্ঠিতব্য সভা	জনাব মনির হোসেন সিনিয়র অফিসার (গবেষণা), ডিসিসিআই

বিনিয়োগ বোর্ড/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/শিল্প মন্ত্রণালয়/ওয়াইপো, কপিরাইট অফিস আয়োজিত সভাসমূহ

৬৮	শিল্প মন্ত্রণালয়/WIPO: High Level Forum on "Building a Comprehensive Framework for Promotion Development in LDC through Innovation and Creativity" Turkey	জনাব টি আই এম নূরুল কবীর উর্ধ্বতন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই
৬৯	শিল্প মন্ত্রণালয়/Intellectual Property Rights (IPR) and WIPO এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত "1st Roundtable Meeting on a Structured Enforcement Approach in the Private Sector"	জনাব টি আই এম নূরুল কবীর উর্ধ্বতন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৭০	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই)ঃ কাউন্সিল সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম আনওয়ারুল হক পরিচালক, ডিসিসিআই

৭১	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিএসটিআই, ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম আনওয়ারুল হক পরিচালক, ডিসিসিআই
৭২	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) গভর্নিং বডির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম আনওয়ারুল হক পরিচালক, ডিসিসিআই
৭৩	Ministry of Industries: BSTI/UNIDO: Experience of Developing South African and African Qauality and Conformity Assessment infrastructure: Lesson for Bangladesh. DCCI Representative:	জনাব এম আনওয়ারুল হক পরিচালক, ডিসিসিআই
৭৪	Ministry of Industries: BSTI: UNIDO Workshop on Implementation of ISO 9001. DCCI Representative	জনাব আবসার করিম চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই
৭৫	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম আবু হোরায়রা পরিচালক, ডিসিসিআই
৭৬	শিল্প মন্ত্রণালয়/এনপিও/এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ এর বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
৭৭	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত সেবা শিল্প খাতের অতিরিক্ত কিছু সংখ্যক সিআইপি (শিল্প)'র কোটা নির্ধারণের জন্য অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই
৭৮	প্রাইভেটাইজেশন কমিশন এর বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই
৭৯	শিল্প মন্ত্রণালয়/এনপিও/এপিও/জাতীয় উৎপাদনশীলতা বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	সৈয়দ হাবিবুর রহমান সহ আহবায়ক, ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি, ডিসিসিআই
৮০	বিনিয়োগ বোর্ড/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ঃ বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী শাখা/ লিয়াজোঁ অফিস পরিচালনা এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসহ স্থানীয়ভাবে নিবন্ধিত শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মানুমতি প্রাপ্ত বিদেশী কর্মীদের বাংলাদেশে অবস্থান সহজীকরণ।	২০০৯ সালের একটি সভার কার্যবিবরণী ঢাকা চেম্বারে প্রেরিত হয়েছে
৮১	বিনিয়োগ বোর্ড/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ঃ শিল্প বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ এবং স্ব স্ব সেক্টরে বিদ্যমান বিনিয়োগ সুবিধাসহ বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যক্রমকে অধিকতর যুগোপযোগী করার জন্য অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৮২	বিনিয়োগ বোর্ড/বাংলাদেশে খাতভিত্তিক শিল্প বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৮৩	ডিসি/শিল্প মন্ত্রণালয়/এসএমই সেল/Strategic Support to SME Sector, Training and Capacity Buildind (SMESDP Project) এর চুড়ান্ত রিপোর্ট এর ০৮ (আট) খণ্ডের ১টি সেট ডিসিসিআই লাইব্রেরীতে আছে, কনসাল্ট্যান্ট হিসেবে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব আবু হায়দার সরদার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, ডিবিআই, ডিসিসিআই মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই

৮৪	শিল্প মন্ত্রণালয়/বিএসএফআইসি অধীনে চিনি শিল্পের উপর টাস্কফোর্স সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম পরিচালক, ডিসিসিআই
৮৫	শিল্প মন্ত্রণালয়/বিএসএফআইসি অধীনে লোকসানে পরিচালিত চিনি শিল্পের আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করার উপর টাস্কফোর্স সভা	জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া পরিচালক, ডিসিসিআই
৮৬	শিল্প মন্ত্রণালয়/ডব্লিউটিও গ্রুপ # ৪, (TRIPS) ট্রিপস চুক্তি সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৮৭	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Bangladesh Pure Food Act 2005 অনুযায়ী গঠিত National Food Safety Advisory Council এর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে খাদ্যের মান নির্ধারণের নিমিত্তে Technical Sub Committee তে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস সামসুন নাহার আহবায়ক, প্রটেকশন অব কনজুমারস রাইট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি, ডিসিসিআই
৮৮	শিল্প মন্ত্রণালয়/Geographical Indication (GI) পণ্যের তালিকা সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৮৯	শিল্প মন্ত্রণালয়/বিএসটিআই/ টিবিটি: (Technical Barrier of Trade) সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৯০	শিল্প মন্ত্রণালয়/ MoU between D-8 M. States: আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৯১	শিল্প মন্ত্রণালয়/Working Group # 4: WTO on Pharmaceutical Producsts are exempted under TRIPS Agreements until 01 January 2016. সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৯২	শিল্প মন্ত্রণালয়/Strategic Support to SME Sector Training and Capacity Building প্রকল্পে ডিসিসিআই সহায়তা	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৯৩	শিল্প মন্ত্রণালয়/বিগত ৬-৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ সময়ে কোরিয়াতে অনুষ্ঠেয় Workshop on Innovation and Competitiveness in SMEs শীর্ষক কর্মসূচীতে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৯৪	শিল্প মন্ত্রণালয়: Steering Committee Meeting on Best Work and Standards Program শীর্ষক কর্মসূচীতে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৯৫	শিল্প মন্ত্রণালয়/প্রস্তাবিত সেবা খাতের কোটায় সিআইপি (শিল্প) নির্বাচনের মানদণ্ড চুড়ান্তকরণের জন্য বিসিক ও এমসিসিআই হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের বিষয়ে আলোচনা ও সুপারিশ/সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
৯৬	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আই পি সেন্টার স্থাপন, ওয়াইপো বিষয়ক বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই

৯৭	শিল্প মন্ত্রণালয়/কপি রাইট অফিস/ওয়াইপো কর্তৃক আয়োজিত Copyright and Collective Management (CMO) ওয়ার্কশপ এ ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
৯৮	শিল্প মন্ত্রণালয়/ ISO-26000 Guidance on Social Responsibility বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
৯৯	শিল্প মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড/ISO-15189 শীর্ষক মেডিক্যাল ল্যাবরেটরী এ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক কর্মশালা	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
১০০	বিনিয়োগ বোর্ডঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ঃ Feasibility Study of Public-Private Partnership Projects প্রশিক্ষণ কোর্সে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মনির হোসেন সিনিয়র অফিসার (গবেষণা), ডিসিসিআই
১০১	শিল্প মন্ত্রণালয়ঃ ওয়াইপো এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত "National Policy Forum on the Use of Intellectual Property for Technological Capacity Building, Economic Growth & Development" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মুশফিকুল হক চৌধুরী সিনিয়র অফিসার, (বি.বি.এ.কলেজ) এবং মিস শামীমা হক মুন্নী সিনিয়র অফিসার (এইচআরএম), ডিসিসিআই

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় আয়োজিত সভাসমূহ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

১০২	ক) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক আয়োজিত উন্মুক্ত সভায় অংশগ্রহণ খ) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ, বিপণন ও বিতরণ ট্যারিফ প্রবিধানমালা ২০১১ এর উপর মতামত গ) পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের বিদ্যুতের খুচরা বিক্রয়মূল্য পুণঃনির্ধারণের আবেদনের উপর কমিশনের আদেশ ঘ) সিএনজি স্টেশন এবং কনর্ভাশন ওয়ার্কশপসমূহের কোয়ালিটি অফ সার্ভিস নিশ্চিতকরণ বিষয় সভা	জনাব নিয়াজ রহিম পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব হুমায়ুন রশিদ আহবায়ক, পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি, ডিসিসিআই জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই
১০৩	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক আয়োজিত "Energy Managemnet and Development: Role of Regulator" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি:	জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই
১০৪	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক আয়োজিত পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের দাখিলকৃত বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধির আবেদনের উপর গণশুনানীতে ডিসিসিআই প্রতিনিধির অংশগ্রহণ	জনাব নিয়াজ রহিম পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব হুমায়ুন রশিদ আহবায়ক, পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি, ডিসিসিআই জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই

১০৫	পেট্রোবাংলা কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনে দাখিলকৃত ভোক্তা পর্যায়ে সি এন জি এর বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধির আবেদনের উপর অনুষ্ঠিত গণশুনানীতে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এস রুমী সাইফুল্লাহ আহবায়ক, ডিসিসিআই ব্র্যান্ডিং, পিআর অ্যান্ড পাবলিকেশন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই
১০৬	বাংলাদেশ বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন দাখিলকৃত বিদ্যুতের বাল্ব ট্যারিফ মূল্যহার বৃদ্ধির আবেদনের উপর গণশুনানীতে ডিসিসিআই প্রতিনিধির অংশগ্রহণ	জনাব নিয়াজ রহিম পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব হুমায়ুন রশিদ আহবায়ক, পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি, ডিসিসিআই জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই
১০৭	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন দাখিলকৃত বিদ্যুতের খুচরা ট্যারিফ বৃদ্ধির আবেদনের উপর গণশুনানীতে ডিসিসিআই প্রতিনিধির অংশগ্রহণ	জনাব নিয়াজ রহিম পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব হুমায়ুন রশিদ আহবায়ক, পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি, ডিসিসিআই জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই
১০৮	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সি এন জি স্টেশন এবং কনভার্সশন ওয়ার্কশপসমূহের কোয়ালিটি অব সার্ভিস নিশ্চিতকরণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধির অংশগ্রহণ	জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই

বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি, আইএফসি, বিআইসিএফ, আইবিএফবি এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ আয়োজিত সেমিনার ও সভাসমূহঃ

১০৯	WB/IFC/M.I.G.A: Public-Private Dialogue (PPD) and Investmnet Policy for Competitive Economies: DCCI Rep:	Mr. T. I. M. Nurul Kabir Senior Vice President, DCCI
১১০	IFC/BICF: Global Workshop on PPD for Competitive Economics. DCCI Representative	Mr. T. I. M. Nurul Kabir Senior Vice President, DCCI
১১১	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক এর কার্যক্রম ও কার্যপরিধি শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব টি আই এম নূরুল কবীর উর্ধ্বতন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই
১১২	WB, Dhaka Office: Business Outreach and Procurement Workshop: DCCI Representative:	Mr. M. Bashir Ullah Bhuiyan Director, DCCI
১১৩	International Business Forum of Bangladesh (IBFB): National Workshop on Business Ethics: DCCI Representative:	Mr. M. Anwarul Haque, and Engr. Syed Mosharraf Hossain, Directors, DCCI

১১৪	ADB: Co-Financing Greenhouse Gas Mitigation Project through Carbon Revenue Worskhop: DCCI Representative	Mr. Rafiqul Islam Khan, FCA Former Director, DCCI
১১৫	ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ আয়োজিত (২০১০) সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম শাহজাহান খান প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই
১১৬	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এস এম ই এর আওতায় ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন বিষয়ক সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
১১৭	WB/IFC: Workshop on Leveraging Public – Private Partnerships for Development in Bangladesh. DCCI Representative	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
১১৮	International Business Forum of Bangladesh (IBFB): Reducing Corruption and Complexities in Environment Clearance Certificate for Industrial Ventures: DCCI Representative	Mr. M. Fazlul Karim Joint Secretary (CS), DCCI
১১৯	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত Development of Public Private Partnerships (PPP) Projects শীর্ষক কোর্সে অংশগ্রহণ	জনাব মনির হোসেন সিনিয়র অফিসার (গবেষণা), ডিসিসিআই

অর্থ মন্ত্রণালয়/জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/ঢাকা কাস্টমস হাউস/আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকা (কাস্টমস) আয়োজিত সভাসমূহ

১২০	কাস্টমস হাউস, কুর্মিটোলা, ঢাকা'য় চলমান অটোমেশন প্রক্রিয়া আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে সমন্বয় সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি।	জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ঊর্ধ্বতন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই বিকল্পঃ জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস) জনাব হুমায়ুন কবির ফকির উপ-সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
১২১	আইসিডি/কাস্টমস, কমলাপুর, ঢাকা'য় চলমান অটোমেশন প্রক্রিয়া আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে সমন্বয় সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ঊর্ধ্বতন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই বিকল্পঃ জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম-সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
১২২	ঢাকা অভ্যন্তরীন কনটেইনার ডিপোঃ আইসিডি এর পরামর্শদাতা কমিটিতে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম আনওয়ারুল হক পরিচালক, ডিসিসিআই
১২৩	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত মূল্য সংযোজন কর আইনের (খসড়া) উপর মতামত প্রদানের নিমিত্তে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধিঃ	জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই
১২৪	এনবিআর/ডব্লিউটিও গ্রুপ # ৫ঃ ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এন্ড কাস্টমস্ ভ্যালুয়েশন সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই
১২৫	এনবিআর/মূসক খসড়া আইন/মূল্য সংযোজন কর আইনের (খসড়া) উপর মতামত প্রদানের নিমিত্তে অনুষ্ঠিতব্য কর্মশালায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই এবং জনাব হুমায়ুন কবির ফকির উপ-সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
১২৬	ডেডো/শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর/ Assycuda ++ System (Online) এর মাধ্যমে ডেডো কপির তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রত্যর্পণ দাবী নিস্পত্তিকরণ সংক্রান্ত সভা	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির উপ সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই

বন ও পরিবেশ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত সভাসমূহ

১২৭	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত পলিথিন সামগ্রী উৎপাদন, বাজারজাতকরণ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব নাসির হোসেন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই
১২৮	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/পরিবেশ/অবৈধ কেমিক্যাল গোডাউন/কারখানা অপসারণের নিমিত্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত টাস্কফোর্স সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই এবং আলহাজ্ব আব্দুস সালাম প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই
১২৯	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়/কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণপূর্বক হাজারীবাগ হতে ট্যানারী শিল্পকারখানা স্থানান্তর বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব কে জি করিম পরিচালক, ডিসিসিআই
১৩০	MoE/CD4/CDM: Capacity Development for Clean Development Mechanism Project: Bangladesh Centre for Advanced Studies	Mr. Haider Ahmed Khan Convenor, DCCI Finance & Accounts S/C-2011
১৩১	বন ও পরিবেশ/ডব্লিউটিও গ্রুপ # ৬: Trade and Environment শীর্ষক উপ কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
১৩২	সামাজিক বন বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত জেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মনির হোসেন সিনিয়র অফিসার (গবেষণা), ডিসিসিআই

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের আয়োজিত সভা

১৩৩	পরিকল্পনা কমিশন/অংশীদারিত্বমূলক প্রেক্ষিত পরিকল্পনাঃ ২০১০-২০২১ বিষয়ক সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব টি আই এম নুরুল কবীর উর্ধ্বতন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই
১৩৪	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল আয়োজিত আইসিটি বিষয়ক সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব টি আই এম নুরুল কবীর উর্ধ্বতন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই
১৩৫	পরিকল্পনা কমিশন/ডিজিটাল বাংলাদেশের কৌশলগত অগ্রাধিকার বিষয়ক সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব টি আই এম নুরুল কবীর উর্ধ্বতন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই
১৩৬	বেসিস এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি আয়োজিত সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব টি আই এম নুরুল কবীর উর্ধ্বতন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই
১৩৭	Ministry of Foreign Affairs/Regional Forum on Intellectual Property for the Policy Makers of LDC	জনাব টি আই এম নুরুল কবীর উর্ধ্বতন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই
১৩৮	BASIS: Seminar on Bangladesh in Top 30 IT Outsourcing Destination in Gartners Ranking: Action Plan for Way Forward: DCCI Representative	জনাব টি আই এম নুরুল কবীর উর্ধ্বতন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই

১৩৯	ঢাকা জেলা লবন কমিটি, বিসিক। (২০১১ কোন সভা হয়নি।) ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব নাসির হোসেন সহ সভাপতি, ডিসিসিআই
১৪০	চামড়া শিল্প নগরী (বিসিক) এর সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব কে জি করিম পরিচালক, ডিসিসিআই
১৪১	বিসিক ভুমি বরাদ্দ কমিটি, কেরানীগঞ্জ এবং ধামরাই বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই মিসেস সামসুন নাহার আহবায়ক, ডিসিসিআই
১৪২	জেলা প্রশাসক, ঢাকা/পুরাতন কাপড় আমদানীকারক নির্বাচনের জন্য গঠিত কমিটিতে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই
১৪৩	এফবিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত কৃষি ও কৃষিভিত্তিক এস এম ই খাতে অর্থায়ন শীর্ষক গোলটেলিব বৈঠকে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হোসেন এ সিকদার পরিচালক, ডিসিসিআই জনাব শোয়েব চৌধুরী আহবায়ক, এগ্রো স্ট্যান্ডিং কমিটি জনাব মোঃ শহীদ হোসেন সহ আহবায়ক, এগ্রো স্ট্যান্ডিং কমিটি
১৪৪	এফবিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত বাজার মনিটরিং (ভোজ্যতেল ও চিনি) সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব নিয়াজ রহিম পরিচালক, ডিসিসিআই
১৪৫	শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট এ ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব নিয়াজ রহিম পরিচালক, ডিসিসিআই
১৪৬	ঢাকা জেলা প্রশাসকঃ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব নিয়াজ রহিম পরিচালক, ডিসিসিআই
১৪৭	জেলা প্রশাসক/ ঢাকা জেলার আইন শৃংখলা কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন পরিচালক, ডিসিসিআই
১৪৮	ঢাকা জেলা আঞ্চলিক চোরাচালান নিরোধ সমন্বয় কমিটিতে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন পরিচালক, ডিসিসিআই
১৪৯	বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ফিরোজাবারী প্রতিবন্ধী শিশু হাসপাতালে ডিসিসিআই ওয়ার্ড পরিদর্শনে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন পরিচালক, ডিসিসিআই
১৫০	হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এর গভর্নিং কাউন্সিল সভায় ডিসিসিআই অংশগ্রহণ	জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ পরিচালক, ডিসিসিআই
১৫১	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আয়োজিত অটোমেটেড জিজিটাল মাল্টি স্টোরেড কার পার্কিং ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মেজর (অবঃ) মোঃ ইয়াদ আলী ফকির প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই
১৫২	বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) কর্তৃক আয়োজিত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাছাইয়ের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম আবু হোরায়রা পরিচালক, ডিসিসিআই

১৫৩	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঃ ভোগ্য পণ্যের হালাল সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য অনুষ্ঠিত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম আবু হোরায়রা পরিচালক, ডিসিসিআই
১৫৪	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঃ বাংলাদেশ যাকাত বোর্ড সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম আবু হোরায়রা পরিচালক, ডিসিসিআই
১৫৫	ঢাকা জেলা সার মনিটরিং কমিটিতে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব দাতা মাগফুর প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই
১৫৬	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয কর্তৃক আয়োজিত National Consultation in Youth Employment: সংক্রান্ত কর্মশালায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম আবু হোরায়রা পরিচালক, ডিসিসিআই
১৫৭	ঢাকা জেলা ক্রীড়া সংস্থায় কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য: ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম আবু হোরায়রা পরিচালক, ডিসিসিআই
১৫৮	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়/জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টারের স্টীয়ারিং কমিটিতে ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি	জনাব এম বশির উল্লাহ ভুঁইয়া পরিচালক, ডিসিসিআই
১৫৯	চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের ফেয়ার প্রাইস কার্ডের ডিলার নিয়োগ সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি:	জনাব এম আনওয়ারুল হক পরিচালক, ডিসিসিআই
১৬০	Securities and Exchange Commission: Workshop on Listing and Trading Product Development. DCCI Representative	Mr. Waqar Ahmad Chowdhury Director, DCCI
১৬১	Local Government Engineering Department (LGED): Workshop for the Project Preparatory Technical Assistance for preparing City Region Development Project (ADB/TA):	Mr. Kamrul Islam, FCA Past Director, DCCI
১৬২	আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Alternative Dispute Resolution Commission গঠন সংক্রান্ত সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব সবুর খান আহবায়ক, আইসিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি, ডিসিসিআই
১৬৩	শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই, ডিসিসিআই
১৬৪	আইন কমিশন/সালিস আইন শীর্ষক মতবিনিময় সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব মোঃ হোসেন আলী নির্বাহী পরিচালক, ডিবিআই
১৬৫	এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
১৬৬	বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনিস্টিটিউট (বিইআই) কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভা/সেমিনারে ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
১৬৭	Appointing DCCI's Focal Point for Business Initiative Leading Development: BUILD Project	Mrs. Ferdaus Ara Begum Additional Secretary (R&P)

১৬৮	IFC-BICF & Planning Commission: SFYF Monitoring & Evaluation Forecast for Providing for Providing Better Services for PSD	Mrs. Ferdaus Ara Begum Additional Secretary (R&P)
১৬৯	কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) কর্তৃক আয়োজিত পণ্য মূল্য ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন শীর্ষক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	মিসেস সামসুন নাহার আহবায়ক
১৭০	EU/Technical & Vocational Education Training (TVET) reform in Bangladesh: Stakeholders Consultation Workshop	Mr. M. Anwarul Haque Director, DCCI
১৭১	পুলিশ কমিশনার/ডিএমপিঃ বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি কর্তৃক আয়োজিত ঢাকা আঞ্চলিক পরিবহন কমিটির সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এসএম জিল্লুর রহমান আহবায়ক
১৭২	CPD-ARTNet National Workshop: Trade Facilitation, DCCI Representative	Mr. Hossain Ali Executive Director, DBI
১৭৩	International Chamber of Commerce – Bangladesh: (ICC-B) Workshop on International Trade Finance Cases – Analysis and Solution: DCCI Representative	Mr. Muhammad Zafarullah, FCA Chief Accountant, DCCI
১৭৪	International Chamber of Commerce – Bangladesh: (ICC-B) Workshop on ATA Carnet System: DCCI Representative	Mr. Humayun Kabir Fakir DS (Research), DCCI
১৭৫	CUTS/Unnayan Shamannay/UIU: Training Course on Competition Policy and Law. DCCI Representative	Mr. Humayun Kabir Fakir DS (Research), DCCI
১৭৬	কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তর/ প্রস্তাবিত প্রতিটি উপ জেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন কর্মশালায় ডিসিসিআই এর প্রতিনিধির অংশগ্রহণ	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
১৭৭	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়/ওভারলোড কন্ট্রোল স্টেশন চালুকরণ বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব এম ফজলুল করিম যুগ্ম সচিব (কমন সার্ভিস), ডিসিসিআই
১৭৮	Hortex Foundation আয়োজিত বিভিন্ন সভা/সেমিনার এ ডিসিসিআই প্রতিনিধি অংশগ্রহণ	মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
১৭৯	এস এম ই ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত এস এম ই বিজনেস প্লান টেমপ্লেট ভেলিডেশন ওয়ার্কশপ এ ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব হুমায়ুন কবির ফকির উপ সচিব (গবেষণা), ডিসিসিআই
১৮০	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আয়োজিত সৌন্দর্য বর্ধন বিষয়ক সভায় ডিসিসিআই প্রতিনিধি	জনাব উৎপল সাহা উপ সচিব (এস্টেট), ডিসিসিআই
১৮১	BDjobs.com: Workshop on Domestic Enquiry & Labor Laws: DCCI Representative	Mrs. Rehana Akter Ruma DS (Admn), DCCI
১৮২	Bangladesh Institute of Journalism and Electronic Media: Training Course on Modern Technique of Public Relations and Communication. DCCI Representative	Mr. Md. Akramul Haque Assistant Secretary, DCCI

ডিসিসিআই স্ট্যান্ডিং কমিটি সমূহের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার-২০১১

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সার্বিক পরিচালনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করা, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলীসহ পরামর্শ ও পরামর্শ ও সুপারিশ প্রণয়ন করা, চেম্বারের প্রশাসনিক কাজকর্ম, দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, শিল্পায়নে বিরাজমান সমস্যা, জাতীয় বাজেট, নতুন করারোপ এবং সর্বোপরি বাণিজ্যিক প্রতিক্রিয়াসহ নানবিধ সমস্যার উপর পর্যালোচনার মাধ্যমে বাস্তবমুখী বিশ্লেষণাত্মক পরামর্শ দেয়া স্ট্যান্ডিং কমিটিসমূহের মূখ্য দায়িত্ব। ২০১১ সালে মোট ২৪ টি স্ট্যান্ডিং কমিটি তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। বিষয়ভিত্তিক স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর বার্ষিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে।

ডিসিসিআই রিভিউ এ্যাডভাইজরি বোর্ড

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র মুখপাত্র হিসেবে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যবসায়ী মহলে তথা দেশে ও বিদেশে এ প্রকাশনা ইতিমধ্যে একটি স্থান করে নিয়েছে। সংবাদপত্র ও মননশীল প্রকাশনায় খ্যাতিমান কয়েকজন ব্যাক্তিত্বের তত্বাবধানে প্রতিমাসে ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ প্রকাশিত হয়। নিচে এর উপদেষ্টা পরিষদের বিবরণ দেয়া হলো ঃ

রিভিউ উপদেষ্টা পরিষদ

১।	ড. মিজানুর রহমান শেলী	-	চেয়ারম্যান
২।	সৈয়দ কামাল উদ্দিন	-	সদস্য
৩।	জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন	-	সদস্য
৪।	জনাব জগলুল আহমেদ চৌধুরী	-	সদস্য
৫।	জনাব এ এস এম কাসেম	-	সদস্য
৬।	জনাব এম এ মোমেন	-	সদস্য
৭।	জনাব হোসেন খালেদ	-	সদস্য

রিভিউ উপদেষ্টা পরিষদ এ বছর সর্বমোট এগারোটি সভায় মিলিত হয়েছে।

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এগ্রোবেইজড ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-২০১১

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর স্ট্যান্ডিং কমিটি অন "এগ্রোবেইজড ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি - ২০১১" এ পর্যন্ত ৩টি কমিটির সভা এবং ১টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষিভিত্তিক শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। বিভিন্ন কৃষিজাত শিল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা, বাজারজাতকরণ, কৃষি নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয় এবং WTO Agreement এর আলোকে জাতীয় অর্থনীতিতে, নীতি নির্ধারণী মন্ত্রণালয় এর সংস্থার বিবেচনার জন্য এবং কার্যকরী সুপারিশমালা প্রণয়নের প্রেক্ষিতে এগ্রোবেইজড ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডিং কমিটি কাজ করে থাকে।

কৃষিভিত্তিক শিল্প আলোচনার আওতায় যে বিষয়গুলো আসতে পারে, তা হচ্ছে ফসল ও অন্যান্য কৃষিজ সম্পদ উৎপাদনের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। কৃষিক্ষেত্রে অন্য উপশাখাগুলি হচ্ছে গবাদি পশু, মৎস্য ও বন। বাংলাদেশের কৃষি কার্যক্রম মূলত প্রকৃতি, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। যেহেতু কৃষিই বাংলাদেশের জনজীবনের প্রধান অবলম্বন সে কারণে কৃষি সম্পর্কিত এ বিষয়গুলোও বিবেচনায় আনা হয়। যেমনঃ কৃষির ইতিহাস, কৃষিভুমি, জীববৈচিত্র্য, প্রধান ফসল উৎপাদন, চাষ পদ্ধতির ধরণ, কৃষিশ্রমিক, কৃষিঋণ, পল্লীঋণ, কৃষিসামগ্রী বিপণন, কৃষিনীতি, কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা, ফসলের জাত উদ্ভাবন, ফসলের ক্ষতিকর প্রাণী ও রোগবালাই, কৃষিসম্পদ, কৃষি পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি, কৃষি যন্ত্রপাতি, খামার উপকরণ ও সরঞ্জাম, কৃষিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তি, কৃষিসংস্থা, কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর স্ট্যান্ডিং কমিটি অন "এগ্রোবেইজড ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি - ২০১১" এ পর্যন্ত যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

০১। বৎসরের শুরুতেই কমিটির উদ্দেশ্য, আদর্শ সামনে রেখে মিশন স্টেটমেন্ট এবং বার্ষিক কর্মপঞ্জী প্রস্তুত করা হয়েছে যা ডিসিসিআই পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

০২। এগ্রোবেইজড ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১১ কর্তৃক ৩টি স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা এবং ১টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০৩। এ স্ট্যান্ডিং কমিটি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের কৃষি ও পল্লী ঋণদান পদ্ধতির তথ্য, উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করে থাকে।

০৪। "কৃষি খাতঃ বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা" (Agricultural Sector: Present status and future prospects) শীর্ষক সেমিনার ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ শনিবার সকাল ১১ঃ০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, এম.পি. মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণায় উপস্থিত ছিলেন।

০৫। এ ছাড়া কৃষিখাতের উপর যে সমস্ত সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ এ ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন তা হচ্ছেঃ

ক) ০৯ জুলাই ২০১১ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য যেমন ভোজ্য তেল, চিনি ইত্যাদি বিপণন পরিবেশকের মাধ্যমে বাজারজাতকরণ বিষয়ক সমন্বয় সভায় ডিসিসিআই এর সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম উপস্থিত ছিলেন।

খ) ১২ এপ্রিল ২০১১ তারিখে এফবিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত "কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতে অর্থায়ন" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনায় ডিসিসিআই এর পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার, আহবায়ক জনাব শোয়েব চৌধুরী, সহ-আহবায়ক জনাব মোঃ শহীদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

গ) ৩০ অক্টোবর ২০১১ তারিখে এফবিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত "কৃষিখাতঃ খাদ্য নিরাপত্তায় বিকল্প প্রেক্ষিতের সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারে ডিসিসিআই এর আহ্বায়ক জনাব শোয়েব চৌধুরী, উপস্থিত ছিলেন এবং সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, এম.পি.।

ঘ) ০৯ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত দ্বিতীয় পর্যায়ের স্টীয়ারিং কমিটির সভায় ডিসিসিআই এর পরিচালক জনাব এম আনওয়ারুল হক উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিম্নরূপ সুপারিশ উপস্থাপন করেনঃ

০১। পাট ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এবং স্বাধীনতার সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ জন্য তিনি পাট নিয়ে একান্তভাবে গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব আছে বলে উল্লেখ করেন।

০২। ঢাকা চেম্বার বিভিন্ন খাত ভিত্তিক গবেষণা, প্রকাশনা ও সেমিনার আয়োজন করে থাকে। সে প্রেক্ষিতে অন্ততঃ পাট নিয়ে পৃথকভাবে একটি সেমিনার আয়োজন করার প্রস্তাব করেন।

ঙ) ডব্লিউটিও গ্রুপ-১ঃ Non-Agriculture Market Access (NAMA): কৃষি বিষয়ক সভায় ঢাকা চেম্বারের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা ও প্রকাশনা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম উপস্থিত ছিলেন।

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দঃ

০১।	জনাব হোসেন এ সিকদার	-	সমন্বয়কারী পরিচালক
০২।	জনাব শোয়েব চৌধুরী	-	আহবায়ক
০৩।	জনাব মোঃ শহীদ হোসেন	-	সহ আহবায়ক
০৪।	জনাব মোঃ সিরাজউদ্দিন মালিক	-	সদস্য
০৫।	অ্যাডভোকেট আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সরকার	-	সদস্য
০৬।	জনাব শফিক হোসেন	-	সদস্য
০৭।	জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ	-	সদস্য
০৮।	জনাব মোঃ সারোয়ার হোসেন	-	সদস্য
০৯।	জনাব তাপস প্রামাণিক	-	সদস্য
১০।	জনাব রঘুপতি সেন	-	সদস্য
১১।	ক্যাপ্টঃ মোঃ নুরুল হক	-	সদস্য
১২।	জনাব ফরহাদ মনসুর	-	সদস্য
১৩।	জনাব নাসিরউদ্দিন এ ফেরদৌস	-	সদস্য
১৪।	জনাব জামিল মাহ্‌মুদ	-	সদস্য
১৫।	জনাব এ কে এম আজাদ	-	সদস্য
১৬।	সৈয়দ খালেদুর রহমান	-	সদস্য
১৭।	জনাব এ কে এম রুহুল আমিন	-	সদস্য
১৮।	জনাব মোঃ শাহ জামাল মিয়া	-	সদস্য
১৯।	জনাব মুসাদ্দেক হোসেন খান	-	সদস্য
২০।	জনাব আবুল কালাম	-	সদস্য

২১।	জনাব নেয়ামত উল্লাহ মজুমদার	-	সদস্য
২২।	জনাব মোহাম্মদ জাওয়াইদ ইয়াহিয়া	-	সদস্য
২৩।	ড. আলী আফজাল	-	সদস্য
২৪।	মিসেস সুরাইয়া আলম	-	সদস্য
২৫।	ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ নুরুল হুদা	-	সদস্য
২৬।	কাজী জাহিদুল হাসান	-	সদস্য
২৭।	জনাব সুধীর চৌধুরী	-	সদস্য
২৮।	জনাব জিয়াদ আমিন খান	-	সদস্য
২৯।	জনাব মোঃ রেজাউল করিম ভুঁইয়া	-	সদস্য
৩০।	জনাব গোলাম সারোয়ার	-	সদস্য
৩১।	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম	-	সদস্য
৩২।	জনাব এম এ মান্নান	-	সদস্য
৩৩।	কাজী মাহ্‌তাব উদ্দিন আহমেদ	-	সদস্য
৩৪।	জনাব রফিকুল্লাহ সেলিম	-	সদস্য
৩৫।	হাজী আবদুর রাজ্জাক	-	সদস্য
৩৬।	আলহাজ্ব দ্বীন মোহাম্মদ	-	সদস্য
৩৭।	জনাব কবির হোসেন	-	সদস্য

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন সিভিল এভিয়েশন, ট্যুরিজম অ্যান্ড সার্ভিসেস সেক্টর ডেভেলপমেন্ট-২০১১

দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় পর্যটন, ট্যুরস, ট্রাভেলস ও সার্ভিস সেক্টর এর সামগ্রিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও এ শিল্পে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা এই কমিটির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনা ও এর বিকাশে করণীয় নির্ধারণে নানা সুপারিশমালা গ্রহণ করাও এই কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য। পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারী পর্যায়ের পাশাপাশি বেসরকারী খাতেও ট্যুরিজম সেক্টর গড়ে তোলার ব্যাপারে এ কমিটি প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে। কেবল ট্যুরিজম শিল্প নয়, দেশের বেসরকারী বিমান চলাচল খাতের আধুনিকায়ন, যুগোপযুগীকরণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্নকরণের নিমিত্তে এ স্ট্যান্ডিং কমিটি সুপারিশ প্রণয়ন করে আসছে।

এ কমিটি পর্যটন খাতের উন্নয়ন ও প্রসার, দেশের সামগ্রিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্থানীয় পর্যটন কেন্দ্রসমূহ উন্নয়নে সরকারী সহযোগিতা, দেশে ও দেশের বাইরে অবস্থানরত দূতাবাস সমূহের কার্যকর ভূমিকা তথা দেশীয় ট্যুরিজম ও এর সেবাখাতের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। ২০১১ সালে এ কমিটির ৩টি সভা ও ৩টি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যার মধ্য থেকে কিছু সুপারিশসমূহ উত্থাপিত হয়। কমিটির কর্মপরিকল্পনা অনুয়ায়ী গত ০৮ অক্টোবর ২০১১ তারিখ ডিসিসিআই কর্তৃক "ডেভেলপমেন্ট অফ ট্যুরিজম সেক্টরঃ প্রবলেমস অ্যান্ড প্রসপেক্টস" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের, এম.পি.। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন টুর অপারেটরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব) এর সভাপতি জনাব হাসান মনসুর। জনাব হাসান মনসুর তাঁর মূল প্রবন্ধে বাংলাদেশের পর্যটন খাতের বিদ্যমান সমস্যা, সম্ভাবনা ও এর উন্নয়নে কতিপয় সুপারিশ মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে উপস্থাপন করেন। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ডিসিসিআই থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ে অন এরাইভাল ভিসা প্রদান সংক্রান্ত সমস্যাবলী দূরীকরণের জন্য চিঠি প্রেরণ করা হয়।

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

১।	জনাব মাহাবুব আনাম	-	সমন্বয়কারী পরিচালক
২।	আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	-	আহবায়ক
৩।	জনাব নাসির উদ্দিন এ ফেরদৌস	-	সহ-আহবায়ক
৪।	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	-	সদস্য
৫।	জনাব মনজুর-উর-রহমান রাসকিন	-	সদস্য
৬।	আলহাজ্ব মোঃ সরফুদ্দিন	-	সদস্য
৭।	জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ	-	সদস্য

৮।	জনাব মোঃ মোক্তার হোসেন	-	সদস্য
৯।	জনাব সুমন তালুকদার	-	সদস্য
১০।	জনাব এ এইচ এম মইন উদ্দিন	-	সদস্য
১১।	সৈয়দ হাবিব আলি	-	সদস্য
১২।	জনাব এম আসাদুজ্জামান	-	সদস্য
১৩।	জনাব এ কে এম রুহুল আমিন	-	সদস্য
১৪।	জনাব বশির এ কে চৌধুরী	-	সদস্য
১৫।	সৈয়দ পারভেজ রেজা লতিফ	-	সদস্য
১৬।	জনাব রফিকুল্লাহ সেলিম	-	সদস্য
১৭।	জনাব মোঃ মাইনুল আহসান	-	সদস্য

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন সিএসআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ইস্যুস্-২০১১

ঢাকা চেম্বারে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ইস্যুস্ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০০৮ সাল থেকে প্রাথমিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। ২০১১ সালে এ কমিটির ২টি সভা এবং ১টি ওয়ার্কিং কমিটির সভা আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর সাথে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ইস্যুস্ বা প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সেমিনারে ডিসিসিআই এর সম্মানিত সভাপতি, সমন্বয়কারী পরিচালক, আহবায়ক, সহ আহবায়ক ও সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নিম্নে কমিটির কার্যক্রমের উপর সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম ও তথ্যাবলী উপস্থাপন করা হলোঃ

০১। স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রথম সভায় ভিশন, মিশন স্টেটমেন্ট এবং বার্ষিক কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয় যা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

০২। ২০১১ সালে এ কমিটির ২টি স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা, ১টি ওয়ার্কিং কমিটির সভা আয়োজন করা হয়।

০৩। ঢাকা চেম্বার ইতোমধ্যে অনেক বড় বড় মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সে প্রেক্ষিতে ঢাকার ব্যবসায়িক সমাজের ৪০০ বছরের বাণিজ্যিক ইতিহাস Commercial History of Dhaka বইখানি বাংলায় অনুবাদ করার জন্য ডিসিসিআই পর্ষদ থেকে সম্মানিত পরিচালক জনাব ওসমান গনিকে অনুরোধ করা হয়। জনাব ওসমান গনিকে বইখানি অনুবাদ করার জন্য একজন অনুবাদক নির্বাচন এবং এ বিষয়ে একটি খসড়া বাজেট উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়।

০৪। ডিসিসিআই সভাপতি মহোদয়ের পরামর্শক্রমে Corporate Social Responsibility & its Practices in a Competitive Market বিষয়ক একটি সেমিনার আয়োজন করার প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবিত এ সেমিনার বিষয় আহবায়ক কর্তৃক বিশেষভাবে আমন্ত্রিত অতিথি এবং আইআইটিএম এর সিইও জনাব জিয়াউর রহমান প্রায় ৩০ মিনিট ব্যাপী একটি ডেমো প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। ডেমো প্রেজেন্টেশনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বজনাব এম আবু হোরায়রা, পরিচালক, ডিসিসিআই; প্রাক্তন পরিচালক জনাব হায়দার আহমেদ খান, এফসিএ; আহবায়ক জনাব মোহাম্মদ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ); সহ আহবাযক মোক্তার হোসেন চৌধুরী; কমিটির সদস্য কবি লিলি হক; ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন; ডিসিসিআই এর অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা ও প্রকাশনা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম প্রমূখ।

০৫। সিএসআর বিষয়ক লেখাগুলো গবেষণা সেলের মাধ্যমে মাসিক রিভিউ তে প্রকাশের জন্য রিভিউ এডভাইজরী বোর্ডে প্রেরণ করা হয়। প্রতিমাসে এক পৃষ্ঠার প্রতিবেদন বাংলাতেও প্রকাশ করা হবে। ইতোমধ্যেই ডিসিসিআই মাসিক রিভিউতে সিএসআর বিষয় বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন (আর্টিক্যাল) প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা চেম্বার লাইব্রেরীতে সিএসআর বিষয়ক কয়েকটি রেফারেন্স বই এবং বেশ কয়েকটি সেমিনার পেপার আছে।

০৬। Corporate Social Responsibility and Compliance Issues (বা প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা) বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি হিসেবে ডিসিসিআই সভাপতি, পরিচালক, আহবায়ক, সহ আহবায়ক বিভিন্ন সভা, সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

০৭। Mr. Asif Ibrahim, President, DCCI attended as Chief Guest at a Seminar on Public-Private Partnership and Corporate Social Responsibility for Social Development Organized by CSR Centre and International Organization for Migration at Sonargaon Hotel.

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দঃ

০১।	জনাব মোঃ নাসির হোসেন	-	সমন্বয়কারী পরিচালক এবং সহ সভাপতি, ডিসিসিআই
০২।	জনাব মোহাম্মদ ইফতেখারউদ্দিন (নওশাদ)	-	আহবায়ক
০৩।	জনাব মুক্তার হোসেন চৌধুরী	-	সহ আহবায়ক
০৪।	খন্দকার শহিদুল ইসলাম	-	সদস্য
০৫।	জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমেদ	-	সদস্য
০৫।	জনাব হায়দার আহমেদ খান, এফসিএ	-	সদস্য
০৬।	জনাব সাইফুল ইসলাম	-	সদস্য
০৭।	জনাব এম এ আউয়াল	-	সদস্য
০৮।	জনাব আশফাক আহমেদ	-	সদস্য
০৯।	মিস লিলি হক	-	সদস্য

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন কাস্টমস, ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সেশন-২০১১

কাস্টমস, ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সেশন সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধিমালা সহজীকরণ এবং ব্যবসা-বান্ধব করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করা কাস্টমস, ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্সেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রধান দায়িত্ব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়ন এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক বাজেট পেশের পরপরই প্রস্তাবিত বাজেটের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক উল্লেখ করে আয়কর, আমদানি শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত বিষয়ের উপর চেম্বারের পক্ষ থেকে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার দায়িত্ব এ স্ট্যান্ডিং কমিটির উপর ন্যস্ত।

এ বছর এ স্ট্যান্ডিং কমিটির বিভিন্ন সভার মাধ্যমে জাতীয় বাজেট ২০১১-১২ এ অন্তভুক্তির জন্য আয়কর, আমদানি শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত বিষয়ের উপর সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয় এবং এসব সুপারিশমালা ডিসিসিআই বোর্ডে অনুমোদনের পর তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিসিসিআই কর্তৃক প্রেরিত বাজেট সুপারিশমালার যৌক্তিকতা তুলে ধরে জাতীয় বাজেটে তা প্রতিফলনের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের উপস্থিতিতে এর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে ডিসিসিআই এর পরিচালকমণ্ডলীর প্রাক-বাজেট আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া সরকার কর্তৃক প্রণীত খসড়া ডাইরেক্ট ট্যাক্স অ্যাক্ট ২০১১ এবং খসড়া মূল্য সংযোজন কর আইন ২০১১ এর উপর মতামত প্রণয়ন করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং এফবিসিসিআই এ প্রেরণ করা হয়েছে। এসব সুপারিশ মালার সংক্ষিপ্তভাবে বার্ষিক প্রতিবেদনের পলিসি সংক্রান্ত সুপারিশমালায় তুলে ধরা হয়েছে।

ঢাকা চেম্বার কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশ যাতে বাস্তবায়িত হয় সে লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে এনবিআর এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ে ফলোআপ করা হয়েছে। ফলে জাতীয় বাজেটে ঢাকা চেম্বারের বেশ কিছু সুপারিশ গৃহীত হয়েছে যা একটি ইতিবাচক দিক। মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক বাজেট পেশের পরপরই প্রস্তাবিত বাজেটের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক উল্লেখ করে প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটের উপর চেম্বারের পক্ষ থেকে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এবং প্রেস কনফারেন্স এর আয়োজন করা হয়েছে। পরবর্তীতে ডিসিসিআই কর্তৃক প্রণীত বাজেট পরবর্তী প্রতিক্রিয়া সম্বলিত সুপারিশমালা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে।

বিগত বছরের ন্যায় এবারও এ স্ট্যান্ডিং কমিটির তত্ত্বাবধানে নিয়মিত প্রকাশনা ট্যাক্স গাইড ২০১১-১২ প্রকাশ করা হয়েছে।

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ঃ

১.	জনাব আসিফ ইব্রাহীম	-	সম্বন্বয়কারী পরিচালক ও সভাপতি, ডিসিসিআই
২.	জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ	-	আহবায়ক
৩.	জনাব মোহাঃ শাহজাহান	-	সহ-আহ্বায়ক
৪.	জনাব মনজুর-উর-রহমান (রাসকিন)	-	সদস্য
৫.	খন্দকার শহীদুল ইসলাম	-	সদস্য
৬.	আলহাজ্ব মোহাম্মদ ওয়াহিউল্লাহ	-	সদস্য
৭.	জনাব কে এম এইচ শহিদুল হক	-	সদস্য
৮.	জনাব মোহাম্মদ ইজাজ গাফফার	-	সদস্য

৯.	জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	-	সদস্য
১০.	জনাব সাইদুজ্জামান	-	সদস্য
১১.	জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ	-	সদস্য
১২.	ইঞ্জিনিয়ার রবিউল আলম	-	সদস্য
১৩.	জনাব মোঃ বেলাল উদ্দীন	-	সদস্য
১৪.	জনাব মোঃ সাখায়েত উল্লাহ	-	সদস্য
১৫.	জনাব মনবন্ধন বখত	-	সদস্য
১৬.	সৈয়দ খালেকুর রহমান	-	সদস্য
১৭.	জনাব হোসেন খান মিলন	-	সদস্য
১৮.	জনাব বশির এ কে চৌধুরী	-	সদস্য
১৯.	জনাব এম এম আলী আক্কাস	-	সদস্য
২০.	জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন	-	সদস্য

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিসিসিআই ব্র্যান্ডিং, পিআর অ্যান্ড পাবলিকেশনস-২০১১

ডিসিসিআই ব্র্যান্ডিং, পিআর অ্যান্ড পাবলিকেশনস স্ট্যান্ডিং কমিটি ঢাকা চেম্বারের জনসংযোগ শাখার কাজ সঠিকভাবে পালন করার জন্য কি করা উচিত সে বিষয়ে বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করে থাকে। তাছাড়াও ডিসিসিআই এর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য এর সঠিক ব্র্যান্ডিং এর বিষয়ে বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন এ কমিটির অন্যতম লক্ষ্য। ডিসিসিআই প্রতি বছর বিভিন্ন প্রকাশনা বের করে থাকে যেমন বার্ষিক প্রতিবেদন, ডিসিসিআই মাসিক রিভিউ, ইনট্রোডিউসিং ডিসিসিআই স্যুভেনির, সাপ্লিমেন্ট, ব্রশিউর ইত্যাদি। এ সকল প্রকাশনাসমূহের গুনগত মান বজায় রাখার বিষয়েও এ কমিটি নানা ধরনের সুপারিশ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে। ২০১১ সালে এ কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশকে বিশ্ব বাজারে সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য এবছর ব্র্যান্ডিং এর উপর একটি জাতীয়/আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজনের ব্যাপারেও এ কমিটি বিশদভাবে আলোচনা করে।

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ঃ

১।	জনাব ওসমান গনি	-	সমন্বয়কারী পরিচালক
২।	জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ	-	আহবায়ক
৩।	জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ	-	সদস্য
৪।	জনাব দাতা মাগফুর	-	সদস্য
৫।	মিসেস সাফিনা রহমান	-	সদস্য
৬।	জনাব হায়দার আহমদ খান, এফসিএ	-	সদস্য
৭।	জনাব আশফাক আহমেদ	-	সদস্য
৮।	জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ	-	সদস্য

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স-২০১১

ডিসিসিআই এস্টেট, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ডিং কমিটি ডিসিসিআই-এর নিজস্ব ১২তলা ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ, ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানসমূহের সুবিধা-অসুবিধা, ভাড়া আদায় ত্বরান্বিত করাসহ সৃষ্ট জটিলতা নিরসন ইত্যাদি প্রসঙ্গে তদারকি ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। এছাড়া ডিসিসিআই-এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সম্পদ সম্প্রসারণের দায়িত্ব ও তদারকি এ কমিটি পরিচালনা করে থাকে। বিগত বছরের গৃহীত সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় ডিসিসিআই এর বর্তমান (৬ তলা ও ১২ তলা) ভবন ভেঙ্গে বহুতল বিল্ডিং ডিসিসিআই টাওয়ার (+ ৪০ তলা) নির্মাণের ব্যাপারে এ কমিটির পক্ষে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং তা পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে উচ্চ পর্যায়ের একটি বিশেষ কমিটি গঠনের মাধ্যমে এ কমিটির পক্ষ থেকে বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশনা রাখা হয়েছে।

চলতি বছরে এ কমিটির ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সময়ান্তরে গৃহীত এ কমিটির দিক নির্দেশনা ও পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তে (১) ডিসিসিআই টাওয়ার নির্মাণের জন্য সকল ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানকে অফিস ছেড়ে দেয়ার নোটিশ জারী ও তা কার্যকর করা। এ ব্যাপারে নিরবচ্ছিন্নভাবে কার্য পরিচালনার জন্য একজন আইনজীবীও নিযুক্ত করা হয়েছে। (২) দীর্ঘ দিনের ডিসিসিআই এর ৬৫নং প্লট পরিত্যক্ত সম্পত্তি (যা ভুলবশতঃ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল) তালিকা থেকে অবমুক্তির ব্যাপারে হাইকোর্ট থেকে প্রাপ্ত রায় এর ভিত্তিতে তা De-listed করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (৩) ভবনের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা ও দাপ্তরিক মান অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে সময়োপযোগীভাবে পেইন্টিং, রিনোভেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করানো, তদারকি ও তত্ত্বাবধান করা হয়েছে। (৪) ডিসিসি কর্তৃক ঢাকা চেম্বারের নামে বরাদ্দকৃত ত্রিকোনাকৃতি জায়গায় নির্মিত Sculpture এর সৌন্দর্য রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের পরামর্শ ও নির্দেশনা দান। (৫) ভবনের লিফট, জেনারেটর, এয়ারকুলার, সাব-স্টেশনসহ বৈদ্যুতিক স্থাপনাগুলোর যথাযথ তদারকি ও প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পন্ন করা হয়েছে। (৬) ডিসিসিআই-এর অবকাঠামোগত সৌন্দর্য বৃদ্ধি, প্রস্তাবিত ডিসিসিআই টাওয়ার নির্মাণসহ ডিসিসিআই এস্টেট কনস্ট্রাকশন উন্নয়ন কার্যাদিসহ লিগ্যাল এফেয়ার্স, ইত্যাদি সকল কার্যক্রম নিরঙ্কুশ পরিচালনার লক্ষ্যে ডিসিসিআই এস্টেট বিভাগকে একটি শক্তিশালী ওয়ার্কিং টিম হিসেবে গঠনের জন্য পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ পূর্বক প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষ লোকবল নিয়োগ ও অদক্ষ প্রমাণিত হলে ঐ সকল স্টাফ বাদ দেয়ারও নির্দেশনা রাখা হয়েছে।

এছাড়া ডিসিসিআই এর জন্য পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক উত্তরা তৃতীয় প্রকল্পে এক খন্ড জায়গা বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য নতুন করে আবেদন করা হয়েছে এবং তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে, দ্বিতীয় তলার পুন:বিন্যাস কার্যক্রম আধুনিকমানে সম্পন্ন করানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তা নিয়ম অনুযায়ী সম্পন্ন করার ব্যাপারে এ কমিটি দিক নির্দেশনা দিয়েছে।

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ঃ

০১।	জনাব কে জি করিম	-	সমন্বয়কারী পরিচালক
০২।	জনাব হোসেন আকতার	-	আহবায়ক
০৩।	জনাব বশির উদ্দিন	-	সহ-আহবায়ক
০৪।	জনাব কে এম এন মনজুরুল হক	-	সদস্য
০৫।	জনাব আবসার করিম চৌধুরী	-	সদস্য
০৬।	খন্দকার শহীদুল ইসলাম	-	সদস্য

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস-২০১১

ডিসিসিআই ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি পর্ষদের নির্দেশনায় আর্থিক শৃঙ্খলা বজায়, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। এ লক্ষ্যে বর্তমান বছরে এই কমিটি ১০ টি সভা করেছে। ২০১০-১১ সালে এই কমিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সকল কাজসমূহ সম্পন্ন করেছে তা হল ঃ

১। ঢাকা চেম্বারের হিসাব ও হিসাব-বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সুপারিশ প্রণয়ন করেছে;
২। চেম্বারের ব্যয় নিয়ন্ত্রণে পর্ষদে সুপারিশ করেছে;
৩। চেম্বারের আর্থিক নীতি নির্ধারণে পর্ষদে সুপারিশ করেছে;
৪। চেম্বারের আর্থিক বাজেট প্রণয়ন ও বাজেটারী নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রেখেছে;
৫। চেম্বারের অর্থের লাভজনক বিনিয়োগ করেছে;

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দঃ

১।	জনাব আবসার করিম চৌধুরী	-	সমন্বয়কারী পরিচালক
২।	জনাব হায়দার আহমেদ খান, এফসিএ	-	আহবায়ক
৩।	জনাব সাঈদ উজ-জামান	-	সহ-আহবায়ক
৪।	জনাব হোসেন আকতার	-	সদস্য
৫।	খন্দকার শহীদুল ইসলাম	-	সদস্য
৬।	জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ	-	সদস্য
৭।	জনাব কামরুল ইসলাম, এফসিএ	-	সদস্য

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ঢাকা সিটি ট্রাফিক এন্ড ট্রান্সপোর্টেশন-২০১১

ঢাকা সিটি ট্রাফিক এন্ড ট্রান্সপোর্টেশন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্ট্যান্ডিং কমিটি। সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা, যানজট মুক্ত ঢাকা মহানগরী গড়ে তোলার প্রয়াসে এ কমিটির তত্ত্বাবধানে বাস্তব ভিত্তিক সুপারিশ প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়াস গ্রহণ এ কমিটির দায়িত্ব।

এ বছর এ কমিটির অন্ততঃ ৩টি সভা ও সময়ান্তরে কমিটি ডিসিসিআই নেতৃবৃন্দের একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ কমিটিতে সময়ান্তরে এ বছর যে সকল আলোচনা হয়েছে এবং ঢাকা মহানগরীর বর্তমান জনদুর্ভোগ ও যানজট নিরসনকল্পে যে সকল বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেগুলো হলোঃ

(ক) শহরের ফুটপাত অবৈধ দখলদারদের থেকে অবমুক্ত করা;

(খ) ঢাকা শহরের পূর্ব-পশ্চিম সংযোগ সড়ক বাড়ানো/প্রসারিত করা;

(গ) রেল, সড়ক, নৌ যোগাযোগ বাড়ানো ও যথাযথ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ;

(ঘ) সড়ক নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনে বেসরকারী কোন সংস্থাকে দায়িত্ব প্রদান করা;

(ঙ) এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিসসহ ইমার্জেন্সী পরিবহনগুলোর জন্য ইমার্জেন্সী রুট নির্ধারণ করা;

(চ) সড়ক ও রেল ক্রসিংগুলোতে সময়ক্ষেপন রহিত করা;

(ছ) পরিকল্পিতভাবে স্বল্প, মাঝারী ও বৃহৎ পরিকল্পনায় যানজট, জনদূর্ভোগ রহিত করার ব্যাপারে সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

উক্ত বিষয়গুলোর উপর পর্যাপ্ত আলোচনা ও গবেষণা পূর্বক তা যথাযথ বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা গ্রহনের লক্ষে "ঢাকা শহরের ট্রাফিক ও পরিবহন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধান" শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ রাখা হয়েছে। বর্ণিত সেমিনারে সংশ্লিষ্টদের যেমন ঃ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ডেসা, ওয়াসা, ট্রাফিক কন্ট্রোল সহ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি ও দিক নির্দেশনা রাখা হয়েছে।

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ঃ

১।	জনাব এম আবু হোরায়রা	-	সমন্বয়কারী পরিচালক
২।	জনাব শাহজাদা এ হামিদ	-	আহবায়ক
৩।	জনাব খায়ের এম খান	-	সহ-আহবায়ক
৪।	সৈয়দ তৈফিক আলী	-	সদস্য
৫।	জনাব মাসুক হোসাইন	-	সদস্য
৬।	জনাব কামাল উদ্দিন মালিক	-	সদস্য
৭।	জনাব সালেম সোলায়মান	-	সদস্য
৮।	আলহাজ্ব মোঃ শরফুদ্দিন	-	সদস্য
৯।	জনাব আর হায়দার চৌধুরী	-	সদস্য
১০।	জনাব এম এম খান	-	সদস্য
১১।	জনাব সাঈদ-উজ-জামান	-	সদস্য
১২।	জনাব রঘুপতি সেন	-	সদস্য
১৩।	জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান	-	সদস্য
১৪।	লেঃ কর্নেল ইঞ্জিঃ শাহ খালেদ রেজা (অবঃ)	-	সদস্য
১৫।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মণ্ডল	-	সদস্য
১৬।	কাজী আমিনুর রহমান	-	সদস্য

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এক্সপোর্ট পলিসি, এক্সপোর্ট প্রোমোশন, ডাইভারসিফিকেশন, মাল্টি লেটার‍্যাল অ্যান্ড বাইলেটার‍্যাল ট্রেড এগ্রিমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি (Including Privatization of SOEs)-২০১১

এ কমিটির মূল উদ্দেশ্য হল সরকারের রপ্তানী নীতির উপর মতামত ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা। সরকারের রপ্তানীনীতি নিয়মিতভাবে ও বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা এবং এ নীতি বাস্তবায়নে উদ্যোক্তাগণ যদি কোন সমস্যার সম্মুখীন হন তা চিহ্নিত করতঃ সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা। বিদেশের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের অবাধ প্রবেশের লক্ষ্যে ও বাজার সম্প্রসারণে উদ্যোক্তা ও রপ্তানীকারকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য উপায় খুঁজে বের করাও এই কমিটির অন্যতম কাজ। এ বছর এ কমিটিতে সরকারের রপ্তানীনীতি ২০০৯-১২ এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। WTO এবং TRIPS ইস্যুতে ঢাকা চেম্বারকে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য এ কমিটিতে সুপারিশ করা হয়।

ইতোমধ্যে বিগত ১৯-২০ জুন, ২০১১, Copyright এর Collective Management এর উপর দু'দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। Working Group-4 এর TRIPS সংক্রান্ত সভায় ঢাকা চেম্বারের গবেষণা সেল থেকে নিয়মিতভাবে প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করছে।

TRIPS Agreement এর প্রদত্ত ছাড় সমূহের মেয়াদ ২০১৬ সালের পর বৃদ্ধির ব্যাপারে গঠিত কমিটিতে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কাজ করছে।

চেম্বারগুলো কর্তৃক রপ্তানিকারকদের সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে GSP প্রদান অন্তর্ভূক্ত করা যায় কিনা সে ব্যাপারে প্রচেষ্টা নেওয়ার ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ ব্যাপারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ কমিটিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত বাংলাদেশ মালয়েশিয়া এফটিএ Template এর উপর মতামত প্রদান করা হয়।

এ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাপানে রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জুলাই ১৪, ২০১১ তারিখ "এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন অফ বাংলাদেশ টু জাপান" বিষয়ক ডায়ালগ এর আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিসিসিআই এর সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান, এম,পি সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মি. তামাতসো সিনোতসুকা বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিসিসিআই এর আহ্বায়ক জনাব ওসামা তাসীর এবং জেট্রো-বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি মিঃ তাকাসি সুজুকি। নির্ধারিত আলোচনায় ইপিবি'র ভাইস চেয়ারম্যান জনাব জালাল আহমেদ, বেসিস'র সিনিয়র সহ-সভাপতি জনাব ফাহিম মাশরুর এবং জাপান-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সহ-সভাপতি জনাব রাশেদ আহমেদ আলী অংশগ্রহণ করেন। মুক্ত আলোচনায় আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মনোয়ার হোসেন, ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব এস এম জিল্লুর রহমান, বায়োটেক লিমিটেড এর ড. ফেরদৌস রহমান, ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক জনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার এবং ডিসিসিআই সদস্য জনাব এম এস সিদ্দিকী অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারটির উপর পরবর্তীতে একটি রিপোর্ট তৈরি করা হয়।

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ঃ

১।	জনাব আসিফ ইব্রাহীম	-	সমন্বয়কারী পরিচালক
২।	জনাব ওসামা তাসীর	-	আহবায়ক
৩।	জনাব আন্দালিব হাসান	-	সহ-আহবায়ক
৪।	জনাব নেসার মাকসুদ খান	-	সদস্য
৫।	জনাব কে এম এইচ শহীদুল হক	-	সদস্য
৬।	সৈয়দ হাবিবুর রহমান	-	সদস্য
৭।	জনাব শামসুল আরেফিন	-	সদস্য
৮।	জনাব তাহ্‌রিন আমান	-	সদস্য

৯।	জনাব এ কে আজাদ	-	সদস্য
১০।	জনাব তাপস প্রামানিক	-	সদস্য
১১।	জনাব এম এস সিদ্দিকী	-	সদস্য
১২।	জনাব মোহাম্মদ জাওয়েদ ইয়াহিয়া	-	সদস্য

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এফ ডি আই, ক্যাপিট্যাল মার্কেট এ্যান্ড পোর্টফলিও ইনভেস্টমেন্ট-২০১১

সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীগণ যে সব সমস্যার সম্মুখীন হন তা নিরসনের লক্ষ্যে এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের স্বার্থ বিবেচনা করে দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য সরকারের সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থায় কার্যকরী সুপারিশ প্রেরণ করা এই কমিটির প্রধান দায়িত্ব। নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশী (NRB) দের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য দেশে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন এই কমিটির দায়িত্ব। দেশের ক্যাপিটাল মার্কেটের উপর পর্যবেক্ষণ এবং এর উন্নয়নের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করাও এ স্ট্যান্ডিং কমিটির অন্যতম দায়িত্ব। এ বছর এ কমিটির বেশ কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং দেশে সাম্প্রতিককালে পুঁজিবাজারে অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে এ স্ট্যান্ডিং কমিটির বিভিন্ন সভায় এ বিষয়ে আলোচনা হয় এবং পুঁজিবাজারকে একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সভায় বলা হয় যে, শিল্পায়নের ব্যারোমিটার হিসেবে পুঁজিবাজার অন্যতম ভূমিকা রাখতে পারে।

বছরের শুরুতে এ কমিটি পুরো বছরের কার্যক্রমের একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে এবং সে অনুযায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এ বছর এ কমিটি মোট ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব সভায় পুঁজি বাজারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এবং মত প্রকাশ করা হয় যে, পুঁজি বাজারে শেয়ারের সরবরাহের সাথে চাহিদার সাথে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে তাই নতুন নতুন কোম্পানীর পুঁজি বাজারে প্রবেশের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ স্ট্যান্ডিং কমিটির তত্ত্বাবধানে সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাজারের সংকট মোকাবিলার লক্ষ্যে "Capital Market Reforms in Bangladesh : Demand and Supply Side Constrains" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি কনফারেন্স আয়োজন করা হয়েছে।

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ঃ

১।	জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী	-	সমন্বয়কারী পরিচালক
২।	জনাব রিজওয়ান রহমান	-	আহবায়ক
৩।	জনাব আনোয়ারুল ইসলাম	-	সহ-আহবায়ক
৪।	জনাব মোহাম্মদ নূরুল আলম, এফসিএ	-	সদস্য
৫।	জনাব হায়দার আহমেদ খান, এফসিএ	-	সদস্য
৬।	জনাব মামুন আকবর	-	সদস্য
৭।	খন্দকার মোক্তাদির	-	সদস্য
৮।	জনাব সোহেল আর কে হোসেন	-	সদস্য
৯।	জনাব সাব্বির আহমেদ সিদ্দিকী	-	সদস্য
১০।	জনাব হরী নারায়ন দাস	-	সদস্য
১১।	জনাব ফরিদ উদ্দিন আহমেদ	-	সদস্য
১২।	জনাব এনায়েত হোসেন	-	সদস্য
১৩।	জনাব ড. মোঃ লিয়াকত উল্লাহ	-	সদস্য
১৪।	জনাব গিয়াস উদ্দীন আহমেদ	-	সদস্য
১৫।	জনাব রিয়াজ ইসলাম	-	সদস্য

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ফিন্যান্সসিয়াল ইনস্টিটিউসন্স অ্যান্ড সার্ভিসেস-২০১১

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ণ, জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে অন্তরায়সমূহ চিহ্নিতকরণ, ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোক্তা উন্নয়নে ব্যাংক, লিজিং কোম্পানী, ইন্সুরেন্সসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ নির্ণয় ও তা নিরসনের লক্ষ্যে বাস্তবমুখী সুপারিশমালা প্রণয়ন এবং পর্ষদ সভার অনুমতিক্রমে ঐ সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহে প্রেরণ করা এ কমিটির অন্যতম দায়িত্ব।

সুপারিশ সমূহঃ

১। প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী ও ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যক্ষমতা বিশ্লেষণপূর্বক ঋণ প্রদানের একটি সীমা নির্ধারণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা যেতে পারে।

২। ক্ষুদ্র-মাঝারি ব্যবসা-শিল্প ও তার উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে বিশেষ ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা যেতে পারে।

৩। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা-শিল্পের মঞ্জুরিকৃত ঋণের অর্থ বিনিয়োগ, ঋণের সুদ পরিশোধের সক্ষমতা, ক্রমাগত উৎপাদন বৃদ্ধি ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে একটি সেল বা ডিভিশন গঠন করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অনুরোধ করা যেতে পারে।

৪। ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা-শিল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিশেষ ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণের উপর সুদ হ্রাস করে এদেরকে ঋণ প্রদানের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অবহিত করা যেতে পারে।

৫। বিদেশে কর্মরত জনশক্তির অর্জিত অর্থ স্বদেশে প্রেরণ ও এ অর্থ ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসা-শিল্পে বিনিয়োগের লক্ষ্যে তাঁদেরকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা যেতে পারে।

৬। লিজিং কোম্পানীর ক্ষেত্রে ঃ

(ক) লিজিং কোম্পানিগুলোতে Low Cost Deposit Mobilization এ সক্ষম হয় না। বাংলাদেশ ব্যাংক বিকল্প একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে যাতে লিজিং কোম্পানিগুলোতে Low Cost Deposit Mobilization সম্ভব হয়।

(খ) লিজিং কোম্পানী কর্তৃক ইস্যুকৃত জিরো কুপন বন্ড ক্রয়ের ক্ষেত্রে কার্পোরেট হাউসসহ জনগণ যাতে ট্যাক্স রিবেট সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করা।

(গ) ক্ষুদ্র ব্যবসার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লিজিং কোম্পানীকে পুন: অর্থায়ন সুবিধা চালু করতে অনুমতি দেয়া।

(ঘ) যেহেতু লিজিং কোম্পানী হতে তহবিল গ্রহণে খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি তাই এক্ষেত্রে কর্পোরেট ট্যাক্স এর হার কমানো প্রয়োজন।

৭। ব্যাংকের ক্ষেত্রে ঃ

(ক) ব্যাংকসমূহ বর্তমানে তারল্য সংকটে ভুগছে, এই তারল্য সংকট নিরসনই ব্যাংকের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক SLR Requirement কমাতে পারে।

(গ) সরকারের ঋণ গ্রহণ পর্যায়ক্রমে কমিয়ে একটি সহনীয় মাত্রায় নামিয়ে আনা প্রয়োজন।

৮। ইন্সরেন্স কোম্পানীর ক্ষেত্রে ঃ

(ক) সকল ইন্সুরেন্স কোম্পানীর ক্ষেত্রে একই কমিশন হার চালু করা।

(খ) বীমা কোম্পানীর প্রিমিয়ামের হার IRDA কর্তৃক নির্দেশিত হারের চেয়ে কমিয়ে আনা।

(গ) প্রিমিয়াম ব্যতীত ইন হাউস ইন্সুরেন্স কভারেজে কোন অভিযোগ গৃহীত না করা।

(ঘ) প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট কমানো।

(ঙ) ব্যাংকের ক্ষেত্রে কমিশনের হার অপসারণ।

৯। মূলধন বাজারের ক্ষেত্রে ঃ

(ক) বিনিয়োগকারীর আস্থা তৈরি;

(খ) বন্ড মার্কেট উন্নয়নের জন্য ট্যাক্স সুবিধা প্রদান

(গ) বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার মার্কেট তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে ফিক্সড প্রাইজ পদ্ধতি-ই বেশি যুক্তিসঙ্গত।

(ঘ) Settlement Period T+2 হতে T+1 এ নামিয়ে আনা।

The Banker's Book Evidence Act 1891 এবং The Foreign Exchange Regulation Act 1947 এর অধিকতর সংশোধন বিষয়ে ডিসিসিআই কর্তৃক প্রণয়নকৃত মতামত বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়।

Proposal from DCCI on Foreign Exchange Regulation Act 1947

Reference	Existing Rules/Issues	Proposed Revision	Justification
Section 2(a)	"authorised dealer" means a person for the time being authorised under section 3 to deal in foreign exchange;	"authorized person" means a person authorized by Bangladesh Bank under section 3 to deal in foreign exchange as an authorized dealer, money changer, limited money changer and off-shore banking unit."-	To bring more clarity we propose to create categories who can handle FX transactions ie new term "authorized person "under whom there will be various categories like authorized dealers , money changer , limited money changer , off shore banking units etc.
Section 2 (b)	"currency" includes all coins, currency notes, bank notes, postal notes, money orders, cheques, drafts, traveller's cheques, letters of credit, bills of exchange and promissory notes;	"currency" includes all coins, currency notes, bank notes, Credit and debit card or any such similar instrument, postal notes, money orders, cheques, drafts, traveler's cheques, letters of credit, bills of exchange and promissory notes;	New inclusion Credit & debit cards or any such similar instruments
Section 2(k)	"security" means shares, stocks, bonds, debentures, debenture stock and Government securities, as defined in the securities Act, 1920, deposit receipts in respect of deposits of securities, and units or sub-units of unit trust, but does not include bills of exchange or promissory notes other than Government promissory notes;	"security" means shares , Mutual Fund, Unit certificate, Commercial Papers, stocks, bonds, debentures, debenture stock and Government securities, as defined in the securities Act, 1920, deposit receipts in respect of deposits of securities, and units or sub-units of unit trust, but does not include bills of exchange or promissory notes other than Government promissory notes;	inclusion of " mutual fund, Unit certificate, Commercial Papers , " We would also request clarification that "bonds "includes Islamic Bonds like "Sukuk ". On a larger issue perhaps – Deposits of securities and units of Unit trusts other neighboring countries maybe considered. This would mean implementation of a centralized trust system.

Reference	Existing Rules/Issues	Proposed Revision	Justification
Section 3	"Authorized dealer"	a. The word "authorized dealer" may be replaced by the word "authorized person" b. In this section, 'authorized dealer', 'money changer', 'limited money changer' and 'off-shore banking unit' may be defined.	related to section 2 (a)
Section 4(1)	Restrictions on dealing in foreign exchange	a. Restrictions may be imposed separately for 'authorized dealer', 'money changer', 'limited money changer' and 'off-shore banking unit'.	If section 2a is accepted then then amendments will need to be brought here.
Section 4 (2)	Except with the previous general or special permission of the Bangladesh Bank, no person whether an authorized dealer or otherwise, shall enter into any transaction which provides for the conversion of Bangladesh currency into foreign currency or foreign currency into Bangladesh currency at rates of exchange other than the rates for the time being authorized by the Bangladesh Bank.	Section 4(2) may be rewritten as under: "Authorized persons and their Exchange bureau may buy from and sell to public foreign currency notes and coins at rates of exchange determined by market conditions. Dealings in foreign currency notes and coins between authorized dealers and between authorized dealers and money changers including limited money changers would also be at rates determined by market conditions."	This amendment reflects current practices
Section 5	Note- this section covers restrictions on payments.	There is no definition of current and capital account Transactions. Definitions of components should also be included ie Current account components export , import , service and transfer etc. We propose this should be incorporated.	A clear definition will enhance markets understanding of government policy regarding convertibility.
	In the existing act, there is no definition of resident and non-resident	In the revised act we suggest defining resident and non-resident person or entity.	
	In the existing Act, there is no instruction for on-line/ e commerce based transactions	We suggest to Bangladesh Bank to insert a direction in the Act on on-line based transactions.	This would facilitate travel related transactions / education / medical transactions / small purchases like education materials, essential life saving drugs samples, exam fees, small software purchases, spare parts, membership subscriptions etc through on line.

Reference	Existing Rules/Issues	Proposed Revision	Justification
	In the existing act, there is no guidelines for FX Credit Card including corporate card	We suggest to include a direction on FX credit card along with corporate card	As no separate rules are in place. We also suggest a larger USD limit for Taxpayer and Financial businessmen. Only BDT 500K for an individual which also includes Annual Travel Quota of USD 6.5K for an individual. If an individual takes highest of his equivalent TQ limit, nothing left for his local usage.
Section-12	a. Commercial banks are not permitted under the current regulation to accept any export payment in discounted price without prior permission from Bangladesh Bank. b. In terms of chapter 8 para 11 (a) of the GFET, deduction of commission, brokerage or other trade charges is allowed maximum 5% of the value of the goods. c. In terms of chapter 8, para 7(c) of the GFET, for delay in repatriation or non-realization of export proceeds, the exporter as well as the AD and its officials certifying the export forms render themselves liable to punitive action under the FER Act. d. Chapter 8, para 10 (iii) of the GFET stipulates to submit export documents along with copies of EXP Forms to the AD within 14 days of shipment for reporting of the same to Bangladesh Bank in time.	a. To make the process easier and compliant, the exporters may be allowed by the Bangladesh Bank to accept such discounted value upto a certain percentage (may be 10% of FOB value) wherein value addition requirement as per IPO has been fulfilled, with a condition to obtain Bangladesh Bank permission on a post facto basis explaining the entire situation. b. Considering the current global market situation, such deduction may be allowed upto 10% of the FOB value. c. Where such situation arises due to non-compliant presentations by the exporters or where the foreign buyer make unusual delay in payment for any other reason for which the AD and its officials are not responsible, the punitive action may be taken against the exporter only under the FER Act. d. Considering the present market situation such period may be enhanced from 14 days to 21 days.	

Reference	Existing Rules/Issues	Proposed Revision	Justification
Section 18A: Restriction on Agents	Where permission is sought from Bangladesh Bank for an indenting agent, buying house, shipping agent and freight forwarder, credit report of the foreign principals must be enclosed with the application for such permission for review by Bangladesh Bank.	Commercial Banks, while executing transactions within the validity of this permission, need not to obtain the credit report for the companies or person for which such permission is granted by Bangladesh Bank. In the event of change of status of the foreign principals, if any, the local agent must report such changes to Bangladesh Bank through their bank. Commercial Banks may be advised to submit new credit report to Bangladesh Bank while forwarding agent's application for renewal of permission to Bangladesh Bank.	01. This will reduce foreign currency expenditure of the country on credit report charges as one credit report on one principal will serve the purpose for one year for the entire banking industry. 02. This will also make LC issuance process smooth and faster in the event of issuance of LC against indent 03. Facilitate export business against sales contract and collection process will the faster and cost effective 04. Monitoring and control on shipping business will be more strengthen and maritime fraud against export consignment will be reduced.
Section 18.B (2)	The time frame is six months from date of commencement for the person or company to continue on activity unless Bangladesh bank permits otherwise.	We propose to extend the time frame to one year.	

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ঃ

১।	জনাব কে এম এন মনজুরুল হক	-	সমন্বয়কারী পরিচালক
২।	জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম, এফসিএ	-	আহ্বায়ক
৩।	জনাব সোহেল আর. কে. হোসেইন	-	সহ-আহবায়ক
৪।	আলহাজ্ব মোহাম্মদ ওয়াহিউল্লাহ	-	সদস্য
৫।	জনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার	-	সদস্য
৬।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	-	সদস্য
৭।	জনাব তাহসিন আমান	-	সদস্য

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন হাউজিং, রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট-২০১১

ডিসিসিআই'র হাউজিং রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো গবেষণা ও বাস্তবায়নের দিক্ নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। এ বছর উক্ত কমিটির একাধিক সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হাউজিং ও রিয়েল এস্টেট শিল্পের গুরুত্ব, যুগের চাহিদা, আরবান ডেভেলপমেন্ট, নির্মাণ সামগ্রীর সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। বর্তমানে (১) নির্মাণ সামগ্রীর বাজার মূল্যের অস্থিতিশীলতা, (২) রাজউকের অনুমোদন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা/বিড়ম্বনা, (৩) জমি-প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ও রাজউকের ক্ষেত্রে নীতিমালার বৈষম্যতা রয়েছে, (৪) গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ থাকাতে ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সাধারণ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। (৫) ভূমিকম্প সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

সরকারী-বেসরকারী নির্মাণ জায়গা কেনা-বেচা Utility Service নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি একটি Regulatory Communication থেকে নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন বলে এ কমিটি অভিমত ব্যক্ত করেছে। এছাড়া পরিকল্পিত নগরী ও আরবান ডেভেলপমেন্ট এর আওতায় সুপরিকল্পিত রাস্তাঘাট গড়ে তোলার উপরেও কমিটি গুরুত্ব দেন।

কমিটি এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করে যে, হাউজিং ও রিয়েল এস্টেট সংশ্লিষ্ট সমস্যা/প্রতিবন্ধকতা গুলোর উপর পর্যাপ্ত গবেষণা ও তদানুযায়ী সুচিন্তিত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রিহ্যাব, এতদ্বসংশ্লিষ্ট সরকারী বেসরকারী সংস্থাসহ সমন্বিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন।

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ঃ

০১।	জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ	-	সমন্বয়কারী পরিচালক
০২।	জনাব এম. সালেম সোলায়মান	-	আহ্বায়ক
০৩।	স্থপতি মোঃ মাহবুবুর রহমান	-	সহ-আহবায়ক
০৪।	আলহাজ্ব মোহাম্মদ ওয়াহিউল্লাহ	-	সদস্য
০৫।	জনাব আব্দুল মালেক	-	সদস্য
০৬।	ইঞ্জিনিয়ার এম এ আওয়াল	-	সদস্য
০৭।	জনাব মোঃ সারোয়ার হোসেন	-	সদস্য
০৮।	জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান খান	-	সদস্য
০৯।	জনাব মোঃ ফেরদৌস আহমেদ	-	সদস্য
১০।	জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন	-	সদস্য
১১।	জনাব মোঃ ইয়াসিন খান	-	সদস্য
১২।	জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ	-	সদস্য
১৩।	জনাব মোঃ মেসবাউল ইসলাম নান্নু	-	সদস্য
১৪।	জনাব মোঃ মুক্তার হোসেন	-	সদস্য
১৫।	সৈয়দ পারভেজ রেজা লতিফ	-	সদস্য
১৬।	জনাব মোঃ আলী আফজাল	-	সদস্য
১৭।	ইঞ্জিঃ মোঃ নূরুল হুদা	-	সদস্য
১৮।	ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল ওয়ারেস	-	সদস্য
১৯।	জনাব মোঃ নাজিমউদ্দীন	-	সদস্য
২০।	জনাব মোঃ এম. এ. মান্নান	-	সদস্য
২১।	জনাব গোলাম মাজেদ	-	সদস্য
২২।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	-	সদস্য
২৩।	জনাব নাসিদ ইসলাম	-	সদস্য

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট-২০১১

শ্রম ও জনশক্তি বিষয়ক সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা নিরসনকল্পে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন এই কমিটির অন্যতম দায়িত্ব। প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে প্রত্যক্ষ অবদান রাখছে দেশের জনশক্তি। এই কমিটি জনশক্তি রপ্তানীর বর্তমান সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

সুপারিশ ঃ

১। কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ করা।
২। টেকনিক্যাল কোর্সের সাথে বেসিক ইংলিশ কোর্স অন্তর্ভূক্ত করা।
৩। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বায়রা কর্তৃক কারিগরী প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৪। নতুন বিদেশী শ্রমবাজার অনুসন্ধান করা।
৫। Skilled এবং Semi-skilled জনশক্তি খুঁজে বের করা।
৬। বিদেশী শ্রমবাজারে কোন কোন কাজের চাহিদা রয়েছে তা অনুসন্ধান করা।
৭। চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ঃ

০১।	ইঞ্জিঃ সৈয়দ মোশাররফ হোসেন	-	সমন্বয়কারী পরিচালক
০২।	জনাব আবুল হোসেন	-	আহবায়ক
০৩।	জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান	-	সহ-আহবায়ক
০৪।	জনাব এ কে এম দেলোয়ার হোসেন	-	সদস্য
০৫।	জনাব এ এইচ এম মইন উদ্দিন	-	সদস্য
০৬।	সৈয়দ হাবিব আলী	-	সদস্য
০৭।	জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ	-	সদস্য
০৮।	জনাব এম. আসাদুজ্জামান	-	সদস্য
০৯।	জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম	-	সদস্য

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ইমপোর্ট পলিসি, ইমপোর্ট, ইন্ডেন্টিং ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন-২০১১

আমদানি, ইন্ডেন্টিং এবং ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সংক্রান্ত বিষয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে বিরাজমান সমস্যা তুলে ধরে বাস্তব-ভিত্তিক সুপারিশ প্রণয়ন করা ইমপোর্ট পলিসি, ইমপোর্ট, ইন্ডেন্টিং, ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রধান দায়িত্ব।

এ বছর এ কমিটির বিভিন্ন সভায় আমাদানি এবং অভ্যন্তরীন বাণিজ্য এবং আমদানিনীতি আদেশ ২০০৯-২০১২ এর উপর বিভিন্ন আলোচনা করা হয়। আগামী আমদানীনীতি আদেশ ২০১২-১৫ তে ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাব সন্নিবেশনের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য এ কমিটি কাজ শুরু করেছে। ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত ইমপোর্ট পলিসি, ইমপোর্ট, ইন্ডেন্টিং, ট্যারিফ অ্যান্ড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় নিম্নবর্ণিত সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়।

Recommendations:

1. Organize a seminar on "Business-Friendly Environment for Prosperous Bangladesh".
2. In order to reduce expenditure for domestic use of LPG, all raw materials including LPG mixture and LPG equipments should be imported at zero duty.
3. Withdrawal of 15% VAT on indenting commission.
4. Discourage interim SROs as it creates problems in taking import decisions.
5. Any demurrage charge should not be imposed due to delay of clearance of goods that occurs for the negligence of Port Authority. Demurrage charges should not be applicable for weekly holidays.
6. A specific time period should be fixed for transfer of goods to Dhaka after berth in Chittagong Port.
7. The management system at Chittagong Port should be improved so that clearance of goods could be done with in three days of noting. After automation of custom services, these should be reduced even one day which is a part of Trade Facilitation and government is committed to do that.
8. Specific time limit should be fixed for chemical test for imported goods.

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

১.	জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া	-	সমন্বয়কারী পরিচালক
২.	জনাব কে এম এইচ শহীদুল হক	-	আহবায়ক
৩.	সৈয়দ টি হোসেন জাহাঙ্গীর	-	সহ-আহবায়ক
৪.	জনাব নাজির হোসেন	-	সদস্য
৫.	জনাব শামসুল আরেফিন	-	সদস্য
৬.	জনাব তাহরিন আনাম	-	সদস্য
৭.	জনাব এ কে আজাদ	-	সদস্য
৮.	জনাব আবুল হোসেন	-	সদস্য
৯.	জনাব আর হায়দার চৌধুরী	-	সদস্য
১০.	জনাব মোহাম্মদ ইজাজ গাফফার	-	সদস্য
১১.	জনাব এম এম খান	-	সদস্য
১২.	জনাব মোরশেদ রেজা	-	সদস্য
১৩.	জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ	-	সদস্য
১৪.	জনাব এস এ সোহেল	-	সদস্য
১৫.	জনাব পারভেজ আহমেদ	-	সদস্য
১৬.	জনাব ড. খলিলুর রহমান	-	সদস্য
১৭.	জনাব মোঃ ইকরাম ঢালী	-	সদস্য
১৮.	জনাব হোসেন খান মিলন	-	সদস্য
১৯.	জনাব বিশ্বজিত রায়	-	সদস্য
২০.	জনাব হরী নারায়ন দাস	-	সদস্য
২১.	জনাব নিয়ামত উল্লাহ মজুমদার	-	সদস্য
২২.	জনাব এম শহীদুল্লাহ	-	সদস্য
২৩.	জনাব এম এম আলী আক্কাছ	-	সদস্য
২৪.	জনাব ফরিদ উদ্দীন আহমেদ	-	সদস্য
২৫.	জনাব সুধির চৌধুরী	-	সদস্য
২৬.	জনাব এম এ ছালাম	-	সদস্য
২৭.	জনাব আনোয়ার হোসেন	-	সদস্য
২৮.	জনাব রিয়াজুল হক	-	সদস্য

Standing Committee on Infrastructure Facilities (Power & Energy) for Private Sector Development-2011

Standing Committee on Infrastructure Facilities (Power & Energy) for Private Sector Development-2011 of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) has been constituted to deal with all the matters and issues relating to infrastructure development with a special emphasis on Energy & Power Sector Development. The responsibilities of the Standing Committee also cover to facilitate and motivate private sector investment in the power & energy sector besides government efforts.

In its first meeting, the Standing Committee stated that Bangladesh has been passing through a difficult situation in producing power with conventional natural resources to match with the growing demand of the country. The Government of Bangladesh has taken several measures to meet power shortage and identified it as one of the national priority sectors and looking for different alternative sources. The meeting of the Standing Committee also discussed that it was difficult to meet the demand and supply gap within a short span of time unless all possible alternative sources of power generation could be utilized.

On behalf of DCCI Standing Committee on Infrastructure Facilities (Power & Energy) for Private Sector Development representatives have participated in Public Hearing of Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) and raised voices in favour of private sector development and judicious decisions by BERC in respect of fixation energy and electricity prices and other energy – related policy issues. BERC appreciated the presence and interventions of representatives of DCCI.

Member of the Standing Committee:

1	Mr. Niaz Rahim	-	Coordinating Director
2.	Mr. Humayun Rashid	-	Convenor
3.	Mr. Faisal Khan	-	Co-Convenor
4.	Mr. Nessar Maksud Khan	-	Member
2.	Mr. Mohammad Nurul Alam	-	Member
3.	Mr. Murshed Reza	-	Member
4.	Mr. Khandakar Muktadir	-	Member
5.	Engr. Rabiul Alam	-	Member
6.	Mr. Mohammed Shajahan	-	Member
7.	KH. Rashedul Ahsan	-	Member
8.	Lt. Col. Engr. Shah Khaled Reza (Retd)	-	Member
9.	Engr. Mohammal Ali	-	Member
10.	Mr. Md. Anwar Hossain Mondal	-	Member
11.	Kazi Aminur Rahman	-	Member
12.	Mrs. Suraiya Alam	-	Member

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি-স্মাগলিং ইনিসিয়েটিভ-২০১১

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ল অ্যান্ড অর্ডার অ্যান্ড এন্টি-স্মাগলিং ইনিসিয়েটিভ স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যপরিধিতে রয়েছে ঢাকা জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে সম্পর্কিত সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ; আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে সুপারিশমালা উপস্থাপন এবং ঢাকা চেম্বার কর্তৃপক্ষকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও এ বিষয়ে সরকারের নীতি সম্পর্কে অবহিতকরণ ইত্যাদি।

চলতি বছর এই কমিটির সভাসমূহে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখা এবং প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে যেসকল সুপারিশ গৃহীত হয়েছে সেসকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে।

এবছর এ কমিটির উদ্যোগে "ব্যবসায় প্রসারে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন" শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এম.পি. প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই সেমিনারের প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে সরকারের পাশাপাশি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভূমিকা এবং বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা অবস্থা পর্যালোচনা, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানের সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন। শিল্প, কল-কারখানাসহ ব্যবসা-বাণিজ্যের যেকোন পর্যায়ে বিনিয়োগ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির উপর নির্ভরশীল। সামগ্রিকভাবে দেশের সাফল্য নির্ভর করে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের উপর। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য স্বাভাবিক গতিতে চলতে না পারলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয় না। এসব বিষয়ের আলোচনায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক পর্যায়ে বহাল রাখার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

এ ছাড়া বিভিন্ন সভায় গৃহীত সুপারিশসমূহের সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপঃ

কেমিক্যাল ব্যবসায় জড়িত ব্যবসায়ীবৃন্দের দোকানে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র স্থাপন নিশ্চিত করা এবং অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দানে প্রচারণা ও নির্দেশিকা প্রকাশ। ফুটপাত থেকে উচ্ছেদকৃত হকারদের জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো নাইট মার্কেটের ব্যবস্থা করা। রমজান মাসে শপিংমল, মার্কেট, রেলওয়ে স্টেশন, বাস ও লঞ্চ টার্মিনালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য পোশাকধারী পুলিশ ছাড়াও সাদা পোশাকের পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো। ঢাকা মেট্রোপলিটান এরিয়ায় বিআরটিসি বাস সার্ভিস রাত ১২টা পর্যন্ত চালু রাখা এবং রমজান মাসে আইন- শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখতে রিজার্ভ পুলিশের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের সুপারিশ।

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ঃ

১।	আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন	-	সমন্বয়কারী পরিচালক
২।	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	-	আহবায়ক
৩।	জনাব মোঃ জুনায়েদ ইবনে আলী	-	সহ আহবায়ক
৪।	আলহাজ্ব মোঃ আলাউদ্দিন মালিক	-	সদস্য
৫।	খন্দকার শহিদুল ইসলাম	-	সদস্য
৫।	আলহাজ্ব মোঃ শরফুদ্দিন	-	সদস্য
৬।	জনাব এম সালেম সোলায়মান	-	সদস্য
৭।	মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ)	-	সদস্য
৮।	সৈয়দ হাবিবুর রহমান	-	সদস্য
৯।	জনাব খায়ের এম খান	-	সদস্য
১০।	হাজী আলতাফ হোসেন	-	সদস্য
১১।	জনাব মোঃ মোনায়েম খান	-	সদস্য
১১।	জনাব মোঃ মোস্তফা সরওয়ার টিটু	-	সদস্য
১২।	জনাব শোয়েব চৌধুরী	-	সদস্য
১৩।	জনাব সাব্বীর আহমেদ সিদ্দিকী	-	সদস্য
১৪।	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান	-	সদস্য
১৫।	জনাব সিরাজুল ইসলাম হানিফ	-	সদস্য

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ন্যাশনাল কমিউনিকেশন, ট্রান্সপোর্টেশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট-২০১১

যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা একটি দেশের অর্থনৈতিক গতি সঞ্চালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার, জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জনসাধারণের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে সড়ক, রেল ও নৌপথ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, যানজট নিরসন, দূষণমুক্ত পরিবেশ গঠন, উন্নত ও নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিরাজমান সমস্যা নির্ণয় ও সমাধানের সুপারিশমালা প্রণয়নপূর্বক এর বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে এ কমিটি গঠন করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। যেমনঃ পরিবহন, সড়ক নির্মাণ, গৃহায়ন, বন্দর উন্নয়ন ও নির্মাণে উপযুক্ত নীতিমালা গ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা, সড়ক নেটওয়ার্কে গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা সদরকে সংযুক্ত করার কার্যক্রম বাস্তাবায়ন করা; পদ্মা ও কর্ণফুলী সেতু, টানেল নির্মাণ, ঢাকা - চট্টগ্রাম ইকোনমিক করিডোর ৪ লেন বিশিষ্ট এক্সপ্রেস সড়ক নির্মাণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ (ঢাকা চেম্বার ভবিষ্যৎ গুরুত্ব বিবেচনা করে ৬ লেন রাখার প্রস্তাব করেছে) এবং রেলপথ সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা; এশীয় রেল এবং জনপথের আওতায় পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের সাথে (চীন, মায়ানমার, ভারত) রেল ও সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করা; প্রতিটি ছোট বড় নদী খনন করা; নিরাপদে স্বল্প খরচে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণের জন্য নৌপথের উন্নয়ন ও নৌ পরিবহণের আধুনিকায়ন করা; গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ এবং চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরকে আধুনিকায়ন করে এশিয়ার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া; স্থলবন্দর নির্মাণ ও আধুনিকায়ন; দেশের সব উপজেলাতে স্বল্প খরচে যাতায়াত ও রাজধানীর সংগে যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

যেহেতু সুষম যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থাপনার উপর জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার নির্ভরশীল, তাই ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ঢাকার ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায় হল যানজট, অনুন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, ট্রাফিক ব্যবস্থার অনিয়ম ও ট্রাফিক আইন প্রতিপালনে সচেতনতার অভাব। ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধানের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন এ কমিটির কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত।

সুপারিশসমূহঃ

০১। Dhaka Chittagong Economic Corridor, Commuter Train Service, Innovative Research and Development, Value Added Analysis, Bangladesh 2030: Strategy for Growth; Chittagong Port Facility, Deep Sea, Regional Connectivity with India, Thailand, Bhutan, Nepal and China etc. এ বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে ২/৩টি বিষয় নির্বাচন করে গবেষণামূলক প্রতিবেদন তৈরি করার প্রস্তাব করা হয়।

০২। সুপারিশসমূহ এমনভাবে হাইলাইট করতে হবে যাতে সেমিনার আয়োজন করার সময় না থাকলেও অন্ততঃ প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে দেখা করে বিষয়টি ডেমো প্রেজেন্টেশন করা যেতে পারে।

০৩। বাংলাদেশ রেলওয়ের উপর পৃথকভাবে একটি সেমিনার বা ওয়ার্কশপ আয়োজন করার জন্য প্রস্তাব করা হয়।

০৪। ঢাকার আশে পাশের উপ শহরগুলোতে কমিউটার ট্রেন চালু করা যেতে পারে। এ ছাড়া এলিভেটেড এক্সপ্রেস চালু করার পূর্বে রেল উন্নয়নের বিষয়টি আরো গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে বক্স কালভার্ট সিস্টেমে ট্রেন নিচ দিয়ে যায়, উপরে রোড সিস্টেম বিদ্যমান।

০৫। "Dhaka Chittagong Economic Corridor" with Rail and River facilities সেমিনার আয়োজন করার ক্ষেত্রে ডিসিসিআই এর ভিশন ২০৩০ আয়োজনে ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে যেসমস্ত সুপারিশ করা হয়েছিল তা ডিসিসিআই গবেষণা সেল থেকে সংগ্রহ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

০৬। ঢাকা চট্টগ্রাম রোডে নদীসমূহের উপর নির্মিত ব্রিজসমূহে একাধিক লেন করার দায়িত্ব অবশ্যই সরকারকে নিতে হবে। কারণ বর্তমান ৪ লেন অথবা ভবিষ্যতে ৬ লেন এর করিডোর নির্মিত হলে এ বিবেচনায় ব্রিজগুলো নির্মিত হয়নি। ফলে লেন সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে বর্তমান ব্রিজ এর উপর সীমাহীন যানজট সৃষ্টি হবে।

০৭। ঢাকা চট্টগ্রাম ইকোনমিক করিডোর এর সাথে রেল করিডোর এর বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই রেল করিডোর স্থাপন করার বিষয়টি বিবেচনা করার প্রস্তাব করা হয়।

০৮। প্রতিদিন কমলাপুর রেলস্ট্রেশন থেকে কি পরিমান ট্রেন এবং যাত্রী আসা যাওয়া করে তার একটি পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

০৯। বিকেন্দ্রীকরণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনসংখ্যার দিকটিও বিশেষ বিবেচনায় রাখা উচিত। কারণ এস টি পি (Stragegic Transport Plan) অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার তা আমাদের অবস্থান, পরিবেশ এবং আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেমনঃ বিশ্বের উন্নত শহরগুলোতে গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ London:= Green Belt and New Town Plan; New York = Decentralized Sattelite Plan; and Tokyo:= Sattelite Town Plan বিবেচনা করে গবেষণা ভিত্তিক প্রকল্প হাতে নেয়া উচিত।

১০। দেশের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ড্যাপ (Detailed Area Plan: DAP) বাস্তবায়নের বিষয়টি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। এ বিষয়টি সমধিক গুরুত্ব দেয়ার প্রস্তাব করা হয়।

১১। বিভিন্ন স্থাপনা পর্যায়ক্রমে যদি ঢাকার বাইরে গাজীপুর, টঙ্গি ইত্যাদি স্থানে নেয়া হয় কিন্তু সেখানেও যাতে যানজট সৃষ্টি না হয় সে বিষয়টি বিবেচনা করা আবশ্যক এবং সেখানকার লোকগুলো দৈনন্দিন কিভাবে ঢাকায় যাতায়াত করবে তার বিষয়টিও সমাধান করা উচিত।

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দঃ

০১।	জনাব এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম	-	সমন্বয়কারী পরিচালক
০২।	জনাব এস এম জিল্লুর রহমান	-	আহবায়ক
০৩।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন মণ্ডল	-	সহ আহবায়ক
০৪।	আলহাজ্ব আব্দুস সালাম	-	সদস্য
০৫।	জনাব এম সালেম সোলায়মান	-	সদস্য
০৬।	জনাব শোয়েব চৌধুরী	-	সদস্য
০৭।	ক্যাপ্টঃ মোঃ নূরুল হক	-	সদস্য
০৮।	জনাব মোহাম্মদ মেজবাহুল ইসলাম নান্নু	-	সদস্য
০৯।	জনাব মোঃ এ কে ডি দ্বীন মোহাম্মদ খান	-	সদস্য

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন পোর্ট, শিপিং অ্যান্ড আইসিডি/ইপিজেড/এসইজেড-২০১১

পোর্ট, শিপিং, আইসিডি, ইপিজেড এবং এসইজেড সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধিমালা এবং পদ্ধতিসমুহ পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন করা এ স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রধান দায়িত্ব। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সমুদ্র বন্দর, নৌ বন্দর এবং স্থল বন্দরসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিরাজমান সমস্যা তুলে ধরে ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বছর পোর্ট, শিপিং অ্যান্ড আইসিডি/ইপিজেড/এসইজেড স্ট্যান্ডিং কমিটির বিভিন্ন সভায় পোর্ট, শিপিং, আইসিডি সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবসায়ীদের বিরাজমান সমস্যা সর্ম্পকে আলোচনা করা হয় এবং এ সমস্ত সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধারেন জন্য একটি সেমিনার আয়োজন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় বলা হয় যে, যদিও ঢাকা ও চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসের অটোমেশন হয়েছে তথাপি দেশের প্রধান বন্দর চিটাগাং পোর্টে এখনও অনেক সমস্যা রয়েছে। সরকারী বন্ধের এবং পোর্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে মালামাল খালাসে বিলম্ব হলে ব্যবসায়ীদের উপর Damage Charge আরোপ করা হয়, যা মোটেও যুক্তিসম্মত নয়। এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির পক্ষ হতে বলা হয়। এ ছাড়া আরোও উল্লেখ করা হয় যে, মংলা সমুদ্র বন্দরের আধুনিকায়নে প্রধান চ্যালেঞ্জ এ বন্দরের নাব্যতা এবং চট্টগ্রাম বন্দরের প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো বন্দরে Congestion এ সমস্ত বিষয় চিহ্নিত করে "Increasing Efficiency of Ports and Mobilizing Turnaround time of ships" শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

১.	জনাব এম আনোয়ারুল হক	-	সমন্বয়কারী পরিচালক
২.	জনাব ফয়সাল সামাদ	-	আহবায়ক
৩.	জনাব মোহাম্মদ মোনায়েম খান	-	সহ-আহবায়ক
৪.	জনাব এম শাহজাহান খান	-	সদস্য
৫.	জনাব নেসার মাকসুদ খান	-	সদস্য
৬.	জনাব এম এ সোহেল	-	সদস্য
৭.	জনাব বিকাশ কুসুম বড়ুয়া	-	সদস্য
৮.	জনাব ফরহাদ মনসুর	-	সদস্য
৯.	জনাব মোঃ বেলাল উদ্দীন	-	সদস্য
১০.	জনাব ইকরাম ঢালী	-	সদস্য
১১.	জনাব এ কে ডি দ্বীন মোহাম্মদ খান	-	সদস্য

Standing Committee on "Projects Development, DBI, Research, Library and Knowledge Centre - 2011"

In 2011, three meetings of the Standing Committee were held, on 06th February, 05th April and 28th September. In the first meeting, the DBI Training Calendar, 2011-12 was prepared and finalized. In the calendar, 35 short courses on various subjects like Export, Import, Marketing Management, Office Management, Negotiation Skills, Human Resource Management, L/C Procedures, Quality Management, Project Management, Managing Finance, Selling Skills, Rules and Procedures of VAT and Income Tax, etc. were included. In addition, Certificate /Advanced Certificate/ Diploma Courses on MLS-SCM(P), conducted in cooperation with ITC -UNCTAD/WTO, Geneva was included in the DBI Calendar 2011-12. Moreover, 25 Daylong Workshops to be held in the DCCI Knowledge Center (KC), were included in the Calendar. All these Courses are being implemented with satisfactory results.

In 2011, the following actions were taken with the recommendations of the Standing Committee and approval of the DCCI Board of Directors:

1. DCCI Business Institute (DBI)

1.1. At the outset, DBI Training Calendar 2011-2012 (March - April) was prepared on recommendations of the Standing Committee and approved by the Board of Directors. Suggestions of the members of the Standing Committee were reflected in the Calendar. From January to September, 2011, fourteen (14) short courses were held and two hundred and eighty four (284) participants participated in the courses.

1.2 MLS-SCM(p) Certificate/Diploma Course and Examination were held in Cooperation with ITC – UNCTAD/ WTO, Geneva.

1.3 A new initiative was taken for in-house training of DCCI Officials/Staff in the DBI. So far, seven (07) officials from DCCI have been trained along with outside participants, on different subjects.

1.4 DBI Training Calendar 2011-12 was published and copies of the same were sent to Presidents of important Chambers/Associations with a D.O. letter under Signature of the President, DCCI. These were also distributed among Directors, Convenors, Co-convenors of DCCI Standing Committees and other concerned.

2. DCCI Knowledge Centre (KC):

Day-long workshop in KC: Twenty five (25) day-long workshops were planned to be held in 2011-12. So far, the following workshops were conducted during the period (January – September, 2011): **(i) Corporate Environment – An Essential Tool for Business Growth, (ii) Professional Business Management, (iii) Strategic Procurement Skills, (iv) Managing Logistics and Transportation, (v) Effective Warehousing and Distribution Management, (vi) UCPDC – 600, (vii) Front Desk Behaviour & Telephone Etiquettes, (viii) Income Tax Planning to Minimize Tax Burden Legally, (ix) VAT & Customs Procedures for Import & Export, (x) Effective Office Management, (xi) Conflict Management and (xii) Public Procurement Management & Overview of e-GP.** The response was quite satisfactory. Total number of the participants for these workshops were 195.

3. DBI Library

The following activities continued in the Library and Information Department in 2011.

3.1 Collection of publications, International Trade Statistics/ Information, etc from Private & Public Sectors and dissemination of the same among members by providing photocopy facilities.

3.2 Collection of International Trade and Business Directories, Journals, Magazines, Catalogues, Brochures & Business Literature for Reference Services.

3.3 Collection and preservation of Government Documents, Acts, Ordinances, SRO, Rules & Regulations, Policies (e.g., Export, Import, Industry & Privatization etc.)

3.4 Collection & Preservation of Training Papers, Documents, Research Papers, Reports on Workshops, Conference, Seminar, Symposium held at the DCCI, in the country and Abroad.

3.5 Collection and preservation of International Trade & Business Documents: UCPDC, ICC-400, ICC-500, ICC-600 INCOTERMS, ISO-9000, ISO-14000, SA-8000, IT, E-Commerce, Cyber Business Documents, SAPTA, GATT, WTO Documents, CSR, Intellectual Property Right, SME, etc.

4. Affiliation of DBI with National University for BBA Programme

Affiliation of DBI for conducting BBA Honours course of 04 (four) years duration was given by the National University on 18-01-2011 for the session 2010-11 with 50 (fifty) seats of students. No student could be admitted in the BBA course during the session 2010-11 for shortage of time. Application has been submitted on 13-10-2011 to the National University for renewal of affiliation of DBI for BBA course for the session 2011-12. It is expected that, affiliation of DBI for BBA course will be renewed by the National University. As per approval of the DCCI authority, all members of DCCI have been requested by sending letters to them to admit their children & wards in the BBA Honours course of DBI at 10% discount on admission fee. Mushfaqul Haque Chowdhury, BBA (Honours), MBA has been appointed as the Student Relations Officer, DBI (BBA College). He has joined DBI on 4th August, 2011 and has been working, under the Acting Principal.

An application was submitted on 01-06-2011 to the National University for extension of time for forming a Governing Body of DBI with all categories of members including 2 (two) elected members from among the Guardians of students, as per Regulation of the National University. In the absence of Governing Body of DBI, an Adhoc Management Committee comprising of 8 (eight) members with Mr. M.H. Rahman, Past President, DCCI as the Convenor, has been formed to transact all matters of DBI (BBA College).

5. Activities of DCCI Research Cell in 2011

The activities of DCCI Research Cell, done in 2011, are narrated below:

1. **Seminars/Workshops/Discussion Meetings Held:** About 40 Seminars, Workshops and Discussion Meetings were organized in cooperation with other sections of the Chamber and Donor Organizations and prepared Reports on these Seminars & Workshops for follow-up of decisions taken in these programs.

2. **Outcome Statement of the Seminar on Digital Bangladesh :** Recommendations on connectivity and Growth of Economy, Conference on Capital Market, Demand and Supply Side Constraints, Public Private Dialogue on E-payment in Bangladesh and Opportunities & Challenges were handed over to the Hon'ble Prime Minister during a Call on Meeting with her on June 26, 2011. Hon'ble Prime Minister assured DCCI functionaries for implementation of these recommendations. Some of the recommendations of the seminar were published in DCCI Monthly Review. Out of these programs, seventeen (17) were supported by different donor organizations and six (6) were funded by DCCI. Follow-up actions of the recommendations are going on.

3. **Some of the important outcome of these programmes are as follows:**

   3.1. DCCI proposal for reducing exhorbitant amount of license renewal fees for mobile operator for 2G and 3G network was accepted by the Government.

   3.2. DCCI proposed for establishing a framework for ICT Branding with continuity and consistency so that image of the country as a hub of ICT can be established. DCCI in-cooperation with A21 project implemented under Prime Minister office is going to organize a Branding Conference. Hon'ble Prime Minister is expected to inaugurate the Conference.

   3.3 DCCI presented 26 recommendations for Capital Market Development and changes in the administration of SEC rules and regulations. Accordingly, some changes in the administration of SEC and reforms in the Capital Market have been undertaken and the process is continuing.

3.4. DCCI submitted 16 recommendations for e-payment in Bangladesh and for improvement of legal framework and operationalizing the system. Accordingly the Central Bank has taken several policies to improve e-payment system and strengthening Mobile Banking system in Bangladesh. Now Mobile Banking facilities are available at the rural areas.

3.5. DCCI organized several programs for creating awareness about CSR and some CSR Training Programs, accordingly Bangladesh Government has expanded the areas to be included under CSR. In the Budget 2011-12, Government has decided to include some more areas under CSR including National Level Museum set-up in the memory of Liberation War and Prime Minister's Higher Education Fund. A Guideline for CSR 26000 is under process by the Ministry of Industries.

3.6. DCCI in cooperation with IFC organized 2 Focus Group Discussion (FGD) in Service Sector and Manufacturing Sector. By using the findings of FGD of different Manufacturing & Service Sectors, IFC will suggest several policy reforms for the benefit of the private sector.

3.7. DCCI organized 3 Climate Change awareness Workshops and prepared a report. OXFAM is now interested to do some more work with DCCI to train business community members to face the adverse impact of Climate Change and get benefit out of Climate Change business.

3.8. DCCI organized a discussion meeting on World Accreditation Day 2011 in cooperation with Ministry of Industries to create awareness about the need of Accreditation and preparedness of Bangladesh in this respect.

3.9 DCCI organized a two-day Workshop on Collective Management Organization (CMO) to take benefit of Copyright Law, in cooperation with WIPO and Copyright office. The Workshop helped the participants know about the Copyright Law in Bangladesh and how different IP owners can take benefit from the existing Copyright Law of Bangladesh.

3.10 A consultation meeting on Private Sector Assessment (PSA) study was organized jointly by DCCI and Keystone Business Support Company Ltd. which is conducting a study on behalf of the Asian Development Bank (ADB). The objectives of the meeting were to: (i) Identify the overall macroeconomic policy for Private Sector Development (PSD) and Private Sector Operation (PSO) in Bangladesh, (ii) Identify the policy and institutional deficiencies and constraints that private sector faces while dealing with the regulatory and legal environment and (iii) Make recommendations that will actually address the causes of policy and organizational deficiency.

3.11 DCCI, OXFAM GB, Bangladesh and Campaign for Sustainable Rural Livelihood (CSRL) jointly organized a workshop on Clean Development Mechanism (CDM) and prepared a report. The objectives of the workshop were to create awareness among owners of industrial units about benefit of having CDM projects, disseminate information about CDM strategies, how CDM can reduce environmental impact of industrial wastes and identify potential CDM sectors in Bangladesh.

4. Publications prepared by the DCCI Research Cell :

(1) Tax Guide 2011-12; (2) Seminars, Workshops and Study Reports (14); (3) Capital Market Brochure; and (4) Economic Indicators of Bangladesh. The Cell also helped EEPC, India to prepare a Research Study on Economic Corridors and Pro Poor Private Sector Development in South Asia.

5. Consultancy Services : The Research Cell provided different types of Consultancy services, such as, Tax Consultancy, Information Services, etc.

6. Recommendations : Research Cell also provided inputs for : (1) Bangladesh Malaysia FTA, (2) Competition Act, (3) DFQF Submission to USITC, etc.

7. Call on meetings, discussion meetings and other meetings held.

8. Projects Development: In brief, the following project activities are going on in Research Cell : (1) NTF II Project in cooperation with ITC, Geneva and CBI, (2) Dhaka Customs House Project in cooperation with IFC-BICF, (3) Sequa Retie Project in cooperation with EU, (4) PUM Netherlands (waiting for approval) and (5) Business Initiative Leading Development (BUILD) in co-operation with IFC-BICF and will be implemented jointly with MCCI and SME Foundation.

9. DCCI Research Cell also contributed inputs to Standing Committees related to Export, Import, Investment, WTO, TRIPS, SMEs etc.

10. A Mega-Conference on Public Private Partnership for Rapid Economic Growth was organized by DCCI where the Cell played a significant role. In this Conference DCCI Project on BUILD and commercial operation of Dhaka Customs House automation were launched.

11. DCCI Research Cell also attended several Meetings at different Ministries, offices and gave comments and recommendations on different policies like FTA, BTA and MTS.

12. Preparation for giving inputs to 8th WTO Ministerial and other policies is on-going.

List of Members of the Standing Committee:

1.	Mr. T. I. M Nurul Kabir	-	Coordinating Director & S. V. P. DCCI
2.	Mr. Kamrul Islam, FCA	-	Convenor
3.	Mr. Enayet Karim	-	Co-Convenor
4.	Mr. Masudur Rahman	-	Member
5.	Mr. Md. Sabur Khan	-	Member
6.	Mr. Data Magfur	-	Member
7.	Mr. Rafiqul Islam Khan, FCA	-	Member
8.	Khondakar Atique -E-Rabbani	-	Member
9.	Mr. Nessar Maksud Khan	-	Member
10.	Mr. S. Rumi Saifullah	-	Member
11.	Mr. M. S. Siddiqui	-	Member
12.	Mr. Shoaib Choudhury	-	Member

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং-২০১১

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটি - ২০১১ এর মাধ্যমে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর পক্ষ থেকে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করা এই কমিটির অন্যতম দায়িত্ব। ন্যায্য মূল্যে ভোক্তাদের নিকট পণ্য সরবরাহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের দায়িত্ব, কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে ঢাকা চেম্বারের সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ এ কমিটি সরকারী মহলে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু ও সুশৃংখল পরিবেশ এখনো গড়ে ওঠেনি। এর যতটা আধুনিকায়ন ও স্বচ্ছতা প্রয়োজন সেটাও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের অনেক কিছু করণীয় থাকলেও মুক্তবাজার অর্থনীতির অজুহাত, প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও প্রয়োজনীয় আইন অবকাঠামোর অপ্রতুলতার কারণে প্রত্যাশিত পদক্ষেপ সরকারকে অনেক সময় নিতে দেখা যায় না। তদুপরি ব্যবসায়ী সমাজের কাছ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতারও (Corporate Social Responsibility or CSR) বিষয়টিও বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

সম্প্রতি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক নীতি ও আইনের (Competition Policy and Law) প্রয়োজনীয়তার কথা সোচ্চারভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। ১ অক্টোবর ২০১১ তারিখ এ কমিটির সুপারিশক্রমে Competition Law and Market শিরোনামে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে মাননীয় শিল্প সচিব জনাব কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জনাব আসিফ ইব্রাহীম, সভাপতি, ডিসিসিআই। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভারসিটির অর্থনৈতিক বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এনামুল হক। নির্ধারিত আলোচকবৃন্দ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার নিহাদ কবির, সহ-সভাপতি এমসিসিআই এবং ড. খন্দকার বজলুল হক, চেয়ারম্যান অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। মুক্ত আলোচনায় সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব ওয়ালিউর রহমান, সমন্বয়কারী পরিচালক, প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস এন্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১১।

১১ জুলাই ২০১১ তারিখ ডিসিসিআই এর অডিটোরিয়ামে পবিত্র রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং পণ্যের গুণগত মান অক্ষুন্ন রেখে সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবসায়ীবৃন্দকে উদ্বুদ্ধকরণ করার জন্য এলাকাভিত্তিক ও বিশেষায়িত ব্যবসায়ী সমিতিগুলোর সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছিল। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান, এম পি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এ কে আজাদ, সভাপতি, এফবিসিসিআই। এ সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল সকল সংশ্লিষ্ট মহলের সহযোগিতায় পবিত্র রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের সহনীয় পর্যায় রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ, সমাধানের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন, ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়ন।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে ১৯৯৪ সালে ঢাকা চেম্বার প্রথমে একটি "কনজুমার প্রটেকশন আইন" এর খসড়া প্রণয়নে উদ্যোগী হয়। এরপর এ আইনটির উপরে ঢাকা চেম্বার তদানিন্তন বাণিজ্য মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বেশ কয়েকটি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করে। প্রয়াত বিশিষ্ট আইনজ্ঞ জনাব শামসুল ইসলামকে দিয়ে আইনটি Vetted করানো হয়। অবশেষে ১ এপ্রিল ২০০৯ জাতীয় সংসদে "ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯" পাস হয়। কিন্তু এ আইন সফল বাস্তবায়নে গঠিত "জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ" এ ঢাকা চেম্বারের কোন প্রতিনিধি না থাকায় ইতোমধ্যেই বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে।

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং-২০১১ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহঃ

০১। কমিটির প্রথম সভায় বৎসরের শুরুতেই কমিটির উদ্দেশ্য, আদর্শ সামনে রেখে মিশন স্টেটমেন্ট এবং বার্ষিক কর্মপঞ্জী প্রস্তুত করা হয়েছে যা ডিসিসিআই পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

০২। প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস এন্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১১" এ পর্যন্ত ৪টি স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা, ১টি সেমিনার এবং ১টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।

০৩। জাতিসংঘ স্বীকৃত ক্রেতা/ভোক্তাদের অধিকার ও দায়িত্বসমূহ (Consumer Rights & Responsibilities): ৮টি অধিকারঃ

- অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকার;
- নিরাপদ পণ্য ও সেবা পাওয়ার অধিকার;
- পণ্যের উপাদান, ব্যবহারবিধি, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি তথ্য জানার অধিকার;
- যাচাই বাছাই করে ন্যায্য মূল্যে সঠিক পণ্য ও সেবা পাওয়ার অধিকার;
- অভিযোগ করার ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার;
- কোন পণ্য বা সেবা ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার;
- ক্রেতা ভোক্তা হিসেবে অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষালাভের অধিকার;
- স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ ও বসবাস করার অধিকার।

৫টি দায়িত্বঃ

- পণ্য বা সেবার মান ও গুণাগুণ সম্পর্কে সচেতন ও জিজ্ঞাসু হোন;
- দরদাম করে সঠিক পণ্য বাছাই করুণ;
- আপনার আচরণে অন্য ক্রেতা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন সে ব্যাপারে সচেতন থাকুন;
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সচেতন ও সক্রিয় হোন;
- ক্রেতা/ভোক্তা হিসেবে অধিকার সংরক্ষণে সোচ্চার ও সংগঠিত হোন।

০৪। বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক ভোক্তা অধিকার আইন, দিবস, বিভিন্ন সভা, সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য কমিটির সমন্বয়কারী পরিচালক, আহবায়ক, সহ আহবায়ক ও সদস্যবৃন্দকেও যথাসময়ে অবহিতকরণ এবং ডিলিং অফিসারও ডিসিসিআই এর প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকেন।

05. Mr. Niaz Rahim, Director, DCCI, attended a meeting of National Price Observation Committee at Bangladesh Tariff Commission.

06. Mr. Niaz Rahim, Director, DCCI, attended a meeting at Ministry of Commerce held on keeping Market Price of Refined Oil and Sugar stable during the Month of Ramadan.

07. Mr. A. S. M. Mohiuddin Monem, Director, DCCI, attended a meeting held on the issues of supply and price situation of Sugar and Vegetable Oil at Ministry of Commerce.

08. Mr. M. Anwarul Haque, Director, DCCI attended a meeting at the Office of Chief Controller, Dhaka Rationing held on issue of appointment of Fair Price Dealer.

09. Mr. M. Fazlul Karim, Joint Secretary (CS), DCCI attended a meeting of Market Review of Essential Commodities at Ministry of Commerce.

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দঃ

০১।	জনাব ওয়ালিউর রহমান	-	সমন্বয়কারী পরিচালক
০২।	মিসেস সামসুন নাহার	-	আহবায়ক
০৩।	জনাব এম এ রাজ্জাক	-	সহ আহবায়ক
০৪।	সৈয়দ হাবিবুর রহমান	-	সদস্য

০৫।	সৈয়দ মাসুদুর রহমান	-	সদস্য
০৬।	জনাব মোঃ শাখায়েত উল্লাহ্	-	সদস্য
০৭।	জনাব এ কে এম দেলোয়ার হোসেন	-	সদস্য
০৮।	জনাব মোসাদ্দেক হোসেন খান	-	সদস্য
০৯।	জনাব আবুল কালাম	-	সদস্য
১০।	জনাব মোঃ বেল্লাল হোসেন	-	সদস্য
১১।	জনাব মোঃ রাশেদ আলী	-	সদস্য
১২।	জনাব আবুল বাসার	-	সদস্য
১৩।	কাজী মাহ্তাব উদ্দিন আহমেদ	-	সদস্য
১৪।	জনাব শোয়েব চৌধুরী	-	সদস্য
১৫।	হাজী মোঃ শহীদ হোসেন	-	সদস্য
১৬।	আলহাজ্ব দ্বীন মোহাম্মদ	-	সদস্য

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন এসএমই এন্ট্রিপ্রিনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন-২০১১

ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশমালা প্রণয়ন ও শিল্পনীতিতে অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রেরণ এ কমিটির অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়াও এ কমিটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, এসএমই ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য এসএমই সহায়ক প্রতিষ্ঠান ও পণ্য উন্নয়নের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানের সাথে শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করছে।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও নতুন উদ্যোক্তাদের ঝুঁকিপূর্ণ ইনোভেটিভ প্রকল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী করে তোলার জন্য বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন করাও এ কমিটির অন্যতম লক্ষ্য। সর্বোপরি ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তাদের পণ্য উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের সমীক্ষা ও গবেষণা পরিচালনা করে পণ্যের মান উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ ও অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য সুপারিশ করা এ কমিটির কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

বছরের শুরুতে এ কমিটি পুরো বছরের কার্যক্রমের একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে এবং সে অনুযায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সাক্ষাতের সময় শিল্প উন্নয়ন, এসএমই উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও পণ্য বহুমুখীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় এ কমিটি থেকে তুলে ধরা হয়।

এ কমিটির সদস্যদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ১৯তম চায়না ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কমোডিটিস ফেয়ার ২০১১, কুনমিং এ অংশগ্রহণ করেন।

এ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিগত ডিসেম্বর ৮-৯, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত SME Financing Fair এর কার্যক্রমের ফলোআপ গ্রহণের জন্য যে সমস্ত Agreement প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেগুলোর ফলোআপ গ্রহণের জন্য তাদেরকে পত্র প্রেরণ করা হয় এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকে পত্র দিয়ে ফলোআপ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে এবং কিছু কিছু ব্যাংক সন্তোষমূলক উত্তর জানিয়েছেন।

এ কমিটি ডিবিআই এর মাধ্যমে কিছু সেক্টর-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছে, এ ব্যাপারে ডিবিআই এর নির্বাহী পরিচালকের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।

এ কমিটির মাধ্যমে ডিসিসিআই সদস্যদের দ্রুত সেবা প্রদানের জন্য Website আধুনিকিকরণ এবং B2B Portal এ রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া হয়। এখান থেকে একজন সদস্য কিভাবে ডিসিসিআই এর মেম্বার হওয়া যায়, মেম্বার হতে হলে কি কি প্রয়োজনীয় পেপারস লাগবে তা জানতে পারবে এবং ব্যবসা করার জন্য প্রয়োজনীয় সব সংবাদ এখান থেকে পাওয়া যাবে। তাছাড়া ডিসিসিআই এ মেম্বার হলে কি ধরনের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে এবং অন্যান্য মেম্বারদের সম্পর্কেও বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যাবে। এ কমিটির সদস্যদের বিভিন্ন স্থানীয় ট্রেনিং প্রোগ্রাম এবং ট্রেড ফেয়ার এ অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানেরও উদ্যোগ নেয়া হয়।

এ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী SEAF Ventures Management LLC নামে একটি সংস্থার সাথে MoU চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং পরবর্তীতে DCCI এবং SEAF এর যৌথ উদ্যোগে বিগত ২০ জুলাই ২০১১ তারিখ "ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের (এসএমই) জন্য বিকল্প অর্থায়ন" বিষয়ক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ডিসিসিআই এর সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, বাংলাদেশে ব্যাংকের গভর্ণর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সিয়াফ ভেঞ্চারর্স ম্যানেজমেন্ট এলএলসি এর ম্যানেজিং পার্টনার জনাব ফাহিম আহমেদ তথ্য চিত্র উপস্থাপন করেন। মুক্ত আলোচনায় ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব রাশেদ মাকসুদ খান, উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, ডিসিসিআই পরিচালক জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ, জনাব কে এম এন মন্‌জুরুল হক, জনাব এম আবু হোরায়রা, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব আশরাফ ইবনে নূর, জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী, প্রাক্তন সহ-সভাপতি সৈয়দ তৌফিক আলী, সহ-আহ্বায়ক জনাব নাসির উদ্দিন এ ফেরদৌস এবং ডিসিসিআই সদস্য জনাব এম এস সিদ্দিকী সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও এ কমিটির সদস্যরা সারা বছর বিভিন্ন এসএমই সহায়ক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন ট্রেনিং, মেলা, সভা, সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন যা তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ঃ

১।	জনাব আসিফ ইব্রাহীম	-	সমন্বয়কারী পরিচালক
২।	মিসেস সাফিনা রহমান	-	আহবায়ক
৩।	জনাব মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না	-	সহ-আহবায়ক
৪।	জনাব নেসার মাকসুদ খান	-	সদস্য
৫।	জনাব মামুন আকবর	-	সদস্য
৬।	সৈয়দ হাবিবুর রহমান	-	সদস্য
৭।	জনাব মোঃ মোস্তফা সরওয়ার টিটো	-	সদস্য
৮।	খন্দকার রাশেদুল আহ্‌সান	-	সদস্য
৯।	জনাব এ কে এম আজাদ	-	সদস্য
১০।	জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	-	সদস্য
১১।	জনাব মোঃ শাহ্‌ জামাল মিয়া	-	সদস্য
১২।	জনাব আশফাক আহ্‌মেদ	-	সদস্য
১৩।	জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম	-	সদস্য
১৪।	মিসেস পারভীন হোসেন	-	সদস্য
১৫।	জনাব জিয়াদ আমিন খান	-	সদস্য
১৬।	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম	-	সদস্য
১৭।	মিসেস পপি চৌধুরী	-	সদস্য

Standing Committee on Telecom, ICT and Intellectual Property Rights Standing Committee -2011

Standing Committee on Telecom, ICT and Intellectual Property Rights 2011, of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) was created to act as a platform for a comprehensive outlook on important issues relating to IT infrastructure and draw-up realistic and achievable resolutions for encouraging IP which will add value to all stakeholders particularly to the private sector.

In order to have a realistic objective, a mission statement was approved by the committee in the beginning of the year and accordingly several activities were undertaken throughout the year.

DCCI organized a Conference on Bangladesh 2030: Strategy for Growth in 2010 where DCCI presented a vision for making Bangladesh as one of the 30th largest economies by the year 2030. In order to attain these objectives DCCI identified some Growth Drivers in which IT was one of the prominent Growth Drivers; this S/C worked for development of IT sector through its several activities and projects.

The Committee took several activities to make the Chamber activities as a fully automated like an e-Chamber and worked for enhancing contribution of ICT and Telecom as a Cross-Cutting sector towards meeting the Vision 2021 target. Some of these activities are; upgrading activities of DCCI Accounts through automation and help DCCI to be an IT-Enabled Chamber, installed Touch Screen Kiosk, Electronic Display System (Signage), Structured LAN System. DCCI Implemented some Software for various Applications, such as: HR Management, Payroll, PF, Leave Management, Staff Income Tax, Member Database & Membership Services System, Inventory Management System, Fixed Asset Management System etc. A New Website of DCCI with an objective to go for B2B web portal will be launched soon.

In view of its well-articulated mission, the Committee also undertook some other activities throughout the year. Organized seminars and workshops in cooperation with Ministry of Industries, Bangladesh Bank, IFC and similar other organization in different aspects of IT, Telecom and IPR issues. Some of the important seminars were, Seminars on Digital Bangladesh: Connectivity for Economic Growth and Seminar on E-payment.

The committee organized IP Day in cooperation with Ministry of Industries, FBCCI, DPDT and IPAB etc, arranged meetings, discussions with concerned regulatory bodies dealing with Telecom and ICT, had meetings with Ministry of Industries, WIPO for establishing an IP Knowledge Center in the Chamber. Coordinating Director at the committee also presented IP related paper at the Conference organized by IPAB.

It also organized training programs in cooperation with ITC, CBI and WIPO for upgrading capacities of existing manpower of DCCI towards automation, organized seminars in cooperation with WIPO, MOC etc. and provided policy inputs on behalf of DCCI in several IT related policies, worked for drafting position paper for TRIPS extension etc.

A project namely The Netherlands Trust Fund (NTF II) is being implemented in 2011 starting its journey from 2010.

Several activities were initiated under this project. A training for the Foreign Trade Attaches is one of the important events organized in The Netherlands where ten Attaches posted in several EU countries from Bangladesh were trained on how to organize and support private sector for preparing Trade Fair for adding additional efforts for creating Bangladesh as one of the important IT outsourcing countries.

The Committee took efforts for organizing a Brand Conference taking help from NTF II Project, IFC, A2I, BASIS and Signing MoUs with A2I, BASIS, IFC, CBI, WIPO etc. DCCI is also a partner for organizing e-Asia 2011 ICT event to be organized in Dhaka, Bangladesh during 1-3 December, 2011 at the Bangabandhu International Conference Center, Dhaka.

Members of the Standing Committee:

1.	Mr. T. I. M. Nurul Kabir	Coordinating Director & SVP, DCCI
2.	Mr. Md. Sabur Khan	Convenor
3.	Mr. Rashed Kamal	Co-Convenor
4.	Mr. Salahuddin Abdullah	Member
5.	Mr. Kamrul Islam, FCA	Member
6.	Khondkar Atique -E- Rabbani	Member
7.	Mr. Asif Mahmood	Member
8.	Syed Mamnun Quader	Member
9.	Kazi Islam	Member
10	Mr. Md. Mushfiqur Rahman	Member

স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্রেড ডেলিগেশন অ্যান্ড ট্রেড ফেয়ার-২০১১

দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক অবকাঠামো শক্তিশালীকরন এবং শিল্পপণ্যের বিকাশে দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণে এ কমিটি কাজ করে থাকে। বিশেষ করে জাতীয় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি ত্বরান্বিত করা এবং দেশের বাণিজ্য পরিবেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করতে এ কমিটি সব সময় সচেষ্ট। এছাড়া দেশীয় পণ্য ও বিভিন্ন সেবাসমূহ নিজ ও অন্য দেশের ক্রেতা-ভোক্তাদের সামনে উপস্থাপনে সরকারী পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে এ কমিটি সারা বছর কাজ করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে দেশী বিদেশী সূত্রে প্রাপ্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিসিসিআই মাসিক রিভউ, ওয়ের সাইট, নোটিশ বোর্ড, জেনারেল সার্কুলার, ই-মেইল এর মাধ্যমে সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে অবহিত করা হয়।

দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় এ কমিটির মাধ্যমে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়। ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক এবং কমিটির সহ-আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান ২৮ জানুয়ারি ২০১১ তারিখ ভারতের ত্রিপুরায় ৪ সদস্যের ১টি প্রতিনিধিদল নিয়ে ২১তম ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করেন। ডিসিসিআই'র প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ সভাপতি জনাব এম শাহজাহান খানের নেতৃত্বে ৩২ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ২০১১ সালের ৬-১০ জুন অনুষ্ঠিত "১৯ তম চায়না কুনমিং আমদানী এবং রপ্তানী পণ্য মেলা" তে অংশ নেয়। প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন ডিসিসিআই এর পরিচালক জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া (উপ-নেতা), পরিচালক জনাব ওসমান গনি এবং কমিটির সহ-আহবায়ক সৈয়দ হাবিবুর রহমান (কো-অর্ডিনেটর) এবং প্রাক্তন পরিচালক জনাব মাসহুক হোসেনসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। চীনের ইউনান প্রদেশে অনুষ্ঠিত এ মেলায় বাংলাদেশ থেকে ডিসিসিআই কো-অর্গানইজারের ভূমিকা পালন করে। কুনমিং মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে চীনের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার প্রসারিত হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন রপ্তানীযোগ্য হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প, তৈরি পোশাক, হোম টেক্সটাইল, আর্টিফিসিয়াল জুয়েলারি, কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ডিসিসিআই'র প্রদর্শকদলের সদস্য হিসেবে মেলায় তাঁদের পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন করা হয় এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যেক্তাগণ ডিসিসিআই প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ৬ষ্ঠ চায়না সাউথ-এশিয়া বিজনেস ফোরামে ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদলটি ইউনান চেম্বার অব কমার্স পরিদর্শন ও অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য উন্নয়নের লক্ষে বিভিন্ন বৈঠকে মিলিত হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য ইপিবিতে বছরব্যাপী অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় এ কমিটির মাধ্যমে ঢাকা চেম্বারের প্রতিনিধি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দঃ

০১।	জনাব নাসির হোসেন	-	সহ সভাপতি, ডিসিসিআই এবং সমন্বয়কারী পরিচালক
০২।	জনাব আসিফ মাহমুদ	-	আহ্বায়ক
০৩।	সৈয়দ হাবিবুর রহমান	-	সহ-আহ্বায়ক
০৪।	জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা	-	সদস্য
০৫।	জনাব মাসহুক হোসেন	-	সদস্য
০৬।	জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমেদ	-	সদস্য
০৭।	জনাব সাইফুল ইসলাম	-	সদস্য
০৮।	জনাব এম এ বাতেন	-	সদস্য
০৯।	মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ)	-	সদস্য
১০।	জনাব মোঃ মোনায়েম খান	-	সদস্য
১১।	জনাব এম শহীদ উল্ল্যাহ	-	সদস্য
১২।	জনাব আবুল হোসেন	-	সদস্য
১৩।	জনাব মোঃ মোস্তফা সরওয়ার টিটু	-	সদস্য
১৪।	জনাব মোঃ আনওয়ার হোসেন	-	সদস্য
১৫।	জনাব মোহাম্মদ ইফতেখার উদ্দিন	-	সদস্য
১৬।	জনাব ফেরদৌস আহমেদ	-	সদস্য
১৭।	জনাব এনায়েত করিম	-	সদস্য
১৮।	জনাব মোঃ ইয়াসিন খান	-	সদস্য
১৯।	সৈয়দ মাসুদুর রহমান	-	সদস্য
২০।	জনাব এ কে এম দেলোয়ার হোসেন	-	সদস্য
২১।	ডঃ খলিলুর রহমান	-	সদস্য
২২।	জনাব জামিল মাহমুদ	-	সদস্য
২৩।	জনাব গিয়াসউদ্দিন আকন	-	সদস্য
২৪।	জনাব মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম	-	সদস্য
২৫।	মিসেস নাসরিন আনওয়ার	-	সদস্য
২৬।	জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	-	সদস্য
২৭।	মিসেস পারভীন হোসেন	-	সদস্য
২৮।	ডাঃ লকিয়ত উল্লাহ	-	সদস্য
২৯।	জনাব মোঃ রাশেদ আলী	-	সদস্য
৩০।	জনাব বিশ্বজিত রায়	-	সদস্য
৩১।	জনাব গোলাম সারওয়ার	-	সদস্য
৩২।	শেখ আজহার হোসেন	-	সদস্য
৩৩।	জনাব মোহাম্মদ ফজলুল মুমিন	-	সদস্য
৩৪।	জনাব এম এ সালাম	-	সদস্য
৩৫।	জনাব আবুল বাসার	-	সদস্য
৩৬।	জনাব গোলাম মজিদ	-	সদস্য
৩৭।	মিসেস পপি চৌধুরী	-	সদস্য
৩৮।	জনাব সুমন তালকুদার	-	সদস্য
৩৯।	জনাব পারভেজ আহমেদ	-	সদস্য

এস্টাবলিশমেন্ট, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক বিশেষ কমিটি-২০১১

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সার্বিক প্রশাসন, প্রশাসনিক নীতি-নির্ধারণ ও সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার কাজে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে প্রশাসন বিভাগকে দিক-নির্দেশনা দেয়া এই কমিটির মূখ্য দায়িত্ব। এছাড়াও চেম্বার সচিবালয়ের কাজের মানোন্নয়ন এবং সমন্বয় সাধনের পদক্ষেপ গ্রহণসহ সব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই কমিটি পরিচালকমণ্ডলীকে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

এ বছর এস্টাবলিশমেন্ট অ্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিষয়ক বিশেষ কমিটির সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চেম্বারের কতিপয় শূন্যপদে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। চেম্বারের কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়াও এ বিশেষ কমিটির মাধ্যমে চেম্বারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের Annual Performance Report বিবেচনা করে নিয়মানুযায়ী চেম্বারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের বার্ষিক স্বাভাবিক ইনক্রিমেন্ট অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়েছে। এ কমিটির মাধ্যমে চেম্বারের নিয়মিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য মেসার্স গ্রীন ডেল্টা ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এ চিকিৎসা বীমা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এই বীমার আওতায় কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চিকিৎসা খরচের Claim (দাবী) পাঠিয়ে সুবিধা গ্রহণ করেছেন।

এ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী চেম্বারের অর্গানোগ্রাম ও বেতন কাঠামো পরিবর্তনের লক্ষ্যে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি চেম্বারের সার্বিক দিক বিবেচনা করে পরিবর্তিত একটি অগ্রানোগ্রাম ও সময় উপযোগী বেতন কাঠামো প্রণয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। এ বৎসর এইচ আর এম এবং হিসাব বিভাগের অটোমেশন কার্যক্রম প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

এস্টাবলিশমেন্ট, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক বিশেষ কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ঃ

১।	জনাব আসিফ ইব্রাহীম সভাপতি, ডিসিসিআই	-	হেড অব দি কমিটি
২।	জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৩।	জনাব নাসির হোসেন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৪।	জনাব আবসার করিম চৌধুরী পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৫।	জনাব হোসেন আখতার প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৬।	জনাব মন্‌জুর-উর-রহমান (রাসকিন) প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৭।	জনাব সালাহ্‌উদ্দিন আব্দুল্লাহ প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৮।	জনাব দাতা মাগফুর প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য
৯।	জনাব নেসার মাকসুদ খান প্রাক্তন পরিচালক, ডিসিসিআই	-	সদস্য

ঢাকা চেম্বার কর্তৃক প্রচারিত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বিজ্ঞপ্তির সংক্ষিপ্তসার

ঢাকা চেম্বার এর নতুন পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব গ্রহণ

জনাব আসিফ ইব্রাহীম ২০১১ সালের জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও জনাব নাসির হোসেন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। নবনির্বাচিত সভাপতি, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি ও অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ ২৩ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখ অনুষ্ঠিত ডিসিসিআই'র ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ১৯৬৫ সালে ঢাকার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি। তিনি ভারতের দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি নিউএজ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের ভাইস চেয়ারম্যান। তিনি ফ্রান্স-বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং বাংলাদেশ-থাই চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর নির্বাহী কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য। এছাড়া তিনি বিজিএমইএ গবেষণা শাখার চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তৈরি পোষাক শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০০৭ সালে তাঁকে কমার্শিয়ালি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা (সিআইপি)-পদক প্রদান করে।

ডিসিসিআই'র নবনির্বাচিত ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর স্পিনোভেশন লিমিটেড নামক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক ও সিইও এবং আপডেট সলুশনস টেকনোলজিস লিমিটেডের চেয়ারম্যান। তিনি বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী নেতা। তিনি প্রায় ২১ বছর যাবত Turn-key Project Management, Business Consulting, Business Process Re-engineering (BPR) and Enterprise Management এর সাথে জড়িত রয়েছেন। তিনি প্রায় ১২ বছর একটি ডাচ বহুজাতিক কোম্পানীতে Deputy Controller and Head of IT হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও বোর্ড মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি একজন IPR বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি বেসরকারী খাতের প্রতিনিধি হিসেবে সক্রিয়ভাবে UN Internet Governance Forum (IGF) Ges UN ICT Task force এ কাজ করেছেন। তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ICT Business Promotion Council এর প্রাক্তন নির্বাহী কাউন্সেল সদস্য ছিলেন এবং জাতীয় তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০০ এবং জাতীয় তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ এর রিভিউ কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের Intellectual Property Association of Bangladesh (IPAB) এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ও ঢাকা রোটারি ক্লাবেরও সদস্য।

ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন ১৯৫৬ সালে ঢাকার আরমানিটোলায় সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি নাহরিন কর্পোরেশন এবং শাহরিন কর্পোরেশনের কর্ণধার। তিনি ১৯৯৯ সালে ঢাকা চেম্বারের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি উত্তরা ক্লাব লিমিটেডের নির্বাহী সদস্য এবং অল কমিউনিটি ক্লাব লিমিটেড ও গুলশান ক্লাবের একজন সক্রিয় সদস্য।

ঢাকা চেম্বারের নতুন নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দ হলেন ঃ জনাব এএসএম মহিউদ্দিন মোনেম, জনাব ওসমান গনি, জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ, জনাব কে এম এন মনজুরুল হক, জনাব আবসার করিম চৌধুরী এবং জনাব এম আবু হোরায়রা।

শিল্প মন্ত্রীর সাথে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র নবনির্বাচিত সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ ৫ জানুয়ারি ২০১১ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়ার সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় শিল্প সচিব জনাব কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বেসরকারী খাতের উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, বর্তমান সরকার ঘোষিত ভিশন ২০২১ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। তিনি বলেন, সরকারের ঘোষিত ভিশন ২০২১ এর উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর ৩০তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে উন্নীত হতে পারে এবং এ ব্যাপারে কৌশল নির্ধারণে ঢাকা চেম্বার সরকারের সবধরনের সহযোগিতা আশা করে। তিনি জানান, উন্নত অবকাঠামোর অভাব, বিদ্যুৎ-জ্বালানির অপ্রতুলতা, যোগাযোগ সমস্যা, ঋণের উচ্চসুদের হার এবং আধুনিক প্রযুক্তির স্বল্পতার কারণে

দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। তিনি বাংলাদেশের নেতিবাচক ইমেজ, ভুমির অপ্রতুলতা, অদক্ষতা এবং জ্বালানি সমস্যা পিপিপির আওতায় সমাধানের আহবান জানান। তিনি কৃষিভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ডিসিসিআই সভাপতি National Productivity Organization (NPO), Department of Patent Development and Trade Mark (DPDT), Bangladesh Standard and Testing Institution (BSTI) এর দক্ষতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি NPO কে RMG খাতের উৎপাদনশীলতা উন্নয়নে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানান। দেশের সামষ্টিক শিল্পায়নকে তরান্বিত করার জন্য গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতকরণের উপর জোর দেন। তিনি দেশে একটি Sick Industry Commission গঠনের প্রস্তাব করেন। তিনি শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ঢাকা শহরের উপর চাপ কমানোর প্রস্তাব করেন।

শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া বলেন, বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি বর্তমান সরকার সর্বাত্নক সহযোগিতা করছে। তিনি বলেন, দেশের শিল্পখাতের বিকাশের জন্য ঋণের সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিট হওয়া উচিত। তিনি দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, দেশের অর্থনৈতিক ধারাকে গতিশীল করার জন্য আমাদেরকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করতে হবে। তিনি জানান, পুরানো ঢাকায় অবস্থিত শিল্পকে স্থানান্তরের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে Trading নির্ভর ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা থেকে উৎপাদন নির্ভর শিল্প ভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। শিল্পমন্ত্রী ডিসিসিআই সভাপতির উপস্থাপিত সুপারিশমালার সূত্র ধরে বলেন, স্থানীয় শিল্পের ট্যারিফ এবং নন-ট্যারিফ বাধাসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং ডিসিসিআই একযোগে কাজ করবে। শিল্পায়ন একটি জটিল বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, ডিসিসিআই'র প্রস্তাবলীর মধ্যে শিল্প উন্নয়নের সঠিক দিক্ নির্দেশনা রয়েছে।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, নিয়াজ রহিম, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম এবং আবসার করিম চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, সর্বজনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, এম আনওয়ারুল হক, এম আবু হোরায়রা এবং ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআইতে বাংলাদেশের ব্যবসা পরিচালনার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ শীর্ষক ফোকাস গ্রুপ আলোচনা অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং আইএফসি যৌথভাবে ৬ জানুয়ারি ২০১১ তারিখ বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ বিষয়ক ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করে। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম আলোচনায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন। কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য, হারবাল, হোম টেক্সটাইল, তথ্য প্রযুক্তি, পাট, হস্তশিল্প, ইন্ডেন্টিং ইত্যাদি খাতের উদ্যোক্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রণীত গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলো চিহ্নিতকরণ, এ সমস্ত আইনগত প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে ব্যবসায়ীদের কি ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, সমস্যাগুলোর নেতিবাচক প্রভাব, সরকারী অব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায়ীদেরকে আইন প্রতিপালনে সরকারের ভূমিকা ইত্যাদি। বাংলাদেশের অবকাঠামো ও আইনগত পরিবেশ, আইনের নেতিবাচক দিকসমূহ, আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ এবং আইনি প্রতিষ্ঠানসমূহের অনৈতিক চর্চা ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনায় স্থান পায়।

আইএফসি'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ড. মাসরুর রিয়াজ এবং জিসা সারওয়ার আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব নিয়াজ রহিম, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, খায়রুল মজিদ মাহমুদ এবং ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই'র সভাপতির সাথে মালদ্বীপের হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বাংলাদেশস্থ মালদ্বীপের মান্যবর হাইকমিশনার জনাব আহমেদ সারির ১০ জানুয়ারি ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে সাক্ষাৎ করেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম মান্যবর হাইকমিশনারকে ডিসিসিআইতে আসার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে সংস্কৃতি, ধর্ম এবং অর্থনৈতিকভাবে প্রচুর মিল রয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ দুদেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি বাংলাদেশ থেকে আরো বেশি হারে

শ্রমিক নিয়োগের আহবান জানান। তিনি পর্যটন শিল্পের অধিকতর উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জানান, বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ পর্যটন শিল্প যথেষ্ট সম্ভাবনাময় এবং এর চাহিদা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বাংলাদেশ থেকে ঔষধ, কেমিক্যাল পণ্য, তৈরি পোষাক, চামড়াজাত পণ্য ইত্যাদি আমদানির আহবান জানান। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম দুদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী পর্যায়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর জোর আরোপ করেন। তিনি দুদেশের মধ্যকার চেম্বার পর্যায়ের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান।

মালদ্বীপের হাইকমিশনার জনাব আহমেদ সারির বলেন, বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ক থাকলেও দুদেশের মধ্যকার ব্যবসা-বাণিজ্য কাঙ্খিত মাত্রায় উন্নীত হয়নি। তিনি জানান মালদ্বীপ সরকার যোগাযোগ, গৃহায়ন, জ্বালানি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে পিপিপি মডেলের আওতায় বেসরকারীখাতকে বিনিয়োগের সুযোগ উন্মুক্ত করেছে। তিনি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদেরকে এ সুযোগ গ্রহণ করে মালদ্বীপে বিনিয়োগের আহবান জানান। তিনি জানান মালদ্বীপ সরকার ১০,০০০ বাড়ি তৈরি এবং ১০১৯ টি দ্বীপের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের সে দেশের সাম্প্রতিক সরকার ঘোষিত Open Policy এর সুযোগ গ্রহণ করে সে দেশে বিনিয়োগের আহবান জানান।

ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর বাংলাদেশ থেকে তথ্য প্রযুক্তি খাতে আউটসোর্সিং করার জন্য মালদ্বীপের প্রতি আহবান জানান।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, ওসমান গনি, কে এম এন মন্‌জুরুল হক, এম আবু হোরায়রা এবং ডিসিসিআই'র অতিরিক্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই'র সভাপতির সাথে ভূটানের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে এক্সপোর্ট এসোসিয়েশন অফ ভূটান এর সভাপতি মি. গেলে নিমা এর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ১৫ জানুয়ারি ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে সাক্ষাৎ করেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ভূটানের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল কে ডিসিসিআইতে আসার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও ভূটানের মধ্যকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি দুদেশের মধ্যকার বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অধিকতর উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জানান, বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ পর্যটন শিল্প যথেষ্ট সম্ভাবনাময় এবং এর চাহিদা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বাংলাদেশ থেকে ঔষধ, ক্যামিকেল পণ্য, তৈরি পোষাক, চামড়াজাত পণ্য এবং তথ্য প্রযুক্তি খাতের পণ্য ইত্যাদি আমদানির আহবান জানান। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম দুদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী পর্যায়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর জোর দেন। তিনি দুদেশের মধ্যকার চেম্বার পর্যায়ের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জানান বর্তমান সরকার বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য নানাবিধ প্যাকেজ সুবিধা প্রদান করছে। তিনি এ সুযোগ গ্রহণ করে ভূটানের ব্যবসায়ীদের এ দেশে বিনিয়োগের আহবান জানান।

ভূটানের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের মি. নেতা গেলে নিমা বলেন, বাংলাদেশ ও ভূটানের মধ্যকার বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য তামাবিল ও হিলির পাশাপাশি অন্যান্য স্থলবন্দরের কার্যক্রম বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জানান ভূটান হাইড্রোলিক পাওয়ার, পর্যটন এবং আইটি খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী।

ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর বাংলাদেশ থেকে তথ্য প্রযুক্তি খাতে আউটসোর্সিং করার জন্য ভূটানের প্রতি আহবান জানান। তিনি বাংলাদেশ থেকে চামড়াজাত পণ্য আমদানীর জন্য ভূটানের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, ভূটানে ই-গভর্নেন্স চালুর ব্যাপারে বাংলাদেশের সফটওয়ার ও আইটি বিষয়ক কোম্পানীসমূহ কাজ করতে পারে। তিনি আরো বলেন, ভূটানের মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, মাহাবুব আনাম, ওসমান গনি, কে এম এন মনজুরুল হক, এম আনওয়ারুল হক, আবসার করিম চৌধুরী এবং বাংলাদেশস্থ ভূটান হাইকমিশনের ট্রেড কাউন্সিলর মি. দর্জি রিনচেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতির সাথে ফিলিপিনের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বাংলাদেশস্থ ফিলিপিনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত বাহনারিম আবু গুইনমলা ২৩ জানুয়ারি ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে সাক্ষাৎ করেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম মান্যবর হাইকমিশনারকে ডিসিসিআইতে আসার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, দুদেশের মধ্যকার বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক কাঙ্খিত মাত্রায় নয়। তিনি ফিলিপিনের ব্যবসায়ীবৃন্দকে বাংলাদেশে ওভেন গার্মেন্টেস বেকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প এবং পর্যটন খাতে বিনিয়োগের আহবান জানান। তিনি বাংলাদেশ ও ম্যানিলার মধ্যকার সরাসরি বিমান যোগাযোগ চালুর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ফিলিপিনকে আসিয়ানের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে উল্লেখ করে তিনি আঞ্চলিক সম্পর্ক আরো জোরদার করার আহবান জানান।

ফিলিপিনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মি. বাহনারিম আবু গুইনমলা বলেন, দুদেশের মধ্যকার অনেক সম্ভাবনাময় খাত রয়েছে। তিনি বাণিজ্য সর্ম্পক বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ থেকে ফিলিপিনে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও ফিলিপিনের মধ্যে চমৎকার কুটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। তিনি দুদেশের শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য যৌথভাবে কাজ করার আহবান জানান। তিনি শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর বাংলাদেশে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও) এবং কল সেন্টার স্থাপনে বাংলাদেশ-ফিলিপিন যৌথ বিনিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, সর্বজনাব ওসমান গনি, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, কে এম এন মনজুরুল হক, এম আনওয়ারুল হক এবং ডিসিসিআই'র অতিরিক্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআইতে পুঁজিবাজারের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা বিষয়ক গোল টেবিল আলোচনা সভার অভিমত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ৩০ জানুয়ারি ২০১১ তারিখ পুঁজি বাজারের বর্তমান অবস্থা শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ এবং পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এ আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম আলোচনা অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বলেন, পুঁজিবাজারের যথাযথ বিকাশ ছাড়া একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং এ জন্য সরকারের উচিত পুঁজিবাজার বিষয়ে কিছু স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা। তিনি বলেন, বাজারের স্টেকহোল্ডারদের পুনর্বিন্যাস ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি এবং সামগ্রিক ব্যবস্থার উপর যথাযথ নজরদারি স্থাপন করা প্রয়োজন। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ মনে করেন, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদেরকে পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট আকৃষ্ট করা, বৃহৎ পরিসরে গবেষণা এবং কনসালটেন্সি সেবা প্রদান, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা মনে করেন, পুঁজিবাজারের সূচক বৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ বাজারে স্টকের সাপ্লাই এবং শেয়ারের প্রবাহ বৃদ্ধি ও টেলিযোগাযোগ খাতের কোম্পানীগুলোকে পুঁজিবাজারে নিয়ে আসা উচিত। তাঁরা এসইসি'র দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দিকনির্দেশনামূলক গবেষণা ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আলোচকবৃন্দ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করা এবং পুঁজিবাজারে কোম্পানীগুলোর তালিকাভুক্তির পদ্ধতি সহজীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ঢাকা চেম্বারের নেতৃবৃন্দ মনে করেন, actual asset base, turnover এবং সকল জেড ক্যাটাগরিভুক্ত কোম্পানীসমূহের বিষয়ে তড়িৎ পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, প্রাক্তন সভাপতি সর্বজনাব এ টি এম ওয়াজিউল্লাহ, আর মাকসুদ খান, এ এস এম কাসেম, এম এইচ রহমান, আফতাব-উল ইসলাম, বেনাজির আহমেদ, এম এ মোমেন, হোসেন খালেদ, আবুল কাসেম খান, ডিসিসিআই'র পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, নিয়াজ রহিম, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, মাহাবুব আনাম, ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম, ওসমান গনি, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, এম আনওয়ারুল হক, আবসার করিম চৌধুরী, আবু হোরায়রা, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (বুলবুল) এবং ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিবিআই তে "হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্ট (এইচআরডি)" শীর্ষক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান

ডিবিআইতে ১৫-১৯ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখ অনুষ্ঠিত হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্ট (এইচ আর ডি) শীর্ষক স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই এর উধ্বর্তন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বর্তমান প্রতিযোগীতাপূর্ণ বিশ্বে ব্যবসা-বাণিজ্যে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনের জন্য "হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্ট (এইচআরডি)" ও "হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (এইচ আর এম)" এর সঠিক জ্ঞান থাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, যে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষতার জন্য এইচ আর (মানব সম্পদ) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে এটা নীতি-চেতনা হিসেবে কাজ করছে। তিনি আরও বলেন যে, আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান যেমন গোল্ডম্যান সেকস্ এবং জে. পি. মর্গ্যান বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে পৃথিবীর একটি দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনাময় ১১টির অন্যতম দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তা সম্ভব করতে জ্ঞানের সুষ্ঠু বিকাশ, যথার্থ দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। আমাদের "ভিশন ২০২১" এর লক্ষ্য অর্জনে মানব সম্পদের উন্নয়ন সহায়তা করবে, যা ডিসিসিআই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন স্বনামধন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ১৯জন এই কোর্সে অংশ গ্রহণ করেন। সর্বশেষে প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরন করেন।

ডিসিসিআইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনকালে প্রশিক্ষণার্থীগণ সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন যে, তারা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করে অত্যন্ত অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকবৃন্দের কাছ থেকে 'এইচআরডি' সম্পর্কে যে বাস্তব ও ব্যবহারোপযোগী জ্ঞান আহরন করতে পেরেছেন, তা কাজে লাগিয়ে তাদের বাস্তব জীবনে ও ব্যবসাতে তারা দীর্ঘ মেয়াদি সাফল্য লাভ করতে পারবেন।

এই কোর্সটি নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারনা দেয়ঃ ব্রিফ হিস্টোরি অব হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্ট (এইচআরডি), মডার্ন এইচ আর ম্যানেজমেন্ট ফাংশন্স, জব এ্যানালাইসিস, রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড সিলেকসন পলিসিস, হিউম্যান রিসোর্স প্ল্যান, এইচ আর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, মোটিভেশন অব এইচ আর, কমপেনসেশন এন্ড বেনিফিটস প্যাকেজেস এন্ড স্টাফ ডেভলপমেন্ট, সাকসেস ইন প্ল্যানিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস অ্যান্ড সিবিএ, ম্যানেজিং গ্রিভেনসেস অ্যান্ড কনফ্লিক্টস ইত্যাদি।

ডিসিসিআই ও বেসিসি আয়োজিত "বিজনেস লিংকেজ ফর এক্সপ্লোরিং আউটসোর্সিং আইটি অ্যান্ড আইটিইএস টু ইইউ" বিষয়ক সেমিনারে অভিমত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ সফটওয়ার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) যৌথভাবে "বিজনেস লিংকেজ ফর এক্সপ্লোরিং আউটসোর্সিং আইটি অ্যান্ড আইটিইএস টু ইইউ" বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ অনুষ্ঠিত সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ গোলাম হোসেন প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশস্থ রাজকীয় নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মি. আলফন্স হেনিকেন্স বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে আইটি এবং আইটি এনেবেল্ড সার্ভিসেস (আইটিইএস) প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের ক্রেতা ও বাংলাদেশী বিক্রেতাদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং আইটি ও আইটিইএস খাত থেকে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে NTF II এর উদ্দেশ্য সর্ম্পকে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ আইটি খাতে চীন, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল ও ভিয়েতনামের সাথে প্রতিযোগিতা করছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ইতিবাচক ব্রান্ডিং এর বিষয়টি সংশ্লিষ্ট খাতের উন্নয়নের সাথে জড়িত। তিনি উল্লেখ করেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য শক্তিশালী আইটি এবং আইটিইসি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি বলেন, আমাদের Comprehensive আইটিসি পলিসি এবং পিপিপি গাইড লাইন রয়েছে যার মাধ্যমে এ খাতের উন্নয়ন সম্ভব। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার বেসরকারী খাতের সেবা যুগোপযুগী করার জন্য অনলাইন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে যার ফলে ব্যবসায়ে ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে।

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ সফটওয়ার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)'র সভাপতি জনাব মাহবুব জামান বলেন, GARTNER সম্প্রতি বাংলাদেশকে ৩০টি আউটসোর্সিং দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। তিনি জানান, মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তির বিকল্প নেই। তিনি বলেন, এ খাতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো দূরীকরণের জন্য এখনই নীতিমালা গ্রহণ করা দরকার। তিনি মনে করেন, এ খাতের অগ্রগতির লক্ষ্যে পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ এর ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশস্থ রাজকীয় নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মি. আলফন্স হেনিকেন্স বলেন, বাংলাদেশ কে আইটি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে সহযোগিতার জন্য নেদারল্যান্ড সরকার প্রস্তুত রয়েছে এবং তাঁর দেশ মনে করে, এ খাতে বাংলাদেশের সম্ভাবনা প্রচুর। তিনি মনে করেন বাংলাদেশের শ্রমের স্বল্প মজুরী এবং বিদ্যমান দক্ষ মানব সম্পদ এ খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি লক্ষ্য অর্জনের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আইটি খাতে সরকারের গতিশীল নেতৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ গোলাম হোসেন এ ধরনের সেমিনার আয়োজনের জন্য ডিসিসিআই এবং বেসিস কে ধন্যবাদ জানান। তিনি NTF II প্রকল্পের সাফল্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জানান, বর্তমান সরকার দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের জন্য নানা ধরনের সুবিধা প্রদান করছে। তিনি বলেন, সারা বিশ্বে বাংলাদেশ আইটি খাতের অন্যতম আউটসোর্সিং গন্তব্য স্থল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং আমাদেরকে এ ইমেজ ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে হবে এবং এর সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে।

আইটিসি'র কনসালটেন্ট পল টিজা, ডেনিস এসএমই প্রজেক্ট এর প্রধান টিনা বোর্ক এবং আইটিসি NTF II প্রজেক্টের ম্যানেজার মি. মার্টিন ল্যাবে সেমিনারে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনটেশন উপস্থাপন করেন।

ডিসিসিআই'র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ধন্যবাদ প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন এবং বাংলাদেশের পজিটিভ ব্রান্ডিং এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অর্থমন্ত্রীর সাথে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদ ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিতের সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম সম্প্রতি সরকার ঘোষিত মুদ্রানীতিতে উৎপাদন খাতকে অধিক প্রধান্য এবং ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি শেয়ার বাজারের বর্তমান অবস্থা মোকাবেলার জন্য এসইসি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, "জেড" ক্যাটাগরির শেয়ারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা প্রয়োজন এবং বাজারের মোট শেয়ারের চেয়ে এ সব কোম্পানীর শেয়ার ১০% চেয়ে বেশি হওয়া উচিত নয়। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, একটি গতিশীল শেয়ার বাজারের জন্য কর্পোরেট তথ্যসমূহ সঠিক ও নির্ভুল হওয়া জরুরী। তিনি মটর গাড়ি, ইলেকট্রনিক পণ্যের মত সংযোজনশীল শিল্পের ক্ষেত্রে "ট্যাক্স হলিডে" সুবিধা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর আদায় ও নীতিমালা তৈরির দায়িত্ব পালন করছে। তিনি খাত দুটোকে আরো গতিশীলতা আনয়নের জন্য এগুলোর কাজকে আলাদা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি নিটিং, ডাইং, ওয়েভিং এবং স্পিনিং রপ্তানী খাতে কর হার কমানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই সরকারের উচিত বিদ্যুতের দাম না বাড়িয়ে আগের পর্যায়ে রাখা। ডিসিসিআই সভাপতি পুনরায় সম্পত্তি কর আরোপ এবং ভ্যাট রিটার্ন ফাইলিং এর বিষয়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বৃদ্ধি না করার প্রস্তাব করেন।

অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, ডিসিসিআই'র নবনির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদকে তাঁর কার্যালয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ডিসিসিআই কর্তৃক উথাপিত প্রস্তাবনাসমূহের সমর্থন জানান। তিনি বলেন, সরকার পিপিপি মডেলের প্রকল্পসমূহে উৎসাহ প্রদান করছে এবং রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে সরকার প্রায় লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে। তিনি জানান, সরকার এনবিআরের কর আহরণ ও নীতিমালা প্রণয়ন এর দ্বৈত কর্মকাণ্ডের বিষয়টির ব্যাপারে আরও আলোচনা করবে। তিনি বলেন, সম্প্রতি আভ্যন্তরীণ কর আহরণের পরিমান অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। পুঁজিবাজার সর্ম্পকে তিনি বলেন, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে পুঁজিবাজারে আসা উচিত এবং এ বিষয়ে অর্থমন্ত্রণালয় সর্বাত্নক সহযোগিতা প্রদান করবে। তিনি জানান, প্রাথমিক পর্যায়ে কম হারে সুদ প্রদানের বিষয়টি ট্যাক্স হলিডের বিকল্প হতে পারে। তিনি VAT ACT এবং Direct TAX Act 2011 এর বিষয়ে ডিসিসিআইকে মতামত প্রদানের আহবান জানান। তিনি ডিসিসিআই কর্তৃক প্রস্তাবিত তথ্য সংরক্ষন সময়মীমা ৪ বছর থেকে ৬ বছরে বৃদ্ধির বিষয়ে একমত পোষণ করে।

ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর আইটি খাতের মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টেকসই মডেল প্রণয়নের আহবান জানান।

ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, সর্বজনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, খায়রুল মজিদ মাহমুদ এবং এম আবু হোরায়রা বক্তব্য প্রদান করেন। ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, মাহাবুব আনাম, কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, এম আনওয়ারুল হক, আবসার করিম চৌধুরী এবং ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বাণিজ্য মন্ত্রীর সাথে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের নেতৃত্বে ডিসিসিআই'র পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খানের সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় বাণিজ্য সচিব জনাব মোঃ গোলাম হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তাঁর বক্তৃতায় বলেন, আমাদের উচিত জনগনের ক্রয় ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে মাইক্রো লেভেল পলিসি বিশ্লেষণ করা। তিনি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধকল্পে টিসিবিকে ঢেলে সাজানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি পিপিপি ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় একটি সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা নীতি তৈরির উপর জোর দেন। তিনি বলেন, জাতীয় ডায়নেমিক ট্রেড পোর্টাল বাস্তাবায়নে ডিসিসিআই'র সর্বাত্নক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করবে। তিনি জানান, বাংলাদেশ পরবর্তী বিনিয়োগের কেন্দ্রস্থল হতে পারে, তবে সে জন্য আমাদের উচিত চায়না প্লাস ওয়ান স্ট্রাটেজি বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, সরকার ঘোষিত রপকল্প ২০২১ অর্জন এবং ৮% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিনিয়োগ বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। সম্প্রতি গ্যাস সংকট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের সীমিত গ্যাস সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য তড়িৎ স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন পিপিপি প্রজেক্টের আওতায় সরকারের উচিত পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ করা। তিনি বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করনে জাতীয় কয়লা নীতি বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরো বলেন, বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতা মোকাবেলার লক্ষ্যে বাংলাদেশের উচিত একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা। তিনি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর গবেষণা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান বলেন, বর্তমান সরকার দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ উন্নতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে, এ জন্য সরকার বিদ্যমান কোম্পানী আইন সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে ১০০% ডিউটি ও কোটা ফ্রি সুবিধা পেতে আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য ডব্লিউটিও এর সম্মেলনে দাবী জানানো হবে। তিনি জানান, ভোজ্য তেলের সংকট নিরসনের লক্ষ্যে এর উপর ট্যাক্স কমানোর বিষয়টি সরকার চিন্তা ভাবনা করছে। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ সংকট সমাধানের লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ খাতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে তিনি কয়লা-ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, সরকার টিসিবি ও বাপেক্স এর দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তিনি বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীদেরকে "কম মুনাফা-বেশি সেবা" এ মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যবসা পরিচালনার আহবান জানান। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ঋণের সুদের হার কমানোর বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

বাণিজ্য সচিব জনাব মোঃ গোলাম হোসেন বলেন, বর্তমান সরকার রপ্তানি বৃদ্ধিতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি জানান, বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা সংস্কারের লক্ষ্যে সরকার "মিড টার্ম রিভিউ" নামক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম, ওসমান গনি, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, কে এম এন মনজুরুল হক এবং এম আবু হোরায়রা বক্তব্য রাখেন।

ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, সর্বজনাব মাহাবুব আনাম, এম আনওয়ারুল হক, আবসার করিম চৌধুরী এবং মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআইতে "কনজুমার রাইটস্ অ্যান্ড রেসপনসিবিলিটিস" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ "কনজুমার রাইটস্ অ্যান্ড রেসপনসিবিলিটিস" বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বলেন, আজকের এ সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য হলো ভোক্তাদেরকে নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা এবং এর মাধ্যমে একটি সচেতন ভোক্তা গোষ্ঠী গঠন করা। তিনি ভোক্তাদের কে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আহবান জানান যেন অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদেরকে প্রতারিত করতে না পারে। তিনি বলেন, ভোক্তারা হলেন ব্যবসায়ের প্রাণ, তাই ভোক্তাদের অধিকারের বিষয়গুলোকে ব্যবসায়ীদের অবশ্যই গুরুত্ব দেয়া উচিত। তিনি জেলা পর্যায়ে কনজুমার কোর্ট স্থাপন এবং জেলা পর্যায়ের চেম্বারগুলোতে কনজুমার প্রটেকশন সেল গঠনের প্রস্তাব জানান। তিনি বলেন, কনজুমার এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ক্যাব) ভোক্তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান ডিসিসিআইকে এ বিষয়ে সেমিনার আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সকল মহলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার আইন প্রণয়ন করেছে এবং একই সাথে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরকে আধুনিকায়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তিনি জানান, এ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে প্রায় ৮০০টি অভিযান পরিচালনা করেছে এবং বিভিন্ন অভিযোগে ৮০ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে। তিনি ভোক্তা অধিকার বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা বাড়ানোর আহবান জানান। সম্প্রতি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সারা বিশ্বে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশেও কিছু কিছু পণ্যের দাম বেড়েছে। তিনি বলেন, দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণের ভোজ্য তেল মজুদ রয়েছে এবং ভোজ্য তেলের উপর ট্যারিফ কমানোর বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় রয়েছে। তিনি সরকার ও ব্যবাসায়ী সম্প্রদায়ের বাজার মনিটরিং এবং বাজারের সাপ্লাই চেইন তদারকির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি জানান, ভোক্তা অধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলো আমাদের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি সরকার চিন্তা-ভাবনা করছে। তিনি আরো বলেন, সকল ধরনের খাদ্য দ্রব্য প্যাকেট জাত করে বাজারজাতকরণের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় আছে।

লিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক জনাব এম এস সিদ্দীকি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম, অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ডঃ খন্দকার বজলুল হক এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর কনজুমার রাইটস্ প্রটেকশন এর মহাপরিচালক জনাব আবুল হোসনে মিয়া নির্ধারিত আলোচক হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, আবসার করিম চৌধুরী, এম আবু হোরায়রা, প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী, প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, ডিসিসিআই'র আহবায়ক জনাব খলীকুজ্জামান, সেন্টার ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট এর চেয়ারম্যান জনাব নাসিরউদ্দিন এ ফেরদৌস, শেল্টার কন্সট্রাকশন লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক ক্যাপ্টেন মোঃ নূরুল হক (অবঃ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ রিয়াদুল হক মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, জনাব কে এম এন মনজুরুল হক এবং ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআইতে "১০৯ তম চায়না এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট ফেয়ার" বিষয়ক প্রমোশনাল সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), চায়না ফরেন ট্রেড সেন্টার (সিএফটিসি) এবং বাংলাদেশস্থ চীনা দূতাবাস যৌথভাবে "১০৯তম চায়না এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট ফেয়ার" বিষয়ক প্রোমশনাল সেমিনারের আয়োজন করে। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে আয়োজিত এ সেমিনারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া সেমিনারে প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশস্থ চীনা দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মি. জেং জিয়াংই বিশেষ অতিথি হিসেবে সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে দুদেশের মধ্যকার বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিসিসিআই এবং চায়না ফরেন ট্রেড সেন্টার (সিএফটিসি) এর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বলেন, বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, অবকাঠামো এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে চীন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দুদেশের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে চীন বাংলাদেশের পণ্য আমদানির প্রধান উৎস কিন্তু বাংলাদেশ থেকে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে আমরা এখনও কাঙ্খিত মাত্রায় পৌঁছাতে পারিনি। তিনি চীন ও বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে দুদেশের সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জানান, বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড থেকে ডিউটি ফ্রি এবং কোটা ফ্রি সুবিধা পাচ্ছে। কিন্তু সরবরাহ জনিত সীমাবদ্ধতার কারণে এ সুযোগের সঠিক ব্যবহার করতে পারছে না। তিনি চীনা উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে টেক্সটাইল, পাট ও পাটজাত পণ্য, তথ্য প্রযুক্তি, কৃষিজাত, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত পণ্য, পর্যটন, হোটেল, তৈরি পোষাক, ঔষধ এবং অটোমোবাইল ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগের আহবান জানান। তিনি বলেন, চীনের ট্রেড প্রমোশনাল অর্গানাইজেশনগুলোর সাথে ডিসিসিআই নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং আজকের এ সেমিনারের মাধ্যমে দুদেশের মধ্যকার সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে।

শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের জন্য প্রতিনিধিদলের প্রতি আহবান জানান। তিনি বাংলাদেশের সোনাদিয়া দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের জন্য আহবান জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও কুনমিং এর মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য চীনা সরকার বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তিনি জানান, সরকার ঘোষিত নতুন শিল্পনীতিতে বেসরকারীখাত কে শিল্পায়নে এগিয়ে আসার জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য সরকার বিশেষ ইকোনোমিক জোন স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার দেশে একটি শিল্প বান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য বদ্ধ পরিকর।

চীনা রাষ্ট্রদূত মি. জেং জিয়াংই এ ধরনের আয়োজনের জন্য ডিসিসিআইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বাংলাদেশ ও চীনের বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য বিষয়ক ম্যাচ মেকিং সেশন আয়োজনের প্রস্তাব করেন। তিনি বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সড়ক ও রেল পথের উন্নয়ন এবং অবকাঠামো উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

চায়না ফরেন ট্রেড সেন্টার (সিএফটিসি) উপ-নির্বাহী পরিচালক মি. চেন চাওরেন জানান, ক্যান্টন মেলা সবধরনের ব্যবসায়ীদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য একটি আদর্শ প্ল্যাটফর্ম। তিনি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের কে নিজেদের ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ মেলায় অংশগ্রহণের আহবান জানান।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, মাহাবুব আনাম, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, এম আনওয়ারুল হক, আবসার করিম চৌধুরী, এম আবু হোরায়রা, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব এম এইচ রহমান, প্রাক্তন পরিচালক সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই'র সভাপতির সাথে মিয়ানমারের বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে মিয়ানমার ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যান্ড মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট এন্টারপ্রিনিউর এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ডঃ ইউং সি এর নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট মিয়ানমারের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে সাক্ষাৎ করে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম প্রতিনিধিদলকে ডিসিসিআইতে আসার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যে সরাসরি সড়ক, নৌ এবং বিমান পথে সরাসরি যোগাযোগ চালুর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বাংলাদেশ থেকে ঔষধ, চামড়াজাত পণ্য, কেমিক্যাল পণ্য, তৈরি পোষাক, চামড়াজাত পণ্য ইত্যাদি পণ্য আমদানির জন্য মিয়ানমারের ব্যবসায়ীদের আহবান জানান। ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম দুদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর জোর দেন।

প্রতিনিধি দলের নেতা ডঃ ইউ সিং দুদেশের মধ্যে বেসরকারী পর্যায়ে সরাসরি বিমান যোগাযোগ চালুর জন্য বাংলাদেশী প্রাইভেট বিমান সংস্থাগুলোর প্রতি আহবান জানান। তিনি দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিসিসিআই এবং মিয়ানমার চেম্বার অব কমার্সের মধ্যে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডিসিসিআই'র ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, ওসমান গনি, কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, এম আনওয়ারুল হক, কে জি করিম, আবসার করিম চৌধুরী, এম আবু হোরায়রা, প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ এবং ডিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সচিব মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

RAKIA, UAE এবং বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রসার সম্ভাবনা সম্পর্কে ডিসিসিআইতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ এবং রাস আল খাইমা ইনভেস্টমেন্ট অথরিটি (রাকিয়া) এর সাথে "বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য প্রসার বৃদ্ধি" বিষয়ক বাণিজ্য আলোচনা সভা ৫ মার্চ ২০১১ তারিখ ডিসিসিআই'তে অনুষ্ঠিত হয়। আরএকে অফসোরের জেনারেল ম্যানেজার মি. পিটার সুসটার এবং বিজনেস ডেভেলপমেন্ট এক্সিকিউটিভ মিসেস আসমা ফয়সাল এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

আরএকে অফসোর সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকারের একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, যেটি সারা বিশ্বে বিনিয়োগের জন্য কাজ করে থাকে। আরএকে তাদের সাম্প্রতিক বিনিয়োগ বিষয়ক বিশ্লেষণে বাংলাদেশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ গন্তব্যস্থল হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে সার্ভিস সেক্টরের পাশাপাশি অন্যান্য খাতে যৌথ বিনিয়োগের খাত নির্ধারণে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, আরএকে ২০০৭ সাল থেকে বিনিয়োগের জন্য কাজ করে আসছে এবং এ পর্যন্ত প্রায় ৪০০০ অফসোর কোম্পানীর নিবন্ধন সম্পন্ন করেছে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম আরএকে প্রতিনিধিবৃন্দকে ডিসিসিআইতে আসার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে দীর্ঘদিনের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক বিরাজমান। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য ট্যাক্স হলিডে, রয়েলটি পেমেন্ট, টেকনিক্যাল ফি এবং অন্যান্য সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বিনিয়োগ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। তিনি এ সব সুবিধা গ্রহণ করে উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহবান জানান। তিনি জানান, সরকার বিদেশী বিনিয়োগকারীদের এসএমই খাতে বিনিয়োগের জন্য বিএসসিআইসি শিল্প এলাকা এবং স্পেশাল ইকোনোমিক জোন গুলোতে বিশেষ প্লট বরাদ্দের ব্যবস্থা করেছে। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে হাইটেক ক্যাপিটাল ইনসেনটিভ শিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারী খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। তিনি প্রতিনিধিদলকে বাংলাদেশের মংলা সমুদ্র বন্দরে বিনিয়োগের আহবান জানান। এতে উভয় দিকে বাণিজ্য বৃদ্ধি পেতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

আরএকে অফসোরের জেনারেল ম্যানেজার মি. পিটার সুসটার বলেন, ম্যানুফেকচারিং, রিয়েল এস্টেট, পর্যটন, কৃষি, যোগাযোগ, হাসপাতাল, শিক্ষা ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগের জন্য আরএকে উপযুক্ত স্থান। তিনি জানান, সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিনিয়োগকারীদেরকে ইনকাম ট্যাক্স এবং ব্যক্তিগত খাত, কর্পোরেট খাতে শূন্য হারে ট্যাক্স প্রদান করা ছাড়াও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। তিনি এ সুবিধা গ্রহণ করে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদেরকে সে দেশে বিনিয়োগের আহবান জানান। তিনি বাংলাদেশের কক্সবাজারে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মুক্ত আলোচনায় ডিসিসিআই'র পরিচালক জনাব এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম, জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ, প্রাক্তন সভাপতি জনাব আর মাকসুদ খান, প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, জনাব আশরাফ ইবনে নূর, জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী, প্রাক্তন পরিচালক জনাব সবুর খান, জনাব নেসার মাকসুদ খান, জনাব সালেম সোলায়মান, ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব শোয়েব চৌধুরী, জনাব মুক্তার হোসেন চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন। আলোচকবৃন্দ জাহাজ নির্মান, অবকাঠামো, খাদ্য ও পানীয়, কৃষি, বন্দর ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিনিয়োগের আহবান জানান।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার, জনাব কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, জনাব এম আনওয়ারুল হক, জনাব আবসার করিম চৌধুরী, প্রাক্তন পরিচালক মেজর (অবঃ) মোঃ ইয়াদ আলী ফকির এবং ডিসিসিআই'র অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআইতে "জলবায়ু পরিবর্তন এবং বেসরকারী খাতের প্রেক্ষিত" বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

ডিসিসিআই, অক্সফাম বাংলাদেশ এবং ক্যাম্পাইন ফর সাসটেইনেবল লাইভলিহোড (সিএসআরএল) যৌথভাবে ৭ মার্চ ২০১১ তারিখ "জলবায়ু পরিবর্তন এবং বেসরকারী খাতের প্রেক্ষিত" বিষয়ক ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডঃ কাজী খলিকুজ্জামান আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম নৈতিকতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা এবং যথাযথ বর্জ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, সরকারের উচিত প্রচলিত আইন-কানুনের সংস্কার এবং নতুন নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে ব্যবসায়ী মহলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি রোধে সারা দেশে বৃক্ষায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ওয়ার্কশপের প্রধান অতিথি ডঃ কাজী খলিকুজ্জামান আহমেদ বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাটি উন্নত বিশ্বের তৈরি। তাই এ সমস্যা সমাধানে তাদেরকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সকল স্টক হোল্ডারদের মাঝে সমন্বয় সাধন এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এ বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বাড়ানোর প্রতি আহবান জানান।

সেন্টার ফর গ্লোবাল চেঞ্জ (সিজিসি) এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আহসান উদ্দিন আহমেদ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

মুক্ত আলোচনায় ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, জনাব আবসার করিম চৌধুরী, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী, প্রাক্তন পরিচালক জনাব নেসার মাকসুদ খান, জনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার, ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব শোয়েব চৌধুরী এবং রহিম আফরোজ'র প্রতিনিধি জনাব তানুজা ভট্টাচার্য, সেল্টার কন্সট্রাকশন লিমিটেড'র নির্বাহী পরিচালক ক্যাপ্টেন মোঃ নূরুল হক (অবঃ) এবং আহমদ আমিন গ্রুপ অফ কোম্পানীজ এর সহ সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার এম ফজলুল হক অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই'র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআইতে "বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এর সম্ভাব্য প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা" বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), অক্সফাম বাংলাদেশ এবং ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল লাইভলিহুড (সিএসআরএল) যৌথভাবে ১২ মার্চ ২০১১ তারিখ "বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এর সম্ভাব্য প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা" বিষয়ক ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডঃ আইনুন নিশাত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বলেন, ভৌগলিক অবস্থান, জনসংখ্যা, দারিদ্রতা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশ জলবায়ু ঝুঁকির মুখে রয়েছে। এগুলোর প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতির পাশাপাশি পরিবেশ এবং জাতীয় উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বাংলাদেশের বেসরকারী খাত বিশেষ করে ব্যবসায়ী সমাজ এ বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং এ সমস্যা সমাধানে সরকারের সাথে একযোগে কাজ করতে আগ্রহী। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবেলায় ব্যবসায়ীমহলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি আরো বলেন, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, খরা, বন্যা, সুনামি ইত্যাদির কারণে বাংলাদেশের কৃষি খাত ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং এর ফলে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা, জনগনের সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষা কার্যক্রমে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা এবং অবকাঠামো উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, সরকারের উচিত প্রচলিত আইন-কানুনের সংস্কার এবং নতুন নতুন আইন প্রনয়নের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ওয়ার্কশপের প্রধান অতিথি প্রফেসর ডঃ আইনুন নিশাত ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে জলবায়ু ও পরিবেশগত ঝুঁকি বিবেচনা করে বিনিয়োগ করার আহবান জানান। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন ও পরবর্তী সমস্যা মোকাবেলায় বেশি সংখ্যায় গবেষণা পরিচালনা করার জন্য ব্যবসায়ী মহলের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সরকারের নীতিমালা গ্রহণে বেসরকারীখাতের পরামর্শ প্রদানের জন্য জোরালোভাবে নিজেদের দাবীগুলো উপস্থাপন করতে হবে। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাটি উন্নত বিশ্বের তৈরি। তাই এ সমস্যা সমাধানে তাদের থেকে কিভাবে সুবিধা আদায় করা যাবে সে বিষয়ে আমাদের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী সমাজকেই ব্যবসার স্বার্থে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করা উচিত। তিনি পরিবেশ সহায়ক প্রযুক্তি গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অক্সফাম বাংলাদেশ এর পলিসি অ্যান্ড এ্যাডভোকেসি বিভাগের ম্যানেজার জনাব জিয়াউল হক মুক্তা বেসরকারীখাতের সাথে আলোচনার মাধ্যমে "Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan" প্রণয়নের বিষয়ে সরকারের প্রতি আহবান জানান।

সেন্টার ফর গ্লোবাল চেঞ্জ (সিজিসি) এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আহসান উদ্দিন আহমেদ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেয়ে এ সমস্যা কমানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ব্যবাসায়ীদেরকে Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্প গ্রহণের প্রতি আহবান জানান– যাতে পরবর্তীতে জলবায়ুর পরিবর্তন এর সাথে মানিয়ে নিয়েই ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা যায়।

ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন ধন্যবাদ প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন।

মুক্ত আলোচনায় ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, আবসার করিম চৌধুরী, এম আবু হোরায়রা, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, প্রাক্তন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আলাউদ্দিন মালিক, প্রাক্তন পরিচালক সৈয়দ হাবিবুর রহমান এবং ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব শোয়েব চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই সভাপতির সাথে শ্রীলংকার হাই কমিশনারের সাক্ষাৎ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত শ্রীলংকার মান্যবর হাইকমিশনার মি. এস কে ওয়েরাগোদা ১৬ মার্চ ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে সাক্ষাৎ করেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম শিক্ষা, সামাজিক সেবা, পর্যটন, তথ্য প্রযুক্তি, জ্বালানি, কৃষিজাত পণ্য, অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে শ্রীলংকান সরকারের সহযোগিতার প্রস্তাব করেন। তিনি সার্কভুক্ত ও বন্ধুপ্রতিম দুদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বাংলাদেশের শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে শ্রীলংকার মানব সম্পদ উন্নয়নে কারিগরী সহযোগীতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের আশা প্রকাশ করেন।

শ্রীলংকার মান্যবর হাই কমিশনার মি. এস কে ওয়েরাগোদা ডিসিসিআই সভাপতিকে শ্রীলংকায় ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণের আহ্বান জানান। তিনি দুদেশের মধ্যে বিরাজমান বাণিজ্য সম্পর্ক আরও জোরদার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, কে জি করিম এবং আবসার করিম চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআইতে "ক্লিন ডেভেলপমেন্ট ম্যাকানিজম (সিডিএম)" বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), অক্সফাম বাংলাদেশ এবং ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল লাইভলিহুড (সিএসআরএল) যৌথভাবে ২০ মার্চ ২০১১ তারিখ "ক্লিন ডেভেলপমেন্ট ম্যাকানিজম (সিডিএম)" বিষয়ক ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ বাংলাদেশ (সিডিআরবি) এর চেয়ারম্যান ডঃ মিজানুর রহমান শেলী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বলেন, শিল্প-কারখানা ও যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া, গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন পরিবেশ ও অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তিনি বলেন, সিডিএম বিষয়ক ওয়ার্কশপ শিল্পকারখানায় সিডিএম প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা বিষয়ে উদ্যোক্তাদের ধারণা প্রদান করবে। ডিসিসিআই সভাপতি সবুজ শিল্পায়ন এবং গ্রীন বিজনেস বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে আলোচনা বৈঠক আয়োজনের আহবান জানান। তিনি সিডিএম প্রযুক্তিকে উৎসাহ প্রদান এবং পরিবেশ দূষণ কমানোর জন্য মটর শিল্প, বয়লার শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পে কর হ্রাসের সুবিধা প্রদানের আহবান জানান। তিনি ইট ভাটাগুলোতে পরিবেশ সহায়ক প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রনয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এ সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান।

ওয়ার্কশপের প্রধান অতিথি এবং সেন্টার ফর পলিসি ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান ডঃ মিজানুর রহমান শেলী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাটি উন্নত বিশ্বের তৈরি। তাই এ সমস্যা সমাধানে তাদেরকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ বান্ধব টেকসই প্রযুক্তি গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ব্যবসায়ীদের সামাজিক দায়বদ্ধতার সাথে ব্যবসা পরিচালনার আহবান জানান। তিনি সিডিএম বিষয়ে সকলের সচেতনতা বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অক্সফাম বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর গেরেথ প্রাইস-জোন্স ব্যবসায়ী উদ্যোক্তদের সিডিএম প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগের আহবান জানান। তিনি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এ লক্ষ্যে ব্যবসায়ী সমাজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল তাঁদের মধ্যে মতবিনিময় এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক ডঃ ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

নির্ধারিত আলোচনায় ওয়েস্ট কনসার্ন গ্রুপের সিইও ডঃ রিয়াজ উদ্দিন এবং এনভায়রনমেন্ট জার্নালিষ্ট ফোরামের চেয়ারম্যান জনাব কামরুল ইসলাম চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই'র সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন ধন্যবাদ প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন।

মুক্ত আলোচনায় ডিসিসিআই প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব আশরাফ ইবনে নূর, আলহাজ্ব আব্দুস সালাম এবং ডিসিসিআই আহবায়ক জনাব শোয়েব চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, নিয়াজ রহিম, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, এম আনওয়ারুল হক এবং আবসার করিম চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই আয়োজিত "ডিজিটাল বাংলাদেশ : কানেক্টিভিটি অ্যান্ড দি গ্রোথ অফ ইকোনোমি" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ২৩ মার্চ ২০১১ তারিখ "ডিজিটাল বাংলাদেশ : কানেক্টিভিটি অ্যান্ড দি গ্রোথ অফ ইকোনোমি" বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাননীয় উপদেষ্টা জনাব এইচ টি ইমাম সেমিনারে প্রধান অতিথি এবং বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিসিসিআই'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম সেমিনারে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বলেন, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে তথ্য প্রযুক্তির কোন বিকল্প নেই। তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে দেশব্যাপী শক্তিশালী তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। তিনি দেশে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য কার্যকর নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান।

ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ তাঁর মূল প্রবন্ধে বলেন, বাংলাদেশকে ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০তম বৃহৎ অর্থনৈতিক দেশে পরিণত হতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই তথ্য প্রযুক্তির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, আইসিটি খাতের প্রসারের লক্ষ্যে সরকারকে এ বিষয়ক নীতিমালা সংস্কার করতে হবে। তিনি বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের সময়োপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের উপর আরো বেশি মাত্রায় মনোনিবেশ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দেশে একটি বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ তৈরির জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বলেন, মানুষের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তনের জন্য তথ্য প্রযুক্তির কোন বিকল্প নেই। তিনি জানান মোবাইল সেবা সাধারণ মানুষের নাগালের আওতায় নিয়ে আসার জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। তিনি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি তথ্য প্রযুক্তি বিকাশের লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সেমিনারের প্রধান অতিথি জনাব এইচ টি ইমাম বলেন, দেশের ভিতরে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে যোগাযোগের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সরকার আঞ্চলিক পর্যায়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তিনি পাঠ্যপুস্তকে তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব প্রদানের উপর জোর দেন। তিনি বলেন, আউটসোর্সিং খাতের ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করতে হলে আমাদেরকে ইংরেজী ভাষার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষাগুলোতেও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি আরো বলেন, সরকারের সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হলে আমাদের অবশ্যই ই-গভার্নেন্স প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার দেশের সকল মানুষের যোগাযোগের সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য পাবর্ত্য চট্রগ্রামের পাশাপাশি অন্যান্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোবাইল নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রনালয়ের সচিব জনাব সুনীল কান্তি বোস জানান, পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলাগুলোকে ফাইবার অপটিকের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

সেমিনারে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর টেকনিক্যাল সেশনের আয়োজন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আব্দুল করিম এই সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব আফতাব-উল ইসলাম টেকনিক্যাল সেশনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পলিসি অ্যাডভাইজার (এটুআই প্রোগ্রাম) জনাব আনির চৌধুরী উদ্ভাবনের স্বীকৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, তথ্য প্রযুক্তির ফলে মানুষের জীবনযাত্রা আরো অধিক সহজতর হবে।

এশিয়ান টাইগার (এটি) ক্যাপিটাল পার্টনার, বাংলাদেশ এর ম্যানেজিং পার্টনার জনাব ইফতি ইসলাম তাঁর বক্তৃতায় তথ্য প্রযুক্তি খাতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর কল সেন্টার সংশ্লিষ্ট ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের লক্ষ্যে সরকারের যথাযথ নীতিমালা প্রণয়নের আহবান জানান।

পরিকল্পনা কমিশনের সচিব জনাব মনজুর হোসেন, বিজ্ঞান, যোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রব হাওলাদার, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি)'র চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল জিয়া আহমেদ, পিএসসি (অবঃ) এবং বেসিসের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ফাহিম মাশরুর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারের টেকনিক্যাল সেশনের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আব্দুল করিম বলেন, বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত হতে হলে অবশ্যই তথ্য-প্রযুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। তিনি বলেন, সরকারের সকল স্তরে ই-গর্ভানেন্স ব্যবস্থা চালু করার বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। তিনি আরো বলেন, তথ্য প্রযুক্তি দেশের মানুষের দারিদ্র দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি এবং পরিচালকবৃন্দ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআইতে "ইউকে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইন বাংলাদেশ" বিষয়ক বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'তে ২৭ মার্চ ২০১১ তারিখ "ইউকে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইন বাংলাদেশ" বিষয়ক এক বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশস্থ বৃটিশ দূতাবাসের মান্যবর হাইকমিশনার মি. স্টিফেন ইভান্স অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ এবং বৃটেনের মধ্যে দীর্ঘদিনের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। তিনি বলেন, বৃটেন বাংলাদেশী পণ্যের তৃতীয় বৃহত্তম বাজার। তিনি বৃটেনের ব্যবসায়ীদেরকে জিরো ডিউটি ফ্রি সুবিধা গ্রহণ করে বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানীর আহবান জানান। তিনি বাংলাদেশী ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজার সম্পর্কে তথ্য জানার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার বিদেশী উদ্যোক্তাদের জন্য আকর্ষণীয় বিনিয়োগ প্যাকেজ গ্রহণ করেছে। তিনি এ সুবিধা গ্রহণ করে বৃটেনের উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে পাট ও পাটজাত পণ্য, জ্বালানি, সার, তৈরি পোষাক, ইলেকট্রনিক্স, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল, আইটিসি প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগ করার আহবান জানান।

মান্যবর বৃটিশ হাইকমিশনার মি. স্টিফেন ইভান্স বলেন, বাংলাদেশ ও বৃটেনের মধ্যে চমৎকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন, দারিদ্র বিমোচন, দক্ষতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বাণিজ্য সম্প্রসারণে দুদেশ একসাথে কাজ করতে পারে। তিনি জানান, বৃটেন একটি সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ দেখতে আগ্রহী। তিনি জানান, বর্তমান বৃটিশ সরকার সারা বিশ্বে বৃটিশ দুতাবাসের মাধ্যমে কমার্শিয়াল ডিপ্লোমেসি বাস্তবায়নের উপর অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে বৃটেনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা। তিনি দুদেশের মধ্যকার বাণিজ্য বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরো বলেন, জ্বালানি, অবকাঠামো, সিরামিক, সমুদ্র বন্দর, তৈরি পোষাক, সফটওয়ার ইত্যাদি খাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তিনি বাংলাদেশী ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদেরকে বৃটেনে বিনিয়োগের আহবান জানান। বাংলাদেশস্থ বৃটিশ দূতাবাসের ইউকে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট বিভাগের প্রধান মি. কেভিন রিংহাম অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ইউকে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট বিভাগ বৃটিশ সরকারের একটি সংস্থা যেটি বিশ্ব বাজারের বৃটিশ কোম্পানীগুলোর সাফল্য লাভ করা এবং বহির্বিশ্ব থেকে বৃটেনে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে কাজ করে থাকে।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ধন্যবাদ প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন। তিনি বৃটেনের উদ্যোক্তাদেরকে বাংলাদেশে টেলিকম খাতে বিনিয়োগ করার আহবান জানান।

মুক্ত আলোচনায় ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, প্রাক্তন পরিচালক জনাব নেসার মাকসুদ খান, জনাব রফিকুল ইসলাম খান, এফসিএ অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, সর্বজনাব এম আনওয়ারুল হক, আবসার করিম চৌধুরী, এম আবু হোরায়রা এবং প্রাক্তন পরিচালক মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ) এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই এবং ফেডারেশন অফ মালয়েশিয়া ম্যানুফেকচারার্স এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'তে ৪ এপ্রিল ২০১১ তারিখ ফেডারেশন অফ মালয়েশিয়া ম্যানুফেকচারার্স এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে এক বাণিজ্য আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

ডিসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর প্রতিনিধিদলকে ডিসিসিআইতে আসার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি বলেন, উভয় দেশ ওআইসি, ডি-৮ এর সক্রিয় সদস্য। তবে দুদেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক তা এখনও আশানুরুপ পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার বিদেশী উদ্যোক্তাদের জন্য আকর্ষণীয় বিনিয়োগ প্যাকেজ গ্রহণ করেছে। তিনি এ সুবিধা গ্রহণ করে মালয়েশিয়ার উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে পাট ও পাটজাত পণ্য, জ্বালানি, সার, তৈরি পোষাক, ইলেকট্রনিক্স, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল, আইটিসি প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগ করার আহবান জানান। তিনি মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ীদেরকে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোষাক, সিরামিক, ঔষধ ও চামড়াজাত পণ্য আমদানির আহবান জানান। তিনি আরো বলেন, মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে পিপিপি'র আওতায় জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে বিনিয়োগ করতে পারে। ডিসিসিআই সভাপতি বাংলাদেশী পণ্যের শূণ্য শুল্ক সুবিধা প্রদানের জন্য মালয়েশিয়ার সরকারের প্রতি আহবান জানান।

প্রতিনিধিদলের নেতা মি. টান শ্রী দাতো সুং সিও হোং জানান, মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগের আগ্রহ রয়েছে। তিনি বলেন, সিরামিক, কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি খাতে মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ীরা যৌথ বিনিয়োগ অংশগ্রহণ করতে পারে। তিনি দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন বলেন, বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং মালয়েশিয়ার উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার আহবান জানান। তিনি বলেন, মালয়েশিয়ার উদ্যোক্তাদের উচিত বিনিয়োগের স্থান হিসেবে বাংলাদেশকে ইতিবাচক দৃষ্টিকোন থেকে পর্যবেক্ষণ করা।

মুক্ত আলোচনায় ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম, জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ, প্রাক্তন সভাপতি হোসেন খালেদ, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, জনাব আশরাফ ইবনে নূর, প্রাক্তন পরিচালক জনাব নেসার মাকসুদ খান, জনাব এম. সালেম সোলায়মান, জনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার এবং কনভেনর জনাব শোয়ের চৌধুরী সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, কে জি করিম, আবসার করিম চৌধুরী, এম আবু হোরায়রা এবং প্রাক্তন পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সরকার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বার এবং তুরস্কের বাণিজ্য প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে তুরস্ক-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি মি. ফ্রিকরেট চিচেক এর নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ১১ এপ্রিল ২০১১ তারিখে ডিসিসিআইতে সাক্ষাৎ করেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম প্রতিনিধিদলকে ডিসিসিআইতে আসার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় দেশ ওআইসি, ডি-৮, ডব্লিউটিও এর সক্রিয় সদস্য এবং দুদেশ নিজেদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, সম্প্রতি তুরস্কের পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত সেইফ গার্ড (Safeguard Duty) ব্যবস্থার ফলে তুরস্কে বাংলাদেশের তৈরি পোষাক রপ্তানী বাধাগ্রস্থ হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, দুদেশের সরকার আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সুরাহা করবেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার বিদেশী উদ্যোক্তাদের জন্য আকর্ষণীয় বিনিয়োগ প্যাকেজ গ্রহণ করেছে। তিনি এ সুবিধা গ্রহণ করে তুরস্কের উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে পাট ও পাটজাত পণ্য, জ্বালানি, সার, তৈরি পোষাক, ইলেকট্রনিক্স, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল, আইটিসি, পর্যটন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মুদ্রণ শিল্প এবং সড়ক-যোগাযোগ প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগ করার আহবান জানান। তিনি তুরস্কের ব্যবসায়ীদেরকে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোষাক, সিরামিক, ঔষধ ও চামড়াজাত পণ্য আমদানির আহবান জানান।

প্রতিনিধিদলের নেতা ও তুরস্ক-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি মি. ফ্রিকরেট চিচেক তুরস্ক-বাংলাদেশ যৌথ বিনিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

মুক্ত আলোচনায় ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, পরিচালক সর্বজনাব নিয়াজ রহিম, ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, ওসমান গনি, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব হোসেন আকতার, প্রাক্তন পরিচালক জনাব মোঃ সবুর খান, আহবায়ক জনাব রুমি সাইফুল্লাহ, জনাব শোয়েব চৌধুরী এবং ফ্লোরিয়া বিজনেসম্যান এসোসিয়েশন এর জেনারেল সেক্রেটারি জনাব আহমেত সাকির অংশগ্রহণ করেন। আলোচকবৃন্দ দুদেশের মধ্যে যৌথ বিনিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, মাহাবুব আনাম, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, এম আনওয়ারুল হক, কে জি করিম, আবসার করিম চৌধুরী এবং এম আবু হোরায়রা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই'র "এমএলএস-এসসিএম(পি) বেস্ট নেটওয়ার্ক পার্টনার ইন্সটিটিউশন অ্যাওয়ার্ড ২০১০" অর্জন

০৬-০৮ এপ্রিল, ২০১১ তারিখ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত "এমএলএস-এসসিএম(পি) গ্লোবাল নেটওয়ার্ক রাউন্ডটেবিল, মালয়েশিয়া, ২০১১" শীর্ষক অনুষ্ঠানে পৃথিবীর ৬৯টি দেশে অবস্থিত জেনেভাস্থ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) এর ১২০টি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) "এমএলএস-এসসিএম(পি) বেস্ট নেটওয়ার্ক পার্টনার ইন্সটিটিউশন অ্যাওয়ার্ড ২০১০" অর্জন করেছে। অনুষ্ঠানটি সুইজারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় এম,এ,পি,আই,সি,এস, মালয়েশিয়া ও আই,টি,সি যৌথভাবে কুয়ালালামপুরে আয়োজন করে। এই গোলটেবিল অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের ৬৯জন ব্যক্তি অংশগ্রহন করেন। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করে। এ দলের অন্য সদস্যরা হচ্ছেন ডিসিসিআই বিজনেস ইন্সটিটিউট (ডিবিআই)-এর শীর্ষ স্থানীয় প্রশিক্ষক সৈয়দ আসগর আলী, জনাব এনায়েত হোসেন, জনাব কামরুজ্জামান এবং জনাব মোঃ রাশেদ আলী।

অনুষ্ঠানটি চলাকালে ডিসিসিআই এর সভাপতি "মডিউলার লার্ণিং সিস্টেম ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট (এমএলএস-এসসিএম(পি))" এর উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন, যেখানে আইটিসি'র এই প্রশিক্ষণ কোর্সটি বাংলাদেশে ডিসিসিআই এর মাধ্যমে কতটা ফলপ্রসু হয়েছে তা তুলে ধরেন। বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যাতে প্রতিযোগিতায় সার্বিক সাফল্য অর্জন করতে পারে, সেজন্য আইটিসি প্রখ্যাত কনসালটেন্টের সাহায্যে এমএলএস-এসসিএম(পি) এর ১৮টি মডিউল প্রণয়ন করেছে। এখানে সূচক(পি) এই প্রোগ্রামের মূল চালিকা-শক্তি 'ক্রয়' কে নির্দেশ করে। ব্যয় সংকোচন, লিড টাইম হ্রাসকরণ ও ইনভেন্টরিম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগীতা-সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের এই কোর্সটি একটি পরীক্ষিত ও কার্যকরী কোর্স। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এই প্রোগ্রামটি পরিচালনার জন্য ডিসিসিআই অবকাঠামোর বিশেষ উন্নতি সাধন করেছে এবং 'ToT' কর্মশালা পরিচালনার মাধ্যমে একদল বিশেষ অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক সৃষ্টি করেছে।

ডিসিসিআই ২০০৪ সাল থেকে এই কোর্সটি চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অতঃপর ডিবিআই ২০০৭ সাল থেকে এটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করে। এ পর্যন্ত ৩৩৪ জন প্রশিক্ষণার্থী সার্টিফিকেট কোর্সে, ১৪৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্সে এবং ৮৫ জন প্রশিক্ষণার্থী ডিপ্লোমা কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে আইটিসি জেনেভা থেকে ৪৮ জন সার্টিফিকেট এবং ২১ জন অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেট কোর্সের সনদ পেয়েছেন। ২০ জন ডিপ্লোমার জন্য কাজ করছেন। এর মধ্যে এ কোর্সটি বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বিপুল সাড়া পাওয়া গেছে। প্রশিক্ষণার্থীরা কোর্সটি অত্যন্ত ভাল ও উপযোগি এবং প্রশিক্ষকবৃন্দ বিশেষ দক্ষ, অভিজ্ঞ ও সক্রিয় এই মতামত ব্যক্ত করেছেন। ডিবিআই কর্তৃক এরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শনের ফলস্বরূপ ডিসিসিআই, আইটিসি থেকে বেস্ট নেটওয়ার্ক পার্টণার ইন্সটিটিউশন অ্যাওয়ার্ড ২০১০ সনদপ্রাপ্ত হয়েছে।

এ গোলটেবিল অনুষ্ঠানে ডিবিআই এর একজন প্রথম সারির খণ্ডকালিন প্রশিক্ষক সৈয়দ আসগর আলী, আমদানি ব্যবস্থাপক, বিওসি বাংলাদেশ লিঃ "দ্যা বেষ্ট সাকসেস স্টোরি উইনার ২০১০" সনদ পেয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, এমএলএস-এসসিএম(পি) এর কলাকৌশল প্রয়োগ করে তার প্রতিষ্ঠান ২.৬ মিলিয়ন ইউরো সাশ্রয় করেছে যা তাদের লাভ বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

ডিসিসিআইতে "প্রাইভেট সেক্টর অ্যাসেসমেন্ট স্টাডি" বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র এবং কিস্টোন বিজনেস সাপোর্ট কোম্পানী লিমিটেড যৌথভাবে ২৫ এপ্রিল ২০১১ তারিখ "প্রাইভেট সেক্টর অ্যাসেসমেন্ট স্টাডি" বিষয়ক আলোচনার আয়োজন করে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বলেন, বাংলাদেশের সকল ব্যবসায়ীই ঋণ খেলাপী নয়, তিনি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) কে বাংলাদেশের এ ধরনের উদ্যোক্তাদেরকে ৬% থেকে ৭% সুদে ঋণ প্রদানের আহবান জানান। তিনি বলেন, যে সব কোম্পানী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সময়মত পরিশোধ করেন তাদের স্বীকৃতি প্রদান করা হয় না। এসব ব্যবসায়ীরা নতুন নতুন ব্যবসা সম্প্রসারিত করতে চাইলেও ঋণের সুদের উচ্চ হারের কারণে তা বাধাগ্রস্থ হয়। তিনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর লক্ষ্যে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত সুবিধাদি নিশ্চিতকরন, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন, বাণিজ্য সহায়ক রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি, সরকারের দক্ষতা বৃদ্ধি, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি, দেশের আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়ন, নীতিমালার ধারাবাহিকতা নিশ্চিতকরন এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিবেশ উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ডিসিসিআই সভাপতি চায়না প্লাস ওয়ান স্ট্রাটেজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরো বলেন, এ মুহূর্তে ঋণের সুদের হার বৃদ্ধি করা যৌক্তিক হবে না।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ বিজনেসের ইকোনোমিক ও ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ডঃ এম ফওজুল কবির খান বলেন, পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ (পিপিপি) দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারছে না। তিনি এটাকে সক্রিয় করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার আহবান জানান।

মুক্ত আলোচনায় পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা, প্রাক্তন পরিচালক সর্বজনাব আর আই খান, এফসিএ, ডিসিসিআই সদস্য জনাব এম এস সিদ্দিকী, আহ্বায়ক জনাব শোয়েব চৌধুরী, উইমেন চেম্বারের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিসেস সেলিনা কাদের, ডঃ হাকিম, ডঃ মোস্তাফিজুর রহমান এবং জনাব শহীদুল হাসান অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় বক্তারা ঋণের সুদের হার ও কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য এডিবিকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তাঁরা বিনিয়োগ সহায়ক নীতিমালা প্রণয়নের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

এডিবি'র সিনিয়র ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর অফিসার জনাব এম এম জিল্লুর রহমান মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বক্তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি বলেন, এডিবি বেসরকারী খাত এবং বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে নিবীড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর বলেন, আইটি সেক্টর ও এখাতে দক্ষতা উন্নয়নে পিপিপি আওতায় এডিবিকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

ডিসিসিআই পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, জনাব এম আনওয়ারুল হক এবং ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআইতে "শিল্পায়নের পূর্বশর্ত ঃ শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ৭ মে, ২০১১ তারিখ "শিল্পায়নের পূর্বশর্ত ঃ শ্রমিক মালিক সুসম্পর্ক" বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম শিল্প মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশনের কর্মদক্ষতা বিশেষভাবে বাড়ানো, শ্রম আইন ২০০৬ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতায় বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ, শ্রমিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের জন্য ক্ষুদ্র পুস্তিকা, লিফলেট ইত্যাদি প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, CSR Certificate পাওয়ার ক্ষেত্রে NBR এর নীতিমালা সহজীকরণ করা, ভোকেশন্যাল ইনস্টিটিউটগুলোতে শ্রম আইন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, শ্রম আইনের বাস্তবায়ন, সেল্ফ মনিটরিং অব কমপ্লায়েন্স ইত্যাদি বিষয়ে স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদী কোর্স পরিচালনা করা, সর্বোপরি 'লেবার ল' সার্বক্ষণিক রিভিউ করা, খাতভিত্তিক শ্রম আইনের পার্থক্য কমিয়ে আনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি শ্রমিকদের পাশাপাশি মালিকদের প্রশিক্ষণের এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থা চালু আছে এবং আমাদেরকে এটা কার্যকর ভাবে পরিচালনা করতে হবে। তিনি আরো বলেন, আমাদেরকে নিজেদের পরিবেশের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, সরকার শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং সকলকে এ বিষয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহবান জানান। তিনি আরো বলেন, শ্রমিক-মালিক এবং সরকার পক্ষ না হয়ে অংশীদার হিসেবে কাজ করলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। তিনি বেসরকারী উদ্যোগে শ্রমিকদের জন্য ডরমেটরি স্থাপনের জন্য মলিকপক্ষকে সাধুবাদ জানান। তিনি মনে করেন এর ফলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিজেএমইএ'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব আনোয়ার উল আলম চৌধুরী। তিনি দেশের সামাজিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে একটি unified code of conduct নির্ধারণ, ঋনের সুদের হার কমানো, অবকাঠামো উন্নয়ন, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিকেএমই'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম এ বাসেত, সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মিসেস নাজমা আকতার নির্ধারিত আলোচক হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

মুক্ত আলোচনায় ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব এ এস এম কাসেম, জনাব রাশেদ মাকসুদ খান, বিজিএমইএ'র পরিচালক জনাব এস এইচ চৌধুরী, ডিসিসিআই পরিচালক জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ, জনাব এম আবু হোরায়রা, প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, কনভেনর শোয়েব চৌধুরী, কো-কনভেনর জনাব নাসির উদ্দিন এ ফেরদৌস অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব মাহবুবুর রহমান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, নিয়াজ রহিম, মাহাবুব আনাম, কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম এবং প্রাক্তন সহ-সভাপতি মোঃ আলাউদ্দিন মালিক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআইতে **Introducing World Class CSR** শীর্ষক ট্রেনিং ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), জিআইজেড এবং রিড কনসালটিং (বিডি) লিমিটেড যৌথভাবে ১৮ মে ২০১১ তারিখ Introducing World Class CSR শীর্ষক ট্রেনিং ওয়ার্কশপের আয়োজন করে।

ওয়ার্কশপে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, এই ট্রেনিং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে প্রকৌশলী, উৎপাদনকারী, রপ্তানীকারক এবং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বিশেষজ্ঞগন সামাজিক দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত সঠিক ধারণা পাবে। তিনি আরো বলেন, সিএসআর কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে পরিপালনে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং শ্রমিক উভয়েরই সমান দায়বদ্ধতা রয়েছে। তিনি এ ট্রেনিং ওয়ার্কশপের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করেন।

রিড কনসালটিং (বিডি) লিমিটেড এর চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মি. রডনি রীড তাঁর মূল প্রবন্ধে সিএসআর ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ডিসিসিআই মনে করে এ ট্রেনিং ওয়ার্কশপের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক, নৈতিক আচরন সমৃদ্ধ, আইনের প্রতি, আন্তর্জাতিক নিয়মনীতির প্রতি সর্বোপরি মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে।

প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপটিতে ৩৫জন অংশগ্রহণকারী যোগদান করে। এরা সকলে বিভিন্ন কর্পোরেট, বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও, প্রকল্প, ঔষধ, তৈরি পোষাক শিল্পের প্রশাসন, এনভায়রনমেন্ট কমপ্লায়েন্স কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত রয়েছে। এ ট্রেনিং কর্মসূচিতে The meaning of Corporate Social Responsibility, The differing views of CSR in Bangladesh, What is ISO 26000, Core subjects of ISO 26000, Core principles of ISO 26000, Use of ISO 26000, How CSR works and reduces the risk in business sector ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়।

ডিসিসিআই'র অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন।

ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ পত্র বিতরণ করা হয়।

ডিসিসিআইতে **CSR Engineers and Manufactures** শীর্ষক ট্রেনিং ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), জিআইজেড এবং রিড কনসালটিং (বিডি) লিমিটেড যৌথভাবে ১৯ মে, ২০১১ তারিখ CSR Engineers and Manufactures শীর্ষক ট্রেনিং ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। এ ওয়ার্কশপে যে বিষয়গুলোর গুরুত্ব দেয়া হয় সেগুলো হলোঃ CSR aiding, factory efficiency, save energy, reduce cost & protect environment, effective usage and handling chemicals, how to increase factory efficiency.

রিড কনসালটিং (বিডি) লিমিটেড এর চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মি. রডনি রীড তাঁর মূল প্রবন্ধে বলেন, CSR ফ্যাক্টরীর ভিতরে এবং বাইরে দুভাবেই বাস্তবায়িত হতে পারে। তিনি আরো বলেন, আমাদের জ্বালানি সম্পদ যেমন গ্যাস, তেল, কয়লা এগুলোর দাম কখনোই কমবে না বরং বাড়বে। তাই এ সমস্ত মূল্যবান সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা এ ক্ষেত্রে অপচয় রোধ করতে পারি এবং দাম কমিয়ে আনতে পারি। ট্রেনিং ওয়ার্কশপে যে সমস্ত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় সে গুলো হলোঃ এনার্জি অডিট, সঠিক মাত্রায় কেমিক্যাল ব্যবহার, পদ্ধতিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপটিতে বিভিন্ন উৎপাদনখাতে নিয়োজিত প্রকৌশলী কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষণ দাতা ও বেসরকারীখাতের প্রতিনিধিবৃন্দ সহ মোট ৩২ জন অংশগ্রহণকারী যোগদান করে।

ডিসিসিআই'র অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ পত্র বিতরন করা হয়। জিআইজেড এর সিনিয়র এ্যাডভাইজর জনাব আফসারউদ্দিন আহমেদ, রীড কনসালটিং (বিডি) লিমিটেড এর জনাব এম. মাসুম জুজুলি, জনাব মোঃ জয়নাল আবেদিন এবং মিস সুমাইয়া ইসলাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই কর্তৃক **Capital Market Reforms in Bangladesh : Demand and Supply Side Constrains** শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ২৮ মে ২০১১ তারিখ Capital Market Reforms in Bangladesh : Demand and Supply Side Constrains বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ মশিউর রহমান সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সেমিনারে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর এম খায়রুল হাসান, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সভাপতি জনাব শাকিল রিজভী এবং চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সভাপতি জনাব ফখর উদ্দিন আলী আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে ডিসিসিআই Bangladesh 2030: Strategy for Growth শীর্ষক কনফারেন্সের আয়োজন করে। ডিসিসিআই আয়োজিত কনফারেন্সের লক্ষ্য ছিল ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে বিশ্বের ৩০তম অর্থনীতির দেশে পরিণত করার জন্য "গ্রোথ ডাইভারস" গুলোকে চিহ্নিত করা। উক্ত কনফারেন্সে "পলিসি রিফমর্স" বিষয়টি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রোথ ড্রাইভার হিসেবে বিবেচিত হয়। এরই অংশ হিসেবে পুঁজিবাজারের রিফমর্স এর বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা এবং সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, আজকের এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য হলো পুঁজিবাজারের প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলোকে চিহ্নিতকরণ, বিদ্যমান নীতিমালাগুলোকে যথোপযুক্ত করার জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন এবং কার্যকর ও স্থিতিশীল পুঁজিবাজার নিশ্চিত করার মাধ্যমে Supply and Demand Side এর সমস্যাগুলোকে সঠিকভাবে মোকাবেলা করা। তিনি মনে করেন, পুঁজি বাজারের যথাযথ বিকাশ ছাড়া বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, যেহেতু পুঁজিবাজার থেকে পুঁজি সরবরাহ হয়ে থাকে তাই আমাদের ব্যবসা ও শিল্পের জন্য এ খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরো বলেন, পুঁজি বাজারে সম্প্রতি ধ্বংসের বিষয়টির কারণ নানাভাবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে যার মধ্যে এসইসি কর্তৃক ঘনঘন নিয়মনীতির পরিবর্তন অন্যতম। যদিও এ পরিবর্তনগুলো করা হয়েছিল পুঁজিবাজারকে স্থিতিশীল করার জন্য কিন্তু কার্যত এর উল্টো চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। ডিসিসিআই সভাপতি পুঁজিবাজারের দক্ষ অর্থনীতি বিশ্লেষকের অভাব, পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট আইন প্রনেতার অভাব, শেয়ারের প্রচুর চাহিদার বিপরীতে ভালো শেয়ারের দুস্প্রাপ্যতা, রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষের নজরদারিতার অভাব এবং বিনিয়োগকারীদের সচেতনতার অভাব কে দায়ী করেন। পুঁজিবাজারকে স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে সরকার গৃহীত ৫,০০০ কোটি টাকার ফাণ্ড ঘোষণা কে তিনি স্বাগত জানান এবং তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এ ফাণ্ড বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তিনি পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা আনার জন্য এসইসি'র বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এসইসি,

ডিএসই এবং সিএসএই যৌথভাবে কাজ করা উচিত এবং নিয়মিতভাবে বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। ডিসিসিআই সভাপতি অন্যান্য উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশকেও পুঁজিবাজারে দীর্ঘ-মেয়াদী উন্নয়নের স্বার্থে Capital Market Master Plan (CMMP) I Corporate Governance Department প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন যারা বাজার পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি কার্যকর নীতিমালা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করবে। বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ও এ বাজারে আস্থা ফিরিয়ে আনতে ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের উপর ট্যাক্স প্রত্যাহার, হোল্ডিং কোম্পানীর ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রযোজ্য ট্যাক্স নীতিমালা পুনঃমূল্যায়ন করা এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানীর ক্ষেত্রে ৩০% কর্পোরেট ট্যাক্সের বিষয়টি পুনঃবিবেচনার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র প্রতি আহবান জানান।

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর এম খায়রুল হাসান পুঁজিবাজারে আস্থা ফিরিয়ে আনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি পুঁজিবাজার বিষয়ে বিনিয়োগকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির উপর জোর দেন। তিনি ভালো কোম্পানীর শেয়ার বাজারে আনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী আইনসমূহ পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সভাপতি জনাব শাকিল রিজভী বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পুঁজিবাজারের কোন বিকল্প নেই। তিনি পুঁজিবাজারের চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ডিএসই সভাপতি নতুন নতুন কোম্পানীগুলোকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির জন্য উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনগুলোকে সংস্কার ও যুগোপযোগী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বিনিয়োগকারীদের কে ইনসেনটিভ প্রদান এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অডিট রিপোর্টের মান বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

চট্রগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সভাপতি জনাব ফখর উদ্দিন আলী আহমেদ বলেন, পুঁজিবাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট খাতগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। তাই তিনি সকলকে একসাথে কাজ করার আহবান জানান। তিনি পুঁজিবাজারের আইনগুলোকে সংশোধন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পুঁজিবাজারের সংস্কারের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের উপর জোর দেন।

প্রধান অতিথি ডঃ মশিউর রহমান বলেন, পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করতে হবে। তিনি পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের জন্য পরিবেশ তৈরি, ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট নিয়মকানুনগুলোকে সুস্পষ্ট ও সুনিদিষ্ট করার উপর জোর দেন। তিনি শিল্পায়নের জন্য নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি পুঁজিবাজার এর ঝুঁকির বিষয়টি মাথায় রাখার জন্য বিনিয়োগকারীদের পরামর্শ দেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপনীতে ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ধন্যবাদ প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন।

সেমিনারের **Demand Side Constraints** এবং **Supply Side Constraints** এর উপর দুটো ওয়ার্কিং সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

Demand Side Constraints শীর্ষক ওয়ার্কিং সেশনে তত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ডঃ হোসেন জিল্লুর রহমান সেশন চেয়ারপার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রাক্তন সিইও ডঃ সালেহউদ্দিন আহমেদ খান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

মূল প্রবন্ধে ডঃ সালেহউদ্দিন আহমেদ খান পুঁজিবাজারের উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন, বাজারে নতুন নতুন ফাণ্ড নিয়ে আসা, এসইসিতে দক্ষ জনবল নিশ্চিত করা, পুরাতন আইনের সংস্কারের পাশাপাশি নতুন নতুন আইন তৈরি, আইনের সমন্বয় সাধন, পুঁজিবাজারের উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা, এবং সুদের উচ্চহার হ্রাস প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, সরকারী বণ্ড সেকেন্ডারী মার্কেট আশা উচিত।

ডঃ হোসেন জিল্লুর রহমান পুঁজিবাজারের আস্থার পরিবেশ তৈরি, পুঁজিবাজারের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে পুঁজিবাজারের অবস্থান কি হবে তা নির্ধারনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি পুঁজিবাজারের উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের উপর জোর দেন। এছাড়া তিনি করপোরেট গভর্নেস এর উপর গুরুত্বারোপ করেন।

Supply Side Constraints শীর্ষক ওয়ার্কিং সেশনে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম সেশন চেয়ারপার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং ডিসিসিআই এর পরিচালক ও গ্রীণ ডেল্টা সিকিউরিটিজ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী তাঁর মূল প্রবন্ধ পুঁজিবাজারে এসইসি, ডিএসই এবং সিএসই নজরদারি বাড়ানো, আইপিও নীতিমালার সংস্কার, পুঁজিবাজারে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর নিবন্ধন নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

নির্ধারিত আলোচনায় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আহসানুল ইসলাম টিটু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মাহমুদ ওসমান ইমাম, রহমান হক এর পার্টনার জনাব আদিব এইচ খান, সিপিডির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ডঃ খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, ক্রমার অ্যান্ড পার্টনারস এর পরিচালক জনাব মনিরুল আহসান, ডিসিসিআই'র পরিচালক ও রহিম আফরোজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম, জেনিথ ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আরিফ খান, আইএফসি-বাংলাদেশ এর প্রজেক্ট ম্যানেজার জনাব জাকিউল্লাহ সাইয়েদ মুন্সী, বিজিএমইএ'র সভাপতি জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন) এবং লিডারশিপ কনসালটেন্ট জনাব আকবর হাকিম অংশগ্রহণ করেন।

উন্মুক্ত আলোচনায় ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ এবং আগত অতিথিবৃন্দ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআইতে "How to Do Business with the United Nations Procurement Division (UNPD) & Vendor Registration" বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং স্কলারস বাংলাদেশ যৌথভাবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং ইউএনপিডি'র সহায়তায় ৩০মে ২০১১ তারিখ "How to Do Business with the United Nations Procurement Division (UNPD) & Vendor Registration" বিষয়ক ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্কশপে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত ডঃ আব্দুল মোমেন এবং এফবিসিসিআই'র সভাপতি জনাব এ কে আজাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে ইতোমধ্যে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সচেতনতাবৃদ্ধিতে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ডিসিসিআই, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় এ ওয়ার্কশপের আয়োজন করে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বলেন আজকের এ আয়োজনের মাধ্যমে জাতিসংঘের ক্রয় বিভাগের কার্যক্রম, নীতিমালা, ব্যবসার সুযোগ ও নিবন্ধন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে এবং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যবসায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রতি বছর বিশ্বের ৯৬টি দেশ জাতিসংঘের ক্রয় বিভাগ এর মাধ্যমে ৩.৫ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করে থাকে। তিনি বলেন, বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের স্থাপত্য, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কন্সট্রাকশন সার্ভিসেস, কেমিক্যাল জাতীয় পণ্য, বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য এবং ভ্রমণের সাথে সংশ্লিষ্ট খাতগুলোতে ব্যবসা করার সুযোগ রয়েছে। তিনি ব্যবসার বহুমুখীকরনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন– যার মাধ্যমে ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি করা সম্ভব। তিনি বলেন, ডিসিসিআই নলেজ সেন্টার ইউএনপিডি'র তথ্যসমূহ প্রাপ্তির স্থল হিসেবে কাজ করতে পারে।

জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত ডঃ আব্দুল মোমেন বলেন, বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের উচিত এ সুযোগ গ্রহণ করা এবং ব্যবসার এ সুযোগ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এফবিসিসিআই'র সভাপতি জনাব এ কে আজাদ বলেন, জাতিসংঘের সাথে ব্যবসা করার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি এ বিষয়ে যথাযথ দিক নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদানের জন্য জাতিসংঘের ক্রয় বিভাগের প্রতি আহবান জানান।

বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান বলেন, বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান অত্যন্ত সন্তোষজনক। তিনি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে নিজেদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এ সুযোগ গ্রহণ করার আহবান জানান।

ওয়ার্কশপে জাতিসংঘের ক্রয় বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মি. দিমিত্রি ডোভগোপোলি এ সংক্রান্ত তথ্যচিত্র সম্বলিত উপস্থাপনায় জাতিসংঘের ক্রয় বিভাগে তালিকাভুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করেন। তিনি বলেন, খাদ্য, ঔষধ, পরিবহন, তথ্য-প্রযুক্তি, গ্রহায়ণ, কেমিক্যাল, কন্সট্রাকশন, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি খাতগুলোতে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। জাতিসংঘের ক্রয় বিভাগের সংগ্রহ কর্মকর্তা মিস আনিতা পিনটো ক্রয় বিভাগে "অনলাইন" রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেন।

প্রশ্নোত্তর পর্বে ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ, জনাব এম আবু হোরায়রা, কনভেনর জনাব কামরুল ইসলাম, ইনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যালের প্রতিনিধি জনাব সাইফুল্লাহ মামুন প্রমুখ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, ওসমান গনি, কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, এম আনওয়ারুল হক, কে জি করিম, আবসার করিম চৌধুরী, এবং স্কলারস বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান জনাব এম ই চৌধুরী শামীম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

কুনমিং ফেয়ারে অংশগ্রহণের জন্য ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের চীনের কুনমিং যাত্রা

চায়না কাউন্সিল ফর দি প্রোমোশন অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড (সিসিপিআইটি) এর আমন্ত্রনে ১৯তম চায়না ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কমোডিটিস ফেয়ার ২০১১, কুনমিং এ অংশগ্রহণের জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর ৩২ সদস্যের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ৩ জুন, ২০১১ তারিখে চীনের কুনমিং এর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে। মেলাটি ৫ জুন থেকে শুরু হয়ে ১০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত চলে। এ বছর ডিসিসিআই ১৯তম চায়না ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কমোডিটিস ফেয়ার ২০১১, কুনমিং এর সহ-আয়োজক হিসেবে অংশ নিয়েছে।

ডিসিসিআই এর প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব এম শাহজাহান খান এ বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রতিনিধিদলের উপনেতৃত্বে ছিলেন ডিসিসিআই এর পরিচালক জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ডিসিসিআই এর পরিচালক জনাব ওসমান গনি এবং প্রাক্তন পরিচালক জনাব মাসহুক হোসেন ও সৈয়দ হাবিবুর রহমান।

বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন রপ্তানীযোগ্য হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প, তৈরি পোশাক, হোম টেক্সটাইল, আর্টিফিসিয়াল জুয়েলারি, কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ডিসিসিআই'র প্রদর্শকদলের সদস্য হিসেবে মেলায় তাদের পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন করেন। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাগণ ডিসিসিআই প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে এ মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও ৬ষ্ঠ চায়না সাউথ-এশিয়া বিজনেস ফোরামে ডিসিসিআই বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের নেতা জনাব এম শাহজাহান খান বাংলাদেশে ব্যবসা ও বিনিয়োগ সম্ভাবনা নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। প্রতিনিধিদলটি ইউনান চেম্বার অব কমার্স পরিদর্শন ও অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বৈঠকে মিলিত হয়।

দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং চীনের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিসিসিআই প্রতি বছর এ মেলায় সহআয়োজক হিসেবে অংশগ্রহণ করছে।

"বাংলাদেশে ই-পেমেন্ট ঃ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ" পাবলিক-প্রাইভেট ডায়লগ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) যৌথভাবে আইএফসি'র সহায়তায় ৪ জুন ২০১১ তারিখে "বাংলাদেশে ই-পেমেন্ট ঃ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ" বিষয়ক পাবলিক-প্রাইভেট ডায়লগের আয়োজন করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ডঃ আতিউর রহমান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, এ আয়োজনের মূল লক্ষ্য হলো ই-পেমেন্টের সাথে জড়িত সকল পক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করা এবং সমাধান খুঁজে বের করা, যার মাধ্যমে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হবে। তিনি ই-পেমেন্ট এর সুবিধা সম্পর্কে জনগন, ব্যাংক এ ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলোর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরো বলেন, ইলেকট্রনিক লেনদেন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর পাশাপাশি লেনদেন কার্যক্রমের দক্ষতা বাড়াবে।

ডঃ আতিউর রহমান বলেন, একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আধুনিক পেমেন্ট ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি জানান, দেশে একটি নিরাপদ এবং দক্ষ পেমেন্ট ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরি, ব্যবসা সহজতর করা এবং অর্থনীতির চাকাকে সচল করার জন্য সকলকে দায়িত্বশীল হতে হবে এবং পেশদারীত্বের মনোভাব নিয়ে আসতে হবে। তিনি মনে করেন, ই-পেমেন্ট ব্যবস্থা ব্যবসায় ব্যয় হ্রাস করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং এ ব্যবস্থা শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক ই-পেমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Encryption, PKI এবং ডিজিটাল সাইনেজ প্রযুক্তি ব্যবহারের চিন্তা-ভাবনা করছে। আর এ প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত তথ্যসমূহ এতটাই নিরাপদে থাকবে যে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সেগুলোতে প্রবেশ বা অপপ্রয়োগ একেবারেই অসম্ভব।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব দাশগুপ্ত অসীম কুমার ই-পেমেন্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের অবস্থান সম্পর্কে বলেন, সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক চালুকৃত ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে দেশের ব্যবসায়ী সমাজ অনেক সুবিধা ভোগ করতে পারবে। তিনি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে এ সুবিধা কাজে লাগানোর আহবান জানান।

আইএফসি'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডঃ মাশরুর রিয়াজ ধন্যবাদ প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, ই-পেমেন্ট ব্যবস্থা বাংলাদেশের আর্থিক খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠিত পাবলিক-প্রাইভেট ডায়লগ সেশনে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি ডিরেক্টর খন্দকার আলী কামরান আল জাহিদ, ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, আইএফসি'র এসোসিয়েট অপারেশন্স অফিসার জনাব আজাদ রহমান ও কিউ ক্যাশ এর ডঃ কাজী সাইফুদ্দিন মুনির তথ্য চিত্র উপস্থাপন করেন।

জনাব খন্দকার আলী কামরান আল জাহিদ বলেন, ইলেকট্রনিক লেনদেন অনেক বেশি নিরাপদ ও সময়োপযোগী। তিনি এ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদানের জন্য আহবান জানান।

জনাব টি আই এম নূরুল কবীর বলেন, ই-পেমেন্ট ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যম লেনদেনের খরচ কমানো এবং ই-কমার্স ও ই-ট্রেড বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

উন্মুক্ত আলোচনায় বেসিসের সভাপতি জনাব মাহবুব জামান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল আহাদ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)'র সদস্য জনাব কানন কুমার রায়, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আজিজ খান, কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথিউরিটিস এর অতিরিক্ত সচিব জনাব মাহফুজুর রহমান, বেসিসের ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব ফাহিম মাশরুর, আইএফআইসি ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব শাহজাহান বারী, ডাটা সফট সিস্টেমস বাংলাদেশ লিমিটেড এর সিওও জনাব মনজুর মাহমুদ, টেকনোবিডি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শাহ ইমরুল কায়েস, আইপাহোলিকস লিমিটেড'র চেয়ারম্যান জনাব ফকরুজ্জামান, ডিসিসিআই'র প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব আশরাফ ইবনে নূর, ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স এর নির্বাহী পরিচালক জনাব এ গফুর এবং ডিসিসিআই কনভেনর জনাব শোয়ের চৌধুরী সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব আর এম খান, জনাব জাফর ওসমান, পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি ও প্রাক্তন সহ-সভাপতিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআইতে "Accreditation: Supporting the work of regulators" বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) যৌথভাবে ৮ জুন ২০১১ তারিখ বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস উপলক্ষ্যে "Accreditation: Supporting the work of regulators" বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব এ কে আজাদ, ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এবং শিল্পমন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মইনুদ্দিন মিয়াজী।

প্রকৌশলী কিউ এ রাজিউল হক প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, এ্যাক্রেডিটেশন পদ্ধতি পণ্য ও সেবা প্রদানকারীর যোগ্যতার নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং জনগনের আস্থা অর্জনে সহায়ক হয়।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বলেন, মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সারা বিশ্ব একটি অখণ্ড Global Village এ পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি এবং প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আমাদেরকে বিশ্ব মানের পণ্য উৎপাদন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, Accreditation ব্যবস্থা রপ্তানিকৃত দেশে পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, বাংলাদেশী রপ্তানি পণ্যের Accreditation করা না গেলে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগী দেশসমূহের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হবে। তিনি জানান, Accreditation এর মাধ্যমে পরীক্ষাগারসমূহ বিভিন্ন পরীক্ষা চালনায় তাদের দক্ষতা, মানের উন্নয়ন এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে। তিনি বাংলাদেশে TBT এবং SPS ফোকাল পয়েন্টগুলোকে কার্যকর করার আহবান জানান।

এফবিসিসিআই'র সভাপতি জনাব এ কে আজাদ বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডকে শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ পরিস্থিতি উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য শীঘ্রই কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, আমরা যদি এ্যাক্রেডিটেশন ব্যবস্থা নিজ দেশেই নিশ্চিত করতে পারি তাহলে ব্যবসায়ীদের এ খাতে ব্যয়কৃত অর্থ অন্যান্য উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত হতে পারবে। তিনি সরকারকে এ বিষয়ে এফবিসিসিআই এবং ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে সরকারকে সকল ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডকে কার্যকর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডে দক্ষ জনবলের পাশাপাশি লিড এসেসর নিয়োগের উপর জোর আরোপ করেন। তিনি কয়লাভিত্তিক শিল্প স্থাপনের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া বলেন, উৎপাদিত পণ্য গুণগতমানের না হলে, শিল্প কারখানা কোনোভাবেই টেকসই হবে না। তিনি পণ্যের গুণগত মানোন্নয়নের জন্য বিশ্বমানের ল্যাবরেটরি, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মাননির্ধারনীর জনশক্তির তৈরির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জানান, পণ্যের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের জন্য বিশ্বমানের ল্যাবরেটরির কোন বিকল্প নেই। তিনি এজন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নের উপর জোর দেন।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মইনুদ্দিন মিয়াজী বলেন, নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাজকে সহজ করার পাশাপাশি এ্যাক্রেডিটেশন ভোক্তা সাধারণের স্বার্থও রক্ষা করে। তিনি আরো বলেন, সকল কারিগরী নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাজকে সহজতর করার জন্য এ্যাক্রেডিটেশন পদ্ধতির বিকল্প নেই।

বিএসটিআই'র মহাপরিচালক জনাব এ কে ফজলুল আহাদ, বারডেম হাসপাতালের মেডিকেল ল্যাবরেটরি সার্ভিসেস এর পরিচালক ডাঃ সুভাগত চৌধুরী, এস জি এস বাংলাদেশ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মি. এরিয়াল মিরান্ডা এবং লিড অডিটর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম মফিজুর রহমান নিধারিত আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন।

বাংলদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের পরিচালক প্রকৌশলী জি ফখরুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ধন্যবাদ প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, জনাব এম আনওয়ারুল হক এবং জনাব আবসার করিম চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই'র হরতাল প্রত্যাহারের আহ্বান

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) প্রায় পাঁচ হাজার সদস্যবিশিষ্ঠ দেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্য সংগঠন বিগত ১২ ও ১৩ জুন, ২০১১ দুই দিন ব্যাপি আহুত হরতালে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং তা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে। ডিসিসিআই মনে করে দুইদিন ব্যাপি এ হরতাল দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্থ করবে।

দেশের সর্ববৃহৎ এসএমই খাতের বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে ঢাকা চেম্বার মনে করে যে, এ ধরনের হরতাল দেশের শিল্প ও বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে যা দেশের জন্য মঙ্গলজনক নয়। ডিসিসিআই বিশ্বাস করে যে, দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক গতিধারায় বিদুৎ ও জ্বালানী স্বল্পতার মধ্যে এমন আন্দোলন শিল্পোৎপাদন, আমদানী, রপ্তানী ও দৈনন্দিন ব্যবসায় কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ করবে। ডিসিসিআই এ হরতাল প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি অর্থনীতি ও দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হয় এমন রাজনৈতিক আন্দোলনের গণতান্ত্রিক চর্চার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

ডিসিসিআই সভাপতির সাথে দি রাওয়ালপিন্ডি চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বাংলাদেশ সফররত দি রাওয়ালপিণ্ডি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র ২০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি ১৫ জুন ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে সাক্ষাৎ করে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম প্রতিনিধিদলকে ডিসিসিআইতে আসার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি সার্কভুক্ত ও মুসলিম প্রধান দুদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, কানাডা, নরওয়ে, অস্ট্রেলিয়াসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শুল্কমুক্ত ও কোটা সুবিধা পেয়ে থাকে। তাই এ সুযোগ গ্রহণ করে পাকিস্তানি উদ্যোক্তাদেরকে তিনি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার আহবান জানান। তিনি পাকিস্তানের উদ্যোক্তাদেরকে তথ্য-প্রযুক্তি, টেক্সটাইল, পাট ও পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, কৃষিখাত এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতে যৌথ বিনিয়োগের আহবান জানান।

দি রাওয়ালপিন্ডি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সহ-সভাপতি ডঃ সিমাইল দাউদ আরাইন বলেন, দুদেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি পাকিস্তান থেকে মার্বেল, ঔষধ, খাদ্যজাত দ্রব্য প্রভৃতি আমদানির আহবান জানান। তিনি জানান, পাকিস্তান সরকার বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের এসব সুবিধা গ্রহণ করে পাকিস্তানে বিনিয়োগের আহবান জানান। তিনি দুদেশের মধ্যে পণ্য আমদানি-রপ্তানীর ক্ষেত্রে সরাসরি সমুদ্র পরিবহন ব্যবস্থা চালুর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি দুদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিসিসিআই এবং দি রাওয়ালপিন্ডি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উপর জোর দেন। তিনি বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের পাকিস্তানে পণ্য প্রদর্শনী ও মেলা আয়োজনের আহবান জানান।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার, জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, জনাব কে জি করিম, জনাব আবসার করিম চৌধুরী এবং জনাব এম আবু হোরায়রা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআইতে কপিরাইট অ্যান্ড কালেকটিভ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

ওয়ার্ল্ড ইনটিলেকচুয়্যাল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন (ওয়াইপো), কপিরাইট অফিস-বাংলাদেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় আয়োজিত "কপিরাইট অ্যান্ড কালেকটিভ ম্যানেজমেন্ট" বিষয়ক দু-দিন ব্যাপী এক ওয়ার্কশপ আজ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'তে অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়াইপোর কনসালটেন্ট মি. মানিসেকারান আমিসা এবং মি. চন্দ্র দারুসমান ওয়ার্কশপে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব এবং কপিরাইট রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ মনজুরুর রহমান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেলের পরিচালক মিসেস শরিফা খান, ডিসিসিআই'র অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কপিরাইট কার্যালয়ের রেজিস্ট্রার মোঃ মনজুরুর রহমান সাহিত্য বিষয়ক কাজগুলোর কপিরাইটের গুরুত্ব এবং এ বিষয়ে কপিরাইট কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মকাণ্ড সর্ম্পকে সকলকে অবহিত করেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেলের পরিচালক মিসেস শরিফা খান সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন।

কপিরাইট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনের অগ্রগতি, কপিরাইট নিয়ন্ত্রন এবং ব্যবস্থাপনা, কপিরাইটের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবদান, কালেকটিভ ম্যানেজমেন্ট সংস্থার কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে ওয়ার্কশপে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

রেডিও, টেলিভিশন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রায় ৬০ জন প্রতিনিধি ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

ডিসিসিআই সভাপতির সাথে থাই বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে থাইল্যান্ডের বিনিয়োগ বোর্ডের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল মি. সুংসাক লিমবানিয়ানের নেতৃত্বে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ২১ জুন ডিসিসিআইতে সাক্ষাৎ করে। থাই-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সেলের সভাপতি মি. মিংপ্যান্ট চায়া এবং বাংলাদেশ-থাই চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি ও ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব এম এ মোমেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি আসিফ ইব্রাহীম বলেন, বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনি বলেন, দুদেশের বেসরকারী উদ্যোক্তারা যৌথভাবে কাজ করে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। ডিসিসিআই সভাপতি দুদেশের ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য, অর্থনীতি এবং প্রযুক্তিখাতে সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, কানাডা, নরওয়ে, অস্ট্রেলিয়াসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শুল্কমুক্ত ও কোটা সুবিধা পেয়ে থাকে। তাই এ সুযোগ গ্রহণ করে থাইল্যান্ডের উদ্যোক্তাদেরকে তিনি বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার আহবান জানান। তিনি থাইল্যান্ডের ব্যবসায়ীদেরকে মেশিনারিজ, কেমিক্যাল, পাদুকা, কাগজ, তৈরি পোষাক, পেট্রোলিয়ামজাত তেল, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, পোল্ট্রি, পাট ও পাটজাত পণ্য, যোগাযোগ, অবকাঠামো, চামড়াজাত পণ্য ইত্যাদি খাতে যৌথ বিনিয়োগের আহবান জানান। তিনি দুদেশের ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে থাইল্যান্ডের পক্ষ থেকে বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্যক্রম বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রতিনিধিদলের নেতা মি. সুংসাক লিমবানিয়ান বলেন, বাংলাদেশে থাই বিনিয়োগ বৃদ্ধিই হলো এ প্রতিনিধিদলের মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, বাংলাদেশ থাইল্যান্ডের বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত স্থান এবং আশা প্রকাশ করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে আজকের ব্যবসা সংযোগের সুফল পাওয়া যাবে।

থাই-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের সভাপতি মি. মিংপ্যান্ট চায়া টেক্সটাইল, তৈরি পোষাক, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কন্সট্রাকশন ইত্যাদি খাতে দুদেশের যৌথ বিনিয়োগের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাংলাদেশ-থাই চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি এবং ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব এম এ মোমেন দুদেশের বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে থাইল্যান্ডের ব্যবসায়ীদেরকে বাংলাদেশে অধিক হারে বিনিয়োগ এবং বাংলাদেশে থেকে পণ্য আমদানির আহবান জানান।

ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বলেন, বাংলাদেশে শিল্প-কারখানার কাঁচামাল তৈরির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি থাইল্যান্ডের ব্যবসায়ীদের কে এ খাতে বিনিয়োগের আহবান জানান।

মুক্ত আলোচনায় ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার, জনাব নিয়াজ রহিম, জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ, প্রাক্তন সভাপতি জনাব রাশেদ মাকসুদ খান সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, সর্বজনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, ওসমান গনি, কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, এম আনওয়ারুল হক, কে জি করিম, আবসার করিম চৌধুরী, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ-থাই চেম্বারের পরিচালক (অর্থ) সর্বজনাব আবু রুশদ তারেক, ইমতিয়াজ ফারুক এবং শাহজাদা হামিদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই'র **NTF II** বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ সফটওয়ার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস), ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) এবং সেন্টার ফর দি প্রমোশন অফ ইমপোর্ট ফ্রম ডেভেলপিং কান্ট্রিজ (সিবিআই) ৩০ জুন ২০১১ তারিখ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের বার্ষিক জয়েন্ট এ্যাডভাইজরি গ্রুপ মিটিং-এ NTF II প্রকল্প বিষয়ক দলিলে স্বাক্ষর করে।

নেদারল্যান্ডস ট্রাস্ট ফান্ড টু (NTF II) কর্তৃক অর্থায়িত এ প্রকল্প বাংলাদেশের আইটি এবং আইটি এনেবেলড সার্ভিসেস সেক্টরের দক্ষতাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাজ করবে। এ প্রকল্প বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের রপ্তানী সম্ভাবনা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং আগামীতে বাংলাদেশের জন্য প্রাক্কলিত বার্ষিক ১০% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনেও বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

যৌথ উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য স্বাক্ষরিত এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে IT এবং ITES আউটসোর্সিং এর জন্য বিশেষ উপযুক্ত স্থান হিসেবে বহির্বিশ্বে পরিচিতির মাধ্যমে বাংলাদশের ইমেজ বৃদ্ধি করা এবং এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ Trade Supporting Organization গুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এর ফলে এ খাতে কার্যকরী সেবা প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম, বেসিস (BASIS) সভাপতি জনাব মাহবুব জামান, আইটিসি'র উপ-নির্বাহী পরিচালক মি. জিন ম্যারি পাগহাম এবং সিবিআই'র উপ-নির্বাহী পরিচালক মি. ডিক ডি ম্যান নিজ নিজ পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআইতে রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং পণ্যের গুণগতমান অক্ষুণ্ন রেখে সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ১১ জুলাই ২০১১ তারিখ রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং পণ্যের গুণগতমান অক্ষুণ্ন রেখে সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান প্রধান অতিথি এবং এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব এ কে আজাদ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে এলাকা-ভিত্তিক ও বিশেষায়িত সমিতিগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ব কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকারী ব্যবস্থাপনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের মজুদ ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, টিসিবির কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্বচ্ছতা আনয়ন, জেলা পর্যায়ে Consumer Protection Act এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাজের ও বক্তব্যের মধ্যে

সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের উপর জোর দেন। তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। ডিসিসিআই সভাপতি রাজনৈতিক দলগুলোকে হরতালের বিকল্প খুঁজে বের করার আহবান জানান।

এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব এ কে আজাদ দেশের মানুষ যেন সহজ দামে পণ্য কিনতে পারে সে দিকে ব্যবসায়ীদেরকে সচেতন থাকার আহবান জানান। তিনি টিসিবিকে কার্যকর করার প্রস্তাব করেন, অন্যথায় টিসিবি এর জন্য বরাদ্দকৃত ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। তিনি সাধারণ মানুষের ভোগান্তি লাঘবের জন্য ব্যবসায়ীদের আরো দায়িত্বশীল হওয়ার আহবান জানান।

বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান বলেন, দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধির বিষয়টি ব্যবসায়ীদেরকে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে হবে। তিনি আগামী রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য জনগনের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে রজমান মাসে বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা চালু রাখা হবে। তিনি বলেন, আগামীতে পিএসআই ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হবে। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওয়ালিউর রহমান ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মুক্ত আলোচনায় ডিসিসিআই'র পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম, প্রাক্তন সভাপতি জনাব রাশেদ মাকসুদ খান, জনাব এম এ মোমেন, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, এম আনওয়ারুল হক, কে জি করিম এবং আবসার করিম চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআইতে "বাংলাদেশে মেধা সম্পদ নকলের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা এবং জাতীয় অর্থনীতি ও ভোক্তা অধিকারের ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত

ইনটেলেকচ্যুয়াল প্রোপার্টি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইপিএবি) এবং ডিসিসিআই যৌথভাবে নকিয়া লিমিটেড, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিকালস লিঃ, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিঃ ও ও ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো লিঃ এর সহাতায় ১৩ জুলাই ২০১১ তারিখ "বাংলাদেশে মেধা সম্পদ নকলের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা এবং জাতীয় অর্থনীতি ও ভোক্তা অধিকারের ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব" বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা ডিসিসিআইতে আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং শিল্প সচিব জনাব কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী বিশেষ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

আইপিএবি'র সেক্রেটারি জেনারেল জনাব আজিজুর রহমান, এফসিএ আইপিএবি'র উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম সর্ম্পকে তথ্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, আইপিএবি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, জাতীয় স্বার্থে ২০১১ সালের মধ্যে খাতভিত্তিক ২০টি ওয়ার্কশপ ও একটি জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার আয়োজনে আইপিএবি একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে, যার প্রধান উদ্দেশ্য হবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মেধা সম্পদের ভূমিকা, চলমান সমস্যা ও এর সমাধান নির্ধারণ।

শিল্প সচিব জনাব কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী বলেন, মেধাস্বত্বের ক্ষেত্রে কার্যকর আইন এবং এর যথাযথ প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আইপি সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করা এবং শিক্ষিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম পণ্যের নকল প্রতিরোধ করার জন্য ভোক্তাদের সচেতন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে জোরদার প্রচারণা চালানোর প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মেধাস্বত্বের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর জন্য যথাযথ আইন এবং এগুলোর কার্যকর প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরী। তিনি জানান ঢাকা চেম্বার একটি আইপি নলেজ সেন্টার স্থাপনের জন্য কাজ করছে। ডিসিসিআই সভাপতি বলেন, নকল পণ্য ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া বলেন, পৃথিবীর সকল সম্পদের মধ্যে মেধাসম্পদের গুরুত্ব সর্বাধিক। তিনি বলেন, মেধাকে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করতে হলে, উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এজন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পৃষ্টপোষকতা প্রয়োজন। তিনি পাইরেসি বন্ধ করতে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি আরো বলেন, একটি সমন্বিত আইপি অফিস স্থাপনের প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে। তিনি বেসরকারী উদ্যোক্তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ লিমিটেড এর হেড অফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি এ্যাফেয়ার্স জাকির ইবনে হাই, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড এর কোম্পানী লিগ্যাল ম্যানেজার জনাব আবিদুর রহমান চৌধুরী, সিয়াপ এশিয়া প্যাসিফিক নকিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এর লিগ্যাল কাউন্সিলর মি. রেমণ্ড চু এবং বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এর জনাব রেজাউল আহমেদ অনুষ্ঠানে তথ্য চিত্র উপস্থাপন করেন।

কপিরাইটের রেজিস্টার জনাব মনজুরুর রহমান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিটিও সেলের ডিরেক্টর মিসেস শরিফা খান, ডিপিডিটি এর রেজিস্টার জনাব বি এম কামাল, ডিসিসিআই'র উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারক জনাব ইকতেদার আহমেদ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জাপানে বাংলাদেশী রপ্তানী পণ্য বহুমুখীকরণে ডিসিসিআই'র আহবান

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ১৪ জুলাই ২০১১ তারিখ "এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশন অফ বাংলাদেশ টু জাপান" বিষয়ক ডায়লগ আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মি. তামাতসো সিনোতসুকা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বলেন, জাপানের সাথে বাংলাদেশের সুদৃঢ় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনি দুদেশের মধ্যেকার বাণিজ্য সম্প্রসারণে বাংলাদেশে একটি "জাপান ডেস্ক" এবং জাপানে একটি "বাংলাদেশ ডেস্ক" খোলার প্রস্তাব করেন। ডিসিসিআই সভাপতি পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং বাজার সম্প্রসারনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বাংলাদেশী পণ্যের মান বৃদ্ধি এবং শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেট্রো), জাপান টেক্সটাইলস ইমপোটার্স এসোশিয়েশন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা কামনা করেন।

জাপানের রাষ্ট্রদূত মান্যবর তামাতসো সিনোতসুকা দুদেশের বেসরকারী উদ্যোক্তাদের কে এগিয়ে আসার আহবান জানান এবং ব্যবসা সম্প্রসারনে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বাংলাদশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাপান সরকারের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি বলেন, চীন এবং আসিয়ান (ASEAN) দেশগুলোতে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় জাপানের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলো ধীরে ধীরে বাংলাদেশকে বিকল্প স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান বলেন, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মাসিউটিক্যাল এবং আইটি খাতে দুদেশের ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে প্রচুর সুযোগ রয়েছে। তিনি বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে জাপান সরকারের সহযোগিতা প্রদান করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, আগামী দিনগুলোতে এ ধারা অব্যাহত থাকবে। তিনি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ বজায় রাখার উপর জোর দেন। তিনি বাংলাদেশী পণ্যের মান উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডিসিসিআই কনভেনর জনাব ওসামা তাসীর এবং জেট্রো-বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি মি. তাকাসি সুজুকি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, জাপান এর বাজার উন্নয়ন ও কমপ্লায়েন্স নির্ভর। তাই এ বিষয়গুলোতে আমাদের জোর দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, জাপানী ভাষাও একটি বড় বাধা, যেখানে চীনাদের জাপানী ভাষায় দখল থাকায় ব্যবসা ক্ষেত্রে সেই সুবিধাটি নিচ্ছে। তিনি ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জাপান ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে শ্রমিকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। মি. তাকাসি সুজুকি বলেন, জাপানের সরকার বাংলাদেশী পণ্যের ক্ষেত্রে রুলস অফ ওরিজিন বিষয়ক নীতিমালা সহজিকরণ করেছে। তিনি বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদেরকে এ সুযোগ গ্রহণের আহবান জানান।

নির্ধারিত আলোচনায় ইপিবি'র ভাইস চেয়ারম্যান জনাব জালাল আহমেদ, বেসিস'র সিনিয়র সহ সভাপতি জনাব ফাহিম মাশরুর এবং জাপান-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সহ সভাপতি জনাব রাশেদ আহমেদ আলী অংশগ্রহণ করেন।

মুক্ত আলোচনায় আনোয়ার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মনোয়ার হোসেন, ডিসিসিআই কনভেনর জনাব এস এম জিল্লুর রহমান, বায়োটেক লিমিটেড এর ড. ফেরদৌসি রহমান, ডিসিসিআই'র প্রাক্তন পরিচালক জনাব আহমেদ হোসেন মজুমদার এবং ডিসিসিআই সদস্য জনাব এম এস সিদ্দিকী অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, ওসমান গনি, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, এম আনওয়ারুল হক এবং আবসার করিম চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআইতে "ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের (এসএমই) জন্য বিকল্প অর্থায়ন" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং সিয়াফ ভেঞ্চারস ম্যানেজমেন্ট এলএলসি যৌথভাবে ২০ জুলাই ২০১১ তারিখ "ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের (এসএমই) জন্য বিকল্প অর্থায়ন" বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বলেন, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য বিকল্প অর্থায়ন ব্যবস্থা খুঁজে বের করার লক্ষ্যেই এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং শিল্পায়নকে তরান্বিত করার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। ডিসিসিআই সভাপতি প্রতিযোগীতামূলক দামে গুণগত দ্রব্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য এসএমইদের প্রযুক্তিগত সুবিধার পাশাপাশি অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করার উপর জোর দেন। তিনি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন প্রকল্পে এসএমইদের ঋণ সুবিধা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এ শিল্পের দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান আহরণ এবং গবেষণা পরিচালনার আহবান জানান। ডিসিসিআই সভাপতি এ খাতের দ্রুত বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে সকল ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

সিয়াফ ভেঞ্চারস ম্যানেজমেন্ট এলএলসি এর ম্যানেজিং পার্টনার ড. জিয়া আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের এসএমই বিশেষ করে মাঝারি উদ্যোক্তাদের বিকাশে তারা কাজ করতে আগ্রহী। তিনি প্রতিষ্ঠানটির অর্থায়ন প্রক্রিয়া ও অন্যান্য অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের পার্থক্যের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকর গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাথে নিয়ে দেশব্যাপী এমএমইদের উন্নয়নে বৃহৎ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার এসএমই ফাউন্ডেশনের পাশাপাশি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সারা দেশে এসএমইদের উন্নয়নের জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান করছে। তিনি জানান এসএমইদের দ্রুত ও জবাবদিহিতামূলক সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক অনলাইনের মাধ্যমে CIB কার্যক্রম শুরু করেছে।

সিয়াফ ভেঞ্চারস ম্যানেজমেন্ট এলএলসি এর ম্যানেজিং পার্টনার জনাব ফাহিম আহমেদ তথ্য চিত্র উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, যে সকল মাঝারি উদ্যোক্তাগণ দেশের গতানুগতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ সুবিধা পেতে ব্যর্থ হয় সিয়াফ বাংলাদেশ ভেঞ্চারস তাদের অর্থায়ন করতে আগ্রহী।

মুক্ত আলোচনায় ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব রাশেদ মাকসুদ খান, ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, ডিসিসিআই পরিচালক জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ, জনাব কে এম এন মনজুরুল হক, জনাব এম আবু হোরায়রা, প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব আশরাফ ইবনে নূর, জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী, প্রাক্তন সহ-সভাপতি সৈয়দ তৌফিক আলী, সহ-সভাপতি জনাব নাসির উদ্দিন এ ফেরদৌস এবং ডিসিসিআই সদস্য জনাব এম এস সিদ্দিকী সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক জনাব হোসেন এ সিকদার, জনাব মাহাবুব আনাম, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, জনাব এম আনওয়ারুল হক, জনাব আবসার করিম চৌধুরী এবং ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআইতে "যাকাত : অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি" বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এবং সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) যৌথভাবে ৭ আগস্ট ২০১১ তারিখ "যাকাত: অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি" বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, এম.পি. অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বলেন, দারিদ্র দূরীকরণের জন্য যাকাত একটি অন্যতম উপকরন যার মাধ্যমে সমাজের বিত্তশালীদের সম্পদ গরীবদের মাঝে বিতরণ করা যায়। তিনি বলেন, যাকাতের মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আয়ের বৈষম্য দূরীকরণ এবং দারিদ্র দূরীকরণ করা সম্ভব। তিনি যাকাত বিষয়ে জনগনের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরকারের যাকাত ফাণ্ডের যথাযথ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরো বলেন, দেশের উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা, শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং স্বাস্থ্য খাত উন্নয়নে যাকাত ফাণ্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)'র চেয়ারম্যান এবং ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম বলেন, যাকাত সম্মিলিত ভাবে প্রদান করলে সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে। তিনি জানান, সিজেডএম ইতোমধ্যে ১০০০ পরিবারকে যাকাতের অর্থের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করেছে এবং তাদের সাবলম্বী করে তুলেছে।

মাননীয় ভূমি প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, এম.পি. বলেন, যাকাতের সঠিক বন্টন নিশ্চিত করা গেলে সমাজের বৃহত্তর জনগনের দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব। তিনি যাকাত প্রদানের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা উল্লেখ করে সঠিক যাকাত প্রদানে সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহবান জানান।

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)'র সিইও ড. আইয়ুর মিয়া এ বিষয়ে সিজেডএম এর কার্যক্রম ও দারিদ্র দূরীকরনে যাকাত ফাণ্ডের সঠিক প্রয়োগ বিষয়ে একটি তথ্য চিত্র উপস্থাপন করেন।

ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মুক্ত আলোচনায় ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা এবং প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআইতে "প্রপার এল/সি প্রসিডিওরস ফর এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট অপারেশন" শীর্ষক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান

১০ আগস্ট, ২০১১ তারিখ "প্রপার এল/সি প্রসিডিওরস ফর এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইমপোর্ট অপারেশন" শীর্ষক স্বল্প মেয়াদী ট্রেনিং কোর্স এর সমাপনী ও সনদ-বিতরণী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই-এর পরিচালক ও প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এম আবু হোরায়রা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এল/সি একটি অপরিহার্য দলিল। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্রয়, বিপণন এবং অভ্যন্তরীন ও বহির্বিশ্বের আমদানি-রপ্তানী প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এবং ব্যবসা বাণিজ্যে দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য অর্জনের জন্য এ সম্পর্কিত প্রায়োগিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এ জন্য আমাদের অবশ্যই দক্ষ, যোগ্য, জ্ঞানসম্পন্ন এবং প্রশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, এল/সি খোলার সময় সকল তথ্য সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে নতুবা যে ব্যবসায়িক ক্ষতি হবে তা পুষিয়ে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন।

ডিসিসিআইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনকালে প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলা হয় যে, তারা এই কোর্সে অংশগ্রহন করে অত্যন্ত অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকবৃন্দের কাছ থেকে 'প্রপার এল/সি প্রসিডিওর্স্ ফর এক্সপোর্ট এন্ড ইমপোর্ট অপারেশন' সম্পর্কে যে বাস্তব ও ব্যবহারোপযোগী জ্ঞান আহরন করতে পেরেছেন, তা কাজে লাগিয়ে তাদের বাস্তব জীবনে ও ব্যবসাতে তারা প্রভূত সাফল্য লাভ করতে পারবেন।

এই কোর্সটি নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারনা দেয় ঃ এল/সি খোলা এবং নিস্পত্তিকরণ কৌশল, বিভিন্ন ধরনের এল/সি এবং এল/সির সাথে জড়িত বিভিন্ন ইস্যু, ব্যাক টু ব্যাক এল/সি, আমদানী বিলের রিটায়ারমেন্ট, এক্সপোর্ট ফাইনান্সিং, প্রি শিপমেন্ট ফাইন্যান্স, এল/সির অধীন প্রি শিপমেন্ট এবং পোস্ট শিপমেন্ট রপ্তানী অর্থায়ন, রপ্তানী ডকুমেন্ট নেগোসিয়েশন, আন্তজার্তিক বাণিজ্য নীতি ও প্রক্রিয়া, ইনকোটার্মস, ইউসিপিডিসি-৬০০ এবং এল/সির অধীন রপ্তানী বিল পরিশোধের ধরন ইত্যাদি।

মোট ১৬ জন প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন স্বনামধন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে এই কোর্সে অংশ গ্রহন করেন। সর্বশেষে প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন।

"নতুন অর্থনৈতিক জোন ব্যবস্থা ঃ বাংলাদেশী ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ" বিষয়ক গোল টেবিল আলোচনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ফান্ড (বিআইসিএফ)'র সহযোগিতায় "নতুন অর্থনৈতিক জোন ব্যবস্থা ঃ বাংলাদেশী ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ" বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া প্রধান অতিথি এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক-১ জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বলেন, ইকোনোমিক জোন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে নতুন নতুন ব্যবসার প্রসার এবং দেশ অধিক হারে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পারবে। তিনি বলেন, আজকের এ আয়োজনের মাধ্যমে সরকার ঘোষিত "অর্থনৈতিক জোন অ্যাক্ট ২০১০" বিষয়ে সচেতনতা বাড়বে এবং এ বিষয়ে সাফল্য লাভকারী ভারত, চীন, সিঙ্গাপুর, ফিলিপিন্স, সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ অন্যান্য দেশসমূহের উদাহরনগুলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবিষয়ে আমাদের নতুন অর্থনৈতিক জোনের রুপরেখা তৈরি করতে হবে যার মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য বহুমুখীকরন সম্ভব হবে। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক জোন একটি দেশের জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বহুমুখীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং এ জন্য প্রয়োজন এর সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন-ভূমি, অবকাঠামো ও যোগাযোগসহ সকল খাতের সমন্বিত কার্যকর নীতিমালা। ডিসিসিআই সভাপতি মনে করেন, সরকার ঘোষিত নতুন নীতিমালাটি দেশে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে যার মাধ্যমে বেসরকারি খাত এগিয়ে আসবে, দেশের অর্থনৈতিক জোনগুলোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অবকাঠামোর উন্নয়ন সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ফান্ড (বিআইসিএফ)'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মি. মার্টিন নরম্যান অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ইকোনোমিক জোন কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগ আকর্ষন এবং নতুন পণ্যসহ সার্ভিস খাতকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করবে। তিনি আরো বলেন, এর মাধ্যমে প্রযুক্তির হস্তান্তর, পিপিপি'র আওতায় বিনিয়োগকারীদের জন্য উন্নত অবকাঠামোর সুবিধা প্রদান করে থাকে। ডিসিসিআই'র প্রাক্তন সভাপতি জনাব আবুল কাসেম খান ও বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপ, বাংলাদেশ এর ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব জাফরুল ইসলাম মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন এবং সফল মডেল অনুকরনে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক-১ জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ বলেন, ইকোনোমিক জোনের মাধ্যমে দেশ বৃহৎ আকারের এফডিআই আকৃষ্ট করতে পারবে। তিনি বলেন সরকার সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষগুলোর সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সমন্বিত কার্যকরী ইকোনোমিক জোন গড়ে তুলবে। তিনি আরো বলেন, ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ইকোনোমিক জোন কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় লোকবলও নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

প্রধান অতিথি শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া বলেন, বাংলাদেশের মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইকোনোমিক জোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, ইকোনোমিক জোনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হবে। তিনি বলেন, ইকোনোমিক জোনে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারাও বিনিয়োগ করতে পারবে। তিনি আরো বলেন, ইকোনোমিক জোনের অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় রয়েছে। শিল্পমন্ত্রী বলেন, সরকার বেসরকারী উদ্যোক্তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান এবং শিল্প নির্ভর অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধ পরিকর।

অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন আইএফসি'র রিজিওন্যাল বিজনেস লাইন লিডার মিসেস পারমিতা দাসগুপ্তা।

প্রশ্নোত্তর পর্বে ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব রাশেদ মাকসুদ খান, পরিচালক জনাব এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম, জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ, ডিসিসিআই সদস্য জনাব এম এস সিদ্দিকী, কৃষিবিদ ড. ফেরদৌসী বেগম, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পরিচালক (ডব্লিউটিও সেল) মিসেস শরিফা খাতুন সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, সর্বজনাব হোসেন এ সিকদার, নিয়াজ রহিম, এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, মাহাবুব আনাম, কে এম এন মনজুরুল হক, এম আনওয়ারুল হক, আবসার করিম চৌধুরী, এম আবু হোরায়রা, প্রাক্তন পরিচালক জনাব নেসার মাকসুদ খান এবং মেজর (অবঃ) ইয়াদ আলী ফকির এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআইতে "রুলস্ অ্যান্ড প্রসিডিউরস্ অব ভ্যাট অ্যান্ড ইনকাম ট্যাক্স" শীর্ষক ট্রেনিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান

২১ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ "রুলস্ এন্ড প্রসিডিউরস্ অব ভ্যাট এন্ড ইনকাম ট্যাক্স" শীর্ষক স্বল্প মেয়াদী ট্রেনিং কোর্স এর সমাপনী অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই-এর পরিচালক ও প্রধান অতিথি জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া বলেন বাংলাদেশে স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে ভ্যাট প্রচলিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের একাউন্টস ও ফিন্যান্স সংক্রান্ত নানারকম জটিলতা দেখা দিচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে ও নির্বিঘ্নে ব্যবসা বাণিজ্য সম্পাদন করার জন্য ব্যবসায়ীগনকে আয়কর আইন ও ভ্যাটের নিয়ম কানুন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখতে হবে, যাতে তারা প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্ববাজারের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারেন। তিনি আরও বলেন যে, ট্যাক্স না দেওয়া একটি অপরাধ, কিন্তু সব নিয়ম কানুন মেনে কর রেয়াত এবং বিভিন্ন কর প্রণোদনা প্রাপ্তি আইনসম্মত এবং তা বাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়। সেজন্য আয়কর ও ভ্যাটের সব নিয়ম কানুন সম্যকরূপে জানা ব্যবসার জন্য প্রয়োজন।

ঢাকা চেম্বার অনুরূপ প্রয়োজনীয় বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ পরিচালনার মাধ্যমে মানব সম্পদ সৃষ্টির জন্য ডিবিআই প্রতিষ্ঠা করেছে। তিনি এসব প্রশিক্ষণের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পেশাদারী জীবন ও ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের আহবান জানান।

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিনিধি জনাব এ. কে. এম ফারহান, সহযোগী মেসার্স অ্যাকুয়া হারভেস্ট লিমিটেড জানান যে, এই কোর্স থেকে সত্যিকার অর্থেই তারা ভ্যাট এবং ইনকাম ট্যাক্স সংক্রান্ত চমৎকার জ্ঞান ও তথ্য আহরন করতে পেরেছেন, যা কাজে লাগিয়ে ব্যবসায় উৎকর্ষতা লাভ করা সম্ভব। তিনি দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কলা কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে পরিচালিত পাঁচ দিনের এরকম একটি তথ্যসমৃদ্ধ কোর্স উপহার দেওয়ার জন্য ডিবিআই কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই) এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ হোসেন আলী তাঁর বক্তব্যে প্রশিক্ষণার্থীদের এ গুরুত্বপূর্ণ কোর্সে অংশগ্রহনের আমন্ত্রণ জানান। তিনি অংশগ্রহণকারীদের সন্তুষ্টির জন্য ধন্যবাদ জানান এবং বলেন কোর্স সংক্রান্ত তাদের মতামতগুলো ভবিষ্যতে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

কোর্সটির প্রধান বিষয়গুলো ছিল ঃ ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স (ভ্যাট) সিস্টেম ইন বাংলাদেশ, রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেকর্ড কিপিং প্রসিডিউরস্ অব ভ্যাট, ক্যালকুলেশন অব ভ্যাট (ভ্যালুয়েশন), ক্রেডিট মেকানিজম অব ভ্যাট সিস্টেম, রিটার্ন সাবমিশন, ডিমান্ড, ফাইন এন্ড প্যানাল্টি, মেইন ফিচারস অব ইনকাম ট্যাক্স, সেলারি অ্যাসেসমেন্ট, ডিডাকশন অব ট্যাক্স অ্যাট সোর্স, কোম্পানী ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট এন্ড হাউ টু ফাইল এন ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ইত্যাদি।

ডিসিসিআই সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ) এবং কোর্স কো-অর্ডিনেটর মিস তামান্না সুলতানা এই অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন । মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন স্বনামধন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে এই কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। সর্বশেষে প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন।

ডিসিসিআইতে "কৃষি খাত ঃ বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ কৃষি খাতঃ বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, এম.পি. অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একক খাত হিসেবে কৃষিখাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, পাশাপাশি এটি অনেক ছোট ছোট শিল্প-কারখানার কাঁচামালের উৎস। তিনি কৃষি পণ্যের বহুমুখীকরনসহ বাজার নির্ভর কৃষি সম্প্রসারনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি কৃষি খাত থেকে উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন, বিভিন্ন ফলমূল ও শাক-সবজি জাতীয় পণ্য সংগ্রহ ও প্যাকেজিং ব্যবস্থা আধুনিকায়ন এবং জৈবসার উৎপাদন ও ব্যবহারের উপর জোর দেন। ডিসিসিআই সভাপতি কৃষি পণ্যের ব্রান্ডিং এর উপর প্রধান্য দেওয়া, বিদেশে কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য জমি লিজ বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন, কৃষি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, ভারত, চীন এবং থাইল্যান্ডের মত দেশগুলোর সাথে কৃষি প্রযুক্তির হস্তান্তর ও এ বিষয়ক সহায়তা বৃদ্ধিকরন এবং পাট ও পাটজাত পণ্যের বিকাশের লক্ষ্যে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিসিসিআই'র আহ্বায়ক জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী। তিনি বলেন, সরকার বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সাথে যৌথভাবে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক মধ্য ও বৃহৎ শিল্প এবং কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করতে পারে।

প্রধান অতিথি ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, এম.পি. বলেন, সরকার কৃষি ভিত্তিক পণ্যের বহুমুখীকরন এবং বাণিজ্যিকীকরনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সাংবিধানিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে দেশের জনগনের খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের বিষয়ে বদ্ধপরিকর। তিনি আরো বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের কৃষিখাত এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তিনি কৃষির শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের উপর জোর দেন। এ ছাড়া তিনি পণ্য ভিত্তিক কৃষি খামার গড়ে তোলার উপর জোর দেন।

নির্ধারিত আলোচনায় কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম নূরুল আলম, ডিসিসিআই পরিচালক জনাব নিয়াজ রহিম এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যাবস্থাপক জনাব সুকোমল সিংহ চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন। আলোচকবৃন্দ বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার ও বেসরকারী উদ্যোক্তার মধ্যে সমন্বয় সাধন, কৃষি পণ্য পরিবহনে টোল চার্জ কমানো এবং সরকারি পর্যায়ে নজরদারি বাড়ানোর আহবান জানান।

মুক্ত আলোচনায় ডিসিসিআই পরিচালক জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ, আহ্বায়ক জনাব আবুল হোসেন, সহ-আহ্বায়ক জনাব নাসিরউদ্দিন এ ফেরদৌস, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, প্রাক্তন পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সরকার, মেজর মোঃ (অবঃ) ইয়াদ আলী ফকির, বায়োটেক এর নির্বাহী পরিচালক ড. ফেরদৌসি বেগম এবং ওয়েস্ট কনসার্ন লিমিটেডের প্রতিনিধি জনাব শরিফুর রহমান সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই পরিচালক সর্বজনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, মাহাবুব আনাম, কে এম এন মনজুরুল হক, এম আনওয়ারুল হক এবং আবসার করিম চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বারের সাথে ওয়েলস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)'র সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সাথে বাংলাদেশ সফররত ওয়েলস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের চেয়ারম্যান জনাব দিলাবর এ হোসেনের নেতৃত্বে ২৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে সাক্ষাৎ করেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম এবং ওয়েলস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের চেয়ারম্যান জনাব দিলাবর এ হোসেন নিজ নিজ সংগঠনের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম প্রতিনিধিদলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি ওয়েলসের উদ্যোক্তাদেরকে বাংলাদেশে সড়ক যোগাযোগ, পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়ন, হোটেল, কৃষি ভিত্তিক শিল্প, হাসপাতাল, খাদ্য শাক-সবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াকরণ, ইলেকট্রনিক্স, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল, তৈরি পোষাক, তথ্যপ্রযুক্তি, ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগ করার আহবান জানান। ডিসিসিআই সভাপতি আশা প্রকাশ করেন স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে দুদেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ডিসিসিআই এবং ওয়েলস-বাংলাদেশ চেম্বারের সদস্যগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। তিনি বাংলাদেশ ও ওয়েলসের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্য বিষয়ক কার্যক্রম বাড়ানোর প্রস্তাব করেন।

জনাব দিলাবর এ হোসেন বৃটেনের ওয়েলস সরকার প্রদত্ত নানাবিধ সুবিধা গ্রহণ করে সেদেশে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদেরকে যৌথ বিনিয়োগের আহবান জানান। তিনি দুদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ওয়েলস-বাংলাদেশ চেম্বারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদেরকে সর্বাত্নক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। ওয়েলস-বাংলাদেশ চেম্বারের সভাপতি আশা প্রকাশ করেন যে, স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে ডিসিসিআই এবং ওয়েলস-বাংলাদেশ চেম্বারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো দৃঢ় হবে। তিনি উভয় চেম্বারের সদস্যদের মধ্যে নিয়মিত বিজনেস নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলার আহবান জানান।

ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ধন্যবাদ প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন।

ডিসিসিআই পরিচালক জনাব মাহাবুব আনাম, ওসমান গনি, কে এম এন মনজুরুল হক, এম আনওয়ারুল হক, কে জি করিম, আবসার করিম চৌধুরী, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহজ্ব আব্দুস সালাম, প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব গোলাম মোস্তফা, প্রাক্তন পরিচালক জনাব হায়দার আহমেদ খান, এফসিএ, আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল আজিজ সরকার, জনাব নেসার মাকসুদ খান, ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব এস রুমি সাইফুল্লাহ, জনাব মোঃ শোয়েব চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

আয়কর রিটার্ন প্রদানের সময়সীমা বৃদ্ধিকরণে ডিসিসিআই'র আহবান

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়কর রিটার্ণ প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ থেকে ১ মাস বৃদ্ধি করে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত নির্ধারণের অনুরোধ জানায়।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং করপ্রদানকারী সকল কর্পোরেট এবং ব্যক্তি করদাতা আয়কর রিটার্ণ প্রদানের প্রস্তুতি নিয়েছে। কিন্তু ঢাকা চেম্বারের সর্বাধিক সংখ্যক আয়কর দাতা তাঁদের রিটার্ণ দাখিলের প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করতে পারেননি।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ একমাস ব্যাপী রোজা, ঈদ পরবর্তী সময়ে সমাগত পূজা এবং সংশ্লিষ্ট উৎসব সম্পর্কিত কারণে ব্যবসায়ী উদ্যোক্তারা ব্যস্ত ছিলো। এ জন্য কর প্রদানে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুতির জন্য তাদের কিছু সময়ের প্রয়োজন।

ডিসিসিআই মনে করে এ সময়সীমা বৃদ্ধি করা হলে উৎসাহী করদাতাগণ কর প্রদানে সক্ষম হবেন এবং সরকারের নীতি নির্দেশনার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনপূর্বক কর প্রদানে আগ্রহী হবে।

ডিসিসিআইতে "খসড়া প্রতিযোগিতামূলক আইন" বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ১ অক্টোবর ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে "খসড়া প্রতিযোগিতামূলক আইন" বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া সেমিনারে প্রধান অতিথি এবং শিল্প সচিব কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম প্রস্তাবিত খসড়া আইনকে কার্যকর করার জন্য সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এ আইনে প্রস্তাবিত কম্পিটিশন কমিশনকে স্বচ্ছ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি প্রতিযোগিতার সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে এ আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

শিল্পমন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া বলেন, শিল্প-ভিত্তিক অর্থনীতির জন্য প্রতিযোগিতামূলক আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের স্বার্থে প্রতিযোগিতামূলক আইনের প্রয়োগের উপর জোর দেন। তিনি আরো বলেন, বাজারে প্রতিযোগিতা থাকলে ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিত করা যাবে। তিনি আরো বলেন, বাজারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রন কমানোর জন্য প্রতিযোগিতামূলক আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিল্প সচিব জনাব কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী বলেন, বেসরকারী খাতের প্রসারের জন্য এ আইন জরুরী। তিনি সরকারের পক্ষ থেকে সকল সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি বিএসটিআই'র শক্তিশালীকরনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

নির্ধারিত আলোচনায় সুপ্রীম কোর্টের অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর চেয়ারম্যান ড. খন্দকার বজলুল হক অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে আইন থাকলেও নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে সেগুলো বাস্তবায়িত হতে পারেনি। তাই প্রস্তাবিত কম্পিটিশন কমিশনের পূর্নাঙ্গ বাস্তবায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা বলেন, কমিশনের রূপরেখা ও এর লোকবল নিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যাতে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করা যায়।

ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি'র অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ড. এ কে এনামুল হক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, প্রতিযোগীতামূলক আইন ব্যবসায়ের উৎপাদন ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন নতুন ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরি করে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

মুক্ত আলোচনা পরিচালনা করেন ডিসিসিআই পরিচালক জনাব ওয়ালিউর রহমান। ডিসিসিআই পরিচালক জনাব খায়রুল মজিদ মাহমুদ, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, জনাব আবসার করিম চৌধুরী, আহ্বায়ক মিসেস শামসুনাহার, শাহজাদা এ হামিদ, ডিসিসিআই প্রাক্তন পরিচালক মেজর মোঃ ইয়াদ আলী ফকির (অবঃ), ডিসিসিআই সদস্য জনাব এম এস সিদ্দিকী এবং ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন মুক্ত আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ধন্যবাদ প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক জনাব এম আনওয়ারুল হক, জনাব মাহাবুব আনাম, প্রাক্তন পরিচালক জনাব দাতা মাগফুর এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই কর্তৃক "খসড়া নতুন কোম্পানী আইন" বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ফান্ড (বিআইসিএফ) এর সহযোগিতায় ৪ অক্টোবর ২০১১ তারিখ "খসড়া নতুন কোম্পানী আইন" বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান হোটেল রূপসী বাংলায় আয়োজন করে।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বলেন, আজকের এ অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে বিদ্যমান কোম্পানী আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহের উপর আলোচনা করা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, ব্যবসায় ব্যয় হ্রাস করার মাধ্যমে আইনটিকে আরো ব্যবহার উপযোগী করে তোলা। তিনি বলেন, ১৯১৩ সালে প্রণয়নকৃত কোম্পানী আইনটির সামান্য পরিবর্তন করে বর্তমানে বিদ্যমান কোম্পানী আইন ১৯৯৪ প্রনয়ন করা হয়, এজন্য বর্তমানে পরিবর্তিত ব্যবসার ধরনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য এ আইনটির ব্যাপক পরিবর্তন করা উচিত। তিনি আরো বলেন, ব্যবসা পরিচালনার প্রক্রিয়া সহজীকরণ নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান আইনটির আরো পরিবর্তন করা প্রয়োজন। তিনি উল্লেখ করেন, এ আইনটিকে অবশ্যই কার্যকর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং আইনের বাংলা ও ইংরেজী ভার্সনের মধ্যে অসঙ্গতিসমূহ দূর করতে হবে। ডিসিসিআই সভাপতি কোম্পানী আইনে ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাদের জন্য সহায়ক একটি কোম্পানী আইন প্রণয়নের উপর জোর দেন।

বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ফান্ড (বিআইসিএফ)'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার ড. মাসরুর রিয়াজ সর্বজনস্বীকৃত একটি আইন প্রণয়নের উপর জোর দেন। তিনি সমন্বিত এবং যুগোপযোগী কোম্পানী আইন প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন যার মাধ্যম নতুন নতুন ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরি হবে এবং ব্যবসার ব্যয় হ্রাস পাবে।

বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ফান্ড (বিআইসিএফ) এর কনসালটেন্ট জনাব তানজিব-উল আলম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, সময়ের সাথে সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ধরনেরও অনেক পরিবর্তন এসেছে। তাই এ সব পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন কোম্পানী আইন প্রণয়ন করতে হবে। তিনি অবজেক্ট ক্লজ ও অনুমোদিত ক্যাপিটাল ক্লজ বাতিলের উপর জোর দেন। তিনি বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়াগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সহজতর করার উপর জোর দেন।

ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব রাশেদ মাকসুদ খান, পরিচালক জনাব আবসার করিম চৌধুরী, প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি সৈয়দ তৌফিক আলী, প্রাক্তন পরিচালক জনাব এম নূরুল আলম, জনাব আতিক-ই-রব্বানী, ডিসিসিআই সচিব জনাব মোস্তফা মহিউদ্দীন, ডিসিসিআই অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম, এসেট ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড এর নির্বাহী পরিচালক জনাব সেলিম আকতার খান, বিএটি এর কোম্পানী সচিব জনাব আজিজুর রহমান, প্রাক্তন বিচারপতি জনাব ইকতেদার আহমেদ এবং বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, জনাব কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন এবং জনাব এম আবু হোরায়রা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআইতে "পর্যটন খাতের উন্নয়ন: সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ "পর্যটন খাতের উন্নয়ন: সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভপাতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বলেন, পর্যটন বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত। তিনি উল্লেখ করেন, বিদেশে বাংলাদেশের নেতিবাচক ইমেজ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যকার সমন্বয়হীনতা, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, দক্ষ মানব সম্পদের অভাবের কারণে পর্যটন খাতে প্রত্যাশিত উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ডে ঢাকা চেম্বারের অন্তর্ভুক্তির আহবান জানান। তিনি বলেন, অপরিকল্পিত উন্নয়ন যেন দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে নষ্ট না করে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। তিনি পর্যটকদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অন-এরাইভাল ভিসা সুবিধা বৃদ্ধির উপর জোর দেন।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী জনাব গোলাম মোহাম্মদ কাদের পিপিপি মডেলের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বাংলাদেশের পর্যটন খাতের বিকাশের লক্ষ্যে প্রচারণা ও ব্রান্ডিং এর উপর জোর দেন। তিনি বলেন, এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত সকলের সাথে আলোচনা করে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন পর্যটন খাতের উন্নয়নের

জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে পর্যটন বান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে। তিনি পর্যটন শিল্পের প্রসারের জন্য বিভিন্ন দেশের সাথে সড়ক, নৌ এবং আকাশপথে যোগাযোগ আরো বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সহজ চলাচল নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ট্যুর অপারেটরস এসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (টোয়াব)'র সভাপতি জনাব হাসান মনসুর। তিনি বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ডকে শক্তিশালীকরন, ভিসা প্রক্রিয়া সহজতর করা এবং এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের প্রস্তাব করেন।

মুক্ত আলোচনায় ডিসিসিআই পরিচালক জনাব এম আবু হোরায়রা, ডিসিসিআই প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী, প্রাক্তন পরিচালক জনাব আর আই খান, এফসিএ, এটাব'র প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব এ কে এম বারী, হৃদয়ে বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক জনাব শহীদুল হক খান, জনাব জমির আহমেদ এবং জনাব মাহবুব নেওয়াজ চৌধুরী সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। আলোচকবৃন্দ এ খাতের উন্নয়নের জন্য বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণের উপর জোর দেন।

ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, মাহাবুব আনাম, কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, এম আনওয়ারুল হক, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম এবং প্রাক্তন পরিচালক জনাব সালেম সোলায়মান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

"অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করণে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক জাতীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) এর সহযোগিতায় ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখ "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করণে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক এক জাতীয় কনফারেন্স হোটেল রূপসী বাংলায় আয়োজন করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এম.পি. অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া, বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান, এম.পি. এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর ড. আতিউর রহমান কনফারেন্সে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর চেয়ারম্যান ড. নাসিরউদ্দিন আহমেদ এবং এফবিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন অনুষ্ঠানে গেস্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এ কনফারেন্সে ঢাকা কাস্টমস হাউস আটোমেশনের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত। একই সাথে তিনি বিল্ড এর লোগো উন্মোচন করেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম বর্তমান সরকার ঘোষিত ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার জন্য গ্রোথ ড্রাইভার্সগুলোর বহুমুখীকরনের উপর জোর দেন এবং এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারের সাথে বেসরকারীখাতের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি সরকার ঘোষিত ২০১৫ সালের মধ্যে ৩২% এবং ২০২১ সালের মধ্যে ৪০% জিডিপি ও বিনিয়োগের অনুপাত বৃদ্ধির জন্য এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে আকর্ষনীয় ও কার্যকর বাণিজ্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। তিনি সরকারী কর্মকাণ্ডে বেসরকারীখাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো প্রণয়নের আহবান জানান। তিনি বলেন, ডিসিসিআই, এমসিসিআই এবং এসএমই ফাউন্ডেশন যৌথভাবে বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। যেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, আর্থিক কর্মকাণ্ড, এসএমই উন্নয়ন এবং ট্যাক্স ও অন্যান্য বিষয়ক চারটি ওয়ার্কিং গ্রুপ থাকবে। তিনি বলেন, ব্যবসায় ব্যয় হ্রাস, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে সরকারের রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর সহযোগিতায় ডিসিসিআই "ঢাকা কাস্টমস হাউস" এর অটোমেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। তিনি ভিয়েতনাম, ইউক্রেন, বসনিয়া, কম্বোডিয়ার মত পাবলিক-প্রাইভেট কনসালটেশন ম্যাকানিজম স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডিসিসিআই প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) এর উপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, বিল্ডের মূল উদ্দেশ্য হলো বস্তুনিষ্ঠ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কার্যকর ও ফলপ্রসূ সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে আলোচনা, সুনির্দিষ্ট বানিজ্যিক রিফমর্স এবং বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা। "বিল্ড" সত্যিকার অর্থে কাজে আগ্রহী, শুধু কথায় নয়।

এফবিসিসিআই'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন বলেন, এ ধরনের আয়োজন পাবালিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) সরকার কে সহযোগিতার মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে পারে। তাই তিনি এ আইন সহজতর ও কার্যকর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর চেয়ারম্যান ড. নাসিরউদ্দিন আহমেদ বলেন পিপিপি'র আওতায় ঢাকা কাস্টমস হাউস অটোমেশন একটি সফল প্রকল্প। এর মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বাড়ার পাশাপাশি এ কাজে স্বচ্ছতা আসাবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বিল্ড এর মাধ্যমে ট্যাক্স ও অন্যান্য বিষয়ে গবেষণার কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে এবং তথ্য ভিত্তিক সুপারিশ প্রণীত হবে। তিনি এনবিআরের পক্ষ থেকে বিল্ডকে সকল ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক গর্ভনর বলেন, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গতিশীলকরন ও দারিদ্র দূরীকরণের জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রয়োজন এবং এ বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, আমাদের পুঁজি বাজারের আস্থা ফিরিয়ে আনতে ডিসিসিআইসহ অন্যান্য ব্যবসায়ী সংগঠন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান, এম.পি. বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে পিপিপি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি বলেন দেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির স্বার্থে গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি জানান, বর্তমান সরকার দেশে ব্যবসার পরিবেশকে সহজ করতে বদ্ধ পরিকর।

শিল্প মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া বলেন পিপিপি এর আওতায় তথ্য, সেবা এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চত করা যাবে যার মাধ্যমে দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে আরো ভালো পরিবেশ প্রদান করা যাবে। তিনি জানান, কাস্টমস হাউস আটোমেশনের মাধ্যমে বর্তমানে বিদ্যমান ৩১টি ধাপকে ৬ ধাপে কমিয়ে আনা যাবে এবং এর মাধ্যমে সময় ও টাকার সাশ্রয় হবে।

অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেন, সরকার বড় ধরনের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করছে। তিনি বলেন, পিপিপি এর আওতায় দেশী বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা উচিত। তিনি নতুন নতুন খাতে পিপিপি'র আওতায় বিনিয়োগ কারার আহবান জানান এবং এক্ষেত্রে বিল্ড কাজ করতে পারে।

এমসিসিআই সহ-সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমরা বিল্ডকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সর্বাত্নক চেষ্টা করব। তিনি বলেন গবেষণার মাধ্যমে সরকারী-বেসরকারী আলোচনার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে চাই। তিনি বলেন, বিল্ডের উপর প্রাইভেট-পাবলিক সেক্টরের ওনারশিপ স্থাপন হবে।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, মাহাবুব আনাম, ওয়াকার আহমেদ চৌধুরী, এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, কে এম এন মনজুরুল হক, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, এম আনওয়ারুল হক, কে জি করিম, এম আবু হোরায়রা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

"অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করণে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক জাতীয় কনফারেন্সের ওয়ার্কিং সেশন অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) এর সহযোগিতায় "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করণে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক জাতীয় কনফারেন্সের ওয়ার্কিং সেশন ১৮ অক্টোবর ২০১১ তারিখ হোটেল রূপসী বাংলায় অনুষ্ঠিত হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মুখ্য সচিব জনাব এম এ করিম সেশন চেয়ারপার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। নির্ধারিত আলোচনায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মর্তুজা রেজা চৌধুরী, বিনিয়োগ বোর্ডের (সদস্য) জনাব খায়রুল আনাম, পরিকল্পনা কমিশনের জিইডি প্রধান জনাব ফখরুল আহসান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, এসএমই ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ রেজওয়ানুল কবির, পিপিপি কার্যালয়ের ডেপুটি ম্যানেজার জনাব উত্তম কুমার কর্মকার এবং এমসিসিআই ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা চেম্বার সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম ওয়ার্কিং সেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ডিসিসিআই, এমসিসিআই এবং এসএমই ফাউন্ডেশন যৌথভাবে বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে যেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, আর্থিক কর্মকাণ্ড, এসএমই উন্নয়ন এবং ট্যাক্স ও অন্যান্য বিষয়ক চারটি ওয়ার্কিং গ্রুপ থাকবে। তিনি বলেন, বিল্ডের মূল উদ্দেশ্য হলো বস্তুনিষ্ঠ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কার্যকর ও ফলপ্রসূ সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে আলোচনা, সুনির্দিষ্ট বানিজ্যিক রিফমর্স এবং বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা।

জনাব মর্তুজা রেজা চৌধুরী বলেন, বর্তমান সরকার দেশে ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ তৈরি, ব্যবসায় ব্যয় হ্রাসের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তিনি জানান, ইতোমধ্যে রেজিস্টার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানী'র অফিস কে অটোমেশন করা হয়েছে এবং ইপিবিকে অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসা হবে। তিনি আঞ্চলিক ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং সরকার ও বেসরকারী খাতের মধ্যে দূরত্ব কমানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

জনাব ফখরুল আহসান বলেন, ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় বেসরকারী খাতকে এগিয়ে আসার সুযোগ রাখা হয়েছে। তিনি জানান, সরকার বিদ্যুৎ, জ্বালানি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, সমুদ্র ও স্থল বন্দর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উৎপাদনশীল খাতের উপর গুরুত্ব আরোপের আহবান জানান।

জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী বলেন, সরকার পিপিপি কাঠামোকে আরো ব্যবসা সহায়ক করতে আগ্রহী এবং পিপিপি সেলের মাধ্যমে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদান করা হবে।

সৈয়দ রেজওয়ানুল কবির "বিল্ড" বাস্তবায়নে যথাযথ পরিকল্পনার উপর জোর দেন।

ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর বলেন, "বিল্ড" হলো একটি স্থায়ী ভিত্তি। তিনি সরকারের ও বেসরকারী খাতের মধ্যে আরো বেশি আলোচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি পিপিপি এর এ্যাডভাইজারি কমিটিতে বেসরকারী খাত থেকে আরো বেশি প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তির আহবান জানান।

জনাব এম এ করিম বলেন, "বিল্ড" হলো সরকারী ও বেসরকারী খাতের মধ্যে সমন্বয়ের একটি স্থান যার মাধ্যমে সফল বাণিজ্য পরিবেশ তৈরির জন্য সুপারিশ প্রদান করা হবে। তিনি বেসরকারী খাতের উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে প্রতিযোগীতার সক্ষমতা অর্জনের উপর জোর দেন।

মুক্ত আলোচনায় ডিসিসিআই পরিচালক জনাব আবু হোরায়রা, ডিসিসিআই প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, জনাব এম এস সেকিল চৌধুরী, প্রাক্তন সহ-সভাপতি সৈয়দ তৌফিক আলী, এসএমই ফাউন্ডেশন'র উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব নূরুল কাদির এবং ব্র্যাকের হেড অফ করপোরেট জনাব আজিজুর রহমান এবং ডিসিসিআই'র অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মিসেস ফেরদৌস আরা বেগম সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর, পরিচালক জনাব এম বশির উল্লাহ ভূঁইয়া, আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন এবং জনাব এম আনওয়ারুল হক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে দ্রুত গ্যাস সরবরাহ উন্নয়নে ডিসিসিআই'র পক্ষ থেকে সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) গাজীপুরের কালিয়াকৈরে গ্যাস সংযোগ উন্নয়নে তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রমসহ সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

উল্লেখ্য ০৮/০৯/২০১১ তারিখ হতে মির্জাপুর কালিয়াকৈর কোনাবাড়ী গ্যাস লাইনে গ্যাসের স্বল্পতার কারণে ছোট বড় তিন শতাধিক শিল্প-কারখানা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যার কারণে অত্র এলাকার প্রায় ৩ লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান হুমকির মুখে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কালিয়াকৈর-মির্জাপুর-কোনাবাড়ী ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফোরাম বিষয়টি তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড ও সরকারের উচ্চ পর্যায়ে তুলে ধরেন।

বিষয়টি সম্পর্কে মাননীয় জ্বালানি উপদেষ্টাকে অবগত করা হলে তিনি সংকট সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ প্রদান করেন এবং তিনি নিজেও বিষয়টি তদারকী করেন। এর ফলে গত ২০ অক্টোবর ২০১১ তারিখের মধ্য রাত হতে অত্র অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ পুনঃচালু হয়। যদিও বর্তমানে দিনের বেলায় গ্যাসের চাপ ১০ পিএসআইজি এর পরিবর্তে ৪-৫ পিএসআইজি পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে এ অঞ্চলে বর্তমানে বিদ্যমান অবস্থা উন্নয়নের প্রচুর সুযোগ রয়েছে।

ডিসিসিআই বিশ্বাস করে, সারা দেশে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে গ্যাসের সরবরাহ পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি দ্রুত শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে হলে এ লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী উভয় পক্ষের কঠোর পরিশ্রম ও ঐকান্তিক পরিশ্রম প্রয়োজন।

ডিসিসিআইতে "ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) ৩০ অক্টোবর ২০১১ তারিখ ডিসিসিআইতে "ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এম. পি. প্রধান অতিথি হিসেবে সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম তাঁর স্বাগত বক্তৃব্যে বলেন, মান সম্মত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির অন্যতম পূর্বশর্ত। তিনি জানান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতির ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড দারুনভাবে ব্যাহত হয়। ডিসিসিআই সভাপতি এ জন্য পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় ভূমিকা পালন এবং জনগণের মাঝে এ বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক থানা এলাকায় সক্রিয় সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের তালিকা প্রণয়ন করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা নিরসনে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বড় বড় গাড়ি ও ট্রাকসমূহ যেন শহরের বাইরে দিয়ে চলাচল করতে পারে সে জন্য রিং রোড, রেল ও নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মানের উপর জোর দেন।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এর ভারপ্রাপ্ত কমিশনার জনাব আব্দুল জলিল মন্ডল বলেন, ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের জন্য পুলিশ বাহিনী সর্বাত্নকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি দেশের যুব সম্প্রদায়কে মাদকের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য সমাজের সকল স্তরের মানুষের এগিয়ে আসার আহবান জানান।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এম.পি. বলেন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও দেশের ব্যবসায়ী সমাজের কঠোর পরিশ্রমের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমশঃ অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহারে আইটি শিল্পের উন্নয়ন, পোশাক ও টেক্সটাইল খাতের সম্প্রসারণ, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, ঔষধ, চামড়া, জুয়েলারী ও আসবাবপত্র শিল্পের বিকাশকে অগ্রাধিকার প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং তা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে স্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সরকার ইতোমধ্যে শিল্পাঞ্চল পুলিশ গঠন করেছে। তিনি দেশের যুব সমাজকে মাদকের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান। তিনি ঢাকা চেম্বারের উত্থাপিত প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়নের আশ্বাস প্রদান করেন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের পাশাপাশি ব্যবসায়ী ও সাধারণ জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন।

মুক্ত আলোচনায় ডিসিসিআই পরিচালক আলহাজ্ব মোঃ নাসিরউদ্দিন খাঁন, জনাব হোসেন এ সিকদার, জনাব এ এস এম মহিউদ্দিন মোনেম, জনাব এম আবু হোরায়রা, প্রাক্তন সভাপতি জনাব হোসেন খালেদ, প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সালাম, জনাব আশরাফ ইবনে নূর, প্রাক্তন সহ-সভাপতি খন্দকার শহীদুল ইসলাম, প্রাক্তন পরিচালক আলহাজ্ব আব্দুল আজিজ সরকার, ডিসিসিআই আহ্বায়ক জনাব খায়ের এম খান, ডিসিসিআই সহ-আহ্বায়ক জনাব নাসির উদ্দিন এ ফেরদৌস, লালবাগের কমিশনার জনাব আলতাফ হোসেন, চকবাজারের ব্যবসায়ী জনাব আবু মোতালেব, সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। আলোচকবৃন্দ দেশে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা, ফুটপাতগুলোকে হকারমুক্ত করা, জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের পঞ্চায়েত প্রথা চালু এবং পুলিশের ট্রাফিক বিভাগে লোকবল বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডিসিসিআই উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি জনাব টি আই এম নূরুল কবীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ডিসিসিআই সহ-সভাপতি জনাব নাসির হোসেন, পরিচালক সর্বজনাব মাহাবুব আনাম, খায়রুল মজিদ মাহমুদ, কে এম এন মনজুরুল হক, এম আনওয়ারুল হক এবং আবসার করিম চৌধুরী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

THE FINANCIAL EXPRESS
Friday, December 24, 2010

Asif Ibrahim elected DCCI president

Asif Ibrahim elected DCCI president

Vice-Chairman of Newage Group of Industries Asif Ibrahim was elected president of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) for the year 2011, says a press release.

Newage Group is invol-

Continued to page 7 col. 1

Continued from page 1 col. 2

ved mainly in manufacturing and exporting of ready-made garments, textiles, plastic products and information technology.

TIM Nurul Kabir and Nasir Hossain have been elected Senior Vice-President and Vice-President respectively of the chamber.

The new Board of Directors took over at the 49th Annual General Meeting (AGM) of DCCI held at its auditorium Thursday.

The newly elected DCCI president was born in Dhaka in 1965. He received formal education from the University of Delhi (India) and the University of North Texas (USA).

He served in the executive committee of France- Bangladesh Chamber of Commerce and Industry (CCIFB) and Bangladesh-Thai Chamber of Commerce and Industry (BTCCI). He is also the former chairman of the research cell of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

Asif was recognised by the Ministry of Commerce as a Commercially Important Person (CIP) in 2007 for his company's performance in woven RMG export.

The newly elected Senior Vice-President is the managing director and CEO of Spinnovation Limited, a software development and IT services company and chairman of Update Solutions Technologies Ltd.

He is a ventured IT specialist, ICT entrepreneur and IT business leader of the country. He has more than 21 years extensive working experiences in corporate turn-key project management, business consulting, and business process re-engineering (BPR) and enterprise management.

T I M Nurul Kabir   Nasir Hossain

Nasir is the proprietor of Nahrin Corporation & Shahrin Corporation. He hails from a prominent business family of Armanitola in old Dhaka.

He also served as DCCI vice-president in 1999 and currently an executive committee member of Uttara Club Ltd.

The newly elected members of the board of directors are: ASM Mohiuddin Monem, Osman Gani, Khairul Majid Mahmud, KMN Manjurul Hoque, Absar Karim Chowdhury and M Abu Horaira.

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ১৮ অক্টোবর ২০১১

নীতি প্রণয়নে ব্যক্তি খাতকে রাখার তাগিদ

বিনিয়োগ বাড়ানো অর্থনীতির একটি বড় সমস্যা : অর্থমন্ত্রী

সমকাল
বৃহস্পতিবার, ২০ অক্টোবর ২০১১ ৫ কার্তিক ১৪১৮

বাণিজ্য সমস্যা সমাধানে কাজ করবে বিল্ড

সমকাল প্রতিবেদক

The Independent
DHAKA, WEDNESDAY OCTOBER 19, 2011

Dhaka Customs goes online

STAFF REPORTER

DHAKA, OCT 18: The Dhaka Custom House (DCH) was brought under full automation on Monday.

Official operation of the automated DCH was launched by finance minister AMA Muhith at a function organised jointly by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), Metropolitan Chamber of Commerce and Industry and the SME (Small and Medium Enterprise) Foundation at a hotel in the city.

DCCI president Asif Ibrahim chaired the function.

Chairman of the National Board of Revenue (NBR), Dr Nasiruddin Ahmed said that time and cost of export and import related procedures will be saved by 80 per cent thanks to the automation.

DCH automation project was a PPP (Public Private Partnership) initiative that was implemented jointly by the government and the DCCI.

During a power-point presentation, past president of DCCI Hossain Khaled said the manual operation of the customs procedures had caused immense sufferings to exporter everyday.

Khaled said the customs procedures for export have been cut down to only six steps under automation from total 31 steps under manual systems.

Under the automation system, initially faster online services will be provided to freight forwarders, Sonali bank, NBR, DEPZ, PSIs, Dhaka ICD, Bangladesh Biman, Bond Commission, Air section, Speed Treasury, Airport, custom intelligence, airport custom (export-import), C and F agents, airline express, airline operator and airline agent feeder and all other stakeholders, he said.

DHAKA: Finance minister AMA Muhith launching the automation of Dhaka Custom House at a city hotel on Monday. INDEPENDENT PHOTO

The Daily Star
DHAKA THURSDAY OCTOBER 18, 2011

Muhith stresses local investment in PPP

Opens automation of Dhaka Customs House

STAR BUSINESS REPORT

Finance Minister AMA Muhith yesterday asked businesspeople to prioritise local investments in public-private partnership (PPP) projects along with foreign direct investments to achieve the economic growth.

The government will appoint the chief executive officer of the PPP Cell within this month for taking the development projects in collaboration with the private sector investors, the minister said.

Muhith addressed the businessmen at a national conference on "Public-Private Partnership for Rapid Economic Growth" at Ruposhi Bangla Hotel in the capital.

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) in collaboration with Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) and SME Foundation organised the conference.

The minister also inaugurated the automation system of Dhaka Customs House (DCH) and commissioned the logo of the government's newly formed private sector development partner, Business Initiative Leading Development (BUILD). Dhaka Chamber has completed the automation of the DCH.

BUILD, a joint initiative of DCCI and MCCI and the SME Foundation, aims at assisting in the development of the country's private sector.

Muhith said the government targets to achieve a 7 percent economic growth in this fiscal year.

"But this 7 percent is not enough in comparison to other South Asian countries for achieving the development," the minister said. He also urged the businessmen for using the PPP system in land records digitisation.

Industries Minister Dilip Barua said the automation will help cut down the customs procedures to six steps from existing 31. The businesses can save both time and money by around 80 percent after the DCH is automated, Barua said.

Commerce Minister Faruk Khan said the cabinet approved the competition law yesterday which will be enacted soon to ensure fair competition in business.

STAR

Finance Minister AMA Muhith launches the automation system of Dhaka Customs House, at a programme in Ruposhi Bangla Hotel in Dhaka yesterday.

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । ১৯ অক্টোবর ২০১১ । ৪ কার্তিক ১৪১৮
২০ জিলকদ ১৪৩২ । বর্ষ ২ । সংখ্যা ২৭৬

গবেষণার ঘাটতি মেটাতে ব্যক্তি খাতের উদ্যোগ

'কথার দোকান' নয়, প্রকৃত গবেষণা করবে বিল্ড

বিল্ডের মূল উদ্দেশ্য হলো বস্তুনিষ্ঠ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কার্যকর ও ফলপ্রসূভাবে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে আলোচনা করে সুনির্দিষ্ট বাণিজ্যিক সংস্কার এবং বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা

সকালের খবর
ঢাকা : মঙ্গলবার ১৮ অক্টোবর ২০১১

—সকালের খবর

পিপিপি নিয়ে তিন সংগঠনের সংলাপে অর্থমন্ত্রী

অর্থনীতির প্রধান সমস্যা বিনিয়োগ স্থবিরতা

THE FINANCIAL EXPRESS
Wednesday, October 19, 2010

More investment under PPP stressed

FE Report

Speakers at a seminar Tuesday said more investment is needed under public private partnership (PPP) to accelerate the country's development.

They said Business Initiative Leading Development (BUILD), a new platform, would work for better business environment.

They said PPP is needed not only for government projects, but also for projects for ensuring access to information, services and participation of citizens in democratic process and specially for delivering improved and efficient service to the business community.

Finance Minister AMA Muhith formally unveiled the logo of BUILD Monday. The platform was formed for effective public-private dialogue, research, analysis and strategic advocacy for creating more jobs and harnessing investment and to monitor and implement them.

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI) and SME Foundation in collaboration with International Finance Corporation (IFC) will implement the project. It will provide assistance for the development of Bangladesh's private sector and thus unlock the country's true development potentials.

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) with support from the SME Foundation and Metropolitan Chamber of Commerce & Industry (MCCI) will initially lead the platform. The BUILD is a two years and three months' project funded by International Finance Corporation (IFC). BUILD will later incorporate more trade bodies and stakeholders.

Speaking on the occasion, as the chair, former principal secretary M A Karim said PPP not only in Bangladesh but in other countries such as Vietnam, Malaysia and South Korea also worked well.

"And an organisation like BUILD is also functioning very well in Malaysia to mediate between government and business people," he said.

He said Bangladesh must be successful in reaching its goal to be a middle-income country by 2021 which is popularly known as 'vision-21'. "For this we need more investment in our economy, most of which has come from private sector and also from foreign direct investment," he said.

Elaborating the BUILD project, DCCI president Asif Ibrahim said dialogue at BUILD will be driven initially through four thematic working committees. First one is taxation committee that would be chaired by NBR chairman and co-chaired by FBCCI president.

The second one is financial sector committee that would be chaired by Bangladesh Bank Governor and co chaired by DCCI president. Third one is trade and investment committee that would be chaired by commerce secretary and co-chaired by MCCI president and the last one is for SMEs that would be chaired by industries secretary and co-chaired by SME Foundation chairman.

He said BUILD would first identify constraints in different business sectors, then it would go through research and analysis and the platform would recommend the best solutions. Besides, it will also monitor the projects.

Additional Secretary of Ministry of Commerce Mahfuzur Reza Chowdhury said for making a more business-friendly environment the commerce ministry has done a lot.

He said the office of the Registrar of Dhaka Stock Exchange is fully automated. Legal frameworks for business have been modernised and upgraded including the competition law.

Besides, government has signed several agreements including SAFTA, AFTA and BIMSTEC for better business facilities and it would contribute significantly to businesses.

He said about 90 per cent of the domestic trade is now fully automated.

Member-1 of Board of Investment Khairul Anam said it is not clear how this platform will work. Structural and organisational condition of this platform is not also specified, he said.

He said earlier such attempts have gone futile.

Joint Secretary of Finance Ministry Mohammad Muslim Chowdhury has urged all not to use PPP in a loose manner as it now gets a legal framework.

He also said a CEO would be appointed in PPP office within this month.

MCCI acting president Nihad Kabir said BUILD would be a permanent platform for all business people.

She also urged the government to consult business people on any new law that will have impact on businesses.

Deputy Manager of PPP office Uttam Kumar Sarkar and the managing director of SME Foundation also spoke in the seminar.

The Daily Star
DHAKA THURSDAY OCTOBER 18, 2011

BUILD for public-private dialogues

SAHADUR RAHMAN

BANGLADESH has finally adopted a public-private platform to assist the country's private sector to grow in a conducive and improved business environment.

The forum, which is known as the Business Initiative Leading Development (BUILD), is a joint initiative of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), Metropolitan Chamber of Commerce and Industry and SME Foundation.

Bangladesh Investment Climate Fund (BICF), a programme of International Finance Corporation, has provided technical assistance to form the forum.

"BUILD will act as an independent forum and work as an effective mechanism to lobby with the government for reforms and ensure enabling an environment for both local and foreign investors," said Asif Ibrahim, president of DCCI.

BUILD will initiate public-private dialogues to facilitate, accelerate and help cement ongoing initiatives, he said.

Initially, four working groups -- trade and investment, financial matters, SME development and tax and related maters -- will be formed under BUILD. Each group will be co-chaired by professionals, one from the private sector and another from the public sector.

Structured public-private partnerships have been proved effective in many countries. Cambodia, Sierra Leon, Bosnia, Herzegovina, Kosovo, Liberia, Vietnam and Ukraine are some countries that have been benefited by these initiatives.

The DCCI president said although the private sector has been playing a key role in the country's development, there is still considerable mistrust between the public and private sectors.

"The public sector mostly treats the private sector as a recipient of policies and information rather than considering them as an equal partner in the policymaking process," said Ibrahim.

The government has often included the private sector in the policy formulation process, but those were on an ad hoc basis, he said. However, the present economic scenario demands full participation of the private sector in all issues relating to the economy, he added.

"BUILD will facilitate dialogues between the public and private sectors," said Pierre Guislain, director of the Investment Climate Department of the World Bank Group and International Finance Corporation.

Guislain believes the initiative will create an environment where both sectors can talk on a regular basis, in an open manner, so that reforms can be made faster.

Masrur Reaz, programme manager of BICF, said they have helped public and private sectors to come together by providing technical help in forming the platform.

How can BUILD help you?

BUILD will provide access to the premier private sector development thought leader, with access to most recent and relevant data, information and analysis on the sector.

It will feature strong and effective partnerships with other think-tanks, academics, chambers and experts. It will advocate business reforms in Bangladesh.

BUILD will be equipped with a strong secretariat that can be an one-stop shop for data, information, research and analysis.

It will be a platform to maintain coordination and continuity between public and private sector understanding for better policy reforms.

sajjad@thedailystar.net

STAR

Finance Minister AMA Muhith attends the inauguration of BUILD on Monday at Ruposhi Bangla Hotel in Dhaka as chief guest. Commerce Minister Faruk Khan, Industries Minister Dilip Barua, Bangladesh Bank Governor Dr Atiur Rahman and DCCI President Asif Ibrahim are also seen.

The government has often included the private sector in the policy formulation process, but those were on an ad hoc basis. However, the present economic scenario demands full participation of the private sector in all economic issues

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

যুগান্তর
বুধবার, ১৯ অক্টোবর ২০১১

জাতীয় সম্মেলনে বক্তারা

বাণিজ্যিক সফলতা অর্জনে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয় জরুরি

NEW AGE
SUNDAY, MAY 29, 2011

Inflation may rise if BB pumps money into stocks: Mashiur

Prime minister's finance adviser Mashiur Rahman attends as chief guest a seminar on 'Reforms to Bangladesh capital market: demand and supply side constraints' organised by the DCCI at Ruposhi Bangla Hotel in Dhaka on Saturday. — New Age photo

প্রথম আলো
রোববার, ৯ জানুয়ারি ২০১১

অবকাঠামোই বড় প্রতিবন্ধকতা

সাক্ষাৎকার

বিনিয়োগ পরিস্থিতি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নবনির্বাচিত সভাপতি **আসিফ ইব্রাহিম**। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সুনীতি বিশ্বাস**

daily sun
TRUE & IMPARTIAL
MONDAY | 27 JUNE 2011 | DHAKA

A delegation of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, led by its newly elected President Asif Ibrahim, calls on Prime Minister Sheikh Hasina at her office in the city on Sunday.

PM for containing price hike of essentials

Assures all-out support to business community

Prime Minister Sheikh Hasina on Sunday assured the country's business community of all out support from her government to run their businesses freely and smoothly.

"People didn't vote us to power for doing business. As in the past, we'll continue to provide all possible cooperation to the business community," she said.

The Prime Minister gave the assurance when a delegation of Dhaka ...

... give money to any 'Hawa Bhaban'.

She said her government would continue to work for flourishing the private sector.

In this regard, the Prime Minister mentioned the development of private mobile phones and private television channels during the last Awami League government.

Mentioning the finding of gas resources in the Chittagong Hill Tracts, she said: "It's good news ...

মানবজমিন ২৩
বৃহস্পতিবার, ৬ই জানুয়ারি, ২০১১

ঢাকার চারপাশে ৪টি শিল্প জোন গঠনের প্রস্তাব: ডিসিসিআই

দৈনিক ইনকিলাব
ঢাকা, শুক্রবার, ২৩ বৈশাখ ১৪১৮, ৬ মে ২০১১

দেশীয় শিল্পে কর অবকাশ সুবিধা দেয়া উচিৎ

আসিফ ইব্রাহীম

daily sun
TRUE & IMPARTIAL
THURSDAY | 24 MARCH 2011 | DHAKA

Prime Minister's Adviser HT Imam, addressing a seminar on 'Digital Bangladesh' at a city hotel yesterday.

Reducing urban-rural gap in ICT must for dev

HT Imam tells DCCI seminar

Staff Correspondent

The country can make sustainable progress in achieving its desired socio-economic goals if only it ensures ICT facilities for all segments of the population in the quickest possible time, said Prime Minister's Adviser HT Imam.

"We cannot make progress unless ...

... stakeholders and experts participated in the seminar.

"We have to act now to achieve our goal by facing all obstacles that are on the way," said HT Imam.

Terming the young generation as 'driving force' of building an ICT-based society, he said the government will provide policy supports in the journey.

... sub-marine networks will be floated in a day or two.

Asif Ibrahim said digital inclusion will be the key to Bangladesh's progress in the next decade, as it takes advantage of the power of its tremendous pool of human capital.

Later, the technical session was attended by Abdul Karim, Principal ...

The Daily Star
DHAKA SUNDAY JUNE 5, 2011

E-payment cuts business costs

Analysts speak on the new system at a programme organised by Bangladesh Bank and DCCI

Star Business Report

A modern payment system is a necessity for the economic growth and development of the country as electronic payment reduces payment cost down to a one-tenth of conventional one, said the central bank governor yesterday.

"E-payment is the most sophisticated and advanced part of the modern payment system that ensures speedy, safe and secure money transfer," said Atiur Rahman.

On concerns of security of e-payments, Rahman said, "We have adopted the latest security techniques and it is literally impossible for any unauthorised person to manipulate any payment data."

He however said banks offering e-payment services to their clients through internet or mobile phone would have to take appropriate measures to ensure safety and security of their channels.

Rahman said signs of economic growth are widespread in the country, which are a good symptom for the economy. "The poverty line has come down to 31.5 percent and 15 million people have crossed the line."

The governor was speaking at a public-private dialogue styled "E-payment in Bangladesh: opportunities and challenges" at Ruposhi Bangla Hotel in the city.

STAR

Bangladesh Bank Governor Atiur Rahman speaks at a dialogue at Ruposhi Bangla Hotel in Dhaka yesterday. The central bank and Dhaka Chamber of Commerce and Industry jointly organised the event with support from International Finance Corporation, UKaid and European Union.

Bangladesh Bank and Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) jointly organised the event with support from International Finance Corporation, UKaid and European Union.

Businessmen and experts discussed the legal framework and aspects of operationalising the e-payment system.

DCCI President Asif Ibrahim said in developing or transitional economies, electronic payment systems can play a powerful role in modernising financial systems ensuring transparency and contributing to greater predictability and stability.

Dasgupta Asim Kumar, executive director of Bangladesh Bank, said as the e-payment is a new type of payment system, awareness and marketing programmes are needed to make it popular.

Mahboob Zaman, president of Bangladesh Association of Software and Information Services, said: "If someone resorts to electronic commerce he will have to pay more tax, which is just the opposite in Germany."

TIM Nurul Kabir, senior vice president of DCCI, said: "The vehicle for e-payment is broadband but we are still standing on second-generation technology. After another 10 years there will be no physical banking visible; all will pay from home or office."

Masrur Reaz, programme manager of IFC, Khandaker Ali Kamran Al Zahid of Bangladesh Bank, Azad Rahman of Bangladesh Investment Climate Fund and Kazi Saifuddin Munir of IT Consultants Ltd also spoke on the occasion.

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

The News Today
Tuesday, April 12, 2011

Asif Ibrahim, President of Dhaka Chamber of Commerce and Industries (DCCI) addressing a business meeting with the delegation from Turkey-Bangladesh Chamber of Commerce and Industry (TBCCI) at DCCI on Monday. President of TBCCI Fikret Cicek, DCCI senior vice president TIM Nurul Kabir and vice president Nasir Hossain are also seen in the picture.

DCCI president for boosting Dhaka-Ankara trade

President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) Asif Ibrahim on Monday stressed the need for increasing the volume of trade between Dhaka and Ankara and investments in potential sectors especially IT, software, renewable energy and RMG in both the countries, reports BSS.

"There are ample scope to increase Dhaka-Ankara trade and investment in various sectors especially IT, software, renewable and RMG," Ibrahim said this when a 13-member business delegation of Turkey-Bangladesh Chamber of Commerce and Industry (TBCCI) met him at his office here.

President of TBCCI Fikret Cicek led the delegation, said a DCCI release.

DCCI Senior Vice President TIM Nurul Kabir, directors Niaz Rahim, Waqar Ahmad Choudhury, Osman Gani and Khairul Majid Mahmud were present among others.

Asif Ibrahim said Bangladesh and Turkey maintain an excellent bilateral relations based on mutual respect, friendship, trust and reciprocity.

He said both the countries are active members of WTO, OIC and D-8 and are continuously trying hard to enhance the bilateral trade volume.

The DCCI chief mentioned that recently Turkish government approved the Safeguard Duty (SD) on apparel and textile imports from different countries including Bangladesh and it will hamper export of apparel from Bangladesh to Turkey.

He hoped that both the governments would discuss this issue for a settlement.

The government of Bangladesh has announced attractive investment packages for the foreign investors, he said urging the Turkish business leaders to invest in these sectors.

HOLIDAY
FRIDAY APRIL 15, 2011

DCCI for highest individual tax at 20% ceiling

Business Report

DHAKA Chamber of Commerce and Industry (DCCI) last Tuesday urged the government to fix the highest ceiling of individual income tax at 20 per cent instead of the existing 25 per cent.

The plea came from a pre-budget meeting with the National Board of Revenue (NBR) at its conference room. NBR chairman Dr Nasiruddin Ahmed presided over the meeting and DCCI executive committee members led by their president Asif Ibrahim attended.

The DCCI requested the government to increase the ceiling of tax free income to Tk 225,000 from the existing Tk 165,000. It also urged to increase the ceiling for women taxpayers and elderly persons (60 years and above) to Tk 250,000 from Tk 180,000 and for the disabled persons to Tk 275,000 from Tk 200,000.

The chamber requested the NBR to reduce the corporate tax on profit for the listed companies from 27.5 per cent to 20 per cent, maintain a gap of 10 per cent between the listed and non-listed companies for tax on profit and reduce the tax rate from 42.5 per cent to 40 percent for the banks and financial institutions.

They also called for fixing the import duty on capital machinery at zero per cent, gradually reducing the duty on basic and raw materials to zero per cent with the duty fixed at 3 percent for the next fiscal, 12 per cent duty on intermediary products, and 25 percent on finished products. The chamber also requested the government to remove the indiscriminate imposition of 5 per cent regulatory duty on finished products.

DCCI president Asif Ibrahim urged the government to waive import duty on LPG mixture (main material for LPG cylinder), cylinder, valve and regulator to popularize the use of LPG gas for cooking.

Muhith unsure on wealth tax

Meanwhile, Finance Minister AMA Muhith on Tuesday said he is not sure about the positive impact of proposed wealth tax and expressed doubts about its successful implementation.

Such levy had been scrapped twice earlier as it brought negligible amount of money to the state coffer, Muhith said while speaking at a workshop on 'Challenges and reform programme for way out' at a local hotel.

The National Board of Revenue (NBR) organized the workshop with its chairman Dr. Nasiruddin Ahmed in the chair to exchange views regarding the reforms programme that have been taken in the NBR.

"In 1983 I had scrapped the wealth tax as I found only Tk 10.5 million came from the measure," said Muhith recalling his role as Finance Minister during the Ershad regime. He thought that the issue needs further discussion before taking any final decision as the new law will come in effect from 2012.

Chairman of the parliamentary standing committee on Finance Ministry AHM Mostafa Kamal, former finance adviser Dr Mirza Azizul Islam, Economic Research Group director Sajjad Zahir, Bangladesh Tax Lawyers Association president Golam Sarwar strongly opposed re-introduction of wealth tax.

Mostafa Kamal said there is no justification of imposing wealth tax as property purchased by taxed money. "The government has many other options to increase revenue collection."

Mirza Azizul Islam said that this is not a proper time to impose property tax. It will not be logical to divert attention of taxmen in other sector while the[…] are already suffering fro[…] manpower shortag[…] "Multiple taxes will […] imposed on taxpayers wi[…] the imposition of proper[…] tax as there are land an[…] municipality tax […] properties. The burden […] property taxes will […] shifted on middle-incom[…] group of people and it wi[…] also raise cost of doin[…] business," he added.

He viewed that the[…] will be complexities […] determining taxpayers […] the land or house that […] handed over to developer[…] He also said confusio[…] might be created […] ownership of properties […] case of death of origin[…] owner as it will […] transferred by inheritance[…]

Tax lawyer Gola[…] Sarwar said the proper[…] tax will not bring a[…] positive impact on revenu[…] collection as income t[…] department is running wi[…] manpower shortag[…] Taxmen can give the effo[…] of tax collection […] resolving disputes.

প্রথম আলো
বুধবার, ১৮ মে ২০১১

খসড়া ভ্যাট আইন থেকে জরিমানা কমানোর দাবি ডিসিসিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

প্রাক-বাজেট ২০১১-১২

ব্যবসায়ীদের অন্যতম প্রভাবশালী সংগঠন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) 'খসড়া মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১১'-এর কিছু ধারা সংশোধনের প্রস্তাব করেছে।

প্রস্তাবিত আইনে জরিমানার পরিমাণ অতিরিক্ত অভিমত দিয়ে বিদ্যমান জরিমানার পরিমাণ বহাল রাখার সুপারিশ করেছে ডিসিসিআই। এরই মধ্যে এসব ধারা সংশোধনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাছে লিখিত সুপারিশ ও মতামত দিয়েছে।

জানা গেছে, খসড়া আইনের ১৫৬ ধারায় মূসক নিবন্ধনের জন্য সময়মতো আবেদন না করলে এক লাখ থেকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমান আইনে পাঁচ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করার বিধান রয়েছে।

চেম্বার বলেছে, প্রস্তাবিত আইনে অপরাধ ও শাস্তি পর্যায়ে সব ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির প্রবিধান করা হয়েছে। সরকার নিশ্চয়ই ব্যবসায়ীদের জেলে রাখার চেয়ে কর আদায় করার বিষয়ে অধিক আগ্রহী হবে। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই শাস্তির বিধান করার ক্ষেত্রে আরেকটু নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করা উচিত। বিদ্যমান মূসক আইন সামনে রেখে মাঝামাঝি পর্যায়ের একটা ব্যবস্থা রাখার প্রস্তাব করেছে ডিসিসিআই।

প্রয়োজন আছে। এটি মূলধারা থেকে বিচ্যুতি, কিন্তু অবিবেচনাপ্রসূত নয়। এর বিকল্প হিসেবে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা খসড়া আইনে রাখা হয়নি। কিন্তু এ বিষয়টির একটি নিশ্চিত সুরাহা দরকার। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকান মালিক, শহরতলি ও ছোট শহরের ছোট ছোট হোটেল-রেস্তোরাঁ, ক্ষুদ্র উৎপাদক—যারা সংকুচিত মূল্যভিত্তি বা ট্রানকেটেড বেস মূল্যভিত্তিক মূসক প্রদান করে—তারা যেন মূল্য সংযোজন করব্যবস্থার ফলে ব্যবসা হারিয়ে পথে না বসে, সে জন্য কোনো একটি বিকল্প ব্যবস্থা করতেই হবে।

খসড়া আইনে বলা হয়েছে, ৫০ হাজার টাকার বেশি মূল্যের উপকরণ কেনার ক্ষেত্রে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিশোধ করা না হলে উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে না। ডিসিসিআই বলেছে, দেশের ব্যবসায়িক লেনদেন এখনো যে পর্যায়ে রয়েছে, তাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি

The Daily Star
DHAKA THURSDAY MAY 5, 2011

DCCI calls for wider tax net

STAR BUSINESS REPORT

The Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) yesterday urged the government to expand the tax net and make the tax payment processes easy to bring in transparency.

The existing tax policies are complicated, as the same body --National Board of Revenue (NBR) -- formulates policies, collects tax and also hears the related appeals, the chamber said in its proposals for the upcoming budget for the fiscal year of 2011-2012.

"As a result, people face troubles while paying taxes. The policy formulating body should be separated from the tax collectors to ease the taxation system and ensure transparency," said Asif Ibrahim, president of DCCI, at a pre-budget press conference at the chamber office in the city.

In a country of 16 crore people, only 30 lakh hold the Tax Identification Number (TIN), and of them, the real number of taxpayers is below 10 lakh, which is ridiculous, said Ibrahim.

DCCI

Asif Ibrahim, *second from right*, president of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, speaks at a press conference on national budget 2011-12 at the chamber's office in the capital yesterday.

"We want expansion of the tax net and also increased tax-GDP ratio," the DCCI chief said.

The DCCI has already submitted 22 recommendations on income tax, 17 on imports and supplementary duties and 25 recommendations on value added tax to the NBR for the next fiscal year, Ibrahim said.

Among those recommendations, the chamber proposed the government should reset the ceiling of tax-free income at Tk 225,000 for 2011-12 from an existing Tk 165,000.

The DCCI also proposed tax reduction for the listed companies to 20 percent from the existing 27.5 percent and for raising that for the banking sector and other financial institutions at 40 percent from the existing 42.5 percent.

Ibrahim proposed the government should reduce corporate tax of cell phone companies to 42.5 percent from existing 45 percent and in case of listed mobile companies the tax should be 32.5 percent from existing 35 percent.

The rationale of reduction of corporate taxes of the cellphone companies is that those companies are contributing significantly to the development of communication and in technologies.

"Also, more and more foreign direct investment will come in the telecom sector if the tax is lowered," he said.

Ibrahim also proposed that the government should extend the tax-holiday period up to 2015, as a measure of luring investment in different industrial sectors.

DCCI proposed zero duty on import of capital machinery, 12 percent on intermediary goods and 25 percent on import of finished goods as measures to protect the local industries and help them flourish.

He recommended the government withdraw duty on import of LPG mixture, cylinder, bulb and regulator to expedite use of LPG gas instead of burning the already meagre natural gas.

DCCI president suggested that the government should go for withdrawal of the existing price declaration system under the VAT regime and introduce VAT on sales value of goods.

ভোরের কাগজ
ঢাকা মঙ্গলবার, ৩১ মে ২০১১

জাতিসংঘের সঙ্গে ব্যবসা করবে বাংলাদেশ

নয়া দিগন্ত
ঢাকা, সোমবার, ২৬ বৈশাখ ১৪১৮, ৯ মে ২০১১

ঢাকা চেম্বারের ৬৪ প্রস্তাব

জিয়াউল হক মিজান

যায়যায়দিন

আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেল ডিসিসিআই

সংবাদপত্রে ডিসিসিআই

The Independent
DHAKA, SUNDAY MAY 8, 2011

RMG units should have trade unions: Minister

STAFF REPORTER

DHAKA, MAY 7: Engr Khandaker Mosharraf Hossain, the minister for labour and employment and expatriate welfare and overseas employment, on Saturday underlined the need for setting up trade unions at ready-made garment factories to establish good relationship between owners and labourers.

"The owners say everything will be ruined if the trade union is established. It is not true. Many countries have already established trade unions," he said.

The labour minister made the comment while speaking at a seminar titled "Pre-condition to Industrialization: Labour-Owner Good Relation", organised by Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) at its auditorium.

The seminar was presided over by DCCI President Asif Ibrahim where former DCCI presidents Rashed Maksud Khan and MA Quasem, former DCCI senior vice president MA Salam, BGMEA director SH Chowdhury, and garment workers' leader Nazma Akhter, also spoke.

Former BGMEA President Anwar Ul Alam Chowdhury presented a key-note paper at the seminar where he placed some recommendations to ensure good relationship among workers and owners at the factories. Speaking at the seminar as chief guest Khandaker Mosharraf said when I want to talk to the owners of garments about problems during unrest at the factories, I get a free access but I never find anyone of the workers' leaders for knowing the problems in that time due to the absence of trade union.

FORMER BGMEA PRESIDENT ANWAR UL ALAM CHOWDHURY PRESENTED A KEYNOTE PAPER AT THE SEMINAR WHERE HE PLACED SOME RECOMMENDATIONS TO ENSURE GOOD RELATIONSHIP AMONG WORKERS AND OWNERS AT THE FACTORIES

He said we have to take decisions on the basis of our present context.

"We should not take example from others. Other countries will take example from us as we are number one country in RMG sector," he said.

The labour minister said to ensure better productivity worler-owner good relation is important.

He underscored the importance of training for the owners for handling industrial relations and labour management.

Engr Khandaker Mosharraf Hossain, Minister for Labour and Employment and Expatriate Welfare an Overseas Employment, addressing a seminar titled "Pre-condition to Industrialisation: Labour-Owner Goo Relations" at the Dhaka Chamber of Commerce and Industry auditorium on Saturday. INDEPENDENT PHOT

The present government is working hard for updating the labour law 2006, he added and called upon all to participate for making this updating best suited for our country.

He appreciated the idea of building dormitories by the owners for the workers near the factories so that basic sanitation and health care may be ensured. The government has fund for this at 1 per cent rate of interest, he added.

About food rationing, he said that he would conduct a discussion with the Food Minister for introducing food rationing for the workers considering the price hike of essentials.

DCCI President Asif Ibrahim in his welcome address emphasized on development of National Productivity Organization of Industries Ministry. He called for initiating different programmes with the help of government and private organi zations for creating awarenes on Labour Law 2006.

He also stressed the nee for training course, and dis tribution of leaflet, brochur etc. for building awarenes among the labours about thei duties and responsibilities.

He also suggested to con duct short, medium and long term training courses o labour law, implementatio of labour law, self monitorin of compliance etc.

Dhaka, Friday, July 22, 2011
The NewNation

Governor of Bangladesh Bank Dr. Atiur Rahman addressing the seminar on 'Alternative Sources of Finance for Small and Medium Enterprises' jointly organized by DCCI and SEAF Ventures Management LLC at DCCI on Wednesday.

SMEs lagging behind due to fund crisis

Business Report

Though the small and medium enterprises (SMEs) are considered to be the engine of economic growth and job creation, the sector presently contributes very poorly to the gross domestic product (GDP) of the country.

Speakers observed this at a seminar on "Alternative Sources of Finance for Small and Medium Enterprise" held at the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) on Wednesday.

The sector lags behind in Bangladesh due to shortage of funding and loans on easy terms, they pointed out.

Currently, there are two sources of finance namely, non-institutional which includes borrowing from friends and family and owners' equity, and institutional that means borrowing from banks and financial institutions and institutional equity of investors. "Getting institutional financing still remains complex since the financial institutions perceive SMEs as highly risky sector to invest and require borrowers to pledge land as collateral. They also set high interest rate against their lending," the speakers maintained. Presided over by DCCI president Asif Ibrahim, the seminar was addressed by governor of Bangladesh Bank Dr Atiur Rahman as the chief guest. It was jointly organised by the DCCI and Small Enterprise Assistant Fund (SEAF) Ventures Management LLC Business leaders, chiefs of trade bodies, senior bankers and trade analysts shared their views on diverse issues related to SMEs at the function.

Dr Atiur, however, said the central bank is providing easy access to bank loans to creative entrepreneurs in the IT and renewable energy sectors.

BB has a renewable energy fund, which gives loans at a five percent interest rate to commercial banks, the governor noted, adding that these loans could be arranged for entrepreneurs in IT and solar energy sectors.

Dr Atiur said the country witnessed a [illegible] progress in

NEWAGE

Japan businesses keen to divert investment in Bangladesh

But infrastructure needed, ambassador tells a DCCI dialogue

Staff Correspondent

AMBASSADOR of Japan in Bangladesh Tamotsu Shinotsuka on Thursday said that many Japanese entrepreneurs were keen to invest in Bangladesh, relocating their business from other countries, but Bangladesh needed to develop its infrastructure.

Bangladesh is the first choice of many small and medium entrepreneurs of Japan for relocating their investment form the ASEAN countries including China, Vietnam and Cambodia because of rising labour and production costs in those countries, Tamotsu said.

But Bangladesh needs to develop its infrastructure including power, energy and transportation and also simplify the investment procedures to attract them, the ambassador said at a dialogue on diversification of exports of Bangladesh to Japan organised by Dhaka Chamber of Commerce and Industry at its auditorium.

Commerce minister Faruk Khan, centre, and Japan ambassador in Bangladesh Tamotsu Shinotsuka, right, are seen at a dialogue in Dhaka on Thursday. — New Age photo

The Japanese investors want business-friendly environment in Bangladesh where social and political stability is essential, he said.

The ambassador said although Japan is the number one development partner of Bangladesh, its trade and investment status in the country is very low.

He said that Japanese investors were thinking of Bangladesh as the future market and production hub for textiles and garments sectors.

The Japanese ambassador also urged Bangladesh business community to avail his country's newly relaxed GSP facility to expand into Japan's market.

Speaking on the occasion, commerce minister Faruk Khan said that there are potentials to increase bilateral trade in the light engineering, pharmaceuticals and IT sector.

He expressed his gratitude for Japanese help in the development of infrastructure sector of Bangladesh and expected that this would continue in future.

Faruk urged the businessmen to maintain quality of exportable products and take the opportunity of 'China Plus One' policy adopted by Japan.

DCCI president Asif Ibrahim proposed that in order to provide various services to the Bangladeshi and Japanese entrepreneurs a 'Japan Desk' may be established in Bangladesh and a 'Bangladesh Desk' may be set up in Japan.

Asif Ibrahim invited Japanese investors to invest more in Bangladesh and sought cooperation of Japan External Trade Organization, Japan Textiles Importers Association and other related organizations for developing the quality of Bangladeshi products.

Convenor of DCCI Standing Committee on Export Policy, Promotion, Diversification, Multilateral & Bilateral Trade Agreement and Industrial Policy Osama Taseer and Representative of JETRO Takashi Sujuki presented two keynote papers at the meeting.

DCCI senior vice-president TIM Nurul Kabir, EPB

THE FINANCIAL EXPRESS
Monday, November 21, 2011

Use of modern technology in business stressed

FE Report

Sate Minister for Science and Information and Communication Technology Architect Yeafesh Osman Sunday laid emphasis on using modern technology in the field of business considering the changing global scenario.

"We must adopt modern technology in the field of business to cope with the present demand of the world," he said as the chief guest at a dialogue in the capital.

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR) organsied the Public- Private Dialogue (PPD) on "Effective Interaction between Scientists and Entrepreneurs" at the chamber building.

President of DCCI Mr Asif Ibrahim delivered the address of welcome.

Member (Finance) of BCSIR Mr Mesbah Uddin and former director of DCCI Mr Nessar Maksud Khan presented two separate key note papers. Senior vice president of DCCI Mr TIM Nurul Kabir offered vote of thanks.

The entrepreneurs complained that they were not getting adequate cooperation from the BCSIR officials which is important for their businesses.

The state minister urged the entrepreneurs and scientists not to blame each other. He said that BCSIR will provide all cooperation to the entrepreneurs.

"Your (entrepreneurs) door is open to BCSIR and my ministry," he mentioned.

"I called upon young generation to come forward, and engage themselves in innovative work to digitise the country by 2021," he said.

Chairman of BCSIR Prof Ahmad Ismail Mustafa called upon the entrepreneurs to take 'process lease' invented by BCSIR and its world class services (ISO/IEC 17025) to expand and flourish country's industries.

Meshab Uddin said "Research can be for innovation, research can be for reverse engineering too. We need business and research to go hand in hand," he said

Chairman of Bangladesh Nim Foundation Dr MA Hakim said the BCSIR could share experiences from other countries.

Former vice-president of DCCI Toufiq Ali said bureaucratic tangle should not obstruct scientific innovation and more interaction was needed between BCSIR and entrepreneurs for the sake of business.

Mr Asif Ibrahim said science and technology play an important role in economic and social development of a country.

"Business is the life blood of our economy. Our economy has been integrated with the global economy. We can't remain aloof from the world system and depend on others fully as consumers only. We should also share a good pie of the innovation," he mentioned.

ডিসিসিআই বিজনেস ইনস্টিটিউট (ডিবিআই)
DCCI Business Institute (DBI)

Like the previous year, DCCI Business Institute (DBI) organized training programmes throughout the year in 2011. Initially DBI prepared a Training Calendar-2011-12 (April-March) under the guidance of the DCCI Standing Committee on DBI. After approval of the Standing Committee & Board of Directors, the Calendar was finalized and training courses started accordingly. Later, Training Calendar was published and sent to important business organizations. In accordance with the Calendar, DBI has been implementing thirty five (35) short training courses for the development of forward-looking entrepreneurs and business executives. It has also continued to organize Certificate / Diploma training courses and holding Examinations on Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM$^{(P)}$) in cooperation with International Trade Centre (ITC) - UNCTAD/WTO, Geneva. These courses were appreciated by the participating business entrepreneurs and executives and the responses from the business community, as a whole, was tremendous.

The main activities of the DBI for 2011 are narrated below:

1. **Short-term Training Courses in DBI**: As usual, DCCI Business Institute has continued its short-term training courses of 3 & 5 half days this year. From January to September, 2011, the following 14 courses were held. Two hundred eighty four (284) participants participated in these short training courses.

   (i) Human Resource Development, (ii) Effective Selling Skills, (iii) Effective Negotiation Skills, (iv) Proper L/C Procedures for Export & Import Operation, (v) Basel II – Risk Based Capital Adequacy for Banks, (vi) How to Establish a New Business, (vii) Shipping Procedures for Export & Import, (viii) Import and Indenting Procedures, (ix) Export Documentation, (x) Rules & Procedures of VAT & Income Tax, (xi) Store & Inventory Management, (xii) Proper L/C Procedures for Export & Import Operation, (xiii) Human Resource Management and (xiv) Rules & Procedures of VAT & Income Tax.

2. **MLS-SCM$^{(p)}$ Certificate/Diploma Course in Cooperation with ITC, Geneva :**

   In cooperation with ITC-UNCTAD/WTO, Geneva, DBI has been conducting Certificate/ Diploma courses on Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM$^{(p)}$) and holding examinations since 2004. DCCI is the only Authorised Examination Body (AEB) of ITC in Bangladesh. These courses improve the capacity of businesses to become competitive in the globalised markets both at home and abroad by effectively managing the supply chain. The main objectives of the course is to train participants how to obtain quality inputs at the most competitive prices. The main slogan of the course is buying into competitiveness. During 2011, the 9th batch (January, 2011) & the 10th batch (July, 2011) of Certificate Course were successfully started. In the 9th batch forty four (44) students and in the 10th batch forty (40) students were enrolled in 2011, as compared to 39 and 40 respectively in the previous year. In addition 17 and 16 participants have been attending Advanced Certificate and Diploma Classes of MLS-SCM$^{(P)}$ respectively. Classes are held on Fridays and Saturdays so as to enable persons on–the-job to attend training courses conveniently to increase their productivity and advance better job opportunities. Regular Certificate/Diploma examinations on MLS-SCM$^{(p)}$ Courses were also held in DBI in March & September, 2011 successfully. Total number of examinees in March was 103 & in September was 113 as compared to 78 & 92 respectively in the previous year. The examinations were held strictly as per the standard guidelines of ITC, Geneva.

3. **DCCI won the "MLS-SCM(P) Best Network Partner Institution Award 2010" of International Trade Centre (ITC) - UNCTAD/WTO, Geneva.**

DCCI was awarded with the "MLS-SCM (P) Best Network Partner Institution Award 2010" of International Trade Centre (ITC) - UNCTAD/WTO, Geneva, among 120 partner Institutions in 69 countries, at the **"MLS-SCM(P) Global Network Roundtable, Malaysia, 2011"**, held at Kuala Lumpur during 06-08 April, 2011. The Roundtable was organized by ITC jointly with MAPICS, Malaysia with the support of the Govt. of Switzerland. Sixty Nine (69) participants from different countries, participated in the Roundtable. A five-member delegation, headed by President, DCCI Mr. Asif Ibrahim, participated in the Roundtable. The other members of the delegation were the lead trainers of DBI, namely, Syed Asgar Ali, Enayet Hossain, Kamruzzaman and Md. Rashed Ali.

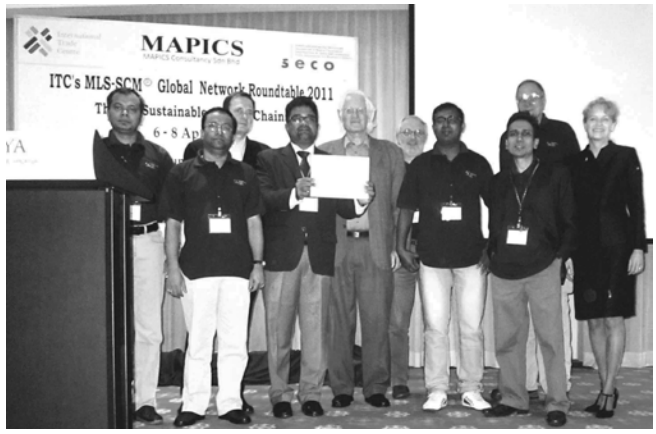

During the Roundtable, the President of DCCI presented a power point presentation regarding the achievement of DCCI in promoting and developing the **Modular Learning System in Supply Chain Management (MLS-SCM(P))** of ITC in Bangladesh. ITC has developed 18 modules of MLS-SCM(P) to help companies achieve excellence in the supply chain management. **The symbol(P) signifies the power of purchasing which is the key element to become competitive under the programme**. Among other things, he mentioned that DCCI has developed an excellent infrastructure and a pool of experienced trainers through seven ToT Workshops for conducting Certificate/Diploma course in Supply Chain Management. This is a unique, proven and powerful management system to cut cost, reduce lead time and become competitive in the Global Market.

After taking necessary preparation for 3 years from 2004, DCCI Business Institute (DBI) has been offering regular courses from 2007. So far, 334 participants have been trained for Certificate Course, 148 participants for Advanced Certificate and 95 participants for Diploma. Out of them 48 have received Certificate , 21 received Advanced Certificate and 14 received Diploma. In 2011, 84 participants have been admitted for the certificate course. They are rating the course as very good and the trainers very experienced and effective.

One Lead Trainer of DBI, Syed Asgar Ali, Import Manager, BOC Bangladesh Ltd. was awarded the Certificate of "the Best Success Story Winner 2010" during the Roundtable. He demonstrated that he yielded an astonishing Euro 2.6 million in saving in a year through using the tools and techniques of MLS-SCM(P) in his organization.

4. **DCCI-Knowledge Centre (KC):** DCCI-Knowledge Center (KC) was established in cooperation with South-Asia Enterprise Development Facility (SEDF) in 2004. After the MoU expired in June, 2008, DCCI continued the activities of "DCCI-Knowledge Center" as an extended wing of DCCI Business Institute (DBI). The objectives of Knowledge Center are to enhance both quantity and quality of training and services, particularly to facilitate the use of Information Technology (IT) for SME development. The goal of Knowledge Center is to provide a "one-stop-knowledge service" to local SMEs, students, academics, NGOs and business service providers. The main services of KC are: (i) Trade & Technologies Information service, (ii) CD-ROM & Library service, (iii) Training service and (iv) development and communication services. DCCI-Knowledge Center has two main sources of income. These are: (1) ***Sale of Services:*** it includes the income from different services provided by KC, like membership registration fees, internet browsing,

printout, photocopy, CD-ROM, scanning etc. and (2) ***Training Registration Fees:*** it includes the registration fees from the participants of different workshops conducted by KC. Holding of day-long workshops on Fridays is a new initiative of KC.

From January to September, 2011 following workshops were held : **(i) Corporate Environment – An Essential Tool for Business Growth, (ii) Professional Business Management, (iii) Strategic Procurement Skills, (iv) Managing Logistics and Transportation, (v) Effective Warehousing and Distribution Management, (vi) UCPDC – 600, (vii) Front Desk Behaviour & Telephone Etiquettes, (viii) Income Tax Planning to Minimize Tax Burden Legally, (ix) VAT & Customs Procedures for Import & Export, (x) Effective Office Management, (xi) Conflict Management and (xii) Public Procurement Management & Overview of e-GP.** The response was quite satisfactory. Total Number of Participants for these courses were 195.

5. Affiliation of DBI (BBA College) with National University for BBA Programme:

Affiliation of DBI for conducting BBA Honours course of 04 (four) years duration was given by the National University on 18-01-2011 for the session 2010-2011 with 50 (fifty) seats of students. No student could be admitted in the BBA course during the session 2010-2011 for shortage of time. Application has been submitted on 13-10-2011 to the National University for renewal of affiliation of DBI for BBA course for the session 2011-2012. It is expected that, affiliation of DBI for BBA course for the session 2011-2012 will be renewed by the National University. As per approval of the DCCI authority, we have requested all members of DCCI by sending letters to them to admit their children & wards in the BBA Honours course of DBI at 10% discount on admission fee. We have also requested all members of DCCI to request their friends and relatives to admit their children and wards in the BBA Honours course of DBI for the session 2011-2012. Mr. Mushfaqul Haque Chowdhury, BBA (Honours), MBA has been appointed as the Student Relations Officer, DBI (BBA College). He has joined DBI on 4th August, 2011.

An application has been submitted on 01-06-2011 to the National University for extension of time up to 31-05-2011 for forming a Governing Body of DBI with all categories of members including 2 (two) elected members from among the Guardians of students, as per Regulation of the National University. In the absence of Governing Body of DBI, an Adhoc Management Committee comprising of 8 (eight) members with Mr. M.H. Rahman, Past President, DCCI as the Convener, has been formed to transact all matters of DBI (BBA College).

DCCI wins the "MLS-SCM(P) Best Network Partner Institution Award 2010" of International Trade Centre (ITC) - UNCTAD/WTO, Geneva

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) was awarded with the "MLS-SCM(p) Best Network Partner Institution Award 2010" of International Trade Centre (ITC) - UNCTAD/WTO, Geneva, among 120 partner Institutions in 69 countries, at the "MLS-SCM(p) Global Network Roundtable, Malaysia, 2011", held at Kuala Lumpur during 06-08 April, 2011.

The Roundtable was organized by ITC jointly with MAPICS, Malaysia with the support of the Govt, of Switzerland. Sixty Nine (69) participants from different countries participated in the Roundtable. A five-member delegation, headed by Asif Ibrahim, President, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) participated in the Roundtable. The other members of the delegation were the lead trainers of DCCI Business Institute (DBI), namely, Syed Asgar Ali, Enayet Hossain, Kamruzzaman and Md. Rashid Ali.

During the Roundtable, the President of DCCI presented a power point presentation regarding the achievement of DCCI in promoting and developing the Modular Learning System in Supply Chain Management MLS-SCM(P) of ITC in Bangladesh.

দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নে ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে ২০১১ সালে সরকারের নিকট পেশকৃত সুপারিশসমূহের সংক্ষিপ্তসার

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃক প্রণীত বাজেট ২০১১-১২ এ অন্তর্ভূক্তির জন্য সুপারিশমালা

ভূমিকা ঃ

প্রতিবারের মত এবছরও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) বাজেট ২০১১-১২ এ অন্তর্ভূক্তির জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে। এ বছর এ সুপারিশমালায় আয়কর সংক্রান্ত ২২টি প্রস্তাব, আমদানি ও সম্পূরক শুল্ক এবং সুনির্দিষ্ট পণ্য ও খাত-ভিত্তিক আমদানি ও সম্পূরক শুল্ক সম্পর্কিত ১৭টি প্রস্তাব, মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত ২৫টি প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকা চেম্বার প্রস্তাবিত Direct Tax Act, 2011 এবং VAT Act, 2011 এর উপর আংশিক মতামত প্রণয়ন করেছে যা এতদ্‌সংগে সংযোজিত হল।

ঢাকা চেম্বার মনে করে বাংলাদেশের ১৬০ মিলিয়ন বা ১৬ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ৩ মিলিয়ন TIN ধারী সংখ্যা অত্যন্ত অপ্রতুল। এছাড়া এর মধ্যে প্রকৃত কর প্রদানকারীর সংখ্যা এক মিলিয়নের নিচে যা মোটেই কাম্য নয়। এ সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর Network বাড়িয়ে Tax-GDP রেশিও বৃদ্ধি করা সম্ভব। আমরা মনে করি কর প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ, হয়রানী হ্রাস, প্রকৃত স্বচ্ছতা আনয়ন করা হলে করদাতাদের মধ্যে আস্থা ফিরে আসবে এবং কর প্রদানকারী কর প্রদানে স্বাচ্ছন্দ বোধ করবে। সরকার সম্প্রতি দ্রুত Tax Disputes নিরসনের লক্ষ্যে ADR Commission গঠন করতে যাচ্ছে যা অত্যন্ত সময়োপযোগী, কিন্তু ADR কমিশন সম্পূর্ণ ভাবে NBR থেকে আলাদা হতে হবে। তা না হলে এ আইনের মাধ্যমে সুফল পাওয়া যাবে না এবং বাস্তবায়ন ফলপ্রসূ হবে না। এছাড়াও আয়কর বিভাগ বর্তমানে একই সাথে করনীতিমালা প্রণয়ন, কর আহরণ এবং ট্যাক্স আপিল ইত্যাদির দায়িত্ব পালন করছে। আমরা মনে করি একই প্রতিষ্ঠানকে এ ধরনের দায়িত্বে বহাল রাখা কর ব্যবস্থায় জটিলতার অন্যতম কারণ। ঢাকা চেম্বার যে সমস্ত নীতিমালা প্রণয়ন করেছে তাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ঃ

১. কর Network বাড়ানো;
২. নীতিমালার সহজীকরণ এবং বিভিন্ন নীতিমালার Clause এর মধ্যে সাংঘর্ষিকতা (Contradiction) হ্রাস করা;
৩. উৎপাদন খাতকে সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন;
৪. সরকার আগামীতে যে সমস্ত নীতিমালা ও আইন করতে যাচ্ছে তার উপর সুপারিশ প্রদান;

এছাড়াও বাজেট প্রস্তাব প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতিও নজর দেয়া হয়েছে ঃ

১) শিল্পবিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি;
২) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গুরুত্ব ;
৩) শুল্ক-কর বৃদ্ধির ফলে সম্ভাব্য বাজার প্রতিক্রিয়া ;
৪) রেগুলেটরি ডিউটি প্রত্যাহার এবং দেশের আইনী বিধান:
৫) রাজস্ব প্রশাসনের স্বচ্ছতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, দক্ষতা ও নির্ভরয়োগ্যতা বৃদ্ধি;
৬) জনমনে করভীতি দূরীকরণ ও পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ;
৭) সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলা;
৮) রাজস্ব বিভাগের পূর্ণ অটোমেশন;
৯) রাজস্ব বিভাগে প্রয়োজনীয় সৎ ও উদ্যোমী জনবল সৃষ্টি ও তাদের প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা।

সংযোজিত বাজেট প্রস্তাব ২০১১-১২ এ প্রেরণের পূর্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবর্গের সদয় অবগতির জন্য আয়কর, আমদানি ও সম্পূরক শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, ডাইরেক্ট ট্যাক্স এ্যাক্ট ২০১১ এবং খসড়া মূল্য সংযোজন কর আইন ২০১১ এর উপর বিস্তারিত সুপারিশমালা নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

আয়কর ঃ

১। ব্যক্তি শ্রেণীর কর

বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং মূল্যস্ফীতির কারণে জনসাধারণের জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর মুক্ত আয়ের সীমা বাড়ানো প্রয়োজন। তাই ২০১১-১২ অর্থবছরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার কর মুক্ত আয়ের সীমা ১,৬৫,০০০ টাকা হতে বাড়িয়ে ২,২৫,০০০ টাকা, মহিলা করদাতা ও বয়স্ক নাগরিক (৬০ বৎসর) এর ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ১,৮০,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২,৫০,০০০/- টাকা এবং প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ২,০০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২,৭৫,০০০ টাকা করা এবং সর্বোচ্চ করের হার ২৫% থেকে হ্রাস করে ২০% করা যেতে পারে বলে আমরা সুপারিশ করছি। এতে আপাতত কর আয় কমলেও কর নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করা গেলে মোট আয় বাড়বে।

২। করপোরেট কর

উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশ যেমন হংকং, চায়না, মালয়েশিয়াতে করপোরেট করের হার ২০% - ২৫%। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলা এবং দেশে বিনিয়োগ এবং উৎপাদন খাতকে উৎসাহিত করার জন্য করপোরেট করের হার নিম্নলিখিত ভাবে যৌক্তিকীকরণ করা প্রয়োজন।

(ক) শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর মুনাফার উপর করের হার ২৭.৫% থেকে হ্রাস করে ২০%;

(খ) তালিকাভুক্ত ও অতালিকাভুক্ত কোম্পানীর কর হারের পার্থক্য ১০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা;

(গ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর হার ৪২.৫% থেকে হ্রাস করে ৪০% করা; এবং

(ঘ) মোবাইল ফোন অপারেটরদের জন্য করপোরেট করের হার ৪৫% থেকে হ্রাস করে ৪২.৫% এবং যে সকল কোম্পানী স্টকমার্কেটে তালিকাভুক্ত হবে তাদের ক্ষেত্রে এ হার ৩৫% থেকে হ্রাস করে ৩২.৫% করা যেতে পারে। তবে শর্ত হিসেবে স্টক মার্কেটে শেয়ার অফ লোড এর ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধনের ন্যুনতম ১০% এর স্থলে ২০% এ বর্ধিত করা যেতে পারে।

৩। কর অবকাশ (Tax Holiday)

দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং শিল্পের বিকাশ ও বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করার জন্য ট্যাক্স হলিডে মেয়াদ আগামী ২০১৫ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পাশ্ববর্তী দেশসমূহে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য সরকারী পর্যায়ে Special Economic Zone (SEZ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেখানে শিল্পায়নের সকল সুবিধা বিদ্যমান। বাংলাদেশেও এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। বর্তমানে EPZ এ স্থাপিত শিল্পসমূহকে ১০ বছরের কর অবকাশ সুবিধা দেয়া হয়। কিন্তু EPZ এর বাইরে স্থাপিত শিল্পকে এ ধরনের সুবিধা দেয়া হয় না। এ ধরনের বৈষম্য দূর করে EPZ এর বাইরে স্থাপিত শিল্পের ক্ষেত্রেও কর অবকাশ সুবিধা ১০ বছর করা যেতে পারে।

ট্যাক্স হলিডে প্রাপ্ত শিল্পে কাঁচামাল এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে AIT রেয়াত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতি বছর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে এ উদ্দেশ্যে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হয়। ঢাকা চেম্বার মনে করে AIT রেয়াত গ্রহণ যেহেতু Tax Holiday প্রাপ্ত শিল্পসমূহের জন্য প্রাপ্য তাই Tax Holiday অনুমোদনের সময়ই এ বিষয়টি সুরাহা করা যেতে পারে।

৪। কোম্পানীর ক্ষেত্রে লভ্যাংশ থেকে অর্জিত আয়

কোম্পানীর ক্ষেত্রে লভ্যাংশ থেকে অর্জিত আয়ের উপর কর হার বর্তমানে ২০% ধার্য আছে, যা ১৫% এ নামিয়ে আনা দরকার।

৫। লভ্যাংশের উপর উৎসে কর্তিত কর

ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার ক্ষেত্রে লভ্যাংশের (Dividend) উপর ১০% হারে উৎসে কর্তিত কর চূড়ান্ত দায় হিসেবে ঘোষণা করা যেতে পারে। পুজিঁবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে এ ধরনের দ্বৈত করের অবসান প্রয়োজন।

৬। FDR এর সুদ থেকে আয়ের উপর কর

ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতা এবং কোম্পানির ক্ষেত্রে ব্যাংকে স্থায়ী আমানতের উপর অর্জিত সুদ থেকে অগ্রীম কর কর্তনের যে বিধান আছে তা চূড়ান্ত কর দায় হিসেবে ঘোষণা করা দরকার। এতে ব্যক্তি এবং কোম্পানি ব্যাংকে স্থায়ী আমানতে উৎসাহিত হবে। এতে বর্তমানের Liquidity crisis কিছুটা নিরসন হবে।

৭। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 32(10) অনুযায়ী ভূমি, মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং কারখানা ভবন থেকে উদ্ভুত মূলধনী আয় বিনিয়োজিত ইকুইটি হিসেবে কর রেয়াতের যে বিধান আছে তা আয়কর অধ্যাদেশের 53(H) ধারায় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় বিনিয়োগকারীদের বাধ্যতামূলক কর প্রদান করতে হয় যা পরস্পর বিরোধী। আমরা মনে করি 53(H) এ প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক এ সমস্যা দূর করা প্রয়োজন। এ পরস্পর বিরোধী ধারা বলবৎ থাকায় 32(10) ধারা অনুয়ারী কর রেয়াত সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

৮। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 53(D) তে সঞ্চয় পত্র থেকে প্রাপ্ত সুদের উপর বর্তমানে ১০% হারে কর কর্তনের বিধান রয়েছে। সঞ্চয় পত্র থেকে প্রাপ্ত সুদের উপর কর্তৃত কর চূড়ান্ত দায় হিসেবে পরিগণিত করা প্রয়োজন। এতে ব্যক্তি পর্যায়ে সঞ্চয় পত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং সঞ্চয় পত্রে বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে।

৯। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 62 তে উল্লেখিত "Credit of Tax Collection at Service" এ বর্ণিত ধারায় আমদানিকারক কর্তৃক মালামাল আমদানির ক্ষেত্রে AIT কেটে রাখা হয়। এর ফলে কর নির্ধারণের সময়েই কর্তনকৃত করের Credit দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর নির্ধারণের সময় বিশেষ করে আমদানি পর্যায়ে AIT সংশ্লিষ্ট সোনালী ব্যাংকে জমা দেয়া সত্ত্বেও উপকর- কমিশনারগণ পরবর্তীতে যাচাই সাপেক্ষে Credit নেয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন যা করদাতাদের জন্য হয়রানীমূলক। যেহেতু সোনালী ব্যাংকের ন্যায় একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে কর্তৃত কর জমা হয়, সুতরাং সোনালী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটের উপর ভিত্তি করে কর প্রত্যর্পণ চূড়ান্ত করা যেতে পারে। এ ধরনের কর্তৃত করের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সোনালী ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট আয়কর অফিস এর মধ্যে অনলাইনে connectivity বাড়ালে কর দাতাদের হয়রানী কমবে এবং কর প্রত্যর্পণ ব্যবস্থা তাৎক্ষনিক ও সহজীকরণ হবে।

১০। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 82(BB) তে বর্ণিত Universal Self Assessment সংক্রান্ত ধারায় বর্ণিত অডিটের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হলে অডিট হবে না তার একটি বিস্তারিত তালিকা রিটার্ণ দাখিলের পূর্ববর্তী সময়ে প্রত্যেক বৎসর প্রজ্ঞাপণের মাধ্যমে করদাতাদের সচেতনতার জন্য অবহিত করা প্রয়োজন। এর ফলে খুব বেশি অডিটের প্রয়োজন হবে না এবং জনগণ আয়কর প্রদানের ক্ষেত্রে সকল তথ্য সংযোজন করতে পারবে।

১১। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর 173 ধারার উপধারা 2 এ Correction of error এর ক্ষেত্রে করদাতার আয় বৃদ্ধি এবং Refund হ্রাস করার ক্ষমতা উক্ত অধ্যাদেশের 93 ধারার সাথে সাংঘর্ষিক। করদাতার কোনরূপ Evasion বা Avoidance থাকলে ধারা 93 অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। তাই 173 এর উপধারা-2 অনতিবিলম্বে বিলোপ করা প্রয়োজন এতে করদাতার হয়রানী লাঘব হবে।

১২। সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতীতে রিটার্ন দাখিলের পর কর প্রদান প্রত্যয়ন পত্র (TIN Certificate) প্রাপ্তির আবেদনের দুই কার্য দিবসের মধ্যে প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করার আইনী বিধান করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে স্বল্প হারে ফি এর বিনিময়ে সার্টিফিকেট প্রদান করা যেতে পারে। কর প্রদান এবং কর আদায় সংক্রান্ত সকল বিষয়গুলোতে কর প্রদান প্রত্যয়ন পত্র (TIN Certificate) থেকে শুরু করে সব ধরণের প্রত্যয়ন সার্টিফিকেট প্রদান ব্যবস্থার যতটা সম্ভব Automated হওয়া প্রয়োজন যাতে সমগ্র কর ব্যবস্থা অনলাইন পদ্ধতিতে একটি Integrated System এর মধ্যে চলে আসে।

১৩। বর্তমানে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা 53(BB) তে নিটওয়্যার এবং ওভেন গার্মেন্টস, টেরি টাওয়েল, কার্টুন ও গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির এক্সেসরিজ, জুট গুডস, ফ্রজেন ফুড, ভেজিটেবল, লেদার গুডস, প্যাকড ফুড সহ অন্যান্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন ০.৪০% হারে হয়ে থাকে যা চূড়ান্ত কর দায় হিসেবেও বিবেচিত হয়। কিন্তু নিটিং, ডায়িং এবং উইভিং ইন্ডাস্ট্রিসমূহ যা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির সাথে অংগাঅংগিভাবে সম্পৃক্ত এবং ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইন্ডাস্ট্রিসমূহে মালামাল সরবরাহ করে থাকে এবং এ ধরনের ব্যবসায়ে Business of Export হিসেবে বিবেচনাপূর্বক Deemed Export হিসেবে বিবেচিত হয়। আমরা মনে করি এ ধরনের ব্যবসার ক্ষেত্রেও উৎসে আয়কর কর্তন করার প্রয়োজন রয়েছে। এবং তা বাস্তবায়নের জন্য 53(BB) এর ন্যায় নতুন একটি ধারা সংযোজনপূর্বক ০.৪০% হারে কর কর্তণ করে তা চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচনা করার সুপারিশ করছি।

১৪। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর 30(AA) ধারা অনুযায়ী উৎসে ভ্যাট কর্তন করা না হলে সমুদয় খরচ অগ্রাহ্য করা হয় যা অযৌক্তিক ও হয়রানিমূলক। অত্র ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ভ্যাট আদায় হয়নি সে পরিমাণ খরচ অগ্রাহ্য করার প্রস্তাব করছি।

আমদানি ও সম্পূরক শুল্ক ঃ

১। আমদানীকারক ও ব্যবহারকারী নির্বিশেষে মুলধনী যন্ত্রপাতি ও তৎসঙ্গে একত্রে আমদানীকৃত অপরিহার্য যন্ত্রাংশ নিশর্ত ও অভিন্ন শুল্ক-কর হারে আমদানীর সুযোগ প্রদান করা হলে শর্তপুরণের জটিলতা থেকে এবং প্রায় বাধ্যতামূলক অসততা থেকে বেরিয়ে আসা যাবে। ন্যুনতম এই শুল্কহারে স্থান, শিল্পের প্রকার ইত্যাদি বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন শুল্কহার কোন অর্থ বহন করেনা, শুধু জটিলতা ও হয়রানি বৃদ্ধি করে। শর্ত পূরণের আবর্তে অনেক শিল্পই বিপাকে পড়ে। বিভিন্ন কারনে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শর্তমাফিক উৎপাদন ও রপতানি সম্ভব হয়না। এই সব যন্ত্রপাতির কোন অপব্যবহার সম্ভব নয় বিধায় শর্ত দিয়ে বাঁধা নিস্প্রয়োজন।

এ ছাড়া স্থানীয় শিল্পকে সুরক্ষা এবং সংরক্ষণের জন্য সকল প্রকার মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের উপর আমদানি শুল্ক হার (০%) শূন্য, মৌলিক উপকরণ ও কাঁচামালের কাঁচামালের শুল্ক হার হ্রাস করে ক্রমান্নয়ে শূন্য পর্যায়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে এ বৎসরের জন্য অন্ততঃ ৩% নির্ধারণ করা, মধ্যবর্তী কাঁচামালের শুল্ক হার ১২% এবং তৈরি পণ্যের শুল্ক হার ২৫% করা প্রয়োজন। ব্যাপক ভাবে প্রযুক্ত ৫% রেগুলেটরি ডিউটি প্রত্যাহার করার জন্য আমরা অনুরোধ করতে চাই।

২। শুল্ক কাঠামোতে ঘন ঘন পরিবর্তন আনয়নের ফলে দেশের শিল্পায়নের সাবলীল উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি হয় এবং আমদানিকারক এবং ভোক্তা শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকেন। বাজেট ঘোষণার পর অর্থ বৎসরের মধ্যবর্তী সময়ে এসআরও জারীকরণের মাধ্যমে শুল্ক করের হার হ্রাস/বৃদ্ধিকরণ পরিহার করা প্রয়োজন।

৩। যন্ত্রাংশের জন্য মুলধনী যন্ত্রপাতির সমহারে রেয়াত সুবিধা

মুলধনী যন্ত্রপাতির জন্য অপরিহার্য যন্ত্রাংশের জন্য সমহারে রেয়াত সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন। প্রদত্ত সুবিধা ব্যবহারকারী-নির্বিশেষে শুধুমাত্র এইচ এস কোডভিত্তিক করা যেতে পারে। যে সকল যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশের শিল্প-বহির্ভূত ব্যবহারও থাকে সেগুলির জন্য সুনির্দ্দিষ্ট বিবরণ দিয়ে শিল্প ব্যবহার এবং সাধারণ ব্যবহার ভেদে পৃথক জাতীয় কোড নির্ধারণ করা যেতে পারে যাতে শিল্পে ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের রেয়াতি হার প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়াও মুলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ মূসক আইনে উপকরণ হিসেবে ঘোষণা করে ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

৪। ওয়ার‌্যান্টির বিপরীতে আমদানী

ওয়ারান্টির বিপরীতে আমদানীকৃত চালান, ওয়ারান্টি এবং মূল চালানের কাগজপত্র দেখে সম্পূর্ণ শুল্ক-কর-মুক্ত খালাস দেবার আইনী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার।

৫। শুল্ক কর হার যৌক্তিকীকরণে কমিটি

ব্যবসায়ী ও উৎপাদক বিশেষতঃ আমদানীকারক ও একই পণ্যের স্থানীয় উৎপাদকগণের স্বার্থ বিপরীতমুখী। এমনকি এক শিল্পের কাঁচামাল অপর শিল্পের উৎপাদিত পণ্য। এদের স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে করহার নির্ধারণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধি নিয়ে একটি জাতীয় পর্যায়ের কমিটি করা প্রয়োজন যাতে সকল পক্ষসমূহের বক্তব্য শোনার ব্যবস্থা থাকবে।

৬। এলপিজি কাঁচামাল এবং যন্ত্রাংশ আমদানি

দেশে শিল্প বাণিজ্য ও গৃহস্থালীসহ সকল ক্ষেত্রে নতুন গ্যাস সংযোগ বন্ধ রাখা হয়েছে। তাই গৃহস্থালীর কাজে এলপিজি চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী বছরে প্রায় দেড় লাখ টন (সাড়ে বার কেজির এক লাখ বিশ হাজার সিলিন্ডার) এলপিজির প্রয়োজন। ভবিষ্যতে এর চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে এলপিজি কাঁচামাল এবং যন্ত্রাংশের আমদানি শুল্ক অনেক বেশি (মোট শুল্ক করের আপাতন ১১% - ৩৩% পর্যন্ত)। এলপিজি মিকশ্চার, সিলিন্ডার, ভালভ সহ সকল যন্ত্রপাতী ও যন্ত্রাংশের শুল্ক প্রত্যাহার করা হলে এলপিজির দাম কমানো সম্ভব হবে। পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাসের নতুন সংযোগ দেওয়া বন্ধ থাকায় অসংখ্য নতুন বাড়ি ও ফ্ল্যাটে এলপি গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে। গৃহস্থালির কাজে পাইপলাইনের গ্যাস ব্যবহারে ৪০০-৫০০ টাকা খরচ হয় কিন্তু বোতলজাত গ্যাস ব্যবহারে কাছাকাছি খরচ রাখতে না পারলে একই শহরে পাশাপাশি বাসিন্দাগণের ক্ষেত্রে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড নীতিমালা জাতির জন্য শুভ হবে না।

এলপিজি সহজলভ্য করার জন্য সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে মাসিক ৬০০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা ব্যয় করে গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহারের জন্য জ্বালানী খরচ মেটানো যায়। এ লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সুপারিশমালা গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

(ক) এলপি গ্যাসের প্রধান কাঁচামাল এলপিজি মিকশ্চার আমদানির জন্য শুল্ক প্রত্যাহার।

(খ) এলপি গ্যাস ব্যবহারের জন্য সিলিন্ডার, ভাল্ব এবং রেগুলেটরসহ সকল যন্ত্রাংশের শুল্ক প্রত্যাহার।

(গ) এলপিজির আমদানি ও সরবরাহ বাড়াতে বেসরকারী কোম্পানীকে আগ্রহী করে তোলা এবং এলপিজির দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা।

মূল্য সংযোজন কর ঃ

১। মূসক আইনে বিদ্যমান মূল্য ঘোষণা এবং মূসক দপ্তর কর্তৃক তা অনুমোদনের বিধান সম্পূর্ণ প্রত্যাহার ও রহিত করা হোক। যে মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা হবে তার উপরেই মূসক প্রদান করতে হবে- এই বিধান প্রয়োগ করা হোক। ২০১০ খৃষ্টাব্দের ৩০ জুন পর্যন্ত পণ্যের মূল্য বা তার উপকরণের মূল্য বা মূল্যের কোন উপাদানে সামান্যতম হ্রাসবৃদ্ধি ঘটলেই মূল্য ঘোষণা বা তার সংশোধনী প্রদান বাধ্যতামূলক ছিল। সেটা গ্রহণ করা বা না করা মূসক কর্তৃপক্ষের মর্জির উপর নির্ভরশীল। ব্যবসায়ে শুধুই লাভ থাকবে, কখনও লোকসান হতে পারবে না ইত্যাকার অসম্ভব সব সিদ্ধান্ত এর সাথে সংশ্লিষ্ট। ২০১০ খৃষ্টাব্দের ৩০ জুন থেকে উপকরণ-মূল্য অনধিক ৫% হ্রাসবৃদ্ধির জন্য মূল্য সংশোধন প্রয়োজন নেই বলে নীতিমালা থাকলেও কিন্তু নিরীক্ষায় সেটাও মানা হয়না। মূসকসহ যে কোন কর ব্যবসার উপজাত। কর দেবার উদ্দেশ্যে ব্যবসা করা হয়না। ব্যবসা করা হলে মূসক প্রযোজ্য হয়। সুতরাং ব্যবসাকে তার নিজস্ব পথে চলতে দিয়ে কর আদায় করা সমীচীন। কর কর্তৃপক্ষ যদি পণ্যের মূল্য নির্ধারন করে দেয় এবং সে মূল্য রেশন শপের মত শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অনুসরণ করতে হয় তাহলে মূসক হয়তো থাকবে কিন্তু কোন ব্যবসা থাকতে পারে না। একই উদ্যোক্তা একই পণ্য অবস্থা বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতা বা ক্রেতা শ্রেণীর জন্য পৃথক মূল্যে বিক্রয় করে। এ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে দরাদরি করা এবং চুড়ান্ত বিবেচনায় লাভ করাই মুল লক্ষ্য। মূল্য অনুমোদন ব্যবস্থা ব্যবসায়ীর সেই স্বাধীনতা কেড়ে নিচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত হয়রানি করছে।

২। টার্ন ওভার ট্যাক্স এর জন্য বার্ষিক টার্ণ ওভার ৬০ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১ কোটি টাকা নির্ধারণ এবং Turn over Tax ৪% থেকে কমিয়ে ২% করার প্রস্তাব রাখছি। ক্ষুদ্র ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের শিল্পায়নে এবং ব্যবসা বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। তাই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে এ প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩। কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের আওতায় মূসক অব্যাহতির জন্য প্ল্যান্ট এন্ড মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্টে বিনিয়োগকৃত মূলধন অনধিক ২৫ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫০ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। এ শিল্পগুলোর বাৎসরিক টার্ণওভার ৬০ লাখ টাকা বা অনুরূপ হলেও তাদের ক্ষেত্রে এ সুযোগ অব্যাহত রাখা দরকার। কুটির শিল্পের মূসক অব্যাহতি সুযোগ ব্যবহারের জন্য ডিভিশনাল কমিশনার এর কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হয়। সংশ্লিষ্ট সার্কেল কমিশনারের নিকট থেকে এ সুযোগের অনুমোদন নেয়ার বিধান করা যেতে পারে।

৪। প্রত্যেক ভ্যাট সার্কেলে একটি স্থায়ী পত্র গ্রহণ/বিতরণ শাখা থাকা প্রয়োজন, যেখানে অফিস চলাকালিন সময়ে করদাতার পত্রাদি বিনা প্রশ্নে প্রাপ্তি-স্বীকারসহ গ্রহণ করা হবে। যে কোন অফিসের জন্য গ্রহণ-প্রেরণ শাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পত্র গ্রহণ না করা হলে পরবর্তী কোন পদক্ষেপ গ্রহণই সম্ভব হয় না। ফলে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কাঙ্খিত সুবিধা বা প্রতিকার থেকে বঞ্চিত হয়। উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্যাদির রেকর্ড সংরক্ষণে এটি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় একটি বিষয়।

৫। মূসক আইনে দণ্ডসমূহ ন্যুনতম সমপরিমাণ এবং অনুর্ধ্ব আড়াই গুণ। অসহনীয় দণ্ডের ফলে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আরও ফাঁকির আশ্রয় নেবার এবং অসাধুতার সাথে আপোষ করার প্রবণতা দেখা দেয়। মূসক আইনে দণ্ডসমূহ পূর্বের ন্যায় ন্যুনতম ২৫% এবং সর্বোচ্চ ৭৫% অথবা একটি যুক্তিসংগত এবং সহনশীল পর্যায়ে রাখা প্রয়োজন।

৬। অসাবধানতা কিম্বা ভ্রান্তিবশত মূসক কম পরিশোধ হলে বা পরিশোধ না করা হলে এবং সেক্ষেত্রে মূসক কর্তৃপক্ষ দাবীনামা বা শো-কজ নোটিশ দেবার আগে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বেচ্ছায় মূসক পরিশোধ করা হলে কোন শাস্তি না দেবার বিধান করা হোক।

৭। ন্যায়-নির্নয়ণ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে গেলে দাবীকৃত অর্থের বা অর্থদণ্ডের ১০% পরিশোধ করতে হয়। এর দ্বারা অপরাধ চুড়ান্ত প্রমানের পুর্বেই আংশিক শাস্তি ভোগ নিশ্চিত করা হচ্ছে, যা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী এবং বিচার প্রার্থনা ও বিচার প্রাপ্তির পথ রুদ্ধকারী। কমিশনার(আপীল) এর কাছে আপীল করার সময় ০% ও ট্রাইবুনালের জন্য ৫% মূসক/অর্থদণ্ড জমা দেওয়ার বিধান করা হোক। এ অর্থ নগদে, ট্রেজারীতে বা চলতি হিসাব সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রদান করার বিধান করা যেতে পারে।

৮। বিভিন্ন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য স্থানাভাবে ঘোষিত এবং ব্যবসা প্রাঙ্গনে অবস্থিত গুদামে রাখা সম্ভব না হলে বাইরে পৃথক গুদামে রাখার বর্তমান জটিল এবং পরিপালন-অযোগ্য শর্ত দ্বারা কণ্টকিত বিধানটি সহজ ও ব্যবহার-উপযোগী করে সংশোধন করা হোক। এতে উচ্চতর পরিবহন ব্যয় এড়ানো যাবে। প্রয়োজন-অতিরিক্ত ওয়্যারহাউজ নির্মাণ বা ভাড়া করে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হবেনা।

৯। যে পর্যন্ত মূল্য ঘোষণা ও অনুমোদনের বিধান প্রত্যাহার করা না হয় সে পর্যন্ত - (ক) উপকরণের তালিকা, পণ্য মূল্য এবং সহজ সম্পর্কে উৎপাদকের ঘোষণাই চুড়ান্ত গণ্য করার বিধান করা হোক; (খ) উপকরণ মূল্যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলেও উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি না করা হলে মূল্য-ঘোষণায় সংশোধনী প্রদান করতে হবেনা মর্মে বিধান করা হোক; (গ) প্রকৃত এবং দৃশ্যমান অপচয় মেনে নেবার বিধান করা হোক।

১০। বিদ্যমান মূল্য ঘোষণা এবং মূসক দপ্তর কর্তৃক তা অনুমোদনের বিধান সম্পূর্ণ প্রত্যাহার ও রহিত না হওয়া পর্যন্ত একই সাথে ক্রেতা এবং ডিলার/এজেন্টের কাছে ভিন্ন মূল্যে পণ্য বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে খুচরা ও পাইকারী মূল্য ঘোষণা ও চুড়ান্তকরণ এবং একই স্থান হতে ভিন্ন ভিন্ন শোরুমে একই রেটে বিক্রির অনুমতি প্রদান করার বিষয়টি স্পষ্টীকরণ করা হোক।

১১। মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা ৯ (২) এর বর্তমান বিধান সংশোধন করে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি এবং ব্যক্তিগত শুনানী প্রদানের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। ৯(১) ধারার কোন্ বিধানটি লঙ্ঘিত হয়েছে তা সুস্পষ্ট উল্লেখ না করে ৯(২) ধারায় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না মর্মে বিধান করা হোক এবং সেই লঙ্ঘন অবশ্যই আক্ষরিক হতে হবে, মুসক দপ্তর বা ন্যায়-নির্ণয়ণ কর্মকর্তার ব্যাখ্যা-নির্ভর বা অনুসিদ্ধান্ত-নির্ভর হতে পারবে না।

১২। আমদানী পর্যায়ে অগ্রিম মূসক (এটিভি) আদায় ব্যবস্থা বাতিল করা হোক। অথবা আমদানী পর্যায়ে আদায়কৃত অগ্রিম মূসক (এটিভি) চুড়ান্ত আদায় গণ্য করে পরবর্তী ধাপের জন্য মূসক পরিশোধিত গণ্য করার বিধান করা যেতে পারে।

১৩। দীর্ঘ মেয়াদী বাড়িভাড়া কোন সেবার মধ্যে গণ্য করা যায়না। এটি একটি বিকল্প আয়ের উপায় এবং এই আয়ের উপর উচ্চহারে আয়কর প্রযোজ্য। বাড়ি ভাড়ার (আবাসিক ব্যতিত) উপর ৯% মূসক বাতিল করা হোক। যদি তা একান্তই সম্ভব না হয় তবে অব্যাহতির সীমা ৩০০ বর্গফুট থেকে বাড়িয়ে কমপক্ষে ৬০০ বর্গফুট করা যেতে পারে। ৩০০ বর্গফুট জায়গা খুব সামান্য জায়গা যার উপর একটি ক্ষুদ্র দোকান হওয়াও খুব কঠিন।

১৪। দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে জেনারেটর আমদানির ক্ষেত্রে ১৫% ভ্যাট পরিহার করা হয়েছে কিন্তু এটিভি ২.২৫% বহাল রাখা হয়েছে। ২.২৫% এটিভি প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করা হল এবং এই প্রস্তাব কার্যকর এবং দ্ব্যর্থহীন করার জন্য ব্যাখ্যা পত্র নং -৩২/মূসক/২০০৮ তাং ২৭/৬/২০০৮ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য অনুরোধ করা হল।

১৫। সাধারনতঃ শিল্প কারখানাসমূহ ট্রাক স্ট্যান্ড অথবা সড়ক থেকে ট্রাক ভাড়া করে থাকে। পরিবহন বিলের উপর উৎসে মূসক কর্তনের বিধান প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। এ সকল ট্রাক কর-চালানপত্র বা আনুষ্ঠানিক বিল দিতে পারে না, নগদ টাকা গ্রহণ করে। কাজেই উৎসে মূসক কর্তণ খুবই অবাস্তব এবং অসম্ভব।

১৬। জেল ব্যাটারিসহ পুরো সোলার বিদ্যুৎ সিস্টেমের উপর সরবরাহ পর্যায়ে মূসক রহিত করার প্রস্তাব করা হলো। লেড-এসিড ব্যাটারির জন্য মূসক রহিত করার প্রয়োজন হবে না। এ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে সোলার সিস্টেমের দাম কমে যাবে এবং সোলার চালিত সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে এবং বিদ্যুতের সাশ্রয় হবে।

১৭। বর্তমানে ইন্ডেন্টিং কমিশনের উপর ১৫% মূল্য সংযোজন কর এবং ৭.৫% অগ্রীম আয়কর বিদ্যমান। ইন্ডেন্টিং সংস্থা (এস ০১৪.০০) এর কমিশনের উপর আরোপিত ১৫% মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হল। ইন্ডেন্টিং কমিশন বাস্তবে কোন মূল্য সংযোজন করে না। আমদানিকারক আমদানিকৃত পণ্যের উপর ১৫% মূসক প্রদান করে এবং ইন্ডেন্টিং সংস্থা কেবলমাত্র কমিশন এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। তাই ইন্ডেন্টিং কমিশনের উপর মূসক কোনভাবেই যৌক্তিযুক্ত নয়।

প্রস্তাবিত **Direct Tax Act, 2011** এর খসড়ার উপর ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সুপারিশমালা ঃ

১। ঢাকা চেম্বার সরকারের খসড়া Direct Tax Act, 2011 এর প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাচ্ছে। ১৯৮৪ এর পরে দীর্ঘ ২৭ বছর পরে এ ধরনের উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবে প্রস্তাবটিতে আয়কর আইনের স্বাতন্ত্রকে বাদ দিয়ে অন্যান্য প্রত্যক্ষ করসমূহকে একত্রীকরণ করার প্রচেষ্টা যথার্থ নয় বলে ঢাকা চেম্বার মনে করে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আয়করের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিধায় এর স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে আয়কর আইন ২০১১ প্রণয়নের প্রয়োজন আছে বলে ঢাকা চেম্বার বিশ্বাস করে। ১৯৯৯ সালে বিলুপ্ত সম্পদ কর আইন (Wealth Tax Act) পুনরায় চালু করার যৌক্তিকতা নেই বলে ঢাকা চেম্বার মনে করে। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নুতন যে কোন আইন বাংলায় প্রণীত হবে বিধায় ঢাকা চেম্বার আয়কর আইন, ২০১১ ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলায় প্রণয়নের সুপারিশ করছে।

২। Chapter I এ সন্নিবেশিত 'Definition' সমূহ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে বর্ণিত 'Definition' এর পুনরাবৃত্তি। দীর্ঘ ২৭ বছরে পৃথিবীর সব খাতে পরিবর্তনের সাথে সাথে এসেছে নতুন নতুন সংজ্ঞা যেগুলো এখানে সংযোজন করার প্রয়োজন আছে বলে ঢাকা চেম্বার মনে করে।

৩। Chapter I এ অন্যান্য আইন সমূহকে override করার লক্ষ্যে কোন সুস্পষ্ট ধারার বিধান নেই যা পরবর্তীতে আইনী সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

৪। Chapter III Part 'A' তে 'Heads of Income' শিরোনাম থেকে 'Interest on Securities' কে অবলুপ্ত করে প্রস্তাবিত খসড়ায় এ খাতের আয়কে Income from other sources এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে বিনিয়োগ একটি আন্তর্জাতিক বিষয় এবং পৃথিবীটা Global Village হিসেবে বিবেচিত বিধায় বিদেশী বিনিয়োগকে আকর্ষণ ও মনিটরিং করার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট ধারায় সংযোজন করা প্রয়োজন বলে ঢাকা চেম্বার মনে করছে।

৫। Chapter V এ Losses সম্পর্কে একটি নতুন Chapter সংযোজন করা হয়েছে যাতে 'Agricultural Income' এর Loss set up ও Query Forward এর কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু এ দেশের জিডিপিতে এখনও কৃষি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং ভবিষ্যতে কৃষিতে আরো বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া সরকার কৃষিবীমা চালু করারও চিন্তাভাবনা করছে বিধায় এ খাত থেকে Loss set up করার বিধান থাকা প্রয়োজন।

৬। কোম্পানীসমূহের রিটার্ণ দাখিলের সময়সীমা আয়কর অধ্যাদেশ-১৯৮৪ এর ৭৫ ধারার উপধারা (২) এর Clause (i) অনুযায়ী ১৫ জুলাই অথবা Accounts সমাপ্তির ৬ মাসের মধ্যে দাখিলের বিধানটি অপরিবর্তিত রাখার জন্য ঢাকা চেম্বার প্রস্তাব করছে। Self Assessment এর বিধানটি Part 'A' তে সংযোজন না করে Part 'B' এর Assessment of Income এ সংযোজন করা যুক্তিযুক্ত হবে বলে চেম্বার মনে করে। Production of Accounts and Documents এর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে অধ্যাদেশের ৭৯ ধারার ন্যায় একটি জোরালো ও স্বতন্ত্র ধারা সংযোজন করার প্রস্তাব করা গেল। উপ-কর কমিশনার কর্তৃক রিটার্ণ দাখিলের সময়সীমা এবং যুগ্ম-কর কমিশনারের অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তীতে আরো সময় বর্ধিত করার বিধানটি আগের মত রাখার জন্য ঢাকা চেম্বার প্রস্তাব করছে।

৭। প্রস্তাবিত খসড়া আইনের ৯৯ ধারায় বর্ণিত বিধানটি Universal Self Assessment এর মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ও অসংগত। উপরন্তু, যে সমস্ত ত্রুটির কারণে প্রস্তাবিত আইনের ৯৯ ধারায় কার্যক্রম গ্রহণের কথা রয়েছে, সে ক্ষেত্রে করদাতার বক্তব্য বা ব্যাখ্যা গ্রহণের কোন সুযোগ প্রদান করা হয়নি, যা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী বলে ঢাকা চেম্বার মনে করছে।

৮। প্রস্তাবিত খসড়া আইনের ধারা ১০০ এর (২) উপ-ধারায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অডিটের ক্ষেত্রে Criteria প্রস্তুত করে দেবে। ধারা ৯৯ তে Processing of Return এ সংযোজন করে প্রস্তাবিত ১০০ ধারায় Criteria প্রস্তুতিতে উপ-কর কমিশনারের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে এতে করে Assessment প্রক্রিয়াটিতে জটিলতার সৃষ্টি হবে বলে ঢাকা চেম্বার মনে করে।

৯। প্রস্তাবিত খসড়া আইনের Second Schedule এর Part 'B' তে Net Wealth এর মূল্যমানের উপর ৫% থেকে ২০% হারে কর ধার্যের প্রস্তাবটি অযৌক্তিক ও হয়রানিমূলক। ১৯৯৯ সালের পূর্বে আয়কর ও সম্পদ করের সর্বোচ্চ পরিমাণ কোনক্রমেই মোট আয়ের ৩০% এর বেশি ছিল না এবং এর সাথে মোট সম্পদের কোন সম্পৃক্ততা ছিল না। তাই ঢাকা চেম্বার এ ধরনের আইন প্রণয়ন না করার অনুরোধ জানাচ্ছে।

১০। ঢাকা চেম্বার মনে করে চাকুরীর মেয়াদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য মূল আইনে থাকার প্রয়োজন আছে। চাকরীতে থাকা অবস্থায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্যগণকে এবং জেলা জজদের অন্তর্ভূক্ত করা হলে Alternative Dispute Resolution (ADR) এর প্রক্রিয়াটিতে নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হবে বলে মনে হয়। তাছাড়া খসড়া আইনের ১৫৮(১) ও ১৫৮(২) ধারায় আবেদনের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা রাখার জন্য প্রস্তাব করা হচ্ছে। ঢাকা চেম্বার মনে করে যে Commissioner (Investigation) নিয়োগের কোন প্রয়োজন নেই।

১১। খসড়া আইনের Chapter XIII তে Resolution Commission এর সুপারিশ ও এর বাস্তবায়ন, সুপারিশ বাস্তবায়নে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে করণীয়, কর প্রত্যার্পন প্রদানের বিষয়ে করণীয় ও সময়সীমা নির্ধারণ ও তদন্তের ক্ষেত্রে প্রবেশ ও তল্লাশীর ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়সমূহের কোন বিধান নেই যার কারণে কমিশনকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে। Dispute Resolution Commission এর রায়/সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করার বিধান থাকা প্রয়োজন বলে ঢাকা চেম্বার মনে করে।

১২। প্রত্যেক খ্রীষ্টীয় পঞ্জিকা বছর সমাপ্ত হবার ৩ মাসের মধ্যে কমিশনের চেয়ারম্যানকে রাষ্ট্রপতির নিকট বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করার বিধান এবং রাষ্ট্রপতি তা সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করলে প্রতিষ্ঠানটির মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে বলে ঢাকা চেম্বার মনে করে।

খসড়া মূল্য সংযোজন কর আইন ২০১১ এর উপর ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর মতামত ও সুপারিশমালা

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) খসড়া মূল্য সংযোজন কর আইন সম্পর্কে কিছু পর্যবেক্ষন ও মতামত পেশ করছে যা নিম্নরূপঃ

(১) একথা অনস্বীকার্য যে বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধিমালা তথা সমগ্র মূসক ব্যবস্থা পুরানো এক্সাইজ আইনের ছায়ায় পরিণত হয়েছে বিধায় তার সংশোধন/পরিবর্তন অপরিহার্য ও অবশ্যম্ভাবি। তবে এ সংশোধন এমনভাবে হওয়া প্রয়োজন যা সকলের জন্য এবং বিশেষকরে উৎপাদনখাতের প্রসারের জন্য সহায়ক হওয়া প্রয়োজন।

(২) মূসক একটি কনজুমার ট্যাক্স, আইনও তাদেরই জন্য। সুতরাং বিদ্যমান অবকাঠামো, প্রশাসনিক যোগ্যতা এবং সাধারন কনজুমার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের শিক্ষার স্তর বিবেচনা করে নুতন আইন প্রণয়ন করার চেয়ে বিদ্যমান আইন সংশোধনই বেশি উপযোগী।

(৩) আইনের ভাষা এমনিতেই যথেষ্ট টেকনিক্যাল, কঠিন এবং সাধারনের জন্য দুর্বোধ্য। তার উপরে VAT Act 2011 প্রণীত হয়েছে ইংরেজীতে। যেহেতু প্রজাতন্ত্রের সকল আইন বাংলায় প্রণীত হতে হবে, তাই VAT Act 2011 সম্পূর্ণ বাংলায় প্রণয়ন করা প্রয়োজন। পরবর্তীতে প্রয়োজনে তা ইংরেজীতে অনুবাদ করা যেতে পারে। অনুগ্রহপুর্বক এটি বাংলায় করা হোক;

(৫) অনেক ধারায় ক্রস-রেফারেন্স বা সূত্র হিসেবে অন্য ধারা উল্লেখ করা হয়েছে। আইন প্রণয়নে কোন কোন ক্ষেত্রে এটি অপরিহার্য কিন্তু খসড়া আইনে সহজে পরিহারযোগ্য ক্ষেত্রগুলোতেও তা ব্যবহার করা হয়েছে; এগুলো সংশোধন করে সংজ্ঞায় বা ধারা-উপ-ধারায় ব্যবহৃত ও বিন্যস্ত বাক্যগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ বা সেল্ফ-কন্টেন্ট করা হলে তা কিছুটা সহজবোধ্য হবে।

(৬) ধারা ১৪ তে 'নিবন্ধিত ব্যক্তির বাধ্যবাধকতা' শিরোনামের অধীনে উপ-ধারা (৪) পরোক্ষভাবে মূল্য ও সহগ ঘোষণার বাধ্য-বাধকতা রাখা হয়েছে যা অতীতে ব্যবসায়ীদের অনেক যন্ত্রণা ও হয়রানির কারণ হয়েছে, এটি যথোচিত সংশোধন করা প্রয়োজন।

(৭) বর্তমানে এটিভি বা অগ্রিম ট্রেড ভ্যাট নামে আমদানী পর্যায়ে অতিরিক্ত মূসক আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে যা মূল আইনের Deviation, কিন্তু খসড়া আইনের ধারা ২ এর ক্লজ (২) এবং ধারা ২৮ এ তা স্থায়ীভাবে জায়েজ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অগ্রিম কর আদায় ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য একটি বিশাল প্রতিবন্ধকতা। এটি অবিলম্বে অপসারণ করা প্রয়োজন।

(৮) খসড়া আইনের ২৮(৪) ধারার নোটে বলা হয়েছে যে অগ্রিম কর পরিশোধ আউটপুট ট্যাক্সের অগ্রিম পরিশোধ কিন্তু বিকল্প নয় অথচ ২৮(৫) ধারায় বলা হয়েছে অগ্রিম কর পরিশোধ আউটপুট ট্যাক্সের বিকল্প। এ ধরনের জটিলতা অবশ্যই পরিহার করা প্রয়োজন।

(৯) খসড়া আইনের ৬৪ ধারার (৩) উপ-ধারায় বলা হয়েছে ৫০,০০০/= টাকার বেশি মূল্যের উপকরন ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং ইনস্ট্রুমেন্ট এর মাধ্যমে পরিশোধ করা না হলে উপকরণ কর রেয়াত পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমাদের ব্যবসায়িক লেনদেন এখনও যে পর্যায়ে রয়েছে তাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তার পক্ষে সব সময় ব্যাংকিং মাধ্যমে উপকরণ ক্রয় করা সম্ভব নয়। সরকারী দপ্তর সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রেশন ফির টাকা এখনও নগদ পরিশোধ করতে হয় এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনস্ত আয়কর অফিসসমূহে ডিসিটি-র অনুকুলে চেক বা পে-অর্ডার জমা দিতে, সরকারী হিসেবে বা ট্রেজারিতে সরাসরি জমা দেওয়ার অনুমতি দিয়ে সরকার ভরসা পায়না- সেকথা বিবেচনা করা দরকার। কাজেই এ ধরনের ব্যবস্থা আইনে উলেখ না করাই ভাল।

(১০) বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে সংকুচিত মূল্যভিত্তি বা ট্রানকেটেড বেস মুল্যভিত্তিক মূসক প্রযোজ্য আছে, এটি মুলধারা থেকে বিচ্যুতি কিন্তু অবিবেচনাপ্রসুত নয়। এর বিকল্প হিসেবে কোন বিশদ ব্যবস্থা খসড়া আইনে রাখা হয়নি, কিন্তু এ বিষয়টির একটি নিশ্চিত সুরাহা দরকার। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকান মালিক, শহরতলী ও ছোট শহরের ছোট ছোট হোটেল-রেস্তোরাঁ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদক যারা সংকুচিত মুল্যভিত্তি বা ট্রাংকেটেড বেস মুল্যভিত্তিক মূসক প্রদান করে তারা যেন মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার ফলে ব্যবসা হারিয়ে পথে না বসে সে জন্য কোন একটি বিকল্প ব্যবস্থা করতেই হবে।

(১১) অপরাধ ও শাস্তি পর্যায়ে সর্বত্র কঠোর শাস্তির প্রবিধান করা হয়েছে। সরকার নিশ্চয়ই ব্যবসায়ীদেরকে জেলে রাখার চেয়ে কর আদায় করার বিষয়ে অধিক আগ্রহী হবেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই শাস্তির বিধান করার ক্ষেত্রে আর একটু নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করা সমীচীন হবে। বিদ্যমান মুসক আইন সামনে রেখে মাঝামাঝি পর্যায়ের একটা ব্যবস্থা রাখার প্রস্তাব করা হ'ল।

(১২) ভুল এবং অপরাধের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা দরকার এবং ভুলের ক্ষেত্রে কোনরূপ দণ্ড আরোপ ব্যতিরেকে বা সম্ভাব্য লঘুতম দণ্ডের বিনিময়ে ভুল সংশোধনের সুযোগ রাখা দরকার, অন্যথায় সত্যিকার ভুলও প্রকাশ না করার চেষ্টা প্রাধান্য পাবে এবং সৎ ব্যবসায়ী বাধ্য হয়ে সত্য গোপন ও কপটতার আশ্রয় নেবে।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উপস্থাপিত ২০১১-২০১২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট এর উপর ঢাকা চেম্বারের বিশ্লেষণধর্মী প্রতিক্রিয়া সম্বালিত সুপারিশমালা

১। আগামী দিনে বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল এবং নীতি নির্ধারণে এ সরকারের ঘোষিত এটি ৩য় বাজেট। বাজেট প্রণয়ন প্রস্তুতি পর্যায়ে ঢাকা চেম্বার বিভিন্ন সময়ে এনবিআর এর সাথে আলোচনা করেছে এবং সুপারিশসমূহ সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমেও জনসমক্ষ্যে তুলে ধরেছে। ঢাকা চেম্বারের বাজেট প্রস্তাব প্রণয়নকল্পে লক্ষ্য করেছিল বিভিন্ন নীতিমালার এবং একই নীতির বিভিন্ন Clause এর মধ্যে সমন্বয়ের অভাবটি অত্যন্ত প্রকট, যে কারণে নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এর সুফল সঠিকভাবে উদ্যোক্তাদের কাছে পৌঁছেনা। ডিসিসিআই এর প্রস্তাবে এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

২। মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক পেশকৃত বাজেটে যে সমস্ত বিষয়গুলোতে বেসরকারী খাতের সুপারিশসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এখাতকে উৎসাহিত করা হয়েছে তার মধ্যে উলেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো ব্যক্তি করদাতার বিনিয়োগে কর রেয়াত সীমা ২৫ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে ১ কোটি টাকা নির্ধারণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে গত বছরের তুলনায় ১৫% বরাদ্দ বৃদ্ধি, ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লান্ট এর রেজিস্ট্রেশন ফি ৫ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ৫ হাজার টাকায় নির্ধারণ, এলপিজি এবং এলপিজি ইকুইপমেন্টের শুল্ক হার হ্রাস, পরিবেশ দূষণ রোধে শিল্প-কারখানায় ইটিপি স্থাপনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আমদানিকৃত কেমিক্যালস এর শুল্ক হার হ্রাস, সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনী বৃদ্ধি, কিছু কিছু স্থানীয় খাত যেমনঃ মটর সাইকেল উৎপাদন ও সংযোজন, ফার্নিচার, পাষ্টিক পোডাক্ট ইত্যাদি খাতকে শুল্ক সুবিধা প্রদান, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বিশেষ ব্যবস্থা এবং IT I ITES খাতের উন্নয়ন, শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ প্রাইমারি লেবেলে enrollment প্রায় শত ভাগ উন্নয়ন, রুগ্ন শিল্প সমস্যা সমাধানে আইনী কাঠামো ইত্যাদি।

অন্যদিকে নীতিমালা এবং শুল্ক সম্পর্কিত কিছু প্রস্তাব করা হয়েছে যা আমরা মনে করি ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নে ভূমিকা না রেখে বরং বিপরীত ভূমিকা পালন করতে পারে। এর অনেকগুলোর মধ্য উলেখযোগ্য বিষয়গুলো হলোঃ রপ্তানীর ক্ষেত্রে উৎস আয়কর ০.৪০% থেকে ২৭৫% বাড়িয়ে ১.৫০% করা; ২ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব পরিমাণ সম্পদের মালিক করদাতার প্রদেয় আয়করের উপর ১০% হারে সারচার্জ আরোপ, লাভ-ক্ষতি নির্বিশেষে টার্ণ ওভারের উপর ০.৫০% হারে আয়কর পুনরায় আরোপ, বাণিজ্যিক ভবন রেজিষ্ট্রিশনের ক্ষেত্রে এলাকা ভিত্তিতে ফি এর পরিমান অস্বাভাবিকভাবে ১০ গুণ বৃদ্ধি, Stock Brokerage Commission এর উপর উৎসে কর বৃদ্ধি, কর আপিলাত ট্রাইবুনালে আপিল করার ক্ষেত্রে বিতর্কিত কর জমার পরিমাণ বৃদ্ধি, মৎস খামার, হাঁসমুরগি এবং অন্যান্য খামারের উপর কর মুক্ত সুবিধা প্রত্যাহার ইত্যাদি।

৩। বাজেটে ঘোষিত ট্রানজিটের বিষয়টিও স্পষ্ট নয়। এ ব্যাপারে একটি বিধিমালা প্রনয়ণের কথা বলা হয়েছে যা বেসরকারী খাতের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রণয়ন করা উচিত।

৪। ২০১১ এর বাজেট প্রস্তাবনায় আয়কর আইনের ক্ষেত্রে চ্যাপ্টার XXVIII তে ADR শিরোনামে ১৫২ F ধারা থেকে ১৫২ S পর্যন্ত সংযোজনপূর্বক ADR সম্পর্কে বিস্তারিত বিধানসমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। উলেখ্য যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পূর্বে তার ওয়েব সাইটে আয়কর আইন ২০১১ এর খসড়ায় যে ADR বিধানের উলেখ ছিল তার সাথে বর্তমানে প্রস্তাবিত ADR আইনের কোন সামঞ্জস্য নেই। পূর্বে প্রস্তাবিত ADR আইনে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জাতীয় রাজস্ব বোডের বর্তমান/অবসরপ্রাপ্ত সদস্য এবং জেলা জজদের অন্তর্ভূক্তির কথা থাকলেও বর্তমানের প্রস্তাবিত আইনের ১৫২ক ধারায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে Facilitator নিয়োগের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। Facilitator দের যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কোন বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই। ফলে জাতীয় রাজস্ব কোর্ড কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত Facilitator MY নিরপেক্ষ ও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করবেন কিনা এ বিষয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

১৫২ R ধারায় Post Verification of the Agreement শিরোনামে একটি ধারা সংযোজন করা হয়েছে। উক্ত ধারার বিধান অনুযায়ী যদি রাজস্ব বোর্ড বা সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারগণ চূড়ান্তভাবে সম্পাদিত Agreement কে Legally বা Factually যথাযথ মনে না করেন তা হলে সম্পাদিত Agreement টি বাতিল (Void) হয়ে যাবে। করদাতার বক্তব্য বা যুক্তির কোন মূল্যায়ন থাকবে না এবং করদাতাকে ব্যাখ্যা প্রদানের কোন সুযোগ বা বিধান উক্ত ধারায় রাখা হয়নি। ADR বিধানটির মৌলিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সুতরাং ঢাকা চেম্বার মনে করে ADR এর কার্যক্রম শুরুর পূর্বে বিধানটির বিভিন্ন দিক নিয়ে আরও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। Truthless Tiger সৃষ্টি না করে বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আইনি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হলে রাজস্ব আদায়ে জটিলতা নিরসন হবে এবং পুঁঞ্জিভুত আপিল মামলাসমূহ নিস্পত্তিতে প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে।

৫। ২০১১-১২ অর্থবছরে রপ্তানী প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৪.৫ % যা ২০১০-১১ অর্থ বছরে ছিল প্রায় ৪০%। আমদানির ক্ষেত্রে চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৪৫% এবং আগামী বছর এ প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪%। বর্তমানে যে প্রবৃদ্ধি রয়েছে তাতে গড় বিনিয়োগ হার ২২-২৪%। Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ৪.০ এবং উৎপাদনশীলতার কোন পরিবর্তন হিসেবে না নিয়ে ২০১৩ সালে ৮% এউচ প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ দরকার অন্ততঃ ৩২% এবং ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আগামী ২০১৭ সালের ১০% প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ দরকার অন্ততঃ ৪০%। বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ আগামী ২০১৫ এর মধ্য অন্ততঃ ৩২.৫% এ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হবে।

শিল্পনীতি-২০১০ অনুযায়ী আগামী ২০২১ সাল নাগাদ শিল্পখাতের অবদান বিদ্যমান ২৮% থেকে ৪০% উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি উলেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। অবকাঠামোগত সুযোগ বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্থিতিশীলতা স্থানীয় বিনিয়োগ এবং FDI আকর্ষণের অন্যতম শর্ত। বাজেটে বিদ্যুৎ এবং এনার্জি খাতে ব্যাপক পরিবর্তনের আভাস দেয়া হয়েছে, PPP বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও আশাবাদ ব্যক্ত করে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। তবে একথা সত্যি যে স্থানীয় পর্যায়ে অনেক শিল্প এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় গ্যাস সংযোগের অভাবে উৎপাদনে যেতে পারছে না এ ব্যাপারে বাজেটে পরিপূর্ণ দিক্-নির্দেশনা থাকা দরকার ছিল।

৬। বর্তমান অর্থবৎসরে ৪৮টি SOE এর মধ্যে প্রায় ১৪টি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক। আগামী বৎসরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম না কমলে এ খাতের ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব নয়। ইতোমধ্য দেশের অভ্যন্তরে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ভোগ্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বাপর বিশেষণে দেখা যায় প্রকৃত মুল্যস্ফীতি বৃদ্ধির প্রবনতা ধরে রাখা সম্ভব হবে না। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং Contractionary Monitory Policy মূল্যস্ফীতি সংকোচনের উপায় হিসেবে উলেখ করা হয়েছে কিন্তু তা উৎপাদন খাত বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলবে কিনা তা বিবেচনা সাপেক্ষ্য। ইতোমধ্যে ব্যক্তিখাতে বৃহৎ কোম্পানীগুলোকে Foreign Loan আকর্ষণে প্রচেষ্টা নেয়ার কথা বলা হয়েছে কারণ এ সমস্ত ক্ষেত্রে Cost of fund তুলনামূলকভাবে কম হবে। তবে বর্তমানে টাকার ক্রমাগত অবমূল্যায়নের প্রেক্ষিতে এ সুবিধা কতখানি যুক্তিযুক্ত হবে তা পর্যালোচনা করা দরকার।

৭। বিশ্ব বাজারে দ্রব্যমূল্য যদি না কমে (সে রকম কোন লক্ষণ নেই) তাহলে বাজেটে উলেখিত আমদানি, রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে কিভাবে ৭% প্রবৃদ্ধির অর্জন হবে তা স্পষ্ট নয়। বাজেটে রেমিটেন্স বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হিসেবে নুতন বাজার খুঁজে বের করার বিষয়টি উলেখ করা হয়েছে তবে এগুলো এখনও অনিশ্চিত। এতদুদ্দেশ্য মনে করা যায় বৈদেশিক সাহায্যের উপর চাপ বাড়ার আশংকা রয়েছে। বিগত বছর বৈদেশিক সাহায্য অবমুক্তির পরিমাণ আশানুরূপ নয়। এমতাবস্থায় কর্মসংস্থান, নুতন বিনিয়োগ সৃষ্টি সরকারের জন্য বিশেষ ঝুঁকি যা দারিদ্র নিরসন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে অন্তরায় বলে মনে করা যেতে পারে।

৮। বাজেটে কৃষি খাতে গতবারের চেয়ে বরাদ্দ কমানো হয়েছে ৪.২৩% এবং ভর্তুকীর পরিমাণও হ্রাস করা হয়েছে ২৬.৬৬%। এর অবশ্য কিছু কারণও রয়েছে। এক্ষেত্রে কৃষক ভাইদের সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন যাতে তারা জমিতে সঠিক পরিমানে সার এবং অন্যান্য উপকরণ প্রয়োগ করে উপকৃত হতে পারে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং কৃষি পণ্যের দাম যৌক্তিকীকরণ সরকারের একটি বড় ঝুঁকি। আমরা দেখতে পাই কৃষি খাতে নীতিমালা খুব দ্রুত পরিবর্তনশীল। উলেখ্য, কৃষি খাত এখনও ৪৮% কর্মসংস্থান করছে এবং GDP তে ২০% অবদান রাখছে। কাজেই এখাতে বিনিয়োগ এবং কৃষি পণ্যের বহুমুখীকরণের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে কৃষি ক্ষেত্রে কতিপয় উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এর মধ্যে কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৯.৩৭% বেশি নির্ধারণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য কৃষিবীমা (পাইলট প্রকল্প) হিসেবে চালুকরণ এবং কৃষি গবেষণার জন্য ৪৫০ কোটি টাকার তহবিল গঠন উলেখযোগ্য। কৃষি গবেষণার জন্য তহবিলটি প্রকৃত কৃষি পণ্য বহুমুখীকরণ এবং কৃষি খাতে উদ্ভাবনী প্রচেষ্টাকে সহায়তা প্রদানে ব্যবহার করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে একটি **"কৃষি খাত (পণ্য) উদ্ভাবন কৌশল"** প্রণয়ন করা দরকার।

৯। গতবছরের তুলনায় এ বছরের এডিপি বরাদ্দ সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২৮.২০% বৃদ্ধি করে ৪৬,০০০ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বছরের ঘাটতি বাজেটের পরিমাণ ৪৫,২০৪ কোটি টাকা। ঘাটতি বাজেটের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে ১৬.৬%, বৈদেশিক ঋণ থেকে ৮%, বিদেশী সাহায্য থেকে ৩% সংগ্রহ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ঘাটতি বাজেট এবং এডিপি এর আকার প্রায় সমান। তার মানে ঘাটতি অর্থায়ন যথাযথভাবে করতে না পারলে উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। এছাড়া ঘাটতি বাজেটের অর্থায়ন ২৭,০০০ কোটি অর্থাৎ ১৬.৬% আসবে ব্যাংকিং ঋণ হতে। তাই ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নেয়া হলে বেসরকারী খাতের ঋণের প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হবে যা ইতোমধ্য বিভিন্ন পর্যায়ে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ যথেষ্ট কষ্ট সাধ্য হয়েছে, ঋণ সুদ বেড়েছে।

১০। মাননীয় অর্থমন্ত্রী এ বারের বাজেটে প্রায় ৪৫টি নীতিমালা ও আইনের রেফারেন্স দিয়ে বাস্তবায়ন পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়াস নিয়েছেন। আমরা জানি বাংলাদেশে নীতিমালা ও আইনের বাস্তবায়ন একটি বিশেষ সমস্যা। এ সমস্ত আইন এবং নীতিমালাগুলো বাস্তবায়নে সফলতা আনতে হলে একটি **"মনিটরিং এবং পরীবীক্ষণ সেল"** গঠন করা উচিত যাতে আইনের বিষয়গুলো যথাসম্ভব বাস্তবায়ন হয় এবং এ আইনের প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়।

১১। ইতোমধ্য পিপিপি রেগুলেটরী ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি এবং একটি অফিস স্থাপন করা হয়েছে যদিও এ অফিসের CEO এখন পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া হয়নি। ইতোমধ্যে ৭টি প্রকল্প এবং ১৭৮ MW বিদ্যুৎ জেনারেশন ক্যাপাসিটি পিপিপির আওতায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। BIFF স্থাপন এবং বিগত বৎসরের ন্যায় পিপিপিতে এ বৎসরও ২৫০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা বিশেষভাবে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ পর্যন্ত যতগুলো ঝুঁকির কথা হয়েছে তার মধ্য অন্যতম হল অবকাঠামো। সরকার পিপিপির আওতায় অবকাঠামো খাতকে চাঙ্গা করতে চেয়েছেন। পিপিপি সম্পর্কে জনমনে যচেষ্ট স্বচ্ছ ধারণার অভাব রয়েছে। এ সমস্ত প্রকল্পের Technical দিকসমূহ বিশেষণ, নেগোশিয়েশন এবং দক্ষতা সম্পন্ন জনবল তৈরি এবং সর্বোপরি নীতি বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা বিশেষভাবে প্রয়োজন যাতে পিপিপির সফলতা জনসাধারণের কাছে পৌঁছানো যায়।

১২। বাংলাদেশে চাহিদা অনুযায়ী প্রাকৃতিক সম্পদের যে ঘাটতি রয়েছে তা নিরসনে সরকারের একটি ***"সমন্বিত এনার্জি পলিসি"*** ঘোষণা করা দরকার যাতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে এনার্জি সিকিউরিটি প্রদানের মাধ্যমে ভিশন ২০২১ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে শিল্প কারখানাগুলো বিদ্যুৎ সংকটে ভুগছে। এ থেকে উত্তরণের জন্য :

- জেনারেটর এর উপর ৩% এটিভি প্রত্যাহার;
- ডিজেল ও ফার্নেস ওয়েল সাবসিডি অব্যাহত রাখা;
- ক্যাপটিভ পাওয়ার পান্ট থেকে পাওয়ার off-take এর ব্যবস্থা করা এবং এগুলোকে সহজে স্বল্প সুদে ঋণ দেয়া দরকার;
- Green Technology এর উপর Green Tax Rebate চালু করা;
- অবিলম্বে কয়লানীতি ঘোষণা ইত্যাদি বিশেষভাবে প্রয়োজন।

১৩। নতুন আয়কর আইন বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করে নতুন আইনের বিল ডিসেম্বর ২০১১-এ জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের আশা ব্যক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ আইনে সম্পদ কর পুনঃপ্রতিস্থাপনের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। আইনটি এখনও প্রক্রিয়াধীন থাকলেও বাজেট ঘোষণায় ২ কোটি বা তদুর্ধ্ব টাকার নীট সম্পদ এর মালিক করদাতার প্রদেয় করের উপর ১০% হারে সারচার্জ এর বিধান ঘোষণা করা হয়েছে। যা সম্পদ করের পুনঃ প্রতিস্থাপনের অনুরূপ। এছাড়া এ করের প্রয়োগ কিভাবে হবে এ বিষয়টিও পরিস্কার নয়। তাই এ বিধান প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।

১৪। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর বিলুপ্ত ধারা ১৬ পপ এর পর একটি ধারা ১৬ পপপ সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে কোন কোম্পানি লাভ বা লোকসান যাই করুক না কেন কোম্পানির Turn Over এর ভিত্তিতে ০.৫০% হারে ট্যাক্স দিতে হবে। বিগত ২০০৮ সালে এ ধরনের বিধান তুলে দেয়া হয়েছিল। এটি ন্যায় বিচারের পরিপন্থী কারণ ব্যবসায় লোকসান হলেও ট্যাক্স প্রদান করতে হবে এমন ব্যবস্থা থাকলে কোম্পানির মূলধন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে। এ বিধানটি বিলোপ করা দরকার।

১৫। বাজেটে পোশাক শিল্পসহ রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তনের হার ০.৪০% থেকে ২৭৫% বাড়িয়ে ১.৫০% করা হয়েছে। এর ফলে রপ্তানি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর বর্তনের হার পূর্বের মত রাখা প্রয়োজন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম খাত। পৃথিবীর সবকটি উন্নয়নশীল দেশ তাদের টেক্সটাইল খাতকে নানা রকম প্রতিরক্ষা সুবিধা দিয়ে থাকে। ভারত ও ভিয়েতনাম এর অন্যতম উদাহরন। সাম্প্রতিক সময়ে Turkey কর্তৃক আরোপিত Safe-guard Measures বিষয়টিও উলেখযোগ্য। তাই এ খাতের প্রতিরক্ষণ সুবিধা অব্যাহত রাখা দরকার। উলেখ্য, যেহেতু FOB এর উপর ধার্য হয়ে থাকে তাই মোট করের আপাতন প্রায় ৬% হবে। এত অধিক হার কর প্রদান কোনভাবেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। তাই এ কর পূর্বের ন্যায় ধার্য করা উচিত। আমরা এ ব্যাপারে জোর সুপারিশ করছি।

১৬। বর্তমানে Automotive সেক্টরে কর-অবকাশ সুবিধা না থাকায় এখাতে বিনিয়োগ তেমন হয়নি। মোটরসাইকেল, কার, জীপ, বাস, ট্রাক সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রচুর বিনিয়োগের প্রয়োজন। কিন্তু এ খাতে স্থানীয় ও বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মত উলেখযোগ্য কোন সুবিধা নেই। এ সেক্টরে বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং উন্নয়ন কল্পে Transfer of Technology বিশেষভাবে প্রয়োজন। বৈদেশিক Manufacturer এর সহায়তা ছাড়া Automotive Sector এ কোন উৎপাদন কখনই সম্ভব হবে না। কারণ ১টি গাড়ি তৈরি করতে যে পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন তা শুধু বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সরকার যদি এ খাতে সঠিক নীতিমালা ও আকর্ষণীয় প্যাকেজ ঘোষণা করে এবং একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কর অবকাশ সুবিধা প্রদান করে, তাহলে অটোমোবাইল সেক্টরে বিশ্বখ্যাত কোম্পানীগুলো বিনিয়োগে উৎসাহী হবে এবং Transfer of Technology সম্ভব হবে, এতে আমাদের দেশে প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। তদুপরী অত্র সেক্টরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Components উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী (SME) সৃষ্টি হবে। তাই Automotive Sector এর মধ্যে Progressive Assembling cum Manufacturing সেক্টরকে ১০ বৎসরের জন্য কর অবকাশ সুবিধা প্রদান করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের জন্য সহায়ক ব্যবস্থা নেয়া হোক। এ সেক্টরের কর-অবকাশ সুবিধা ২য় বছর পর্যন্ত ০%, পরবর্তী ২ বৎসর ৫%, পরবর্তী ২ বৎসর ১০% এবং পরবর্তী ৪ বৎসর ১৫% কর আরোপের প্রস্তাব করা হলো।

১৭। গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সিসি ভিত্তিক স্লাব নির্বিশেষে করের আপাতন ভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। বর্তমানে ১০০১-১৫০০ সিসি পর্যন্ত যে স্লাব রয়েছে তা বাড়িয়ে ১০০১-১৬৫০ সিসি পর্যন্ত করা যেতে পারে। কারণ ১৬০০ সিসি গাড়িতে কমপক্ষে Stage 3 emission technology ব্যবহার করার কারণে কার্বন emission কম হয় তাই এটি পরিবেশ বান্ধব এবং এ গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ খরচও কম।

১৮। সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাজারের সংকট এবং পুঁজিবাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারী এবং উদ্যোক্তা পর্যায়ের বিনিয়োগকারীগণের মধ্য আস্থার সংকট দেখা দেয়েছে। এ বছরের বাজেটে পুঁজিবাজার সংস্কার সম্পর্কিত কিছু দিক নির্দেশনা প্রতিফলিত হবে বলে আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে রকম কোন দিক নির্দেশনা বাজেটে দেখা যায়নি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী ক্যাপিটাল মার্কেটকে যেভাবে রয়েছে সেভাবে চলতে দিয়ে এটাকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। আবার BIFFL বা ট্রেজারি বন্ডে অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের ১০% কর প্রদান সাপেক্ষে বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বন্ড মূলধন বাজারের বর্তমান সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহায়তা এবং বাজারের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে কিনা না সে ব্যাপারে জনমনে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ ট্রেজারি বন্ডে পুঁজি বাজারে ব্যক্তি বিনিয়োগের ব্যবস্থা নেই। মূলধন বাজার সংস্কারের লক্ষ্যে সরকারের নীতিমালা এবং ট্রেজারী বন্ডটি কিভাবে অর্থনীতিতে তথা মূলধন বাজারে প্রভাব ফেলবে তা

খোলাসা করা দরকার। বন্ডের পাশাপাশি অপ্রদর্শিত অর্থ মূলধন বাজারে বিনিয়োগের সুবিধা দেয়া হলে সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাজারে যে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে তা দূর করা সম্ভব হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হিসেবে বিনিয়োগকৃত অপ্রদর্শিত অর্থ কোনভাবেই দুই বৎসরের পূর্বে মূলধনী বাজার হতে বাইরে নেয়া যাবে না এমন ব্যবস্থা থাকতে পারে।

১৯। Brokerage Commission এর উপর উৎসে আয়করের হার ০.০৫ শতাংশ হতে বাড়িয়ে ০.১০ শতাংশ করার ফলে এ করের বোঝা মূলত বিনিয়োগকারীদের উপরই বর্তাবে। এ ব্যবস্থা শেয়ার বাজারে আরও সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এ বিষয়টি বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। মুদ্রা বাজার সংকোচনের ফলেও শেয়ার বাজারে প্রভাব পড়বে। কারণ মুদ্রা বাজারে তারল্য সংকট হলে শেয়ার বাজারেও তারল্য সংকট হবে।

২০। বাণিজ্যিক ভবনের জন্য উৎসে কর কর্তনের হার এলাকা ভেদে প্রতি বর্গমিটারে ২,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৫,০০০ টাকা এবং ২০,০০০ টাকা করা হয়েছে। এর ফলে আবাসন খাতে স্থবিরতা নেমে আসবে। এ হার কমিয়ে ৫ হাজার টাকা করা প্রয়োজন।

২১। পরিবার সঞ্চয়পত্র সাধারণত মহিলা এবং বিধবা তাদের সঞ্চয় থেকে এ ধরনের সঞ্চয় পত্র ক্রয় করেন। এদের অধিকাংশের আয়কর সীমা অতিক্রম করে না। তাই পরিবার সঞ্চয় পত্রের উপর ৫% হারে অগ্রিম আয়কর কর্তনের ফলে তারা কখনও রেয়াত গ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। তাই পরিবার সঞ্চয় পত্রের উপর ৫% হারে উৎসে কর আরোপ প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।

২২। কর আপিলাত ট্রাইবুনালে আপিল করার ক্ষেত্রে বিতর্কিত করের হার ৫% থেকে বৃদ্ধি করে ১০% এবং হাইকোর্টে রেফারেন্স দায়েরের ক্ষেত্রে বিতর্কিত করের হার ১০% থেকে বৃদ্ধি করে ক্ষেত্রভেদে ২৫% ও ৫০% করা হয়েছে যা অযৌক্তিক এবং প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।

২৩। এসএমইদের উৎসাহিতকরণের জন্য বার্ষিক টার্ণ ওভার ৬০ লক্ষ টাকা অপরিবর্তিত রেখে বিদ্যমান মূসকের হার ৪% থেকে ৩% এ হ্রাস করা হয়েছে। তবে এ বার্ষিক টার্ণ ওভার পরিমাণ ৬০ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ কোটি টাকা করা প্রয়োজন। এছাড়াও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানের আওতায় মূসক অব্যাহতির জন্য প্যান্ট এন্ড মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্টে বিনিয়োগকৃত মূলধন অনধিক ২৫ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫০ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। এ শিল্পগুলোর বাৎরিক টার্ণওভার ৬০ লাখ টাকা হলেও তাদের ক্ষেত্রে এ সুযোগ অব্যাহত রাখা দরকার। কুটির শিল্পের মূসক অব্যাহতি সুযোগ ব্যবহারের জন্য কমিশনার এর কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হয়। সংশিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট থেকে এ সুযোগের অনুমোদন নেয়ার বিধান প্রবর্তন করা যেতে পারে।

২৪। মূসক পরিশোধযোগ্য হয় পণ্য বিক্রয় এবং হস্তান্তর পর্যায়ে। অগ্রিম মূসক (এটিভি) পরিশোধের অস্বাভাবিক একটি ব্যবস্থা মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। এটি প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।

২৫। মূলধনী যন্ত্রপাতির জন্য অপরিহার্য যন্ত্রাংশের সমাহারে রেয়াত সুবিধা দেয়া এবং প্রদত্ত সুবিধা ব্যবহারকারী নির্বিশেষে তা এইচ এস কোর্ড ভিত্তিক করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। উলেখ্য কিছু কিছু যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের শিল্প বর্হিভূত ব্যবহারও রয়েছে। সেগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট বিবরণ দিয়ে শিল্পে ব্যবহার ও সাধারণ ব্যবহার ভেদে পৃথক জাতীয় কোডের প্রবর্তন এবং শিল্পের ব্যবহারের জন্য রেয়াতি হার প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। ঢাকা চেম্বার থেকে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ মূসক আইনে উপকরণ হিসেবে ঘোষণা করে Credit সুবিধা প্রদানের জন্য বলা হয়েছিল। বর্তমান মূসক আইনে মূলধন **যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ উপকরণ সংজ্ঞাভুক্ত নয় বিধায় উপকরণ কর রেয়াত সুবিধা পায় না**। এ ব্যবস্থায় পরিবর্তন করা দরকার।

২৬। বাজেটে স্থানীয় প্রিন্টিং শিল্পকে সহায়তা দানের লক্ষ্যে প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী টেকস্ট বুকস এর উপর বর্তমানে প্রযোজ্য কাস্টম ডিউটি ৫% থেকে বাড়িয়ে ১২% করা হয়েছে। উলেখ্য, বাংলাদেশে প্রিন্টেড প্রাইমারী টেক্সট বুক সরকার কর্তৃক আমদানিকৃত হয়ে থাকে। সেকেন্ডারী টেক্সট বুক সাধারণত আমদানি হয় না। সরকার যদি বাস্তবিক অর্থে এখাতকে সহায়তা করতে চায় তাহলে বরং **এ খাতের অন্যতম কাঁচামাল প্রাইমারী টেকস্ট বুক মুদ্রণে ব্যবহৃত কাগজের উপর কর হার ২৫% হ্রাস করা যেতে পারে**। উলেখ্য, কাগজের উপর বর্তমানে প্রায় ৬০% কর প্রযোজ্য রয়েছে। এছাড়াও লাইব্রেরীতে অনুদানকৃত বই Tax Free থাকা প্রয়োজন।

২৭। বাজেটে পিকআপ কাভার্ড ভ্যানের উপর ৫৯ শতাংশ থেকে সিসি অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৮৫০ শতাংশ পর্যন্ত সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। ডাবল কেবিন বিশেষ পিক আপ ভ্যান সাধারণত শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যক্তি বিশেষের জন্য পিকআপ ভ্যান ব্যবহৃত হয় না। উচ্চহারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করায় শিল্পখাতের সহায়ক এ উপকরণের দাম কমপক্ষে পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাবে। বিলাশবহুল গাড়ির ন্যায় শিল্পখাতের সহায়ক পিকআপ কাভার্ড ভ্যানের উপর শুল্ক বৃদ্ধি শিল্প খাতের জন্য নেতিবাচক হবে। তাই প্রস্তাবিত সম্পূরক শুল্ক হার হ্রাস করার প্রস্তাব করা হলো।

২৮। নতুন গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন যা হবে তার চেয়ে গাড়ির মূল্য কম হতে হবে এমন বিধান করা হয়েছে (ধারা ১৯(২৭))। বাংলাদেশে অধিকাংশ কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন কম। এ সকল কোম্পানির স্টাফ এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের যাতায়তের জন্য এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের চেয়ে বেশি দামে কোম্পানির নামে গাড়ি ক্রয় করে। **এ বিধানটি বাতিল করা দরকার।**

২৯। বাজেট ২০১১-১২ অনুযায়ী Manufacturer's Invoice এ ঘোষিত মূল্য শুল্কানের জন্য নূন্যতম মূল্য হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে জাপান থেকে আমদানীকৃত গাড়ির ক্ষেত্রে Yellow Book এ প্রদর্শিত New Price (NP) এবং জাপান ব্যতীত অন্যান্য দেশ হতে আমদানীকৃত গাড়ির ক্ষেত্রে Glass's Guide এ প্রদর্শিত New Price (N.P.)। অথবা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মূল্য সংক্রান্ত নিরপেক্ষ প্রকাশনা অথবা সংশিষ্ট প্রস্তুতকারকের মুদ্রিত অন্য কোন স্বীকৃত মূল্য তালিকা অথবা ইন্টারনেটে প্রচারিত নির্ভরযোগ্য মূল্য সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত মূল্য, নূন্যতম মূল্য অপেক্ষা অধিক হলে উচ্চতর মূল্যে শুল্কায়ন করা হবে এ বিধান করা হয়েছে। এ বিধানের ফলে জটিলতার উদ্ভব হতে পারে। কারণ জাপানে উৎপাদন করে যে কোম্পানি হয়তো ঐ কোম্পানিরই মালিকানাধীন পৃথক ট্রেডিং কিংবা ডিস্টিবিউশন কোম্পানি রয়েছে। যারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গাড়ি বিক্রয় করে। ফলে বাংলাদেশে গাড়ি আমদানিকারকেরা সরাসরি উৎপাদকের কাছ থেকে প্রত্যয়ন নিতে পারে না। বাজেটে গাড়ি ব্যবসায় এ ধরনের জটিলতা এড়িয়ে যুৎসই নীতি প্রণয়ন করার প্রস্তাব করা হলো। **এ ক্ষেত্রে Manufacturer এর নিকট থেকে Authenticated Price Certificate মূল্য নির্ধারনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।**

৩০। ২০১১-১২ অর্থ বৎসরের বাজেটে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত বাস-ট্রাক টায়ার-টিউবের উপর অতিরিক্ত ১৩% শুল্ক ও ৫% রেগুলেটারী শুল্ক আরোপের ফলে স্থানীয়বাজারে টায়ার-টিউবের মূল্যে অস্বাভাবিকভাবে প্রভাব পড়বে যার ফলে এগুলো ব্যবহারকারীদের ক্রয় ক্ষমতার নাগালের বাইরে চলে যাবে। উলেখ্য যে, প্রস্তুতকারকের মূল্যবৃদ্ধি ছাড়াও গত জানুয়ারি ২০১১ থেকে ৩০ মে ২০১১ মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশ টাকা প্রায় ৫% অবমূল্যায়ন হওয়ার কারণে আমদানীকৃত টায়ারের মূল্য বৃদ্ধি পায়। আরো উলেখ্য যে, গত কয়েকমাস পূর্বে জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণে পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধি পায় যার ফলে জনজীবনে তীব্র প্রভাব পড়েছে। যেহেতু বাস-ট্রাকে ব্যবহৃত টায়ার সম্পূর্ণই আমদানীর উপর নির্ভরশীল সেহেতু নতুনভাবে এর উপর অতিরিক্ত ১৮% শুল্ক আরোপ পরিবহন খাতে পুনরায় অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করবে। এ বিষয়টি পুর্নবিবেচনা করা দরকার।

৩১। ক্যালসিয়াম কার্বনেট 'কোটেড' এবং "আনকোটেড" ভিন্ন ভিন্ন HS কোডের মাধ্যমে শ্রেণীকৃত না হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে করফাঁকির সুযোগ রয়েছে। উলেখ্য, বিগত ২০০৯-১০ অর্থ বৎসরে প্রায় ৬৭,০০০ মেট্রিক টন ক্যালসিয়াম কার্বনেট কাঁচামাল হিসেবে আমদানি হয়েছে, যেখানে একারণে কর ফাঁকির সুযোগ সৃষ্টি হয়। পাষ্টিক শিল্প, ঔষধ শিল্পে, কাগজ শিল্পে ব্যবহৃত এ কাঁচামাল যাতে উৎপানকারী শিল্প কাঁচামাল হিসেবে আমদানীর সুযোগ পায় তার জন্য ভিন্ন HS কোড প্রণয়ন করা দরকার।

অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট প্রণয়ন বরাদ্দ দেয়ার মূল কাজটি পালন করলেও এর বাস্তবায়নের সাথে জড়িত রয়েছে প্রায় সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। সকল মন্ত্রণালয়ের মধ্য Coordination এর অভাব বাজেট বাস্তবায়নের একটি অন্যতম অন্তরায়। এ বৎসরের বাজেট বাস্তবায়নে সরকারকে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা ধরনের ঝুঁকির মোকাবিলা করতে হবে অর্থমন্ত্রী মহোদয় নিজেই তা স্বীকার করেছেন। এ রকম একটি পরিস্থিতি যেখানে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর প্রভাব সৃষ্টি আমাদের নাগালের বাইরে তাই স্থানীয় পরিস্থিতি যা সরকারের পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব তার প্রতি বেশি নজর দেয়া এবং একই সাথে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় সরকারকে আরও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশকে এশিয়ার অন্যতম 'Power House' হিসেবে পরিণত করতে হলে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে সমন্বিত প্রয়াস নিতে হবে।

ডিসিসিআই কর্তৃক আয়োজিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারসমূহের সুপারিশমালা

Climate Change and Private Sector Perspective

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) organized three Dialogues/Orientation Workshop on 'Climate Change and Private Sector Perspective' with Oxfam GB and CSRL on March 2011. The Title of the Workshops was as follows:

(1) Climate Change and Private Sector Perspectives on 7th March 2011.

(2) Climate Change impact on Bangladesh economy and need for possible responses on 12th March 2011.

(3) Clean Development Mechanism (CDM) on 20th March 2011.

Recommendations from this Dialogues/Orientation Workshop are given bellow:

Climate Change and Private Sector Perspectives:

- Agricultural policy should be framed in such a way so that it can address climate change and green house effect,
- Advance use of knowledge and technology must be made on a pro-active basis to exclude areas for industrialization that are vulnerable to flood, cyclone and natural calamities. Urbanization must be made in a way to secure investment.
- Land is decreasing by nearly **1%** every year, we need to prepare a feasible land use plans.
- **Climate Change Business Strategy(CCBS)** should be framed in consultation with the private sector so that they are aware about the issue:
- In order to create more SMEs and climate entrepreneurs, we need to specify environmental friendly projects which have comparative advantages to be sustained. In the meantime, Government of Bangladesh has been able to raise its concerns to the international community to get help. Private sector feels there should have preparation at national level to address these issues and in that respect government and private sector should go hand in hand.
- The potential environment friendly business sectors may be as **—Jute and jute based products like Paper and Pulp industries, Alternative Energy Industries, Agro and agro- rocessing products, Herbs and Herbal medicines, Pure water supply for coastal area etc**
- **Assessing factors and processes responsible for impacts, determining achievement indicators of adaptation interventions, identifying appropriate mitigation options, large scale tree plantation** etc are some of the actionable programme needs to be initiated.
- Industrialists are needed to be concerned regarding chemical disposition and the use of effluent treatment plant (ETP) in their industry. They are also needed to be concerned about ethical business and have to play a pro-active role in handling of the environment.

Climate Change Impact on Bangladesh Economy and Need for Possible Responses:

- Industrialists should take steps to ensure their share on the global re insurance fund for adapting Climate Change.

- Private sector should be involved in conducting comprehensive research to face climate change issues and its future impact. Private sector should advocate the government about the policy reforms regarding world-wide climate change.
- We need to frame timely strategy to take advantage by negotiating with the international community. Government should finalize Bangladesh Climate Change strategy and action plan with the consultation of private sector.
- Bangladeshi business entrepreneurs can take CDM projects. The country should stress on mitigation than adaptation method.
- We need to device a collective strategy for both the country and the economy.
- In order enhance our adaptation capabilities we need an Adaptation Policy which will have coordination with all related policies giving priorities on the Climate Change issues.
- Financial resources for Mitigation needs to be used in an appropriate manner with required transparency and accountability so that it really contributes to reduce environment pollution and in that respect awareness among private sector has to be created.
- In regard to adaptation, we will have to be similarly serious to use Environmental Technology. Private sector in cooperation with local expert should come forward to innovate environment-friendly technology and encourage Reverse Engineering specifically in the field of agriculture as we understand Food Security is one of our serious concerns.
- Business Risk analysis is a priority to ensure its sustainability. Government in the mean time has announced several policies for implementation of environmental policies, capacities of the private sector has to be developed to cope with the situation.
- Government policies should be clear to import environmental technology and avoid importing polluted products.
- Nation wide awareness campaign has to be conducted so that deforestation can be avoided. Forestry has been decaying since long in our countries; corruption in this sector should be taken as a serious punishable offence.
- Appropriate Technical Assistance to choose right kind of CDM projects for maintaining environmental balance.

Clean Development Mechanism

- Climate Change secretariat and CDM Cell in the environment and Forests Ministry should be more capable to address CDM Issues.
- There is a clear lack of government towards transparent CDM procedures; there should be a one stop approval process for more CDM projects.
- There should be a mandate for the Banking and Financial institutions for disbursing funds for CDM project development.
- The government needs to provide local standards and better enforcements, as well as enabling policies, integrated regulations, and legal financial supporting structures for technology transfer and project development.

Seminar on Digital Bangladesh: Connectivity and the growth of economy

As a continuation to the efforts set forward at the Conference on **"Bangladesh 2030: Strategy for Growth",** DCCI organized a seminar titled **"Digital Bangladesh: Connectivity and Growth of Economy"** on March 23, 2011 at Hotel Radisson, Dhaka. The seminar had two sessions: Inaugural session and Technical session. The first session was inaugurated by Honorable Adviser to the Honorable Prime Minister Mr. H T Imam. Among others, Architect Yeafesh Osman, Honorable State Minister, Ministry of Science and IT & TELECOM and Mr. Sunil Kanti Bose, Secretary, Ministry of Posts and Telecommunications were present as the Special Guests. The Introductory Note was presented by Mr. Hossain Khaled, Former President, DCCI. Mr. Asif Ibrahim, President, DCCI moderated the inaugural session. The inaugural session was followed by a Technical Session where Principal Secretary to the Honorable Prime Minister, Mr. Md. Abdul Karim was the Chief Guest. Three Keynote Papers were presented in this technical session. Mr. Aftab Ul Islam, Chairman, SME Foundation and Former President of DCCI moderated the technical session.

Recommendations made at the Seminar:

Policy Related:

- A solid **road map** needs to be put in place to guide us into becoming not only for a **regional powerhouse** in digital connectivity but also for a powerhouse for global connectivity.
- Bangladesh has significant advantages like large and educated work forces, experienced Telecom operators including time zone advantage, yet the country could not flourish Call Centre like India due to some regulatory barriers such as revenue sharing on gross, inability to get license for major players, stringent regulatory requirements and multiple licensing categories. These barriers should be removed to help the economically potential call centers flourish in every possible manner.
- Investment-friendly policies will make Bangladesh as a promising outsourcing destination in the world. **A balanced and pro-investment decision on renewal of 2G and subsequently 3G licensing will have positive impact on investors.**
- If the govt. has **any excess bandwidth, it should be used for the country's interest first.** Policies are needed to be reviewed to distribute the excess bandwidth among the primary schools to facilitate the e-learning of the students; instead of selling it to any foreign company.
- There are **several Ministries/Agencies working** for IT & TELECOM development, combinations of Ministries can be revised based on the needs of the present day for better coordination.
- If government wants to continue with **Tele-Talk**, it needs to be re-invigorated with adequate policy support so that it can compete with other players in this field.

Licensing Policy

- The proposed license renewal fee for 2G and 3G network should be reduced to ease the internet services and for achieving rapid internet penetration to door steps of the people of the country. All renewal fees of mobile operators should be made in such a way so that the operators are encouraged. We have to consider the domestic and international **benchmarks** for the purpose of fixing the license renewal fees. FDI will be encouraged with a reduced tax rate for Telecom industry.

- The **draft guideline for renewal of 2G license** should be modified and followed the best practices around the world. Govt need to rethink about the **policy reforms** in respect to create an environment where Public interest, Business interest and Investors' interest can be protected. It is also need to have a **guideline for 3G licensing process** and need to be prepared and finalized as soon as possible.
- The license renewal process and **taxation policies** on mobile operators are needed to be consistent with long term growth of Telecom sector.
- The process of auctioning in license renewal process must be designed transparently and in a way that facilitates the overall growth of IT & Telecom industry. We have to provide support to develop a knowledge-based and technology-based Digital Bangladesh by formulating appropriate strategic policies and decisions and make that a reality.

Branding Bangladesh

- Bangladesh would need to frame an ICT Branding policy with continuity and consistency so that image of the country as a Hub of ICT can be established.
- We need to take a drastic action plan through our embassies/ consulate offices abroad to disseminate the message to the world about the preparedness of Bangladesh, embassies should take integrated plan in continuation with the national programme of activities based on the ICT Action Plans in order to popularize Digital Bangladesh.
- The message should be uniform from all segments of the economy that Bangladesh has adopted policy where ICT will be acting as one of the principal enabler with consistency and integrity.
- In order establish adequate Branding of ICT activities of Bangladesh we need required enforcement of Intellectual Property(IP) rights, in this respect strengthening the capacities of concerned offices and an integrated IP policy has to be framed.

Administrative Action:

- *E-transaction system should be introduced at all level of transaction. Payment gateway for e-transaction should be implemented by Bangladesh Bank as soon as possible.*
- The plan of the government to bring all upazillas to union under optical fibre internet facilities should be implemented as soon as possible in order to reduce gap between rural and urban connectivity.
- *A large number of* institutions are needed to be connected through broadband. *A number of* local government organizations have already been connected through low speed GPRS/CDMA 1x system and these organizations are needed to be upgraded *with broadband, optical fibre and wireless technologies*.
- *Post offices that are providing remittances and money exchange services are required to be modernized as the volume of transaction through post offices are forecasted to grow day by day.*
- We need a **second fibre optic connection immediately;** otherwise the reliability and confidence will not be in place. **Finalize the guideline** for submarine and terrestrial cable where private sector will be recognised as stakeholders. The tendering process should be made as simple as possible and rationale for the private sector.

- Communication through use of mobile technology needs to be upgraded as globally done. Mass people have been contributing positively by using mobile technology in many areas like education, healthcare, environment, banking and agriculture etc; hence the cost of using cell phones should be reduced.

HRD and Skill Development:

- Science-based education may be encouraged to the students at all level of education. IT education may be mandatory at all level of educations. Education system should be reformed in order to create a tech-savvy generation. High tech Park, software technology park, ICT incubator park and computer villages may be set up at every suitable location of Bangladesh. In order to make IT enabled teachers at all level of education some extensive training should be given to the existing teachers/trainers.
- In order to improve the outsourcing sector in IT & TELECOM sector, we have to increase skill on other necessary languages in addition to English i.e. Chinese, Spanish, French, *Germany* and Arabic etc.
- IT training institutes should be facilitated with reduced tax rate to help develop an IT based human resource.

Regulatory Reforms

- The Revenue targets of Telecom watchdog should not be overambitious so that the Telecom operators can make reasonable profits from their business. *BTRC should be more focused on the regulatory side instead of a revenue collection body. Regulatory Authority and revenue collector should not be the same organization.*
- After acquiring experience and expertise in a particular sector especially in the use of IT and TELECOM, govt. officials are being transferred to a position where their skills are not utilized. Right men are required to be placed in the right places for the right amount of time to utilize their skill efficiently.
- There is a need of critical analysis of prevailing regulatory framework, policies taken and government's strategy and find out whether these rationally create a good ground for the private sector to operate as the engine of growth.

Infrastructure

- Initiative has to be taken for development of infrastructure as it is the backbone of the digital revolution. For this, telecommunication policies need to be modified as like as it is done globally and optical and wireless connectivity may be taken in considering short, medium and long term planning. *The plan can be designed in the following ways:*

  Short term – connecting target institutes at all districts within 1-2 years.

  Medium term – connecting target institutes at all Upazillas within 2-4 years.

  Long term – connecting target institutes at all Union level within 4-6 years.
- The well-established telecom network can be used for rapid internet penetration and supplement the broadband penetration.
- Customs Immigration and transport barriers are the major obstacles to the development. These obstacles should be reduced through regional connectivity. We must think about the South Asian Regional Connectivity to develop Digital Bangladesh.
- Organizations like Infocom Development Authority (IDA) of Singapore and National Institute of Smart Government (NISG) can be planned for shaping and plan for several PPP projects to exploit full potentials of IT sector.

Dissemination:

- As 45% of our population is under poverty level and 55% of them are illiterate, we must have lowest possible tariff and provide affordable services to all the population of the country. The contents of mobile services and applications are needed to be in Bengali due to the low literacy rate of the mass people.
- IT & TELECOM should be considered as an instrument of change which enhances indigenous capacity. Investment linkage development and market promotion for both domestically and internationally should be taken to dramatically affect every aspect of people's life and it needs to be carefully monitored and nurtured.

Actions for Immediate Future

- There is a plan to achieve IT Literacy by 2014, in order to achieve this target we need to evolve all our strengthen and Re-positioning our Skill Development in line with the strategies devised under DCCI Strategy 2030 Research paper.
- In order to emerge Bangladesh as a leading global economy by 2030, the young generation should be made efficient in handling information and communication technology. They should be provided with necessary policy and other supports to help them create a knowledge-based and technology-based society.
- Farmer's credit cards may be introduced in order to buy important and necessary things on emergency basis.

DCCI Research Cell organized a series of CSR Training Programme

Four Training Programme on Introduction of World Class CSR, CSR for Engineers and Manufacturers, CSR for Exporters and Service Sector Companies, CSR Master Class – CSR for Experts were organized respectively by the DCCI Research and Projects Cell on May 18, 19, 23 and 30 at the DBI College(10th floor) of the Dhaka Chamber of Commerce & Industry(DCCI). Mr Asif Ibrahim, President DCCI inaugurated the Training series while Vice President Mr Nasir Hossain was present. Ms Ferdaus Ara Begum, Additional Secretary(R&P) coordinated the programs and associated with the research of the CSR courses.

A nicely prepared extensive research- based CSR Guide for Entrepreneurs and Factory Managers were used as a Course Manual. Mr Rodney Reed, Chairman, Reed Consulting worked as the main resource person while his colleague Ms Sumaiya Islam supported him in several topics.

All the training programmes suggested for week-long programme in future to support private sector to be more CSR compliant in future.

Report on Capital Market Reforms

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) organized a day-long Conference with all related stake holders on 'Capital Market Reforms in Bangladesh: Demand and Supply Side Constrains' on 28th May 2011, to discuss the issues with a view to present some practical solution of the problem. The Conference in details also analyzed the reasons for sudden collapse and tried to suggest a set of measures to recover the market operations.

The titles of the working session were as fellows:

1. 1st Working Session: Demand Side Constrains.
2. 2nd Working Session: Supply Side Constrains.

Recommendations from this day-long Conference are given bellow:

- A long term master plan like Malaysia in order to set a framework for the long term development of the capital market should be set up for transparency among the issuers, investors and intermediaries. Like Malaysia, Bangladesh can also establish a corporate governance department to implement and monitor corporate governance policies and practices of listed companies.

- Regulatory body SEC needs to be reformed immediately both at the top and mid level management with competent personnel who have adequate knowledge on capital market as well as economy. Similar reforms also need to be adopted for both DSE and CSE. There should be synchronicity between Bangladesh Bank, SEC, DSE and CSE.

- A special committee supported by law and research departments of SEC must be formed as standing committee structure to formulate of new rules and regulations for the securities market. This committee will review and upgrade existing rules and regulations of the market. The committee will be headed by the Member having legal background comprised with the representatives from Law and Finance Ministries, Bangladesh Bank, Stock Exchanges, Bar Council, Law and Finance Departments of Dhaka University. The committee must meet regularly to keep the legal structures of the market up-to-date.

- Lack of coordination in policies and regulations between regulators and government has strong negative implications on smooth functioning of the market as well as that for economy. Therefore major policies having implications on money or capital market issues need synchronization. Therefore government and specially Ministry of Finance can act as the coordination body to ensure synchronized policy regime in the Market.

- Appropriate manpower should be made available at the regulators having proper accountability as well authority to ensure compliance. Since the present pay structure and compensation package is unable to attract professionally capable Lawyers, Chartered Accountants and financial Analysts to join SEC. As SEC will not be a capable organization without the service of these professionals, special appointment based on performance based contracts must be arranged to make SEC capable. There must be new **code of conduct** and service rule for SEC employees with compensation package for not investing in securities market may be introduced.

- Capital market's primary function is to finance business. Therefore IPO flow and listing of securities should be the top priority of the market. A committee headed by the Member in charge of capital issue must be set up taking all major stake holders to address the concerns and problems of the market can be another priority of the SEC.

- SEC should have a comprehensive and relaxed IPO Policies with clear sets of rules and regulations. Paid up capital should be reduced to BDT 10 Crore from the existing BDT 30 Crore in order to provide more carrot to large and mid sized Corporate /Financial houses who have been avoided consistently to come to the market.

- Government should also push Multinational Companies (MNC's) to enlist their shares in to the Capital Market. Enforceable and effective regulations are needed to attract these foreign institutional investors. Not only this will strengthen the market capitalization but also ensure a superior corporate standard.

- SEC has already introduced book-building method for valuation of IPOs. Book building method is a sound method however professionals and institutions having proper resources (such having experience analyst with Global valuation tools) on an arms length basis must be driving the ultimate valuation. So the existing rules and regulation for book-building method should be clear and transparent.

- Exemplary punishment-steep financial penalties, as well as cancellation of licenses of the related professionals and financial houses who played an active role in the manipulation of IPO's under the book building method, in addition, promoters should equally be penalized for the same act. In this regard proper rules and regulations should be adapted in the civil law in order to prevent such act in the future.

- Those who fix the indicative prices, they must have a responsibility and they have an accountability established. If indicative prices are wrong, the people who are determining the indicative prices must be financially penalized as well. There must be some strict code of conduct in that place. The method of valuation should be done by reputed professional person.

- To encourage more firms to join the capital market in raising funds, **tax incentives** to be offered to the listed companies. Tax gap between listed and non-listed companies could be increased. This should be fixed at 30%. This will act as a carrot encouraging more corporate houses to be enlisted in the stock market.

- Treasury market and bond market largely assist a country to enter a sustained phase of development driven by market-based capital allocation. Additionally it adds more avenues for raising debt capital. According to the World Bank, Bangladesh's bond market represents the 'smallest' in South Asia, accounting for only 12% of the country's GDP. Encourage investors to invest in Bonds. In order attract the institutional investors into the Bond Market, net TAX advantage for institutions, instead of double taxation, listed bond in the capital market can be considered as SLR (Statutory Liquidity Requirement) instruments.

- Government to start raising funds through bonds and treasuries for big infrastructural projects including the Padma Bridge, Monorail, Munshigang garments village, power plants and Dhaka Metro Rail etc. The government can effectively reduce the cost of capital of such projects by raising 50% fund from the bond market. Not only these steps will make a positive impact in the capital market, it will furthermore trim down national debt and foreign dependence.

- The Stock exchanges must have proper governance practice. Since the stock broker dealers being the shareholders of the company are direct stakeholders in stock exchange operations. Hence their involvement as heads of the stock exchange board or business related decision making make them remain involved in operational decision making limited besides policy making. So the heads of the boards (Presidents and Vice Presidents of the exchanges) must be non shareholder directors of the exchanges.

- The stock exchanges market monitoring, regulatory compliance and surveillance functions must be strengthened. These operations must be kept free from the influence of the market stake holders. Besides, the ethical standard, code of conduct, confidentiality of operations and accountability must be ensured for proper functioning of these departments.

- The merchant bankers must be involved in portfolio management in their own discretion, rather that at the clients' discretion. Such portfolios must be with investment stakes of the merchant bankers so that they take utmost care in forming and managing portfolio and at the same time step in investment spree at times of market fall. The present merchant banking operation, other than the issue management functions, are mostly limited to lending to clients who get involved in highly speculative investments. These lending based merchant banking must be discouraged for future stability of the market.
- Professional development of market stake holders and specially those who interact with the clients, like the authorized representatives of brokerage houses, dealing officials of merchants banks and analysts of the market players need urgent training and professional and ethical standard development. These professionals can eventually interact with the clients in much professional approach. Training facilities by the Institute of Capital Market must be enhanced to offer such training with top priority and on mandatory basis.
- Timely monitoring and enforcement of current regulations that are in the books of Bangladesh Bank and SEC to effectively control the money market and capital market.
- Lack of institutional trading is also hurting the Capital Market. As institutions, Professional Fund Managers trade on large quantities. These Institutional Investors are manned with qualified officers who recommend trading based on fundamentals and research and take a long term standing rather than staying on short term benefit. While few institutional investors may enjoy certain benefits through their investment unit manned with qualified officers, nothing exists for general investors.
- Ensuring flow of proper and accurate information is a must. SEC to allow institutional investors and research houses to publish magazines, newsletters and journals as well as research, directories. In addition DSE and CSE should also encourage and run Conference, Seminars and Training courses on a regular basis in order to boost up investors awareness Program.
- Regulators should enforce financial penalties for companies who fail to hold AGM ads well as declare financial dividend on a regular basis here we feel strong monitoring is required from SEC,DSE and CSE.
- The capital market also should offer advanced real time products to the investors, such as derivatives and short sales. Growth of derivative and short-sales will be an integral part of capital market development. As we grow our markets for share, mutual funds and bonds, we should not neglect the mitigating role of a derivatives and short-sales market. A well-developed derivatives market can help to complement and enhance the functioning of capital markets by deepening liquidity and facilitating the transfer of risk to those who are most willing to bear it.
- SEC has to emerge as an effective regulator of the market. It appears from the rather flexible policy stance and the approach to address the problem issues that it does not have a vision or the ability to regulate influential people in the market. SEC must revisit and restate its visions, operational goals and strategies to meet the challenges of the market.
- SEC's involvement on day to day operational regulations and management of the market must be avoided. The day to day operational regulation must be the responsibility of the stock exchange management where SEC can oversee compliance and upgrade rules and regulations in line with changing economic reality.

- The market needs long term development vision so that, countries major long term financing can be channeled through capital market. This will also help banking sector gaining strength by concentrating on short term financing ensuring maturity matching at optimal level. Hence capital market institutions must also be encouraged to create and invest not only in shares but other forms of securities. Gradual entry of the large private and public enterprises in the market will also encourage development of derivative markets paving the way for more diversified investment opportunities and portfolio hedging.
- Intervention in the market by buying and selling of shares by the government-A few days back there was a dollar crisis and then Bangladesh Bank supplied dollar and stabled the situation. Similarly, the stock market can be addressed. Both government financial institutions should sell shares when prices are overvalued and issue shares during crisis.
- Audit Report has to be made up to standard and at any cost the figures in these Audit Reports and financial reports should be as accurate as possible. If they are at fault, everything will be jeopardized. There is no point in blaming other people. If you can maintain your financial reports, then everything else will be fine.
- There is a necessity of formation of a secondary bond and treasury market, as well as providing carrots to make these products attractive for investments
- Usually in our Capital Market there are three type of instruments current available they are Stocks, Bonds and Mutual Funds. Stocks represent equity and bonds represent debt. Investing in Debt is safer than investing in equity. The reason behind it Bondholders get priority over Shareholders. Since bonds are fixed income security, that is why investor can assures his/her return from invest after a certain period of time.
- At present, new investments are almost entirely funded by either governments or top tier banks. Hence, strong and liquid indigenous debt markets should help both governments and corporate bodies alike to broaden their sources of financing.
- Introduce dual listing, there must be an arrangement where if companies are listed in DSE they will also be listed in Hong Kong or Dubai or Bombay or Karachi – wherever. So that even foreign investors can see the opportunity and invest here.
- Imposition of capital gain taxes on foreign investment.

Report on Public-Private dialogue on E-payment in Bangladesh: Opportunities and Challenges

A Public-Private Dialogue (PPD) on E-payment in Bangladesh: Opportunities and Challenges, Legal Framework & Operationalizing the system was jointly organized by the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and Bangladesh Bank With the support of Bangladesh Investment Climate Fund (BICF) on June 4, 2011 at Ruposhi Bangla Hotel, Dhaka. Dr. Atiur Rahman, Governor, Bangladesh Bank was the Chief Guest. Mr. Asif Ibrahim, President, DCCI chaired the PPD.

Recommendations of the PPD:

- Awareness building and marketing programme on e-payment facilities among the banks and financial institutions and consumers are needed to make electronic transaction popular. Under this awareness programmes seminars and workshops for the banks, business community and other potential users may be arranged.

- Bangladesh Bank has adopted the latest security techniques like encryption, PKI infrastructure and digital signature in the payment systems which need to be implemented as soon as possible.
- Policy and budget must be consistent for introducing e-payment system if someone resorts to electronic commerce, there should be tax benefit. 15 percent VAT on internet users should be withdrawn. Introduction of categories for tax purpose for IT service or IT developers.
- Introduce separate computer system like 'Real Time Gross Settlement System (RTGS) for high value payments which will be controlled by the Central Bank and whenever the Central Bank or financial institutions do a settlement it is recorded based on real time and that record is irrevocable.
- ATM and POS transaction should be applicable not only inter bank but also one bank to another bank.
- Finalize the broadband policy.
- Many government banks do not have core banking, and many government organization and many institutions both business and private still need to make their processes online, make their internal working online, so that's also another prerequisite for effective use of e-payment mechanisms of the country.
- As we already have a couple of regulations around the electronic payment but we need a comprehensive law for the payment systems as such which govern any kind of payments systems, not just electronic, not mobile but there should be a fair, legal and regulatory framework to govern all of the regulations for the payments in the country.
- The public policy goals should be addressed through this payment strategy and we might highlight the main areas of intervention that we must look into for the operationalization of proper e-payment mechanism of the country.
- The central bank should promote development of infrastructure both in the industry, intra-bank and institutions like government authorities. Government should take appropriate measures.
- There should be fiscal incentives for the development of these kinds of payment instruments. It needs farther detailed look from the government on how to promote online payments and electronic payments through various kinds of regulatory and fiscal incentives.
- The government and the central bank and also the other stakeholders should look into the acts and provide comments as much as possible, and raise their concerns regarding the regulations and the act, which is available, and they should interact with the government and the central bank to highlight their issues in this regard. The central bank should take quick actions to enable that. The private sector and the government sector should come forward and have their capacity to go forward with the online payments in the country.
- A virtual account through prepaid card in a common way – not necessarily a branding with different banks, and just categorically force people to go to a particular bank may be required for smooth functioning of e-transaction.
- There should be an independent and open door policy for accepting POS by all banks, merchant banks and financial institutions.
- Sonali Bank's chalan can go online, web-enabled – actually these 26 banks that are connecting with Sonali Bank in a common settlement can have access through their account to this web and pay from that bank to Sonali Bank, NBR tax or VAT or whatever – it's possible. Given this demonstration, we think that this can start right now.

Focus Group Discussion on Identifying the most burdensome regulatory process facing Business/ Private sector in Bangladesh

The FGD was organized by the DCCI in co-operation with IFC on June 6, 2011 at DCCI auditorium. Mr. Asif Ibrahim, President, DCCI moderated the session.

Recommendations:

- The possible negative aspects of regulations, their implementation and enforcement are: overlapping, duplicating & contradictory rules, no clear rules in some areas at all, requirements are unpredictable, rules and regulations change too quickly, necessity to pay informally everywhere, costs are too high, time consuming, inability of court to protect unfair practices of state officials and lack of fairness in the court.
- In terms of corruption scenario, the regulatory agencies like registration office at the RJSC&F, receiving trade license at local authorities, receiving sector license and permits from the state agencies, dealing with police, NBR inspection, getting land from local authorities, customs offices are full of high level corruption and inspection of local authorities, receiving loans from local authorities and MFIs have corruption level lower than the above mentioned agencies.
- Since two and a half years some of these issues have been changed towards positive direction but the ultimate results are not yet satisfactory.

রজমান মাসে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং পণ্যের গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখে সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলাকাভিত্তিক ও বিশেষায়িত সমিতিগুলোর সাথে মতবিনিময় সভা

১১ জুলাই ২০১১ তারিখে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র (ডিসিসিআই) অডিটোরিয়ামে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীমের সভাপতিত্বে উল্লেখিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান, এম.পি.। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব এ কে আজাদ। এ ছাড়াও বিষয়বস্তুর উপর মুক্ত আলোচনায় বিশেষায়িত সমিতিগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দ সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন। প্রায় শতাধিক উদ্যোক্তা, নীতি প্রনেতা, সরকারী কর্মকর্তা, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

মতবিনিময় সভায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডিসিসিআই প্রটেকশন অব কনজুমার রাইট্স, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস অ্যান্ড মার্কেট মনিটরিং স্ট্যান্ডিং কমিটি-২০১১ এর সমন্বয়কারী পরিচালক জনাব ওয়ালিউর রহমান। কমিটির আহবায়ক মিসেস শামসুনাহার সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতিবৃন্দ এবং পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দও সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দীর্ঘ চার ঘন্টা ব্যাপী আলোচনায় দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার ব্যাপারে বিভিন্ন সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হয়।

ডিসিসিআই সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম মধ্যসত্বভোগীদের দৌরাত্ব কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকারী ব্যবস্থাপনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের মজুদ ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, টিসিবির কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্বচ্ছতা আনয়ন, জেলা পর্যায়ে Consumer Protection Act এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাজের ও বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি দ্রব্যমূল্য রোধে গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের উপরও জোর দেন। তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। ডিসিসিআই সভাপতি রাজনৈতিক দলগুলোকে হরতালের বিকল্প খুঁজে বের করার প্রস্তাব করেন।

এফবিসিসিআই সভাপতি জনাব এ কে আজাদ দেশের মানুষ যেন সঠিক মূল্যে পণ্য কিনতে পারে সে দিকে ব্যবসায়ীদেরকে সচেতন থাকার আহবান জানান। তিনি টিসিবিকে কার্যকর করার প্রস্তাব করেন অন্যথায় টিসিবি এর জন্য বরাদ্দকৃত ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ব্যবসায়ীদের দিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি সাধারণ মানুষের ভোগান্তি লাঘবের জন্য ব্যবসায়ীদের আরো দায়িত্বশীল হওয়ার আহবান জানান।

বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান বলেন, দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধির বিষয়টি ব্যবসায়ীদেরকে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে হবে। তিনি রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য জনগনের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে রজমান মাসে বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা চালু রাখা হবে। তিনি আরো বলেন, আগামীতে পিএসআই ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হবে, যা দ্রব্যমূল্য হ্রাসে সহায়ক হবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান সভায় প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং সময় উপযোগী বলে অভিহিত করেন এবং এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি ডিসিসিআইকে এ সভার সুপারিশসমূহের সারসংক্ষেপ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ জানান।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে যে সমস্ত বিষয়সমূহ সুপারিশ আকারে গৃহীত হয় তার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

১। হরতালজনিত কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর পরিবহন ব্যবস্থা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। তাই হরতালের বিকল্প খুঁজে বের করা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন যাতে এ সমস্ত রাজনৈতিক কার্যক্রম কোনভাবে পরিবহন ব্যবস্থা তথা দ্রব্যমূল্যে কোন প্রতিফলন না ফেলে। চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন মজুদ রয়েছে কি না তা নিরূপণ করা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। বর্তমানে চাহিদা এবং মজুদের ব্যাপারে ভিন্নধর্মী মতামত পাওয়া যাচ্ছে। যখন সরকার বলছে যথেষ্ট মজুদ রয়েছে সেখানে ব্যবসায় প্রতিনিধিবৃন্দ বলছেন তাঁরা সঠিক সময়ে সঠিক পরিমান পণ্যের সরবরাহ দেখতে পাচ্ছেন না। এ ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ বিশেষ ভাবে জরুরী যাতে সঠিক তথ্য প্রকাশ পায়।

২। ডলারের মূল্যমান বৃদ্ধির ফলে এলসি করার সময় যে মূল্যে এলসি করা হয় ক্ষেত্র বিশেষে তা বেশি দামে খালাস করতে হয়। এছাড়া সুদের হারের বাড়তির ফলে উদ্যোক্তাদের মুনাফা মার্জিন হ্রাস পায় একই সাথে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের ইচ্ছা থাকা সত্বেও যৌক্তিক মূল্যে দ্রব্য সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। এ বিষয়ের উপর সরকারের নজর দেয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে স্বল্প মূল্যে ঋণ দেয়া দরকার।

৩। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল পরিবহনের সময় চাঁদাবাজির দৌরাত্ম্য। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বশীলতা এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের অন্যতম উপায়। উল্লেখ্য, গত বছরের চেয়ে এ বছরে রাজনৈতিক অস্থিরতা অনেক বেশি। তাই দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্বশীলতা দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে জরুরী। এ বিষয়ে সরকারের নির্দেশনা থাকা দরকার।

৪। রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দায়দায়িত্ব বেশির ভাগই বর্তায় ব্যবসায়ীদের উপর। যেহেতু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভোগ্যপণ্য যেমন-চিনি প্রায় ৯০%ই আমদানীকৃত। তাই বিশ্ববাজারে মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি স্থানীয় ক্ষেত্রেই পণ্যমূল্য হ্রাস-বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। স্থানীয় পর্যায়ে চিনি কলগুলোর উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। অনেক চিনিকল বন্ধ হয়ে গেছে। গ্যাস সংকট, বিদ্যুৎ সংকট এ সমস্ত কারণে সরবরাহ ও চাহিদার ভিতর পার্থক্য সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যে সরকার ডিও প্রথা বিলুপ্ত করে ডিস্ট্রিবিউটর পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। কিন্তু যদি পণ্য সরবরাহ না থাকে তাহলে ডিস্ট্রিবিউটর পদ্ধতি প্রবর্তন করেও চাহিদা মেটানো যাবে না। আমাদের চাহিদার সঠিক পরিসংখ্যান বের করা এবং তা সর্বস্তরে বিতরণ করা দরকার। বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট সমিতিসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ মনে করেন তাদের সঠিক সময়ে সঠিক পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে পণ্যে দাম বাড়ার কোন যৌক্তিকতা নেই। এ ক্ষেত্রে খাদ্য উৎপাদন, আমদানী এবং সঠিক মজুদের পরিসংখ্যান সর্বস্তরে সহজলভ্য করা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। এর ফলে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে পার্থক্য নেই তা সম্পর্কে সকলে অবগত থাকতে পারবে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যৌক্তিকতাও হ্রাস পাবে।

৫। কিছু কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য যেমন-রসুন, পেয়াঁজ, আদা, হলুদ, মরিচ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ল্যান্ড বর্ডারের মাধ্যমে আমদানী এবং পোর্টের মাধ্যমে আমদানীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের শুল্ক ব্যবস্থা বিদ্যমান। একই দেশে দুই ধরনের শুল্কায়ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। বর্ডারের মাধ্যমে আমদানীর ক্ষেত্রে অযৌক্তিক ট্যারিফ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে অবদান রয়েছে। কিছু কিছু পণ্য যেমন মসলা বলতে কোন কোন পণ্যকে বোঝানো হবে তার সঠিক নির্দেশনা না থাকায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এগুলোর ক্ষেত্রে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

৬। দেশে স্থাপিত চিনিকলগুলো তাদের উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করতে পারছে না। এসব কলসমূহ যদি নিজেদের সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করতে পারত তাহলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হতো। এ বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদে ব্যবস্থা গ্রহণ বিশেষভাবে জরুরী।

৭। দেশীয় উৎপাদিত ডাল মাত্র ৩ মাসের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। আমরা ডাল আমদানীর উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এ বছর সরকার বিভিন্নস্তরে ডাল আমদানীর বিষয়ে নিদিষ্ট মাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তাই অনেক আমদানীকারক প্রয়োজন অনুযায়ী আমদানী করতে পারছেন না। মনে করা হচ্ছে, যে পরিমান ডাল মজুদ আছে তা চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত নয়। এজন্য সঠিক আমদানী পদ্ধতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণে সুনজর আশা করি।

৮। সরকার এবছর ডিস্ট্রিবিউটর নিয়োগের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার ব্যবস্থা নিয়েছেন। দেশে যে সব ভোজ্যতেল শোধনাগার ছিল সেগুলো পুরোপুরি কার্যকর নয়। যার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। ট্যারিফ ভ্যালু এর কারণে শিশু খাদ্য, ভোজ্যতেল, চিনি ইত্যাদির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। ডলারের উচ্চমূল্য, লাল ফিতার দৌরাত্ম্য, এনবিআরের উদাসীনতা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ। ডিস্ট্রিবিউটরশীপ আইন রিভিউ করা দরকার বলে ব্যবসায়ীরা সুপারিশ করেন।

৯। এফবিসিসিআই ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনরের সাথে সাক্ষাৎ করে খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে শুল্কায়ন হ্রাস করার জন্য অনুরোধ করেছেন। ডিও প্রথা চলমান না করার অনত্যম কারণগুলো হলো, প্রতিটি হাতবদলের কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। অনেক ক্ষেত্রে ডিও ধরে রাখা হয়। তাই এ বছর ডিও প্রথা বাদ দিয়ে ডিস্ট্রিবিউটর নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে ডিস্ট্রিবিউটরশিপের পাশাপাশি ডিও প্রথা চলতে পারে বলে মতামত প্রকাশ করা হয়। এ কথা অবশ্যই ঠিক যে, ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তারা শুধুমাত্র ব্যবসাই করেন না এ সমস্ত দ্রব্য সঠিক দামে ক্রেতাদের হাতে তুলে দেয়াও তাদের অন্যতম দায়িত্ব। এফবিসিসিআই সভাপতি বিভিন্ন কোম্পানী/ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভোজ্যতেল এবং চিনি মজুদ এবং এলসি খোলার পরিমাণ উল্লেখ করে বলেন, পরিসংখ্যান মতে এ সমস্ত পণ্যের মজুদ চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি। তাহলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেল কেন?

তিনি এ ব্যাপারে বিশেষায়িত সমিতিসমূহের প্রতিনিধিদের প্রদত্ত তথ্যের চ্যালেঞ্জ করে বলেন, এ ব্যাপারে তারা যদি লিখিত ভাবে এফবিসিসিআইকে জানায় তাহলে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কারণ চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক তথ্য জানা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী, আমদানীকারকের ক্ষেত্রে উৎপাদন বন্ধ থাকায় যে ক্ষতি হয় তার জন্য অতিরিক্ত ব্যাংক ঋণের দায়ভার কেউই বহন করে না বরং উদ্যোক্তাকেই এ ক্ষতি বহন করতে হয়। তাই উদ্যোক্তাদের সরকারের নিকট থেকে সঠিক তথ্য পাওয়া এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে তা ভুল প্রমানিত হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করা হবে এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার। তিনি বলেন, আমাদের দেশের পোশাক শিল্পের রপ্তানী অর্ডারগুলো বিদেশী ক্রেতারা বাতিল করে দিচ্ছে এবং এ অর্ডারগুলো চলে যাচ্ছে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়ায়সহ অন্যান্য দেশে। তিনি বলেন, এর ফলে শ্রমিকদের বলা যাবে না যে, তাদের বেতন প্রদান করা হবে না। বিদ্যুতের, গ্যাসের বিল, কর্পোরেট কর কম দেওয়া যাবে না। তাই ব্যবসায়ীদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে এ সমস্ত অবস্থার মোকাবিলা করতে হবে। আলোচনার শুরুতে বলা হয়েছে হরতালের ফলে পরিবহন ব্যবস্থা বাধাপ্রাপ্ত হয় যা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। তিনি ব্যবসায়ীদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে হরতালের মত রাজনৈতিক কর্মসূচী প্রতিহত করার পরামর্শ দেন।

১০। দ্রব্যমূল্য নিরসনে অটোমেশন এবং বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সঠিক গবেষণা দরকার। এ ছাড়াও একটি পণ্য ক্রয়ের সাথে সাথে রিসিট প্রদান করা দরকার। এর ফলে স্টক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এ ব্যবস্থা কার্যকর করা দরকার।

১১। পিএসআই পদ্ধতির ফলে ১% সার্ভিস চার্জ পণ্যের দামের সাথে যোগ হওয়ায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। এ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।

১২। কৃষিপণ্য বিতরনে কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং চিনিকলগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিএমআরই অবিলম্বে করা উচিত।

১৩। প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে সঠিক ভূমিকা পালন করতে হবে যাতে তারা এমন কোন মন্তব্য না দেন যার ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উৎসাহমূলক প্রভাব প্রতিভাত হয়। বিশেষ করে মিডিয়ার টক শোতে সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য এমন হওয়া উচিত নয় যা তথ্যভিত্তিক নয় কিন্তু সমাজের মানুষের মনে বিষয়টি সম্পর্কে বিভ্রান্তির জন্ম দেয়।

১৪। মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকারী ব্যবস্থাপনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের মজুদ এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা এবং এ ব্যাপারে ক্রমাগত সার্কুলার জারীর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে আশ্বস্ত করা যাতে Demand এবং Supply Gap এর কারণে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে এ রকম ধারণা মানুষের মধ্যে না জন্মায়।

১৫। উপজেলা পর্যায়ে গ্রোথ (Growth) সেন্টারগুলোকে কার্যকরী ভাবে কৃষিপণ্য মজুদ রাখা এবং তাদের সাথে শহর পর্যায়ে বড় বড় বাজারগুলোর নেটওয়ার্ক স্থাপন যাতে ক্রমাগতভাবে অযৌক্তিক মধ্যসত্তভোগীদের দৌরত্ম্য হ্রাস পায়।

১৬। টিসিবির কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা আনয়ন এবং টিসিবিকে শক্তিশালী করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ। প্রয়োজনে Public Procurement Act, 2006 এর টিসিবি'র ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নের ব্যবস্থা।

১৭। জেলা পর্যায়ে Consumer Protection Act এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন।

১৮। দেশে প্রায় দেড় কোটি কৃষক তাদের কষ্টোপার্জিত সম্পদের মাধ্যমে আমাদেরকে আমিষ এবং প্রোটিন সরবরাহ করছে অথচ দ্রব্যমূল্য বাড়তিজনিত অবস্থার কোন সুফল তারা পাচ্ছে না, এ ব্যাপারে Digital Market কোন ভূমিকা রাখতে পারে কিনা তা বিবেচনা দরকার।

১৯। কতগুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের ক্ষেত্রের Supply-Chain বিশ্লেষণ করে কোন পর্যায়ে মূল্য বৃদ্ধির কৌশল বাস্তবায়িত হয় এবং তা পরিহার করার জন্য কি ধরনের নীতিমালা নির্ধারন করা যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার।

দ্রব্যমূল্যে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আনার জন্য উনিশটি সুপারিশ এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে একটি বিষয়ে সকলে একমত হয়ে গুরুত্ব প্রদান করেন তা হল সরবরাহ এবং চাহিদার সঠিক পরিসংখ্যান সকলের জন্য সহজলভ্য করা যাতে অকারণে সরবরাহ স্বল্পতার দোহাই সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা না দিতে পারে। একই সাথে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অফিস/প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশেষভাবে তৎপর হওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়।

এ সভার মাধ্যমে দলীয় এবং বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক দলগুলোকে হরতালের বিকল্প খুঁজে বের করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। হরতালের ভাল এবং মন্দ উভয় দিকগুলো নিয়ে একটি বিশ্লেষণধর্মী Study অবিলম্বে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন, কারণ পৃথিবীর কোন দেশে বাংলাদেশের মত হরতাল প্রতিপালিত হয় না। হরতালের একটি পুর্নাঙ্গ Definition আমাদের খুঁজে বের করা দরকার যা সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে। হরতালের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং বিশ্বে বাংলাদেশের ইমেজ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তা বিরোধী এবং ক্ষমতাসীন দল উভয়েই অবগত রয়েছেন। বাংলাদেশ বর্তমানে একটি Transitional অধ্যায় অতিক্রম করছে। আমরা আগামী দশ বছরের মধ্যে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখছি। যা থেকে আমরা কোনভাবেই পিছিয়ে পরতে পারিনা। আমাদের এ প্রাণপ্রিয় দেশের জন্য যে সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে তা যদি আমরা ধরে রাখতে না পারি তাহলে রাজনৈতিক দলগুলোর অনুশোচনাই সব চাইতে বেশি হবে। তাই দলমত নির্বিশেষে হরতালের মত ক্ষতিকর রাজনৈতিক কর্মকান্ড বন্ধ করার ব্যাপারে ঐক্যমত্য প্রয়োজন।

Seminar on 'growing trend of counterfeit in Bangladesh and its effects on the growth of national economy and consumer rights'

The seminar was jointly organized by International Property Association of Bangladesh (IPAB) and Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) that was held at the DCCI auditorium on 13th July, 2011.

Recommendations made at the Seminar:

- As the counterfeit products are sold in the market, the genuine product sale is decreased that directly affects the profitability of the IP owner. So, counterfeit should be strictly handled.
- Through tax evasion, counterfeit products reduce government revenues. So, government can increase revenue by imposing tax and ban counterfeit production.
- Patents, trademark, copyright, industrial designs etc. are being copied in Bangladesh which is a real threat for the IP owners. IP situation in Bangladesh is not in a stable one. Emphasis must be given to this issue.
- Government has taken some initiatives but the industry players should play the main role in this regard.
- The IP owners are not getting the recognition and reward of their innovation due to the tendency of theft, piracy, fake and counterfeit of IP. So, they are not encouraged to new innovations. This tendency must be stopped at any cost because not only the IP owners are being affected but also general people, customers and consumers are also being affected due to counterfeit.

- The manufacturers of counterfeit products must be brought under law.
- The people of the society should be made aware of the fact that counterfeit is a crime.
- An integrated role should be played by all to protect IPR in Bangladesh.
- The IP owners should be given their proper recognition and royalty. The consumers, companies and the country all are affected due to counterfeit products. So, policy makers should keep in mind these three important issues in time of making policy.
- A separate wing in the law enforcing agency should be made to deal infringement of IPR and counterfeits.
- A joint program is needed to create awareness among the consumers and related bodies.
- There is a need to speedy resolution of application for patents, copyrights, design, trademarks etc.
- There should be an action plan for the government to stop the smuggling activities, make the people aware and use the media both print and electronic to create an anti-smuggling drive.
- There is no training program for the members of law enforcing agency to identify the fake products. So, training program for them should be introduced so that they are aware of the fake products.
- It has been said in the law that the artists will get royalty through the Collective Management Organization (CMO). Artists should come forward unanimously to raise their voices in terms of getting their rights.
- The industrialists should play a major role in this regard. A little booklet can be prepared with all required information about trademark.
- Awareness is needed for the law enforcing agency and Judiciary. Acquiring knowledge is a must as due to the lack of knowledge the misinterpretations of laws are being in preactice.
- The lengthy legal process should be shortened as much as possible. The approved investigators need to be appointed who will investigate the companies so that the total time required can be reduced.

Seminar on Export with Japan seminar

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) Research Cell organized a 'Dialogue on Diversification of Exports of Bangladesh to Japan' on 14th July 2011. This dialogue was organized to enhance trade with Japan through providing a number of facilities.

Recommendations from this Dialogue are given bellow:

- Bangladesh government must take measures to develop a policy to supply uninterrupted power, gas and electricity to the established industries including RMG units.
- Workers should be trained to handle Japanese buyers and the Japanese retail marketing system and distribution channels.
- A single country fair or international fashion fair (IFF) in Tokyo could showcase Bangladeshi products.
- An established Economic Partnership Agreement (EPA) between Bangladesh and Japan can also play an important role in moving this issue forward.
- The Japan External Trade Organization (JETRO), Japan Textiles Importers Association (JTIA) and local Japanese companies in Bangladesh should be urged to help inspect and monitor product quality to ensure adherence to standards set by the Japanese government.

- A promotional campaign for proper channeling of products in Japan and production of information materials are tools that are needed to grow market share.
- Japanese buyers and investors should be invited to Bangladesh to broaden trade linkages.
- Bangladeshi Mission in Japan should set target specific strategies in consultation with various trade bodies to introduce Bangladesh's export products to Japanese market.
- In order to provide various services to the Japanese Entrepreneurs, "Japan Desk" may be opened in the Bangladeshi mission at abroad.
- Population in Cambodia is 1.3mil, in Myanmar 59mil only. Bangladeshi biggest resource is Human resource and its Population. People will be transformed from Simple Labor to Sophisticated labor and big Consumer soon.
- Going more to Diversification and Value addition, Japanese business will be more important partner to Bangladesh. Trade relation with Japan will also be developed in a good shape.
- Problem of Power or Infrastructure is all-known issue. It should be clear how to utilize FDI for the country's long term growth.

Seminar on Alternative Sources of Finance for Small & Medium Enterprises

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) and SEAF Ventures Management LLC (SEAF VM) jointly organized a seminar on 'Alternative Sources of Finance for Small and Medium Enterprises' at DCCI auditorium on 20 July 2011. Dr. Atiur Rahman, Governor, Bangladesh Bank was present as the Chief Guest while Asif Ibrahim, President, DCCI chaired the seminar.

Recommendations:

- We should intensify our efforts to develop SME sector to grow industrial base and volume of foreign trade.
- SMEs need to upgrade their technological capabilities and produce more quality products at a competitive price.
- The access of SMEs to the range of financial services is a key issue that needs to be considered.
- SME owners need to acquire and learn institutional, academic, and managerial education. Besides, conduct regular research is important for SMEs development.
- Arranging financing fairs can be a better way to arrange financing for SMEs. It can bridge the gap between entrepreneurs and lenders. At the same time, it can be an attempt to extend the much-needed financial services to prospective small and medium entrepreneurs across the country.
- To promote the SMEs, the equity financing as an alternative financing option can be developed in Bangladesh. Financing is much needed for SMEs and the people of our rural areas should be included in the financing initiative.
- In the fast moving economy of our country we should look into the matter of early financing process/file processing.
- Commercial value of intangible items or intellectual property should be identified as a unique method to support innovations of SMEs.
- Need to be provided with long-term loan with minimum interest rates and business assistances in the emerging markets.

- BB's financial inclusion drive is working to redress this market failure, engaging all commercial banks and financial institutions in a comprehensive countrywide SME credit promotion program. This will help the SMEs through diversification of investment and loans of Commercial Banks and Financial Institutions.
- Need to support development of SMEs, with financial as well as technical support through SME Foundation and other departments. The just launched online CIB services of Bangladesh Bank can facilitate SME financing activities in a faster and more transparent way.

In line with Bangladesh Bank, Private Sector Financing Institutions/WBFIS/Venture Management Firms should come forward for the farmers of our rural areas.

Seminar on Draft Competition Law

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) was organized a seminar on "Draft Competition Law" on October 1, 2011 in the DCCI auditorium. The objectives of the seminar were to: highlight the importance of the Competition Law in Bangladesh, utilize the benefits of Competition Law, create awareness among the general people and businessmen, and put forward recommendations implementation for enabling a level playing field for all including micro, small and medium entrepreneurs in Bangladesh.

Recommendations from this seminar are given bellow

- It is very important for the government to distinguish between acceptable competitive market responses and non-competitive practices. The criteria to be considered for identifying the anti-competitive activities should be mentioned in the law clearly.
- In the draft Competition Act it has been mentioned that a Competition Commission will be formed to operate and supervise the compliance of the Act. The Commission should perform its activities in a fair and independent way. For this purpose the Chairperson and the members of the Commission should be appointed on the basis of skill, ability, knowledge, experience and having background in Law, economics and trade rather than political consideration. The Commission must work transparently and neutrally.
- Till now, the activities of different Commissions in Bangladesh are sometimes questionable. So, government should consider it before establishing a new Commission. There must be appropriate disclosure provisions in the law to enable the investigators and the judiciary to have access to the business information that is essential for the conduct of the investigation and trial without violating confidentiality. The absence of such provision will make it difficult to access firm level data that are required to establish anti-competitive behavior.
- Competition Commission should be provided with a time frame for graduation subject to its performance. At each stage the Commission shall provide justification for extension of its life with proof of evidence that it has been successful within the limits of its TOR. There may be three phases (Phase I – Capacity building and analysis of markets, Phase II – Referee body for the Parliamentary Committee on Commerce for onward action by the Ministry & Phase III – Quasi-judicial body) where Phase I must provide evidence of good analysis and research in order to graduate to Phase II, Phase II must provide evidence of prosecution through their inquiry in order to graduate to Phase III.

- Multi National Companies (MNCs) are dominating powers to control over trade and investment. As a part of their global strategy, they may find it advantageous to shut down production of certain item of one country and have that market supplied from another plant by going to scale in that country. The Small and Medium Enterprises (SMEs) having limited resources are not capable to compete with these financially strong MNCs. That is why the pure competition is not really seen anywhere of the world. So, Bangladesh needs to know how to address the situation of potential threats from MNCs and at the same time take care of the domestic issues.
- The Competition Act that will be enacted in Bangladesh should be favorable to the entire sections of the society including the business sector. However, there may be differences in opinion regarding the nature and scope of the law. The essential thing is that whatever law is finally agreed upon and enacted, it must be non-discriminatory and operational.
- The enactment of the law is only the start of a long journey. The main challenge will be to implement it. Competition Law is present in about 110 countries around the world. But very few countries could see the success of the implementation of this law. So, to implement the law, government should consider all the laws and aspects related to Competition.
- Consumers' Rights protection Act of Bangladesh should be complimentary to the Competition Law.
- Competition brings efficiency and innovation. The speculative behavior in the market will be reduced through the implementation of Competition Law in Bangladesh.
- Merger and Acquisition are not always anti-competitive behavior. It depends on situation to be anti-competitive or not. Businesses should not be controlled by this Law rather it should promote business.
- The competition law should be enacted in a way so that the local industry is not hampered and anybody can not manipulate the law for fulfilling his/her ill motive.
- The Law should be a general law with very few exemptions. The independence of the Commission is very important as the budget of the commission is not under its control.
- There should be effective parameters to measure the credibility of the complaints. The investigation process should be a limited time bound i.e. for six months or 1 year.
- The Competition Law will be effective for removing the syndication ill-business if it exists in Bangladesh.
- The Competition Law is very important to dramatically enhance the investment in the country. Unfair commercial practices are expected to be reduced by the enactment and implementation of the law.
- The penalty for unfair competition, unfair advertisement and counterfeit business should be very strict. It should not be a fine of Tk. 10,000 or 6 months' imprisonment rather it should be really a strict one.
- The main objective of the Competition law should be to ensure fair price for all products and services in the market.
- The draft competition law should be given in the website before being approved in the Cabinet meeting.
- The business leaders and the regulatory body should collaborate to ensure the enforcement and compliance of the law. And to implement the competition law in Bangladesh, the BSTI should be made much stronger.
- The Intellectual Property Rights (IPR) law should also be strengthened along side the Competition Law.

Consultation Meeting On Drafting a New Companies Act for Bangladesh

A consultation session on "Drafting a New Companies Act for Bangladesh" was held on 4th October, 2011 in the Palash Room of Ruposhi Bangla Hotel. The session was jointly organized by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and Bangladesh Investment Climate Fund (BICF). Mr. Asif Ibrahim, President, DCCI chaired the session.

Recommendations of the Consultation Session:

- Several laws in the Act need to be amended and new provisions need to be included in order to simplify business processes and make it easier for businesses to operate.
- Whatever Act is finally drafted and enacted, it must be non-discriminatory and operational. The discrepancies in the Bengali and English versions of the Companies Act must be removed.
- Electronic communication and technological aspects should be focused in the Companies Act and the Act must be private sector friendly. The new Act should bring dynamism in the present businesses; simplify business process and supportive to SMEs.
- A new company law is a "must" because of the global scenario and exponential growth that the country's trade and business had witnessed since the last law was enacted 17 years back.
- The new Act must include some provisions dealing with the situation that arose after the recent digitization of the office of the registrar of joint stock companies and firms.
- In Bangladesh about 96.7% of the enterprises are from the Small and Medium Enterprises (SMEs) group which reminds us about their importance in the economy. So, SMEs situation should be brought under the purview of law and regulations.
- Presently there is a need for registration of companies at different offices for different purposes; a company has to be registered with RJSC, BOI and also Bangladesh Bank and even many more in different cases. So, online connectivity among all business supporting offices should be allowed to ensure access to all related information of a particular company willing to start a new business which will reduce the sufferings of an individual entrepreneur to shuttle from one office to another.
- Emphasis should be given on a multi jurisdictional, comprehensive and updated Companies Act that will ease new entry, reduce cost of doing business and provide supports to cross the national boundary.
- In the existing law, an individual is not allowed to float a company. In the draft Act, there should be a provision to allow flotation of a company by an individual alone.
- There should be an option to download the Act from website. The name of the Registrar of Joint Stock Companies (RJSC) should be changed to Registrar of Companies (RC).
- No guidelines have been given in the existing companies Act regarding financial reporting. So, the new Act must include the financial reporting process. There is a need of proper co-ordination between the Companies Act and the financial reporting Act-2010.
- AGM is a guarantee for the investors that once a year they have something to say. The dividend should not be based on the net accumulated loss rather it should be based on net accumulated profit.
- The issue of alternate directors should be much more clarified; mandatory shares buy back should be included in the Act. AGM should not be avoided for the private companies; new provisions for single person company can be included.

- In the existing Act nothing has been mentioned about interim dividend. In India, there is a provision that the interim dividend should not be given from the retained earnings. For paying interim dividend retained earnings should not be used.
- The companies need to submit a lot of forms to the RJSC with different time limit that should be brought under a uniform system. A fixed time is required for the notice period of AGM and the new Act should include everything about the preparation of annual report.
- Role of minority interest is very important for fair trading. In Bangladesh there is no exit policy but the investors want to know about the exit policy before investing especially by the foreign investors.
- There may be onerous restrictions for ensuring transparency and duties of the directors and disqualification to be a director should be mentioned in the new Act. Director's responsibilities should be one of the core issues of the Companies Act.
- There is nothing mentioned in the existing Act about the unclaimed dividend. The new Act may provide a provision so that this unclaimed money can be utilized by the company to increase the interest of the shareholders.
- If any company gives fake report, it should be punished severely through enforcement of the Act and close monitoring. There may be chartered secretary who can certify the interest of the shareholders like the policies existed in Malaysia.
- The administration of the Act should be changed. The RJSC should take less time to give the certified copy. Most of the listed limited companies in RJSC don't submit necessary reports to RJSC at the year end that should be monitored strictly.
- The prescribed qualifications of the company secretary should be clearly mentioned in the new Act. The full automation of the Registrar of Joint Stock Companies (RJSC) should be ensured and all the sections of the Act must be strictly followed.
- SMEs are the backbone of the economy. The cost of creating SMEs is very high and the regulations are very complex for SMEs. In the existing Companies Act, there is no proper direction for small business. So, this aspect should be considered as well.
- Appealing to the high court for any clause of the object clause is very lengthy process that needs to be shortened. The lack of logistics support in the RJSC is liable for most of the problems. So, these provisions could be removed but before that required research is needed to take concerns of all quarters.
- The annual reports of the respective company should be uploaded in the website in order to ensure proper and quick dissemination of Company's information and ensure continuity.
- The new Act should not be only for limited companies. The description of all sorts of businesses should be addressed in the new Act. The questionnaire should be discussed with all the stakeholders.
- There is a need to harmonize the companies act with all the related laws to avoid the problem of overlapping jurisdiction.
- The service sector is very important for our economy and GDP. So, service sector should be included in the new Act. The renewal system of the registration should be simplified and it can be made automated through on-line.

Seminar on PPP for Rapid Economic Growth

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) in partnership with Metropolitan Chamber of Commerce & Industry (MCCI) and Small and Medium Scale Enterprise Foundation (SMEF) arrange a two days National Conference on "Public-Private Partnership for Rapid Economic Growth" was held on 17-18 October, 2011

The titles of the session were as fellows:

1. National Conference on "Public-Private Partnership for Rapid Economic Growth" on 17th October 2011.
2. Working Session on "Public-Private Partnership for Rapid Economic Growth" on 18th October 2011.

Recommendations from this two days Conference are given bellow:

- China's labor cost is very high comparing to other countries and it is being increased day by day. The investment is being transferred to other countries. So, Bangladesh can easily grasp a portion of that investment if extensive research is done to know the demands of the investors.
- The project 'BUILD' must not have a finite life. It should continue to act as strategic partner of the government for private sector friendly policy formulation.
- The Government needs to work more sincerely to create business-friendly environment and reduce cost of doing businesses.
- Registrar of Joint Stock Companies (RJSC) should be fully automated and system need to work properly.
- There is a need to emphasize on establishing a co-ordination between the private and public sectors of the country for bringing effective, concrete and demonstrable changes in the development process.
- The government should involve private sector more in policy formation to increase the competitiveness of Bangladesh as Bangladesh is in the 108th position in the World Competitiveness Report- 2011.
- Bangladesh needs proper coordination between the public and the private sector for bringing an enabling environment for achieving various targets.
- The right people should be in the right position of the thematic working group of BUILD for better output and making BUILD a successful project.
- The government can take BUILD as a key channel for reform recommendations that will be backed by solid research and advocacy. BUILD will act as a key think tank & centre of knowledge, data and experience on private sector issues can be disseminated and shared through the project.
- BUILD can be a facilitator for the investment processes of the private sector and can make a difference to change lives.
- For the academia, BUILD can be a partner in undertaking private sector research and can act as a transmitter of the findings of the research to the right ears.
- Private sector believes in "BUILD", so the government should also believe in BUILD. The implementation of PPP can be an important tool for private sector-led development of the country and reducing the poverty level & increasing the standard of living.

- The Project on Business Initiative Leading Development (BUILD) should work as a platform for public and private sector and to discuss policies and necessary reform proposals to take decision across the table suitable for all. BUILD should help the stakeholders a vehicle for research-based policy linkage and take evidence based decision.
- BUILD should not be a talk-shop. There is no alternative to research for the rapid economic growth of Bangladesh that the job BUILD can do.
- BUILD should through extensive research find out at least 50 projects that are viable for effective PPP. Research data can also facilitate the political negotiation of the government with other countries.
- BUILD should act as a platform for sustainable and forward working dialogue between the Public and Private Sector. The strong platform supported by different working groups should move together to provide practical actionable solution to promote business and attract investment. The platform will allow policy makers to take action-oriented decision based on consensus and in turn expedite decision making process of the government.
- Domestic private sector investment and Foreign Direct Investment (FDI) both needs to be increased for the real growth of the country.
- BUILD can take the innovative initiative to digitize the land record system of Bangladesh.
- Young generation from 18-30 years should be involved more to shape the country to a standard stage. Political support and facilitation is very crucial for implementing this type of project.
- A proper guideline for the private sector by the government is very much needed.
- BUILD should be able to bridge the gap between the government and the private sector. It should have a specific organizational structure. All the Chambers of Bangladesh should be involved with the BUILD initiative. BUILD should also have strong linkage with PPP office, BOI, BEPZA and other public sector organization. The involvement of the high officials of the public sector with the BUILD initiative should be ensured.
- BUILD should provide positive impacts to accelerate the economic development of the country. Private sector should be involved in the national planning procedures as they are the key force of development and achieving the targets of Sixth Five Year Plan (SFYP) and Vision-2021.
- Domestic and Foreign Private sector investment must be increased so that government has to take fewer loans.
- The manufacturing sector should create more jobs and the low-skilled employees of agriculture sector should be transferred to manufacturing sector.
- Interaction between the public and the private sector is a must to create an enabling environment for the proper development.
- Board of Investment (BOI) should be friendlier in dealing with private sector investment issue.
- BUILD can lead policies towards right direction through research and analysis.
- PPP framework should not be used in a Public-Private Dialogue (PPD) process.
- Public-Private Partnership (PPP) can be included as one of the Thematic working groups of BUILD.

- The energy, power, human resource and infrastructure should be given priority to be included with the list of challenges of BUILD. Service sector should also be included in the thematic group of BUILD.
- Business should be put aside from the political pressure if it is considered as the tool for growth and development of the country.
- Togetherness of all the Chambers of Bangladesh is a key point to get success of BUILD.
- The most important factor is the trust building between the public and the private sector.
- Mass awareness is needed to ensure that the private sector can achieve the targets through the facilitation of the public sector.
- Monitoring and solving the barriers of policy should be a major motive of BUILD.

Seminar on E-learning readiness

Recommendations for Bangladesh towards E-Learning Readiness:

Analysis on various area of e-learning shows it obvious that a developing country like Bangladesh has a long way to reap the full potentials benefits of E-Learning. As a first step, we should follow the proven path already been taken by the high ranked E-Learning ready countries. From those perspectives we can make the following recommendations to follow in several sectors in Governments as well as other organizations based on the criteria considered by Economist for e- Learning readiness ranking.

Recommendations for Government:

Government should play the leading role to spread and reap benefits from e-Learning. We have come up with some useful recommendations for doing this:

1. Analyze the needs of the end users- learner's requirements, learner' environments and choice, etc.
2. Recognize the benefits and take steps to grow confidence through success stories.
3. Should take the necessary steps to develop proper ICT infrastructure required for e- Learning.
4. Define a national strategy for moving towards and encourage others towards deploying e- Learning.
5. Build cooperation with other non-government sectors and organizations.
6. Should take strong and goal oriented initiatives to migrate all of it's paper-based services into e-Governance
7. Should take positive steps to develop various training programs for government employees to improve their efficiency.
8. Should give encouragement and proper incentive to participate in the training programs.
9. Should guide the members for advocating E-Learning for mass motivation.
10. Should take necessary steps to provide financial facilities for those who are interested to deploy e-Learning.
11. Develop and legal issue concerning e-Learning.

Recommendations for Industry:

In Bangladesh private sector organizations play a very significant role in the economy. So they should prepare themselves to introduce and advance e-Learning through their organization. Some useful recommendations are:

1. Develop ICT infrastructure within the organization and provide in house training through e-Learning systems.
2. Encourage production of e-Learning modules by being a consumer of the modules or by producing them.
3. Take initiatives to build partnership programs with government and other peer organizations on a win-win condition.
4. Develop sustainable business models by bringing innovative ideas to create new horizons.
5. Gain sustainability by involving with government strategies, action plans and implementations.
6. Organize and support research and development works in novel ways.

Recommendations for Society:

Mass people and culture is important for adoption of e-Learning. Social view for technology and mod ern learning methods should be adaptive. Recommendations for people can be summarized below:

1. Social motivation should be positive towards education.
2. Positive attitude to adopt innovating technology and thinking such as novel learning methodologies.
3. Activities should be taken to increase self-awareness.
4. Understanding the need of current competitive world.
5. Motivate the government and other organizations to reflect views of mass people.

Recommendations for Education:

Education sector will establish e-Learning and in return will be nourished by e-Learning. For the purpose of educating mass people of Bangladesh and to reach the general education to the remote areas e-Learning can play very important role. To fulfill this purpose, education system should

1. Provide improved and sustainable platform for e-Learning.
2. Open ICT departments to enhance ICT based knowledge.
3. Present an integrated framework for e-Learning.
4. Introduce ICT as a tool for improved teaching and learning experience.
5. Develop curriculum and content for e-Learning preferably in native language.
6. Arrange training for teachers and instructors.
7. Design standard for evaluation of e-Learning systems.

ঢাকা চেম্বার কর্তৃক আয়োজিত "ব্যবসায় প্রসারে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন" শীর্ষক সেমিনার

৩০ অক্টোবর, ২০১১ তারিখে ঢাকা চেম্বার **"ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ভূমিকা"** শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এম.পি.। ঢাকা চেম্বারের সভাপতি জনাব আসিফ ইব্রাহীম সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি মহোদয় তার বক্তব্য প্রদানকালে বলেন যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে পুলিশ অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় দেশে প্রতি ১১৩৩ জন লোকের জন্য একজন পুলিশ কাজ করছে। দেশজ কোন গুরুত্বপূর্ণ সময় বা ক্ষেত্র বিশেষে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রয়োজন হলে এ হার আরও হ্রাস পায়। পুলিশের আবার রয়েছে নানা রকমের বিভাগ, যার মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। বর্তমানে পুলিশ স্টেশনের সংখ্যা রয়েছে ৪৯০ টি। একটি সমীক্ষায় দেখা যায় দেশের প্রায় ৪০% ম্যানেজার মনে করেন বাংলাদেশে 'ক্রাইম' ব্যবসার ক্ষেত্রে অন্যতম বড় সমস্যা, অন্যদিকে একই সূত্রে দেয়া যায় প্রায় ৫৮% ম্যানেজার মনে করেন 'দুর্নীতি' বাংলাদেশের সব চাইতে বড় সমস্যা। ডিসিসিআই মনে করে পুলিশ ও অন্যান্য সংস্থার কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারকে আরও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন, Good Governance নিশ্চিত করা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বাড়ানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে জনসচেতনতামূলক পদক্ষেপও গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতির ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড দারুনভাবে ব্যহত হচ্ছে। এটি একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এখনই প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সফলতা বা ব্যর্থতার উপর নির্ভর করে সরকারের ভাবমূর্তি এবং পাশাপাশি দেশের ভাবমূর্তিও। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদনের জন্য শুধুমাত্র পুলিশ প্রশাসনের উপর নির্ভরশীল থাকা নিঃসন্দেহে ঝুঁকিপূর্ণ। পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদেরকেও সক্রিয় ভূমিকা পালন এবং জনগণের মাঝেও এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

রাজধানীতে অতিরিক্ত বাড়তি জনসংখ্যার চাপ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আর একটি কারণ। যদিও বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার বর্তমানে ১.২৩% কিন্তু ক্যাপিটাল সিটির জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার ২০০২ এ ছিল ৪.৫%, বর্তমানে এ হার প্রায় ৭%, অন্যদিকে Seasonal migration ধরা হলে এ সংখ্যা আরও বেশী হবে। অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রম অবনতির মধ্য যথেষ্ট যোগসূত্র রয়েছে। তবে এখানে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা দক্ষতা। সঠিক জনগোষ্ঠিকে সঠিক ক্ষেত্রে পূর্ণবাসিত করতে না পারলে এ জনগোষ্ঠিকে জনশক্তিতে পরিণত করা সম্ভব নয়। বাংলাদশের Vision 2021 লক্ষ্যমাত্রা এবং আগামী ২০২১ সালে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের সামগ্রিক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বিষয়গুলোকে নজরে এনে তা মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

দেশের প্রায় সব বড় বড় শহরেই যানজট একটি বড় সমস্যা। বিশেষ করে ঢাকা শহরে এ সমস্যাটির চিত্র আরো ভয়াবহ। নব্বই এর দশকে ব্যাংকক শহরের প্রধান সমস্যা ছিল যানজট। সুপরিকল্পিত পরিচালনা এবং যুগোপযোগী নীতি গ্রহণের মাধ্যমে তারা এ সমস্যা হতে বের হতে পেরেছে। এর ফলে শুধুমাত্র জনগণের হচ্ছে না অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি এক গবেষণায় জানা গেছে যে প্রতিবছর জনগণের প্রায় ৮.১৫ মিলিয়ন কর্মঘন্টা রাস্তায় নষ্ট হয়, যার প্রায় ৮০ শতাংশ-ই (৩.২ মিলিয়ন) ব্যবসায়িক কর্মঘন্টা এবং টাকার অংশে হিসাব করলে এ ক্ষতির পরিমান বছরে প্রায় ২০,০০০ কোটি টাকা যা দিয়ে অনায়াসে পদ্মা সেতুর মত একটি সেতু নির্মাণ করা যায়। শুধুমাত্র রাজধানী ঢাকায় এ ক্ষতির পরিমাণ ১০ হাজার কোটি টাকা। অর্থনৈতিক ক্ষতি ছাড়াও মানসিক পীড়া, জ্বালানীর অপচয়, স্বাস্থ্যের ক্ষতি এবং ভালো ভালো সুযোগ নষ্ট হওয়ার জন্য যানজট দায়ী। এছাড়াও যানজটের কারণে প্রায় ২,২০০ কোটি টাকার সমতূল্য পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে এবং প্রায় ৫৭৫ কোটি টাকার জ্বালানীর অপচয় হচ্ছে। এ যানজট নিরসনে সরকারের তড়িৎ কর্মপ্রচেষ্টা দরকার; তা না হলে ঢাকা সহ দেশের সকল বড় বড় শহরগুলোতে "স্টপ এ্যাট ডোরস" পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যা কোন ভাবেই কাম্য নয়। এ জন্য ট্রাফিক আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে। নীতি নির্ধারকদের এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে কারণ আরো বিলম্ব হরে এ সমস্যা সমাধানের আর কোনো সহজ পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে না পারলে বিভিন্ন দুর্ঘটনা আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়েও দেখা দিতে পারে। বিগত ৩রা জুন, ২০১০ তারিখে নিমতলীতে যে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটে তাতে অনেক প্রাণহানি এবং জানমালের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এ ধরনের ঘটনার যাতে পুনঃরাবৃত্তি না ঘটে, জানমালের ক্ষতি না হয় সে ব্যাপারে আমাদের সবাইকে একটি দীর্ঘ মেয়াদী সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

সেমিনারে উপস্থিত ঢাকা চেম্বারের প্রাক্তন সভাপতিমণ্ডলী, বর্তমান ও প্রাক্তন উর্ধ্বতন সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতি, পরিচালকবৃন্দ এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন যা নিম্নরূপ ঃ

১। Commercial Ges Residential area গুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা, কারণ বর্তমানে কিছু উল্লেখযোগ্য শহর যেমন ঢাকা, চট্টগ্রামে ক্রমাগত বিশাল ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর এবং দোকান ও Commercial entity গড়ে উঠেছে যার ফলে প্রত্যেকটি আবাসিক এলাকা এক একটি বাণিজ্যিক এলাকায় পরিণত হচ্ছে। এর পরিপূর্ণ Demarcation থাকা দরকার যাতে বাণিজ্যিক এলাকাগুলো আবাসিক এলাকা থেকে আলাদা থাকে।

২। স্থানীয় পর্যায়ে পূর্বের ন্যায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা যেতে পারে। পঞ্চায়েত কমিটি সমাজ গঠন ও শিক্ষা ও সহ শিক্ষা কার্যক্রম এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে। এ ব্যাপারে সরকারি সহযোগিতাও অপরিহার্য। যাতে এ ধরনের একটি সরকারি বেসরকারি সহযোগিতামূলক সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা যায় যেখানে Social Arbitration এর সুযোগ থাকতে পারে।

৩। প্রত্যেক থানা এলাকায় সক্রিয় সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের তালিকা প্রণয়ন করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে দক্ষতা ও সততার সাথে কাজ করতে হবে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ সকলকে উৎসাহিত করার জন্য উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা বাড়ানো এবং পুরস্কৃত করা যেতে পারে।

৪। সন্ত্রাসী দমনে Political Commitment থাকতে হবে। সন্ত্রাসি দমনে পুলিশ প্রশাসন স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা নিতে পারে তবে এ ব্যাপারে জনগণের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৫। আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির অন্যতম কারণ হল যুব সমাজের মাদকাসক্তি। পুলিশ প্রশাসনকে মাদক দ্রব্যের সরবরাহ যাতে সহজে না করা যায় সেজন্য ভূমিকা রাখতে হবে। আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির ফলে দেশে শিল্প কারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যুব সমাজ আমাদের প্রধান শক্তি এদেরকে এমনভাবে রক্ষা করতে হবে যাতে এরাই হতে পারে সমস্ত শক্তির আধার এতে এদের মধ্য Confidence বাড়বে এবং কর্মে আত্মনিয়োগ করবে।

৬। ক্লাব বা সংঘ সমূহ যে উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি হয়েছিল বর্তমানে এগুলো তা থেকে অনেক দুরে সরে এসেছে। সেবামূলক কাজ, Community policing, community school, community cleaning, community information centre এগুলো স্থাপনে সরকার যুব সম্প্রদায়কে সামান্য পুঁজি সরবরাহ করতে পারে এতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সৎ কাজে যুবকদের ব্যবহার করা যাবে। পুলিশ প্রশাসনকে দক্ষ ও সৎ হতে হবে এবং পলিটিক্যাল পার্টির প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে কাজ করতে হবে। মাদক নিয়ন্ত্রণে ডিজি নার্কোটিক্সকে আরও দক্ষ এবং কার্যকর হতে হবে।

৭। ঢাকা মহানগরী একটি জনবহুল শহর হওয়ায় এবং এ শহরে রাস্তা কম থাকায় যানজটের পরিমান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই যানজট হ্রাস করার জন্য বড় বড় গাড়ী এবং ট্রাক সমূহ যাতে শহরের বাইরে দিয়ে চলাচল করতে পারে সেজন্য রিং রোড এবং রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মান করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

৮। শহরের অভ্যন্তরে কিছু কিছু রাস্তা সারা বৎসর ধরে মেরামত করা হয় যা মানুষের ভোগান্তির অন্যতম কারণ। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্য Coordination বাড়ানো দরকার যাতে জন-দুর্ভোগ হ্রাস করা যায় এতে সরকারের সাথে জনগণের সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পাবে।

৯। চোরাচালান রোধে চেক পোস্ট বৃদ্ধির পাশাপাশি সীমান্ত এলাকার লোকজনেকে এর বিরুদ্ধে সচেতন করার পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। চোরাচালানে যে সব পন্য আদান প্রদান হয় তার তালিকা প্রণয়ন এবং দেশ, সমাজ ও ব্যবসায়ে এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণমাধ্যমে বিশেষ করে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিয়মিত প্রচার করা একান্ত দরকার। তাছাড়া পুলিশী ব্যবস্থার পাশাপাশি নির্বাচিত সাংসদদেরকেও এ ব্যাপারে সজাগ হতে হবে।

১০। ষষ্ঠ পঞ্চম বার্ষিকি পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি ব্যাপক পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। যা বাস্তবায়নের Action Plan অবিলম্বে ঘোষণা করা প্রয়োজন যাতে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা নিরসনে এই পরিকল্পনা কাজে লাগানো যায়। ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

১১। Sixth Five Year Plan (SFYP) G Young Entrepreneurship Development এবং TEVET (Technical Entrepreneurial Vocational Education & Training) এর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনায় উৎপাদন খাতে আগামী ২০১৫ সালের মধ্য ১৬% কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ একটি Demographic Transition এর মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছে। যাদিও জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি শ্লথ কিন্তু অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের যুব জনসংখ্যা বেশি যা প্রায় মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। এ Demographic Dividend কে কাজে না লাগাতে না পারলে এ ডিভিডেন্ড Demographic Disaster এ পরিণত হতে পারে। ক্রমাগত ভোকেশনাল ট্রেনিং এর মাধ্যমে যুব উদ্যোক্তা সৃষ্টি সরকারের নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত হওয়া প্রয়োজন। এতে যুব শক্তির অপচয় রোধ এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে। ঢাকা শহরের চারপাশে নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা কার্যকরী এবং রেলপথ যুগোপযুগী করা প্রয়োজন।

১২। বাংলাদেশের সংকট মোকাবেলায় শিল্প বাণিজ্যে গতিশীলতা আনা এবং নতুন কল-কারখানা স্থাপনায় পুঁজি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখা অপরিহার্য। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বের ন্যায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। আইনের কাঠামো সুপ্রতিষ্ঠিত হলে জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং অপরাধমূলক কর্মকান্ড হ্রাস পাবে।

১৩। পুরান ঢাকার নীমতলীতে কেমিক্যাল গুদামে আগুন লাগার পর যে ব্যবসায় নীতিমালা দেয়া হয়েছিল তার অনেকটা ব্যবসায়ীরা পালন করেছে। সরকারের উচিত দাহ্য পদার্থের যে ২০ টি পণ্য আছে তা সর্বসাধারণের জন্য আমদানি নিষিদ্ধ করা। ফায়ার সার্ভিসের জন্য অত্যাধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তাদেরকে নতুন যন্ত্রপাতি দিয়ে আরো সুবিধা বাড়ানো হোক।

১৪। সিএনজি চালিত অটোরিক্সার চালকেরা যাত্রীর নির্ধারিত গন্তব্যে যেতে চায় না এবং তারা মিটারও ব্যবহার করতে চায় না। এসব চালকেরা যাতে বাধ্যতামূলকভাবে মিটার ব্যবহার করে এবং যাত্রীর নির্ধারিত গন্তব্যে যায় সেজন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৫। ফুটপাতের উপর হকাররা বিভিন্ন ব্যবসায় করছে। এতে পথচারীরা হাটার জায়গা খুঁজে পায় না। পায়ে হাটার পথটুকু এই হকারদের দখল থেকে মুক্ত করে তা উন্মুক্ত রাখার ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

১৬। ঢাকা শহরের অন্যতম সমস্যা যানজট। এ সমস্যা সমাধানে সরকারকে আন্তরিক হতে হবে। হকারদের ফুটপাত থেকে উচ্ছেদ করে পুনর্বাসিত করা হোক এবং হোন্ডা যাতে ফুটপাতের উপর দিয়ে চলাচল না করে সে ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া ওভার ব্রীজের নীচে হকাররা এমনভাবে দোকান দেয় যার কারণে লোকজন ওভার ব্রীজ ব্যবহার করতে অনাগ্রহী হয়। ঢাকা ক্লাবের সামনে যে ওভার ব্রীজ আছে তা শুধুমাত্র কন্ট্রোল রুম এ যাতায়াত এর জন্য ব্যবহার করা হয়। যেখানে ওভার ব্রীজের প্রয়োজন নেই সেখানে করা হচ্ছে আর যেখানে দরকার সেখানে করা হচ্ছে না। এ ব্যাপারে সরকারের একটু সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

১৭। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য দুটো বিষয় প্রয়োজন ঃ (১) নিরাপত্তা, (২) যানজট। আমাদের পণ্য আনা-নেওয়ার সময় হাই-ওয়ে থেকে ট্রাক ছিনতাই হয়ে যায়, যা খুঁজে পেতে অনেক কষ্টদায়ক হয়ে পড়ে। পুলিশ থেকে ছিনতাইকারীর যানের স্পিড অনেক বেশী। লোকাল থানাকে উন্নত যান দিয়ে সাহায্য করা দরকার। অনেক সময় পলিটিকাল ও ব্যক্তি প্রভাবের কারণে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। এর একটি সমাধান দরকার।

১৮। ঢাকায় অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে জনগণ বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদি সেবা ঠিকমত পাচ্ছে না। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হবেই আর এরফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উচিত ঢাকা থেকে শিল্প কারখানা ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায় সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা করা এতে করে ঢাকায় শ্রমিক শ্রেণীর চাপ অনেকটা কমে যাবে।

১৯। সরকারের উচিত কেন্দ্রীয় করাগারকে পুরান ঢাকা থেকে সরিয়ে অন্যত্র নেয়া এতে করে এ বিশাল জায়গায় অনেক কিছু করা যাবে। পুরান ঢাকায় গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা নেই। পার্কিং এর জন্য এই জেলখানার জায়গা ব্যবহার করা যেতে পারে। এজন্য বেসরকারী খাত সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এছাড়া Open house day-তে অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা হয় কিন্তু মাদক নিয়ে আলোচনা হয় না। প্রত্যেক এলাকার মাদক ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করে এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। Open house day-তে পুলিশের পাশাপাশি নার্কোটিক্স বিভাগের লোক রাখা দরকার। শিশার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। ভিক্টোরিয়া পার্কের সামনে অনেক স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি চলাকালে বাস যাতে না চলে এবং সেখানে একটি ওভার ব্রীজের ব্যবস্থা করা উচিত।

২০। মিল কারখানাতে ওয়ার্কার নিয়োগ এর ক্ষেত্রে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সহজে পাওয়া যায় না। দুই/তিন মাস পর ওয়ার্কার চলে যায় বা উধাও হয়ে যায়। তখন লোকাল পুলিশ এসে এদের খোঁজাখুঁজি করে এবং এদেরকে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী বলে প্রতিষ্ঠানকে হয়রানী করা হয়। বিশেষ করে যাদেরকে অস্থায়ী ভাবে নিয়োগ করা হয় তখন এই ক্লিয়ারেন্স পাওয়া যায় না এবং এই সমস্যা তাদের ক্ষেত্রে বেশি ঘটে। আমরা যাদেরকে নিয়োগ করব তাদের এই ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি সমাধান বের করা দরকার। এই ভুয়া কাগজ বা সত্যিকার কাগজ পরীক্ষা করতে অনেক সময় লাগে এবং তত দিনে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে যায়।

২১। পুরান ঢাকায় গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা করা উচিত এবং এখানে ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ দেয়া একান্ত প্রয়োজন।

২২। বিসিক শিল্প নগরী এলাকার আশপাশ নদী থেকে বেআইনীভাবে ড্রেজিং এর কাজ হচ্ছে। একবার বন্ধ করার পরও তা আবার পুনরায় চালু হয়েছে। এর ফলে আমাদের শিল্প নগরীর অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে এবং আমাদের এই নগরী তলিয়ে যেতে পারে। এর দ্রুত একটি সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। এই কাজের জন্য প্রায় ৪০ টি ড্রেজার এবং ৩০০ টি নৌকা ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা এই শিল্প নগরীর জন্য প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছি এবং আগামীতে আরও ৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করব। আমাদের অনুরোধ দ্রুত এই অবৈধ কাজ বন্ধ করা হোক।

২৩। বাস ও ট্রাক ড্রাইভাররা কত ঘন্টা এক নাগারে যান চালাতে পারবে তার একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার এতে করে হাই-ওয়েতে দূর্ঘটনা কমবে। ড্রাইভারদের লাইসেন্সের ব্যবস্থা নেয়া দরকার। মতিঝিল এলাকায় রিক্সা চলাচলের অনুমতি দেয়া দরকার। তাছাড়া যান চালানোর জন্য বয়সসীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

২৪। থানায় প্রচুর পরিমান কেস হচ্ছে যার সঠিক সংরক্ষণ হচ্ছে না। এজন্য থানাগুলোকে অটোমেশনের আওতায় আনা দরকার। ডিসিসিআই একটি ISO সার্টিফিকেট প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। এখানে অনেক দেশী-বিদেশী মেহমানসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা আসে। ডিসিসিআই এর সামনে যে রাস্তা তাতে গাড়ি পার্কিং এর জন্য অনুমোদন দেয়া দরকার। মন্ত্রণালয়ে প্রবেশের জন্য ডিসিসিআই এর Board Member-দের সকলের জন্য পাশ সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

২৫। মাদকমুক্ত ঢাকা শহর গড়ে তোলার জন্য সবাইকে সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে এ ক্ষেত্রে কাজ করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি ছেলে-মেয়েদের দিকে আমাদের সর্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত যেন তারা ভুল পথে না যায়। মাদক ও বিশৃঙ্খলামুক্ত পরিবেশ গড়তে হলে শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর চাপ প্রয়োগ না করে অভিবাবকদের উচিত সচেতন থাকা।

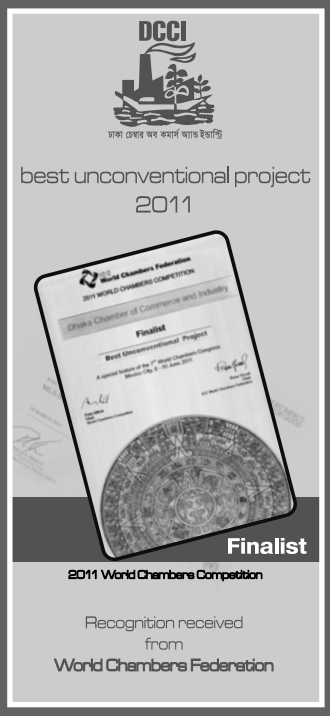

World Chamber Completion Award 2011

DCCI participated in the World Chambers Competition Award 2011 at the Best Unconventional Project Category. DCCI's project was Dhaka Customs House Automation Project implemented under Public Private Partnership (PPP) basis. 7th World Chamber Congress was held in Mexico City during June 8-10, 2011. Among 83 Chambers in the World participated in the programme, four Chambers were selected as finalist. DCCI was one of them.

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants
* Since 1953 *

Gulshan Pink City
Suites # 01-03, Level : 7
Plot # 15, Road # 103
Gulshan Avenue
Dhaka-1212, Bangladesh.
Phone : 880-2-8881824-6
Fax : 880-2-8881822
E-mail : aqasem@aqcbd.com

Independent Auditors' Report

We have audited the accompanying financial statements of the **Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI)** which comprise the statement of financial position as at 30 September, 2011 and the statement of comprehensive income and the statement of cash flows for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS) and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have conducted our audit in accordance with Bangladesh Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of the material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements, prepared in accordance with Bangladesh Financial Reporting Standards (BFRS), give a true and fair view of the state of the Chamber's affairs as at September 30, 2011 and of the operating results and its cash flows for the year then ended and comply with the Companies Act 1994 and other applicable laws and regulations.

We also report that:

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief that were necessary for the purposes of our audit and made due verification thereof.

(b) In our opinion, proper books of account have been kept by the Chamber so far as it appeared from our examination of those books.

(c) The financial statements dealt with by the report are in agreement with the books of account.

Dated: Dhaka
November 27, 2011

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

Dhaka Chamber of Commerce and Industry
Statement of Financial Position
As at September 30, 2011

	Notes	2011 Taka	2010 Taka
Non-current assets			
Property, plant and equipment	3	39,707,843	40,378,583
		39,707,843	**40,378,583**
Current assets			
Accounts receivable	4	7,631,286	25,324,825
Interest receivable		12,913,630	9,267,779
Deferred revenue expenditure	5	955,294	1,854,126
Advance, deposits and pre-payments	6	1,473,234	2,646,432
Inventories		671,028	805,190
Cash and cash equivalents	7	257,423,839	208,340,785
		281,068,311	**248,239,137**
Current liabilities			
Liabilities for services	8	4,427,554	3,994,272
Liabilities for other finance	9	8,414,565	7,944,288
Liabilities for advance building rent	10	-	-
		12,842,119	**11,938,560**
Net current assets		**268,226,192**	**236,300,577**
Net assets		**307,934,035**	**276,679,160**
Sources of funds			
General fund	11	274,799,251	231,289,549
DCCI Relief & Social Welfare fund	12	10,753,029	29,146,446
DCCI Development fund	13	11,281,264	6,232,350
Deferred Gratuity	14	9,557,520	7,011,800
Grant received	15	1,542,971	2,999,015
Total fund		**307,934,035**	**276,679,160**

The accompanying notes form an integral part of the Financial Statements.

Mustafa Mohiuddin
Secretary

Absar Karim Chowdhury
Co-ordinating Director

Asif Ibrahim
President

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

Dated, Dhaka
November 27, 2011

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

Dhaka Chamber of Commerce and Industry
Statement of Comprehensive Income
For the year ended September 30, 2011

	Notes	2011 Taka	2010 Taka
Income			
Subscriptions	16	19,032,074	18,953,950
Admission fee	17	3,982,177	2,918,400
Bulletin fee	18	1,167,088	1,164,615
Certificate of origin fee		1,532,700	1,732,425
Certification and attestation fee		1,258,671	1,507,482
Rent	19	25,337,421	24,184,724
Income from investment - interest	20	22,680,392	16,654,634
DBI (DCCI Business Institute)		10,117,768	11,569,981
Miscellaneous income	21	558,269	2,070,934
Strategy _2030		2,822,051	-
Total income		**88,488,611**	**80,757,145**
Expenditure			
Pay and allowances	22	24,558,297	24,821,150
Postage and telephone	23	690,513	695,575
Printing and stationery		667,759	827,215
Newspapers, bulletin and publications	24	2,626,325	2,317,449
Conveyance		210,082	182,867
Repairs and maintenance	25	1,157,407	795,333
Fuel and lubricants		410,393	448,960
Entertainment		467,018	481,925
Audit and legal fees	26	52,250	77,125
Subscription and donation		165,000	1,232,103
Seminar, symposium, conference and delegation	27	(927,466)	470,617
AGM, EGM and election expenses		1,282,902	1,278,975
Gift and presentations		45,530	226,665
Utility charges	28	1,364,732	1,018,091
Rate and taxes		418,677	421,771
Depreciation	3	3,265,002	3,337,012
DBI (DCCI Business Institute)		5,012,062	7,149,587
Deferred revenue expenses-written off		872,632	883,605
Research & Studies		150,000	50,000
Iftar party expense		813,237	134,500
Reception and dinner		346,261	262,062
Estate expenses		242,484	145,374
Miscellaneous expenses	29	779,153	792,521
Project expenses		20,443	-
Total expenditure		**44,690,693**	**48,050,482**
Excess of income over expenditure	11	**43,797,918**	**32,706,663**

The accompanying notes form an integral part of the Financial Statements.

Mustafa Mohiuddin
Secretary

Absar Karim Chowdhury
Co-ordinating Director

Asif Ibrahim
President

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

Dated, Dhaka
November 27, 2011

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

Dhaka Chamber of Commerce and Industry
Statement of Cash Flows
For the year ended September 30, 2011

	2011 Taka	2010 Taka
Cash flows from operating activities		
Excess of income over expenditure for the year	43,797,918	32,706,663
Adjustment for items not involving movement of cash :		
Depreciation on fixed assets	3,265,002	3,337,012
Provision for gratuity	2,545,720	2,011,800
(Increase) / Decrease in current assets:		
Accounts receivable	17,693,539	(19,742,692)
Interest receivable	(3,645,851)	(379,849)
Deferred revenue expenditure	898,832	2,882,068
Advance, deposits and prepayments	1,173,198	(1,139,267)
Inventories	134,162	(313,919)
Increase / (Decrease) in current liabilities:		
Liabilities for services	433,282	1,428,868
Liabilities for other finance	470,277	(920,957)
Liabilities for advance building rent	-	(192,151)
Net cash provided by operating activities	**66,766,079**	**19,677,576**
Cash flows from investing activities		
Acquisition of fixed assets	(2,693,359)	(954,188)
Disposal/adjustment of assets	99,097	335,750
Net cash used in investing activities	**(2,594,262)**	**(618,438)**
Cash flows from financing activities		
General fund	(288,216)	163,587
DCCI Relief & Social Welfare fund	(18,393,417)	(16,545,510)
DCCI Development fund	5,048,914	3,683,810
Grant received	(1,456,044)	3,000,299
Net cash used in financing activities	**(15,088,763)**	**(9,697,814)**
Net increase in cash and cash equivalents	**49,083,054**	**9,361,324**
Opening cash and cash equivalents	208,340,785	198,979,461
Cash and cash equivalents at the end of the year	**257,423,839**	**208,340,785**

Mustafa Mohiuddin
Secretary

Absar Karim Chowdhury
Co-ordinating Director

Asif Ibrahim
President

Signed in terms of our separate report of even date annexed.

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

Dated, Dhaka
November 27, 2011

Dhaka Chamber of Commerce and Industry
Notes to the Financial Statements
as at and for the year ended September 30, 2011

1.0 Background

1.1 Incorporation

Dhaka Chamber of Commerce & Industry (here-in-after referred to as the Chamber) was incorporated on March 10, 1959 as a company limited by guarantee under the Companies Act, 1913 as replaced by Companies Act 1994.

1.2 Objectives

Main objectives of the Chamber are as follows:

a. To promote and foster ideas of co-operation and mutual help amongst the members engaged in Trade, Commerce and Industry in Bangladesh.

b. To watch over, protect and safeguard in general commercial and industrial interest in Bangladesh particularly of the members engaged in business in the District of Dhaka or any other place.

c. To consider and help in formulating the policy of Government from time to time relating to questions pertaining to Trade, Commerce and Industry.

2.0 Summary of Significant Accounting Policies

2.1 Accounting basis

These Financial Statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) under historical cost convention and also in accordance with the Bangladesh Accounting Standards (BAS) issued by The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB).

2.2 Property, plant and equipment

Fixed Assets are stated at actual cost less accumulated depreciation in the Financial Statements.

2.3 Depreciation

Depreciation on Fixed Assets is charged on reducing balance method at rates ranging from 2.5% to 20% per annum depending on the estimated life of assets. Full year's depreciation is charged on the additions to fixed assets irrespective of the date of acquisition thereof.

2.4 Revenue recognition

All income and expenses, other than subscription income/bulletin fee are accounted for on accrual basis. Subscription and bulletin fee are recognized as income on the date these are received on cash basis excepting that so much thereof as relates to the period subsequent to the year ended September 30, 2011 is accounted for as a liability (advance subscription under Liabilities for other finance).

2.5 Inventories

Inventories of Stationery and Printing items are valued at the lower of cost and net realizable value.

2.6 Employee benefits

Provisions have been set up in the accounts for gratuity and annual leave (earned leave) benefits to employees since 2008 towards build-up of the entire liability gradually.

2.7 Provision for income tax liability

National Board of Revenue, Bangladesh vide SRO # 234-Ain-Income Tax/2011 dated 6 July 2011 introduced income tax on Trade Bodies. The issue has been protested by Trade Bodies and the decision from the Government is awaiting. The Chamber maintains accounts from October to September. If the above noted SRO stands, the Chamber may have to pay tax on its partial income for 3 months. The matter being unresolved till to date, no provision for income tax has been made.

2.8 Reporting currency

Chamber maintains its Books of Accounts in Bangladeshi Taka (BDT), and all figures represented in the financial statements are in BDT.

2.9 Reporting period

The reporting period of the Chamber cover one year from October to September consistently.

2.10 Responsibility of the preparation and presentation of the Financial Statements

The management of the Chamber is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements.

2.11 General

a) Previous year's figures have been re-arranged wherever considered necessary to conform to current year's presentation.

b) Figures appearing in the Financial Statements have been rounded off to the nearest Taka.

	2011 Taka	2010 Taka
3.0 Property, plant and equipment		
(A) At Cost		
Opening balance	100,380,845	99,821,657
Add: Addition during the year	2,693,359	954,188
	103,074,204	100,775,845
Less: Disposal during the year	386,078	395,000
Closing balance	**102,688,126**	**100,380,845**
(B) Less: Accumulated depreciation		
Opening balance	60,002,262	56,724,500
Add: Charge during the year	3,265,002	3,337,012
	63,267,264	60,061,512
Less: Acc. Dep. of disposed assets	286,981	59,250
Closing balance	**62,980,283**	**60,002,262**
(A-B) Written down value	**39,707,843**	**40,378,583**
Details are shown in the enclosed Annexure-1		
4.0 Accounts receivable		
Considered good		
Building rent	4,555,395	1,437,158
Utility charge (Electricity)	294,701	271,864
Utility charge (WASA)	119,044	64,442
Display centre rent	12,000	12,000
Business Dialogue	46,468	38,008
Advertisement	-	120,000
Receivable against GJC	397,000	497,000
Receivables(DBI) DCCI Business Institute	162,110	1,050,001
Current A/C with DBI-BBA	490,480	257,477
Current A/C with DCCI Foundation	25,771	20,232,358
Receivable against Seminar	183,800	-
	6,286,769	**23,980,308**
Considered doubtful		
Building rent	1,233,039	1,233,039
Utility charge (electricity)	54,290	54,290
Utility charge (WASA)	57,188	57,188
	1,344,517	**1,344,517**
	7,631,286	**25,324,825**

4.1 (i) The aforesaid doubtful debts of Tk. 1,344,517 include Tk. 725,494, Tk. 236,012 and Tk. 383, 011 receivable from M/s Progressive Plastic Industries Limited, Mir shafiul Haque (an ex-employee) and Mannujan Textile respectively. Management has taken all possible steps to realize the dues.

(ii) In this respect, cases were lodged with the court which are now in process.

	2011	2010
	Taka	Taka
5.0 Deferred revenue expenditure		
Opening balance	1,854,126	4,736,194
Expenses/(Income) during the year:		
Legal expenses	-	1,000,000
Commercial History (CH)	(26,200)	(33,600)
SME financing fair	-	(2,964,863)
	1,827,926	**2,737,731**
Less: 1/5th written off (Note-5.1)	872,632	883,605
	955,294	**1,854,126**
5.1 1/5th written off		
Golden Jubilee Celebration (GJC)	1,118,793	1,118,793
Commercial History (CH)	146,812	157,785
Legal expenses	200,000	200,000
SME financing fair	(592,973)	(592,973)
	872,632	**883,605**

Management has decided to amortize the aforesaid GJC and CH deferred revenue expenditure in five years effective from the year 2009 while deferred legal expense and SME fair income from the year 2010.

6.0 Advances, deposits and pre-payments		
Advances		
Advance against salaries	2,300	6,450
Advance against expenses	105,664	204,000
	107,964	**210,450**
Security deposits		
Rajuk	600,000	600,000
PDB	314,000	314,000
T&T	22,000	22,000
Others	22,860	22,860
	958,860	**958,860**
Prepayments		
City corporation tax	314,007	314,007
Telephone line rent	-	3,622
Periodicals	15,903	15,779
Prepaid insurance premium	45,174	179,561
Prepaid subscription - ICCB/FBCCI	26,250	26,250
Prepaid AGM/ election expenses	4,866	1,080
Internet	210	8,967
Prepaid (Strategy-2030)	-	927,856
	406,410	**1,477,122**
	1,473,234	**2,646,432**

	2011	2010
	Taka	Taka
7.0 Cash and cash equivalents		
Cash in hand	20,664	8,605
Cash at bank (Note 7.1)	257,403,175	208,332,180
	257,423,839	**208,340,785**
7.1 Cash at bank		
On savings bank accounts	222,116	64,965
On short term deposit (STD) account	1,951,115	1,641,114
Custom automation project STD account	1,556,854	3,012,897
On project bank accounts	1,121,488	1,082,406
On fixed deposits (FDR)	252,551,602	202,530,798
	257,403,175	**208,332,180**
8.0 Liabilities for services		
Salaries payable	1,313,564	1,187,491
Employer's contribution to Provident Fund	42,834	46,795
Utility charges (electricity/water/gas)	365,084	404,838
Rent/Utility suspense (tenants)	17,647	17,647
Date expired cheque	82,105	60,510
Provision for annual leave	942,507	780,000
Telephone expenses	15,774	4,368
Bulletin and publications	671,614	699,900
Newspaper and periodicals	20,181	14,000
Entertainment	16,599	8,585
Conveyance	1,611	896
Fax & internet connectivity	1,810	2,000
Gift & presentation	-	500
Photography expenses	1,240	4,000
Audit fee and legal expenses	106,610	54,360
Postage and stamp	82,763	51,166
Repairs and maintenance	141,349	151,768
Printing and stationery	66,626	57,252
Seminar	9,942	1,100
Conference and delegation	-	8,785
Insurance premium	199,000	4,000
Washing expense and others	3,490	12,960
Estate expenses	120,000	2,612
Furniture, Machinery and equipment	132,420	39,420
Business Dialogue	-	14,813
ISO expense payable	-	25,000
DBI	72,784	339,506
	4,427,554	**3,994,272**

		2011	2010
		Taka	Taka
9.0	**Liabilities for other finance**		
	Employees' contribution to Provident Fund	110,234	97,210
	Staff income tax	76,806	73,665
	Tax deducted at sources (Parties)	519	-
	Advance subscription (Note 9.1)	4,774,024	4,689,899
	Subscription advance/deposit	20,487	20,550
	Security deposits	2,809,495	3,039,964
	Advance display center rent	5,000	5,000
	Advance advertisement	18,000	18,000
	DBI	600,000	-
		8,414,565	**7,944,288**
9.1	**Advance subscription**		
	Opening balance	4,689,899	5,297,014
	Transferred to income	4,689,899	5,297,014
		-	-
	Adjustment for the year:		
	Subscriptions (note 16)	3,798,675	3,907,500
	Admission fee(note 17)	745,225	546,500
	Bulletin fee (18)	230,124	235,899
		4,774,024	**4,689,899**
10.0	**Liabilities for advance building rent**		
	Opening balance	-	192,151
	Received during the year	-	-
		-	192,151
	Advance building rent adjusted	-	(192,151)
		-	-
11.0	**General fund**		
	Opening balance	231,289,549	198,419,299
	Prior year's adjustment	(288,216)	163,587
		231,001,333	198,582,886
	Excess of income over expenditure for the year	43,797,918	32,706,663
		274,799,251	**231,289,549**
12.0	**DCCI Relief and Social Welfare fund**		
	Opening balance	29,146,446	45,691,956
	Received from members during the year	1,614,050	1,548,150
	Interest on R.S.W.F. FDR	1,103,608	3,502,379
		31,864,104	50,742,485
	Paid during the year against Relief Fund	(900,000)	(1,807,114)
	Paid to DCCI Foundation	(20,211,075)	(19,788,925)
		10,753,029	**29,146,446**

		2011 Taka	2010 Taka
13.0	**DCCI Development fund**		
	Opening balance	6,232,350	2,548,540
	Collections during the year	4,260,000	3,370,000
	Interest on Development Fund FDR	788,914	313,810
		11,281,264	**6,232,350**
14.0	**Deferred liability - gratuity**		
	Opening balance	7,011,800	5,000,000
	Provision made during the year	5,100,000	5,100,000
		12,111,800	10,100,000
	Paid during the year	(2,554,280)	(3,088,200)
		9,557,520	**7,011,800**
15.0	**Grant received**		
	Received from IFC	18,051,259	13,507,303
	Loan given to Datasoft	(15,000,000)	(9,000,000)
	Custom automation expenses	(1,508,288)	(1,508,288)
		1,542,971	**2,999,015**
16.0	**Subscriptions**		
	New	2,900,901	2,387,500
	Renewal	17,723,298	19,185,550
	Arrear	2,200,400	1,288,400
	Advance adjustment	6,150	-
		22,830,749	22,861,450
	Portion attributable to the period from October to December 2011 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(3,798,675)	(3,907,500)
		19,032,074	**18,953,950**
17.0	**Admission fee**		
	Admission fee	2,900,902	2,387,500
	Re-admission fee	1,826,500	1,077,400
		4,727,402	3,464,900
	Portion attributable to the period from October to December 2011 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(745,225)	(546,500)
		3,982,177	**2,918,400**
18.0	**Bulletin fee**		
	Current	1,247,749	1,303,664
	Arrear	149,200	96,850
	Advance adjustment	263	-
		1,397,212	1,400,514
	Portion attributable to the period from October to December 2011 transferred to liabilities for other finance (note 9.1)	(230,124)	(235,899)
		1,167,088	**1,164,615**
19.0	**Rent**		
	Building rent	25,212,421	24,079,724
	Auditorium rent	125,000	55,000
	Display centre rent	-	50,000
		25,337,421	**24,184,724**

		2011 Taka	2010 Taka
20.0	**Income from investment - interest**		
	Interest from Fixed Deposits (Note 20.1)	22,499,093	16,487,335
	Interest from STD and savings account	181,299	167,299
		22,680,392	**16,654,634**
20.1	**Interest from fixed deposits**		
	DCCI Fund	19,365,843	13,962,026
	DCCI Scholarship Fund	280,750	258,072
	DCCI Retirement Benefit Fund	820,364	512,398
	DCCI Research Fund	2,032,136	1,754,839
		22,499,093	**16,487,335**
21.0	**Miscellaneous income**		
	Membership forms fee	112,850	112,300
	Photocopy charge realized	1,705	6,727
	Service charge	-	1,383,146
	Advertisement income	90,000	300,000
	Other Income -misc	336,662	268,611
	Fax	520	150
	Custom automation fee	16,532	-
		558,269	**2,070,934**
22.0	**Pay and allowances**		
	Pay and allowances	18,833,019	19,280,943
	Gratuity	5,100,000	5,100,000
	Provision for annual leave	300,000	300,000
	Employees insurance premium (Pension)	140,000	90,101
	Employees health insurance premium	185,278	50,106
		24,558,297	**24,821,150**
23.0	**Postage and telephone**		
	Postage and stamps	280,240	316,947
	Telephone	90,272	102,572
	Fax charges	9,800	14,081
	Internet connectivity	310,201	261,975
		690,513	**695,575**
24.0	**Newspapers, bulletin and publications**		
	Newspapers and periodicals	114,737	123,678
	Bulletin	2,370,524	2,038,019
	Publication	141,064	155,752
		2,626,325	**2,317,449**
25.0	**Repairs and maintenance**		
	Car	115,562	115,485
	Computer	115,065	73,082
	Lift	138,300	168,570
	AC	113,850	94,470
	Generator	77,300	87,840
	Building	210,057	-
	Others	387,273	255,886
		1,157,407	**795,333**

		2011 Taka	2010 Taka
26.0	**Audit and legal fee**		
	Statutory audit	52,250	46,000
	Legal fee	-	31,125
		52,250	**77,125**
27.0	**Seminar, symposium, conference and delegation**		
	Seminar and symposium (Net)	(1,188,083)	239,042
	Conference and delegation	260,617	231,575
		(927,466)	**470,617**
28.0	**Utility charges**		
	Electricity	3,402,339	3,585,901
	WASA	973,744	804,091
	Gas	18,056	19,677
	Utility reimbursement from tenants (Note-28.1)	(3,029,407)	(3,391,578)
		1,364,732	**1,018,091**
28.1	**Utility reimbursement from tenants**		
	Electricity	2,284,312	2,767,075
	WASA	739,821	618,672
	Gas	5,274	5,831
		3,029,407	**3,391,578**
29.0	**Miscellaneous expenses**		
	Liveries and uniform	35,000	37,020
	Festival / national day expenses	118,471	39,653
	Washing expenses	9,475	21,650
	Photocopy	-	1,800
	Photography	25,020	23,546
	Bank charge	17,247	11,650
	Training expenses	19,222	-
	Insurance	51,526	52,947
	(Profit)/ Loss on disposal of fixed assets	19,227	-
	Advertisement expenses	33,300	173,095
	Fair	129,758	94,796
	ISO 9001 certification	129,667	116,000
	Custom automation expenses	12,884	-
	DCCI Profile & Doc. Film	35,000	161,000
	Research & Development BD	72,303	-
	Others	69,835	59,364
	DCCI Business Award	1,218	-
		779,153	**792,521**

30.0 Subsequent events

There was no non-adjusting post balance sheet event of such importance, non-disclosure of which would affect the ability of the users of the financial statements to make proper evaluations and decisions.

31.0 Comparative statement of operating activities

Comparative statement of operating activities is shown in Annexure-2.

Annexure-1

Dhaka Chamber of Commerce and Industry
Schedule of Property, plant and equipment
As at September 30, 2011

Particulars	Cost				Depreciation					WDV As at September 30, 2011	WDV As at September 30, 2010
	As at October 01, 2010	Additions during the year	Disposals/ adj.	As at September 30, 2011	Rate of dep.	As at October 01, 2010	Charged during the year	Disposals/ adj.	Accumulated as at September 30, 2011		
	Taka	Taka	Taka	Taka	%	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka	Taka
Land	29,157	-	-	29,157	-	-	-	-	-	29,157	29,157
Building	50,388,619	-	(130,500)	50,258,119	5%	28,251,423	1,103,951	(72,330)	29,283,044	20,975,075	22,137,196
Mach. & equipment	6,846,207	652,400	(41,500)	7,457,107	15%	3,804,264	553,291	(35,766)	4,321,789	3,135,318	3,041,943
Furniture & fixtures	6,311,826	33,975	(65,937)	6,279,864	10%	3,061,420	326,416	(45,717)	3,342,119	2,937,745	3,250,406
Books	1,034,152	10,266	-	1,044,418	10%	759,323	28,509	-	787,832	256,586	274,829
Electrical inst.	1,981,897	-	(79,500)	1,902,397	10%	1,312,108	65,919	(68,904)	1,309,123	593,274	669,789
Sanitary fittings & renov.	750,264	-	-	750,264	10%	444,676	30,558	-	475,234	275,030	305,588
Air cooler	9,054,512	-	-	9,054,512	15%	7,444,169	241,551	-	7,685,720	1,368,792	1,610,343
Wall clock	9,200	-	(1,535)	7,665	15%	3,905	790	(1,507)	3,188	4,477	5,295
Franking machine	17,500	-	-	17,500	15%	17,386	17	-	17,403	97	114
Sundry assets	635,396	-	(67,106)	568,290	12.50%	434,356	24,586	(62,757)	396,185	172,105	201,040
Water installation	118,766	-	-	118,766	2.50%	35,525	1,965	-	37,490	81,276	83,241
Crockery & cutleries	202,526	37,130	-	239,656	10%	79,074	16,058	-	95,132	144,524	123,452
Telephone inst.	1,324,901	11,590	-	1,336,491	10%	1,008,105	32,838	-	1,040,943	295,548	316,796
Lift	10,738,148	-	-	10,738,148	10%	7,554,646	318,350	-	7,872,996	2,865,152	3,183,502
Auditorium	6,411,030	-	-	6,411,030	5%	2,433,812	198,861	-	2,632,673	3,778,357	3,977,218
Transformer	1,359,181	-	-	1,359,181	15%	960,209	59,846	-	1,020,055	339,126	398,972
E-mail /internet inst.	294,377	182,500	-	476,877	10%	219,550	25,733	-	245,283	231,594	74,827
DCCI car	897,000	-	-	897,000	15%	788,548	16,268	-	804,816	92,184	108,452
Diesel generator	1,418,090	-	-	1,418,090	15%	1,237,486	27,091	-	1,264,577	153,513	180,604
MIS & Software	49,750	320,000	-	369,750	20%	24,278	69,094	-	93,372	276,378	25,472
Island Development	-	1,445,498	-	1,445,498	5%	-	72,275	-	72,275	1,373,223	-
Gift assets	508,346	-	-	508,346	-	127,999	51,035	-	179,034	329,312	380,347
Total	**100,380,845**	**2,693,359**	**(386,078)**	**102,688,126**		**60,002,262**	**3,265,002**	**(286,981)**	**62,980,283**	**39,707,843**	**40,378,583**

A. Qasem & Co.
Chartered Accountants

Dhaka Chamber of Commerce & Industry
Comparative Statement of Operating Activities
for the year ended September 30, 2011

Particulars		2011 Taka	2010 Taka
Subscription income		19,032,074	18,953,950
Admission fee		3,982,177	2,918,400
Bulletin fee		1,167,088	1,164,615
		24,181,339	**23,036,965**
Less:	Pay & allowances	24,418,297	24,731,049
	Surplus /(Deficit)	**(236,958)**	**(1,694,084)**
Less:	Employees group insurance	140,000	90,101
	Employees welfare exp.	-	-
		140,000	**90,101**
	Surplus /(Deficit)	**(376,958)**	**(1,784,185)**
Less:	Utilities- net	1,364,732	1,018,091
	Printing & stationery	667,759	827,215
	Postage and telephone-net	690,513	695,575
	Subscription & donation	165,000	1,232,103
	News paper, bulletin & publications	2,626,325	2,317,449
	Rates & taxes	418,677	421,771
	Entertainment	467,018	481,925
	Seminar & symposi, conf. & delegation	(927,466)	470,617
	Conveyance	210,082	182,867
	AGM, EGM & Election expenses	1,282,902	1,278,975
	Gift & presentation	45,530	226,665
	Audit & legal fee	52,250	77,125
	Repairs & maintenance	1,157,407	795,333
	Fuel & lubricants	410,393	448,960
	Iftar party expense	813,237	134,500
	Reception and dinner	346,261	262,062
	Estate expenses	242,484	145,374
	Miscellaneous expenses	779,153	792,521
	Depreciation	3,265,002	3,337,012
	DBI (DCCI Business Institute)	5,012,062	7,149,587
	Deferred revenue expenses - Written off	872,632	883,605
	Project expenses	20,443	-
	Research & Studies	150,000	50,000
		20,132,396	**23,229,332**
	(Deficit)	**(20,509,354)**	**(25,013,517)**
Add:	Income		
	Certificate of Origin	1,532,700	1,732,425
	Certification & attestation fee	1,258,671	1,507,482
	Strategy_2030	2,822,051	-
	Miscellaneous income	558,269	2,070,934
		6,171,691	**5,310,841**
	(Deficit)	**(14,337,663)**	**(19,702,676)**
Add :	Interest income	22,680,392	16,654,634
	DBI (DCCI Business Institute)	10,117,768	11,569,981
		32,798,160	**28,224,615**
	Surplus	**18,460,497**	**8,521,939**
Add :	Rent	25,337,421	24,184,724
Excess of income over expenditure for the year		**43,797,918**	**32,706,663**

DCCI SECRETARIAT

PABX: 955 2562, 9554383 (Hunting), Fax : 880-2-956 0830, 9550103
E-mail: info@dhakachamber.com, secretary@dhakachamber.com
Website: www.dhakachamber.com

Name	Telephone	
	Office	Residence
Mustafa Mohiuddin Secretary	Ext : 114, 149 9564930 (Direct)	01815000529
Md. Hossain Ali Executive Director (DBI)	Ext: 123	01711079721 9125260
Ferdaus Ara Begum Additional Secretary (R&P)	Ext: 116/125	01714102994 9002184
Syed Delwar Hossain Additional Secretary (Admin)	Ext: 121	01817539338
Muhammad Zafarullah, FCA Chief Accountant	Ext: 117	01819 492336
M. Fazlul Karim Joint Secretary (Common Service)	Ext: 126	01911297884 7252196
Abdul Malek Deputy Chief Accountant	Ext: 120	01913756676
Md. Habibur Rahman Deputy Chief Accountant	Ext: 142	01711979405
Md. Ghulam Hussain Deputy Secretary (Membership)	Ext: 127	01817566223 8616487
A. K. S. M. Tozammel Hossain Deputy Secretary (P. S. to the President)	Ext: 134 9560732 (Direct)	01730000822
Md. Shamsuddin Azad Deputy Secretary (Admin)	Ext: 147	01716 518565
Md. Humayun Kabir Fakir Deputy Secretary (Research)	Ext: 150	01718 026181
Engr. Utpal Saha Deputy Secretary (Estate & Maintenance)	Ext: 131	01715 784718 9343377
Gazi Mizanur Rahman Assistant Secretary (Accounts)	Ext: 140	01911737190 8130950
Mir Raushan Saleha Assistant Secretary (DBI)	Ext: 137	01716748460
Abul Hasan Fazle Rabbi Assistant Secretary (PR)	Ext. 146	01716624345

Name	Telephone Office	Residence
Md. Akramul Haque Assistant Secretary (PR)	Ext. 146	01911717049
Farzana Akter Assistant Secretary (Board Affairs)	Ext: 290	01725501335
Md. Habibur Rahman Assistant Secretary (Accounts)	Ext. 129	01914733559
Jabun Nahar Begum Assistant Secretary (Library)	Ext. 154	01912003231
Tammana Sultana Assistant Secretary (DBI)	Ext. 281	01718972656
Mohammad Monir Hossian Senior Officer (Research)	Ext. 153	01673195855
Md. Nuruzzaman Senior Officer (IT & Support Service)	Ext. 118	01734607547
Rasel Ahmed Senior Officer	Ext. 126	01937893460
Khaleda Begum Senior Officer	Ext. 127	01913756587
S.M. Habibur Rahman Junior Officer (Estate)	Ext. 136	01719694432
Md. Samiruddin Junior Officer	Ext. 133	01726077334 7542032
Anna Dipali Paris Junior Officer	Ext. 0	01712539568
Fayzunnahar Khan Junior Officer (Research)	Ext. 143	01711318717
Md. Yousuf Ali Junior Officer (Admin & Protocol)	Ext. 145	01718528682
Md. Al-Amin Accounts Officer	Ext. 132	01670268269
Md. Sarwar Alam Accounts Officer	Ext. 132	01912153809
Salman Karim Junior Officer (PR)	Ext. 146	01676825242
DCCI SEQUA Project Ahsanur Rashid Group Consultant	Ex Ext. 144	01711 138256

Notes

Notes

Notes

Corporate:
65-66 Motijheel Commercial Area, Dhaka-1000, Bangladesh.
Phone: +88-02-9552562 | Fax: +88-02-9560830
E-mail: info@dhakachamber.com
Web: www.dhakachamber.com

SAI GLOBAL Certified System
ISO 9001

The first ISO certified
Chamber in Bangladesh